বিগত বছরের বিসিএস (৪৪তম-৩৫তম) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৪তম বিসিএস

০১। 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায়-
(ক) দুর্বৃত্ত (খ) চালাকি (গ) পার্থক্য (ঘ) অপদার্থ

০২। নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি?
(ক) গো + অক্ষ = গবাক্ষ (খ) পৌ + অক = পাবক (গ) বি + অঙ্গ = বঙ্গ (ঘ) যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র

০৩। নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?
(ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই। (খ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। (ঘ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

০৪। নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?
(ক) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। (খ) তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।
(গ) মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন। (ঘ) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।

০৫। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত?
(ক) রতন (খ) কবাট (গ) পিচাশ (ঘ) মুলুক

০৬। 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ-
(ক) অমাবস্যা (খ) গলাধাক্কা দেওয়া (গ) কাছে টানা (ঘ) কাস্তে

০৭। 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
(ক) পর্তুগিজ (খ) হিন্দি (গ) গুজরাটি (ঘ) ফরাসি

০৮। কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ?
(ক) জানিবার ইচ্ছা (খ) জয় করিবার ইচ্ছা (গ) হনন করিবার ইচ্ছা (ঘ) যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা

০৯। নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
(ক) পছন্দ (খ) হিসাব (গ) ধূলি (ঘ) শৌখিন

১০। নিচের কোনটি বাংলা 'ধাতু'র দৃষ্টান্ত?
(ক) কহ্ (খ) কথ্ (গ) বুধ (ঘ) গঠ্

১১। শুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) মুমুর্ষু (খ) মূমুর্ষূ (গ) মুমূর্ষু (ঘ) মূমূর্ষু

১২। নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়?
(ক) বহ্নি (খ) আবীর (গ) বায়ুসখা (ঘ) বৈশ্বানর

১৩। 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।' -এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত?
(ক) অপহ্নুতি (খ) যমক (গ) অর্থোন্নতি (ঘ) অভিযোজন

১৪। 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) দ্বিগু (গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বন্দ্ব

১৫। 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি'- কথাটি সংকোচন করলে হবে-
(ক) তন্ময় (খ) মন্ময় (গ) মৃন্ময় (ঘ) চিন্ময়

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ										

৪৩তম বিসিএস

০১। কোনটি নামধাতুর উদাহরণ?
(ক) চল (খ) কর্ (গ) বেতা (ঘ) পড়ু

০২। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ কোনটি?
(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) উপরের সবকটি

০৩। বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?
(ক) বিষমীভবন (খ) সমীভবন (গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি

০৪। 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) স্রোত (খ) ভেড়া (গ) একত্র (ঘ) ভাসা

০৫। 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) রামায়ণের সাত পর্ব (খ) রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ (গ) রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র (ঘ) বৃহৎ বিষয়

০৬। 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' -এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি?
(ক) তাতে সমাজজীবন চলে। (খ) তাতে না সমাজজীবন চলে।
(গ) তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে (ঘ) তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে

০৭। 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।' -এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) অসহায়ত্ব (খ) বিরক্তি (গ) কালের বিস্তার (ঘ) পৌনঃপুনিকতা

০৮। 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
(ক) পর্তুগিজ (খ) ফরাসি (গ) আরবি (ঘ) ফারসি

০৯। কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?
(ক) হিত্তিক ও তুখারিক (খ) তামিল ও দ্রাবিড় (গ) আর্য ও অনার্য (ঘ) মাগধী ও গৌড়ী

১০। 'Attested' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?
(ক) প্রত্যায়িত (খ) সত্যায়িত (গ) প্রত্যয়িত (ঘ) সত্যয়িত
[নোট: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক পরিভাষা অনুসারে ও বাংলা একাডেমি অনুসারে Attested অর্থ সত্যায়িত]

১১। 'জিজীবিষা' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) জীবননাশের ইচ্ছা (খ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (গ) জীবনকে জানার ইচ্ছা (ঘ) জীবন-জীবিকার পথ

১২। ভুল বানান কোনটি?
(ক) ভূবন (খ) অন্তঃসার (গ) মুহূর্ত (ঘ) অদ্ভুত

১৩। 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।' - এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) খণ্ড বাক্য

১৪। 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) তৎপুরুষ

১৫। নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?
(ক) আ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক										

৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)

০১। 'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) ফারসি (ঘ) তুর্কি

০২। শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?
(ক) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই (খ) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম
(গ) অকারণে ঋণ করিও না (ঘ) হয়তো সোহমা আসতে পারে

০৩। বাক্যের দুটি অংশ থাকে-
(ক) প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ (খ) উপমা, অলংকার (গ) উদ্দেশ্য, বিধেয় (ঘ) সাধু, চলিত

০৪। উদ্বাসন শব্দের অর্থ কী?
(ক) বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া (খ) বাসভূমির সম্মুখস্থ ভূমি (গ) অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা (ঘ) বিকাশ

০৫। অনুকম্পা শব্দের ইংরেজি কোনটি?
(ক) Clemency (খ) Enthral (গ) Erudition (ঘ) Fathom

০৬। 'Notification'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) বিজ্ঞাপন (খ) বিজ্ঞপ্তি (গ) বিজ্ঞপ্তি ফলক (ঘ) প্রজ্ঞাপন

০৭। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি?
(ক) সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন (খ) মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
(গ) কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল (ঘ) জায়া ও পতি = দম্পতি

০৮। কোনটি শুদ্ধ নয়?
(ক) যন্ত্রনা (খ) শূদ্র (গ) সহযোগিতা (ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত

০৯। 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো-
(ক) ন্যায়বাগীশ (খ) নৈয়ায়িক (গ) ন্যায়পাল (ঘ) ন্যায়ঋদ্ধ

১০। 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে-
(ক) প্রবাদ-প্রবচন (খ) এককথায় প্রকাশ (গ) ভাবসম্প্রসারণ (ঘ) বাক্য সংকোচন

১১। কৃষ্টি শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-
(ক) কৃষ্+তি (খ) কৃষ্+টি (গ) কৃ+ইষ্টি (ঘ) কৃষ্+ইষ্টি

১২। "আমার জ্বর জ্বর লাগছে"- জ্বর জ্বর শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে-
(ক) দ্বিরুক্ত শব্দ (খ) সমার্থক শব্দ (গ) যুগ্মশব্দ (ঘ) শব্দদ্বিত্ব

১৩। মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে?
(ক) বাক প্রত্যঙ্গ (খ) অঙ্গধ্বনি (গ) স্বরতন্ত্রী (ঘ) নাসিকাতন্ত্র

১৪। ঐহিক এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ঈদৃশ (খ) পারত্রিক (গ) মাঙ্গলিক (ঘ) আকস্মিক

১৫। অধিত্যকা এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) উপত্যকা (খ) ধিত্যকা (গ) পার্বত্য (ঘ) সমতল

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক										

৪১তম বিসিএস

০১। বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে?
(ক) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (খ) রাজশেখর বসু (গ) হরিচরণ দে (ঘ) অশোক মুখোপাধ্যায়

০২। 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
(ক) সোপান (খ) সমর্থ (গ) সোল্লাস (ঘ) সওয়ার

০৩। নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?
(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

০৪। 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন'- এই পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে:
(ক) বাবা ছেলেকে বললেন, বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হও (খ) বাবা ছেলেকে বললেন যে, তোমার দীর্ঘায়ু হোক
(গ) বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও' (ঘ) বাবা ছেলেকে বললেন যে, আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি

০৫। 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'- এ বাক্য কোন ধরনের?
(ক) অনুজ্ঞাবাচক (খ) নির্দেশাত্মক (গ) বিস্ময়বোধক (ঘ) প্রশ্নবোধক

০৬। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-
(ক) রসতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ক্রিয়ার কাল

০৭। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মনোকষ্ট (খ) মনঃকষ্ট (গ) মণকষ্ট (ঘ) মনকস্ট

০৮। প্রচুর + য = প্রাচুর্য, কোন প্রত্যয়?
(ক) কৃৎ প্রত্যয় (খ) তদ্ধিত প্রত্যয় (গ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় (ঘ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

০৯। ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে-
(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা

১০। উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
(ক) শশব্যস্ত (খ) কালচক্র (গ) পরাণপাখি (ঘ) বহুব্রীহি

১১। অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?
(ক) জন্ম > জম্ম (খ) আজি > আইজ (গ) ডেস্ক > ডেসক (ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ

১২। 'কুসীদজীবী' বলতে কাদের বুঝায়?
(ক) চারণকবি (খ) সাপুড়ে (গ) সুদখোর (ঘ) কৃষিজীবী

১৩। 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?
(ক) অকাজ (খ) আবছায়া (গ) আলুনি (ঘ) নিখুঁত

১৪। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) পুরষ্কার (খ) আবিস্কার (গ) সময়পোযোগী (ঘ) স্বত্ব

১৫। 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'-কোন ধরনের বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্মবাচ্য (খ) ভাববাচ্য (গ) যৌগিক (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ										

৪০তম বিসিএস

০১। বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?
(ক) বিভক্তি (খ) কারক (গ) প্রত্যয় (ঘ) অনুসর্গ

০২। 'গির্জা' কোন ভাষার অন্তগর্ত শব্দ?
(ক) ফারসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ওলন্দাজ (ঘ) পাঞ্জাবি

০৩। কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়?
(ক) ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক (খ) কুটিল-সরল (গ) কম-বেশি (ঘ) কদাচার-সদাচার

০৪। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক- বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি?
(ক) তৃতীয়া বিভক্তি (খ) প্রথমা বিভক্তি (গ) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ঘ) শূন্য বিভক্তি

০৫। 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বিরামহীন (খ) বালিশ (গ) চলন (ঘ) সুন্দর

০৬। শরতের শিশির– বাগ্‌ধারা শব্দটির অর্থ কী?
(ক) সুসময়ের বন্ধু (খ) সুসময়ের সঞ্চয় (গ) শরতের শোভা (ঘ) শরতের শিউলি ফুল

০৭। শিব রাত্রির সলতে– বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) শিবরাত্রির আলো (খ) একমাত্র সঞ্চয় (গ) একমাত্র সন্তান (ঘ) শিবরাত্রির গুরুত্ব

০৮। 'প্রোষিতভর্তৃকা' – শব্দটির অর্থ কী?
(ক) ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত (খ) যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
(গ) ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল (ঘ) যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে

০৯। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?
(ক) কারক (খ) লিখিত (গ) বেদনা (ঘ) খেলনা

১০। 'Attested'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) সত্যায়িত (খ) প্রত্যয়িত (গ) সত্যায়ন (ঘ) সংলগ্ন/সংলাগ

১১। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) প্রজ্বল (খ) প্রোজ্জল (গ) প্রোজ্বল (ঘ) প্রোজ্জ্বল

১২। 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?
(ক) যৌগিক (খ) তৎসম (গ) দেশি (ঘ) অর্ধ-তৎসম

১৩। 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়-
(ক) জয়ের ইচ্ছা (খ) হত্যার ইচ্ছা (গ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (ঘ) শোনার ইচ্ছা

১৪। 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-
(ক) সর্বঙ্গ + ঈন (খ) সর্ব + অঙ্গীন (গ) সর্ব + ঈন (ঘ) সর্বাঙ্গ + ঈন

১৫। অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়–
(ক) বেতসবৃত্তি (খ) পতঙ্গবৃত্তি (গ) জলৌকাবৃত্তি (ঘ) কুম্ভিলকবৃত্তি

১৬। 'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বোঝায়-
(ক) টিকটিকি (খ) তেলাপোকা (গ) উইপোকা (ঘ) মাকড়সা

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক,খ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ঘ								

৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)

০১। 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁকো!' – বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) অনন্বয়ী অব্যয় (খ) অনুকার অব্যয় (গ) পদান্বয়ী অব্যয় (ঘ) অনুসর্গ অব্যয়

০২। কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
(ক) উপনেতা (খ) উপভোগ (গ) উপগ্রহ (ঘ) উপসাগর

০৩। 'দুরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়?
(ক) দুঃ + অবস্থা (খ) দূর + বস্থা (গ) দুর + বস্থা (ঘ) দুর + অবস্থা

০৪। নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়?
(ক) করছিলাম (খ) করেছি (গ) করছি (ঘ) করব

০৫। 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?
(ক) তামসিক (খ) বারুই (গ) পান-ব্যবসায়ী (ঘ) পর্ণকার

০৬। 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় নিচের কোনটি?
(ক) বক্র (খ) গরল (গ) কুটিল (ঘ) জটিল

০৭। বিভক্তিহীন নাম-শব্দকে কী বলে?
(ক) প্রাতিপদিক (খ) নাম-পদ (গ) মৌলিক শব্দ (ঘ) কৃদন্ত শব্দ

০৮। কোনটি অপাদান কারক?
(ক) গৃহহীনে গৃহ দাও (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে (গ) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) বনে বাঘ আছে

০৯। কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?
(ক) অজানা (খ) দোতলা (গ) আশীবিষ (ঘ) কানাকানি

১০। 'আগুন'- এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ভাতি (খ) অনল (গ) অংশু (ঘ) জ্যোতি

১১। কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে?
(ক) আনন (খ) আষাঢ় (গ) আঘাটা (ঘ) আয়না

১২। 'Hand out' –এর শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা হচ্ছে:
(ক) হস্তপত্র (খ) জ্ঞাপনপত্র (গ) তথ্যপত্র (ঘ) প্রচারপত্র

১৩। সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়?
(ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া (খ) বিশেষণ ও ক্রিয়া (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে (ঘ) ক্রিয়া ও সর্বনাম

১৪। 'খনার বচন' এর মূলভাব কী?
(ক) লৌকিক প্রণয়সংগীত (খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি (গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ (ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ												

৩৮তম বিসিএস

০১। কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?
(ক) শূণ্য (খ) ত্রিভুজ (গ) পূন্য (ঘ) ভূবন

০২। কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) জবাবদিহি (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) একত্রিত (ঘ) গৌরবিত

০৩। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
(ক) ৭ টি (খ) ৮ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ১১ টি

০৪। 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
(ক) সংস্কৃত (খ) হিন্দি (গ) অহমিয়া (ঘ) তুর্কি

০৫। 'Null and Void' –এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) বাতিল (খ) পালাবদল (গ) মামুলি (ঘ) নিরপেক্ষ

০৬। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) স্বায়ত্ত্বশাসন (খ) সায়ত্তশাসন (গ) সায়ত্ত্বশাসন (ঘ) স্বায়ত্বশাসন
ব্যাখ্যা: প্রশ্নে উল্লিখিত চারটি অপশন –ই- অশুদ্ধ। এর শুদ্ধ বানান স্বায়ত্তশাসন।

০৭। 'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ?
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) তদ্ভব (ঘ) অর্ধ-তৎসম

০৮। 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি –প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শ্রৎ + √ধা + অ + আ (খ) শ্রৎ + √ধা + আ (গ) শ্র + √ধা + আ (ঘ) শ্রু + √ধা + আ

০৯। 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

১০। 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অর্ণব (খ) অর্ক (গ) প্রসূন (ঘ) পল্লব

১১। 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + ষ (গ) ষ্ + ম (ঘ) ম্ + হ

১২। 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সৎ + জাত (খ) সদ্যো + জাত (গ) সদ্যঃ + জাত (ঘ) সদ্য + জাত

১৩। 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ত্যক্ত (খ) গ্রাহ্য (গ) দৃঢ় (ঘ) গূঢ়

১৪। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?
(ক) চামার (খ) ধারালো (গ) মোড়ক (ঘ) পোষ্টাই

১৫। কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়?
(ক) আকাঙ্ক্ষা (খ) যোগ্যতা (গ) আসক্তি (ঘ) আসত্তি

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	-	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	ক	১০	খ
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ										

৩৭তম বিসিএস

০১। 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) একাগ্রতায় (খ) সমান ব্যবহারে (গ) সম ভাবনায় (ঘ) একযোগে

০২। বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?
(ক) তৃতীয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

০৩। কোনটি বাগ্‌ধারা বোঝায়?
(ক) চৈত্র সংক্রান্তি (খ) পৌষ সংক্রান্তি (গ) শিরে সংক্রান্তি (ঘ) শিব-সংক্রান্তি

০৪। কোনটি মৌলিক শব্দ?
(ক) মানব (খ) গোলাপ (গ) একাঙ্ক (ঘ) ধাতব

০৫। নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?
(ক) নিক্কণ, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব (খ) অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি (গ) ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃষ্বসা (ঘ) রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

০৬। 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ?
(ক) আইন (খ) প্রথা (গ) শুল্ক (ঘ) রাজস্বনীতি

০৭। 'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?
(ক) দেশি উপসর্গযোগে (খ) বিদেশি উপসর্গযোগে (গ) সংস্কৃত উপসর্গযোগে (ঘ) কোনোটি নয়

০৮। যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে?
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মুক্তক (ঘ) স্বরবৃত্ত

০৯। নিচের কোনটি অশুদ্ধ?
(ক) অহিংস–সহিংস (খ) প্রসন্ন–বিষণ্ন (গ) দোষী–নির্দোষী (ঘ) নিষ্পাপ–পাপিনী

১০। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। (খ) তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।
(গ) তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ। (ঘ) সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না।

১১। Ode কী?
(ক) শোককবিতা (খ) পত্রকাব্য (গ) খণ্ড কবিতা (ঘ) কোরাসগান

১২। মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?
(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
(গ) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

১৩। 'জলে-স্থলে' কী সমাস?
(ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব (খ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব (গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব

১৪। 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?
(ক) যৌগিক স্বরধ্বনি (খ) তালব্য স্বরধ্বনি (গ) মিলিত স্বরধ্বনি (ঘ) কোনোটি নয়

১৫। 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) বিস্ময় দ্বারা আপন্ন (খ) বিস্ময়ে আপন্ন (গ) বিস্ময়কে আপন্ন (ঘ) বিস্ময়ে যে আপন্ন

উত্তরমালা																			
০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	খ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ										

৩৬তম বিসিএস

০১। 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?
(ক) ব+ন্+ধ+ন্ (খ) বন্+ধন্ (গ) ব+ন্ধ+ন (ঘ) বান্+ধন্

০২। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
(ক) ৭টি (খ) ৯টি (গ) ১০টি (ঘ) ৮টি

০৩। 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?
(ক) জ্+ঞ (খ) ঞ+গ (গ) ঞ+জ (ঘ) গ্+ঞ

০৪। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?
(ক) সভাসদ (খ) শুভেচ্ছা (গ) ফলবান (ঘ) তন্বী

০৫। বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি?
(ক) জনশ্রুতি (খ) অনমনীয় (গ) খাসমহল (ঘ) তপোবন

০৬। নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ?
(ক) জাত (খ) গৈরিক (গ) উদ্ধত (ঘ) গাম্ভীর্য

০৭। নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে?
(ক) কল্যাণ (খ) প্রবণ (গ) নিক্বণ (ঘ) বিপণি

০৮। 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে'– বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়–
(ক) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে (খ) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
(গ) মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না (ঘ) মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না

০৯। 'Null and Void'-এর বাংলা পরিভাষা কী?
(ক) বাতিল (খ) পালাবদল (গ) মামুলি (ঘ) নিরপেক্ষ

১০। 'হেড-মৌলভী' কোন কোন ভাষায় শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে?
(ক) ইংরেজি + ফার্সি (খ) ইংরেজি + আরবি (গ) তুর্কি + আরবি (ঘ) ইংরেজি + পর্তুগিজ

১১। 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) রবী + ইন্দ্র (খ) রবী + ঈন্দ্র (গ) রবি + ইন্দ্র (ঘ) রবি + ঈন্দ্র

১২। 'এ যে আমাদের চেনা লোক'– বাক্যে 'চেনা' কোন পদ?
(ক) বিশেষ্য (খ) অব্যয় (গ) ক্রিয়া (ঘ) বিশেষণ

১৩। 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ–
(ক) উৎকর্ষতা (খ) অপকর্ষ (গ) উৎকর্ষ (ঘ) অপকর্ষতা

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	ক	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ														

৩৫তম বিসিএস

০১। "পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার"।– বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে —
(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ(খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ (গ) দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ

০২। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মনীষী (খ) মনিষি (গ) মনীষি (ঘ) মনিষী

০৩। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয় (খ) দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
(গ) দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয় (ঘ) দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়

০৪। 'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী?
(ক) ভোক্তার কল্যাণ (খ) ভোগ্যপণ্য (গ) ক্রয়কৃত পণ্য (ঘ) ক্রেতার গুণাগুণ

০৫। 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?
(ক) সলিল (খ) উদক (গ) জলধি (ঘ) নীর

০৬। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়?
(ক) অনুলোম-প্রতিলোম (খ) নশ্বর-শাশ্বত (গ) গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ (ঘ) হৃষ্ট-পুষ্ট

০৭। 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) পরশু (খ) পরের ধন (গ) কোকিল (ঘ) পার্শ্ববর্তী

০৮। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
(ক) ৭টি (খ) ৯টি (গ) ১১টি (ঘ) ১৩টি

০৯। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে?
(ক) সমাস দ্বারা (খ) লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা (গ) উপসর্গ যোগে (ঘ) ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয়

১০। 'লবণ' শব্দের বিশেষ্য কোনটি?
(ক) নোনতা (খ) লবণাক্ত (গ) লাবণ্য (ঘ) ললিত
ব্যাখ্যা: 'লবণ' বিশেষ্য শব্দটির অর্থ: ক্ষারকযুক্ত দ্রব্য বা নুন। 'লবণ' -এর বিশেষণ 'লবণাক্ত'

১১। কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) যোগ্যতা (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) আসক্তি (ঘ) আসত্তি

১২। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত?
(ক) প্রলয় (খ) খণ্ডিত (গ) নিঃশ্বাস (ঘ) অনুপম

১৩। 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) দ্বীপ + আয়ন (খ) দ্বীপ + অয়ন (গ) দ্বিপ + অনট (ঘ) দ্বীপ + অনট

১৪। 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) দ্বিগু (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

১৫। নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?
(ক) প্রাতিপদিক (খ) অভিশ্রুতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	-
১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক										

অধ্যায় ০১ বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) হিত্তিক ও তুখারিক (খ) তামিল ও দ্রাবিড় (গ) আর্য ও অনার্য (ঘ) মাগধী ও গৌড়ী

০২। সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া (খ) বিশেষণ ও ক্রিয়া (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে (ঘ) ক্রিয়া ও সর্বনাম

০৩। 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস]
(ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

০৪। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) অক্ষর (ঘ) ধ্বনি

০৫। সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]
(ক) কবিতার পংক্তিতে (খ) গানের কলিতে (গ) গল্পের কলিতে (ঘ) নাটকের সংলাপে

০৬। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে- [১৭তম বিসিএস]
(ক) সংস্কৃত (খ) পালি (গ) প্রাকৃত (ঘ) অপভ্রংশ
[ব্যাখ্যা: প্রাকৃত ভাষার একটা অংশ হচ্ছে অপভ্রংশ। তাই প্রাকৃত সঠিক উত্তর হবে। প্রাকৃত না থাকলে অপভ্রংশ হতো।]

০৭। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য– [১৬তম বিসিএস]
(ক) বাক্যের সরল ও জটিল রূপে (খ) শব্দের রূপগত ভিন্নতায়
(গ) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারে (ঘ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

০৮। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য- [১৫তম বিসিএস]
(ক) তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহারে (খ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
(গ) শব্দের কথা ও লেখ্য রূপে (ঘ) বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়

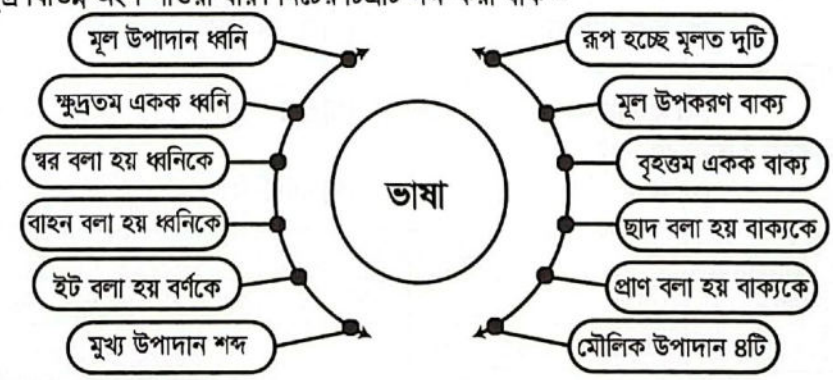
০৯। বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস]
(ক) সংস্কৃত লিপি (খ) চীনা লিপি (গ) আরবি লিপি (ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

উত্তরমালা																	
০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ঘ

ভাষা

মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা হচ্ছে ভাবের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। আগে ভাষা ও পরে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষা বিশ্লেষণ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায়। নিচের চিত্রটি লক্ষ করা যাক –



বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি (তবে ইথনোলগ এর অনুসারে পৃথিবীতে ৭১৫১ টি) ভাষা প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি। ব্যবহার ও মাতৃভাষার দিক থেকে পৃথিবীর কয়েকটি ভাষা উল্লেখ করা হলো।





উৎস: ইথনোলগ (Ethnologue)-2022

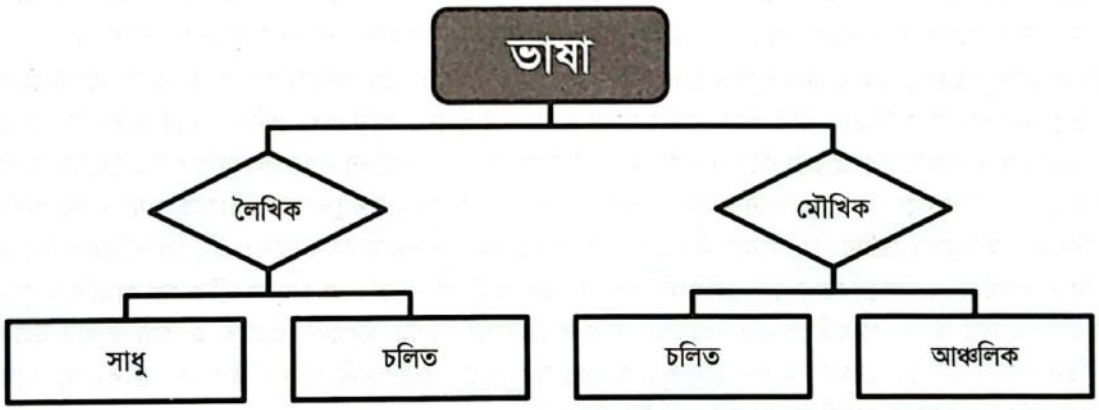
বাংলাদেশে ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১. ভাষা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত।	৪. ভাষা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমষ্টি।
২. ভাষার অর্থদ্যোতকতা গুণ বিদ্যমান।	৫. দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পরিবর্তন ঘটে।
৩. ভাষা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়।	৬. ভাষা মানুষের স্বভাব, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়:



সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
বাংলা লেখ্য রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।	এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।	সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে।

সাধু ও চলিত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	তুলা	তুলো
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/ উঁহারা	তাঁরা/ ওঁরা
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	দেন নাই	দেননি
ক্রিয়া	ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙে যেতে লাগল
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অব্যয়	সহিত	সঙ্গে/ সাথে

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে অল্পসংখ্যক মৌলিক ভাষা থেকে। এদের মধ্যে অন্যতম একটি ভাষাগোষ্ঠী হচ্ছে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা 'আদি আর্য ভাষাগোষ্ঠী'। এই ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলোই বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। যেকোনো ভাষারই প্রকৃত উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় করা খুবই কঠিন। ঠিক একইভাবে বাংলা ভাষার প্রকৃত উৎপত্তিকাল ও বিবর্তনের কাললিপি নির্ণয় করাও খুবই দুঃসাধ্য। বাংলাদেশের অধিবাসীরা একদম শুরু থেকেই কথা বলার জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করতো না। এর সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারা ও ইতিহাস আছে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার একটি জনগোষ্ঠী প্রথম মূল 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা' ব্যবহার করে আসছিল। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়ার পর তারা বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই শাখা-গোষ্ঠীগুলো মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মূল ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিল থাকলেও এই বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শাখাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার পরিবর্তন ঘটে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একদল মানুষ ভারতে প্রবেশ করে। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা 'আর্য' (noble) ভাষারূপে পরিচিত। এই জনগোষ্ঠীর একাংশ আগে থেকেই ইরান ও মধ্য এশিয়ায় বসবাস করতো। পরবর্তীকালে ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বয়ে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী নামে নতুন ভাষাগোষ্ঠী উদ্ভব হয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রাচীন নিদর্শন ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

আর্যরা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে এসে বসবাস শুরু করে। তারা সঙ্গে নিয়ে আসে শক্তিশালী বৈদিক ভাষা ও দেবগীতিমূলক সাহিত্য। ধীরে ধীরে আর্যরা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে আর্য ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে ভারতে বসবাসকারী আর্যদের ভাষা জলবায়ুগত প্রভাবে, অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এ সময় বৈদিক ভাষার সংস্কার করা হয়। সংস্কারকৃত নতুন ভাষা 'সংস্কৃত ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এ ভাষা বিদগ্ধ ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ভাষা সতত বহতা নদীর মতো বহমান। প্রতিকূল পরিবেশে সে আপন চলার পথ খুঁজে নেয়। আর এ কারণেই এ অঞ্চলে সাধারণের বোধগম্য 'প্রাকৃত' ভাষার উৎপত্তি ঘটে। 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষাই হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা। পরবর্তীতে এই 'প্রাকৃত' ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবে ও কথ্য ভাষার উচ্চারণের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। যেমন–'মাগধী প্রাকৃত', 'মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত', 'শৌরসেনী প্রাকৃত' ইত্যাদি। কালক্রমে 'মাগধী প্রাকৃত'-এর অপভ্রংশ থেকে বিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি –

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে। (সপ্তম শতাব্দীতে)

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, মাগধী প্রাকৃত হতে। (দশম শতাব্দীতে)

বাংলা ভাষার বয়স –

সপ্তম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত = ১৪০০ বছর ।

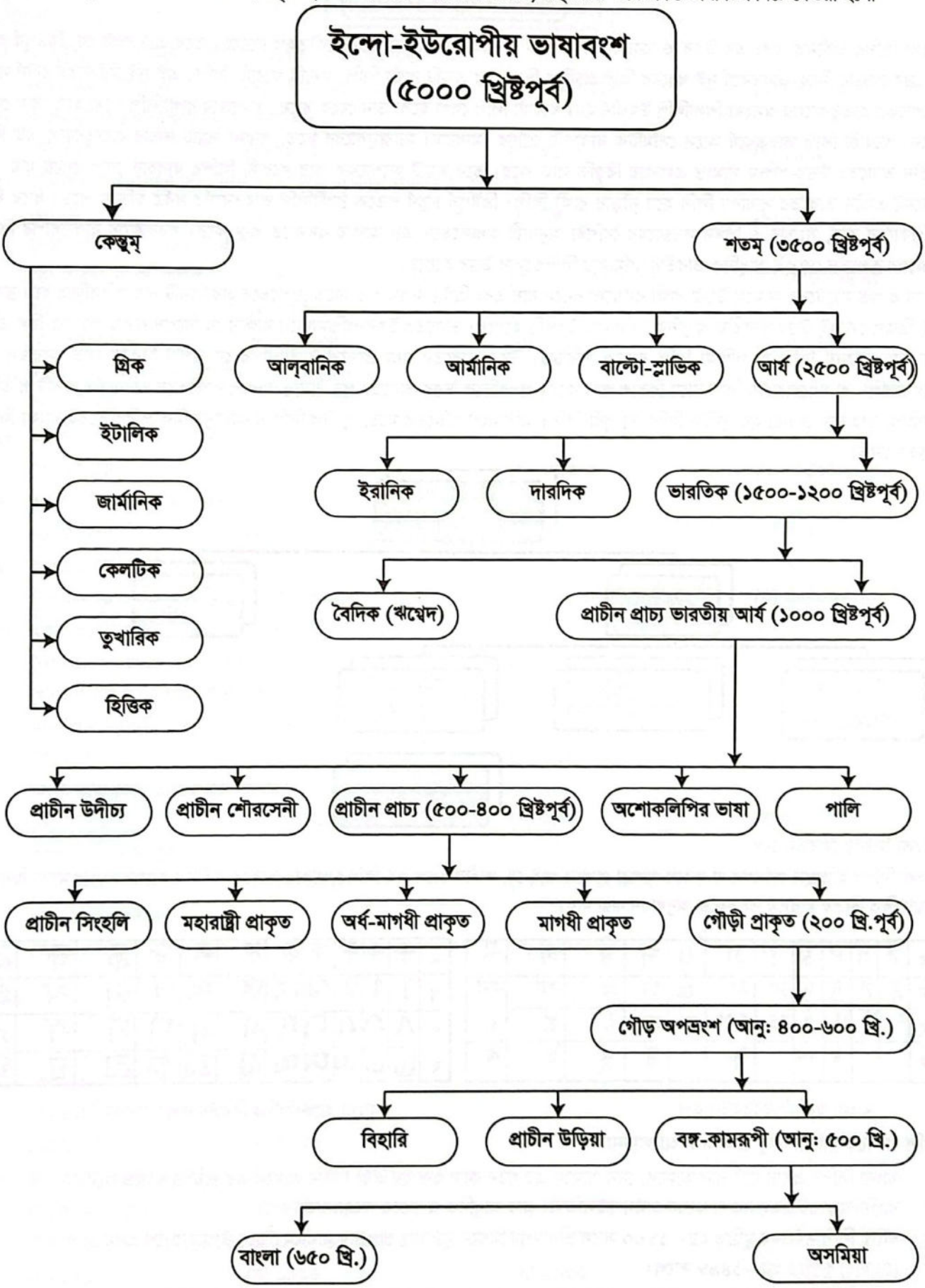
দশম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত = ১১০০ বছর।

ভাষাবিদদের মন্তব্য –

- জর্জ গ্রিয়ারসন এর মতে, বাংলা ভাষার জন্ম মাগধী প্রাকৃত থেকে। (ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করে)
- ড. শহীদুল্লাহর মতে গৌড় অপভ্রংশ থেকে।

তবে অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে, মূলত বঙ্গকামরূপী ভাষার প্রাকৃত রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

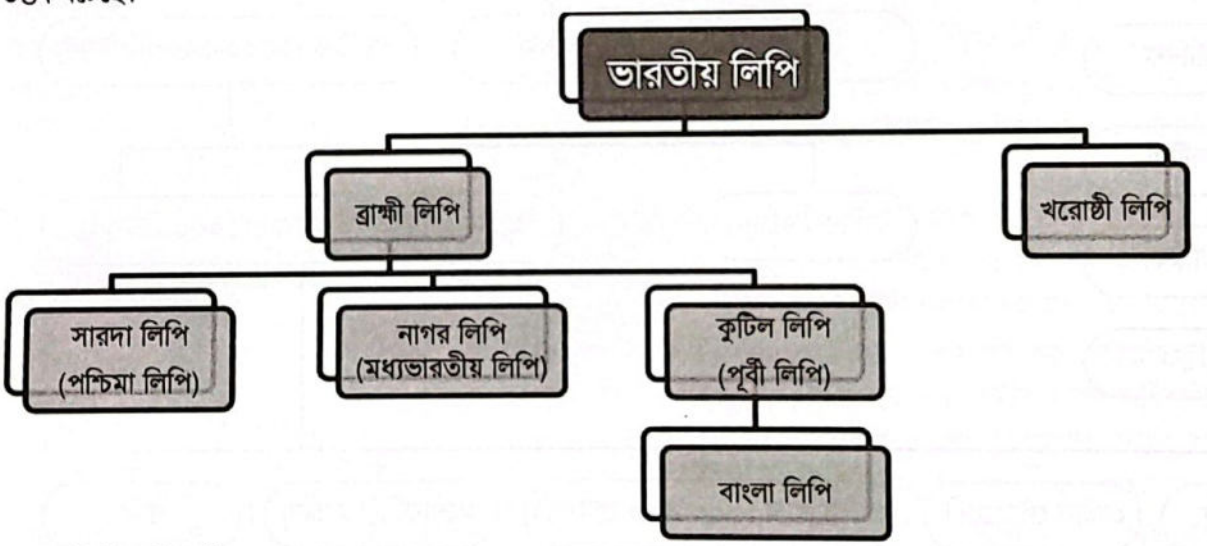
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর "বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত" (প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৮) গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রদত্ত ভাষা চিত্র নিচে দেওয়া হলো –



বাংলা লিপির উৎপত্তি

বাংলা লিপির প্রাচীনত্ব এবং এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অদ্যাবধি অনেকের মনেই কৌতূহল রয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট যে, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে দুই ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল। এর একটি ব্রাহ্মী লিপি, অন্যটি খরোষ্ঠী লিপি। এই দুই লিপিতেই মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের অসংখ্য শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। খরোষ্ঠী লিপি লেখা হতো ডান থেকে বামে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মীলিপি লেখা হতো বাম থেকে ডানে। খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে আসে সেমিটিক ব্যবসায়ী শ্রেণির মাধ্যমে। ম্যাক্সমুলারের মতে, পারস্য সম্রাট দারার রাজত্বকালে এই লিপি প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। তবে সম্রাট অশোকের পরে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার লোপ পেয়ে যায় । এ সময়েই প্রাচীন ভারতের সাধারণ লিপি হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মী লিপি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে লিপিকারের রুচি, সংস্কার ও লিখন সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অঞ্চলভেদে এর আকার বদলাতে শুরু করে। পরবর্তীতে ব্রাহ্মীলিপির বিভিন্ন অঞ্চলের রূপভেদ থেকেই আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালার লিপিগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

কুষাণ ও গুপ্ত সম্রাটদের আমলে উত্তরী ব্রাহ্মী বর্ণগুলো বদলে যায় এবং খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দেশভেদে এর তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মীর এই ত্রিরূপ থেকেই উত্তর ভারতীয় আধুনিক বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মীর যে বিশেষ রূপটি প্রচলিত ছিল তাকে বলা হয় 'সারদা' লিপি যা পশ্চিমা লিপি নামেও পরিচিত। উত্তর ভারতের মধ্য প্রদেশে ব্রাহ্মীলিপির যে রূপটি বিকাশ লাভ করেছিল, তা 'নাগরলিপি' বা মধ্যভারতীয় লিপি নামে বিকাশ লাভ করে। অপরদিকে উত্তর ভারতের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মীর যে পরিবর্তিত রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয় 'কুটিল লিপি' বা পূর্বী লিপি। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, 'কুটিল লিপি'র কালানুক্রমিক পরিণতিতেই বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে।



বাংলা লিপির বিবর্তন রূপ

বাংলা লিপির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অতীতকালে এই লিপির আকার আকৃতি বর্তমান কালের লিপির মতো ছিল না। নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে তা সহজে অনুধাবন করা যায়।



বাংলা স্বরলিপির বিবর্তন রূপ



বাংলা ব্যঞ্জনলিপির বিবর্তন রূপ

লিপি সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

- বাংলা লিপির প্রসার ঘটে পাল আমলে, সেন আমলে এর গঠন কাজ শুরু হয় এবং পাঠান আমলে এর স্থায়ী রূপ লাভ করে।
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা করেন চার্লস উইলকিন্স। আর আধুনিক রূপ দেন পঞ্চানন কর্মকার।
- বাংলা লিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় – ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে। তবে উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা (গোয়ায়) স্থাপিত হয় – ১৪৯৮ সালে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে –
(ক) সপ্তম শতাব্দীতে (খ) অষ্টম শতাব্দীতে (গ) নবম শতাব্দীতে (ঘ) দশম শতাব্দীতে

০২। বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় কোন সালে?
(ক) ১৯০০ (খ) ১৮০০ (গ) ১৬৮২ (ঘ) ১৯৭১

০৩। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষা পৃথিবীর কততম মাতৃভাষা?
(ক) নয় (খ) সাত (গ) চার (ঘ) ছয়

০৪। ব্রাহ্মী লিপির রূপ তিনটি কী কী?
(ক) সারদা, নাগর, কুটিল (খ) ধ্বনিতত্ত্ব, নাগর, খরোষ্ঠী (গ) সারদা, নাগর, শব্দ (ঘ) কোনোটিই নয়

০৫। বাংলা লীপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কোন যুগে?
(ক) পাঠান যুগে (খ) সেন যুগে (গ) মোঘল যুগে (ঘ) পাল যুগে

০৬। নিচের কোনটিতে সাধুভাষা সাধারণত অনুপযোগী?
(ক) কবিতায় (খ) গানে (গ) ছোটগল্পে (ঘ) নাটকে

০৭। বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী?
(ক) অস্ট্রিক (খ) দ্রাবিড় (গ) কামরূপী (ঘ) ঝাড়খণ্ডী

০৮। বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের ভাষা বাংলা?
(ক) উড়িষ্যা (খ) তামিল (গ) নাগপুর (ঘ) মিজোরাম

০৯। বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?
(ক) কানাড়ি ভাষা (খ) বৈদিক ভাষা (গ) হিন্দি ভাষা (ঘ) প্রাকৃত ভাষা

১০। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
(ক) ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (খ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
(গ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী (ঘ) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

১১। আলালি বা হুতোমি ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
(ক) সাধু (খ) চলিত (গ) ইংরেজি (ঘ) সংস্কৃত

১২। বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) সংস্কৃত (খ) গৌড়ীয় প্রাকৃত (গ) হিন্দি (ঘ) আসামি

১৩। বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
(ক) দ্রাবিড় (খ) ইউরালীয় (গ) ইন্দো-ইউরোপীয় (ঘ) সেমেটিক

১৪। পাণিনি কে ছিলেন?
(ক) ভাষাবিদ (খ) ঋগ্বেদবিদ (গ) বৈয়াকরণবিদ (ঘ) আখ্যানবিদ

১৫। ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?
(ক) ব্যাকরণ (খ) ভাষা (গ) উভয়ই একসাথে (ঘ) কোনোটিই নয়

১৬। ভাষার মূল উপকরণ কী?
(ক) বাক্য (খ) ধ্বনি (গ) শব্দ (ঘ) বর্ণ

১৭। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল –
(ক) বাংলা (খ) সংস্কৃত (গ) আরবি (ঘ) ফারসি

১৮। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে –
(ক) সংস্কৃত থেকে (খ) গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে (গ) মাগধী প্রাকৃত থেকে (ঘ) মৈথিলী থেকে

১৯। 'ইউনেস্কো' কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯৯ (গ) ২০০০ (ঘ) ২০০৫

২০। বাংলা ভাষায় চলিত রীতি প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন কে?
(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) রাম রাম বসু

২১। বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?
(ক) গৌর দাস (খ) চার্লস উইলকিন্স (গ) পঞ্চানন কর্মকার (ঘ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

২২। কোন লিপি ডান দিক থেকে লেখা হতো?
(ক) ব্রাহ্মী লিপি (খ) খরোষ্ঠীলিপি (গ) কুটিল লিপি (ঘ) উদ্ধলিপি

২৩। ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি?
(ক) বক্তৃতার রীতি (খ) লেখার রীতি (গ) কথা বলার রীতি (ঘ) লেখা ও বলার রীতি

২৪। বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী?
(ক) প্রত্ন-বাঙ্গালা (খ) প্রত্ন-উড়িয়া (গ) প্রাকৃত (ঘ) বৈদিক ভাষা

২৫। কোন শাসনামলে বাংলা লিপির অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
(ক) সেন আমলে (খ) গুপ্ত আমলে (গ) পাঠান আমলে (ঘ) পাল আমলে

২৬। ভাষার কোন রীতি কেবলমাত্র লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?
(ক) কথ্য রীতি (খ) আঞ্চলিক রীতি (গ) সাধু রীতি (ঘ) চলিত রীতি

২৭। বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে?
(ক) চলিত ভাষা (খ) সাধু ভাষা (গ) উপভাষা (ঘ) মিশ্রভাষা

২৮। ভাষার প্রাণ কোনটি?
(ক) অর্থ পূর্ণ সমষ্টি (খ) অর্থপূর্ণ বাক্য (গ) অর্থপূর্ণ ধ্বনি (ঘ) অর্থপূর্ণ শব্দ

২৯। ভাষার কোন রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত?
(ক) কথ্য রীতি (খ) আঞ্চলিক রীতি (গ) সাধু রীতি (ঘ) চলিত রীতি

৩০। ভাষার মূল উপাদান কী?
(ক) ধ্বনি (খ) বাক্য (গ) আচরণ (ঘ) শব্দ

৩১। বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন লিপি থেকে?
(ক) প্রাকৃত লিপি (খ) খরোষ্ট্রী লিপি (গ) ব্রাহ্মী লিপি (ঘ) অশোক লিপি

৩২। ভাষাকে রূপদান করতে কীসের সাহায্য নিতে হয়?
(ক) বাগ্‌ধারার (খ) বাগ্‌যন্ত্রের (গ) অঙ্গ-প্রতঙ্গের (ঘ) চক্ষু ও কর্ণের

৩৩। পৃথিবীর কত লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে?
(ক) প্রায় পঁচিশ কোটি (খ) প্রায় পাঁচশ কোটি (গ) প্রায় পঞ্চাশ কোটি (ঘ) প্রায় ত্রিশ কোটি

৩৪। বাংলা অক্ষরকে আধুনিক রূপ দান করেন কে?
(ক) পঞ্চানন কর্মকার (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) চার্লস উইলকিন্স (ঘ) রাজা রামমোহন রায়

৩৫। উপমহাদেশে ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়?
(ক) ১২৯৮ সালে (খ) ১৩৯৮ সালে (গ) ১৪৯৮ সালে (ঘ) ১৫৯৮ সালে

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	▢	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ঘ
১১	খ	১২	▢	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	▢	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	▢	২৯	ক	৩০	ক
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	গ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (খ) রাজশেখর বসু (গ) হরিচরণ দে (ঘ) অশোক মুখোপাধ্যায়

০২। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-[৪১তম বিসিএস]
(ক) রসতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ক্রিয়ার কাল

০৩। মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
(গ) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

০৪। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
(ক) অক্ষয় দত্ত (খ) মার্শম্যান (গ) ব্রাসি হ্যালহেড (ঘ) রাজা রামমোহন

০৫। রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
(ক) মাগধী ব্যাকরণ (খ) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (গ) মাতৃভাষা ব্যাকরণ (ঘ) ভাষা ও ব্যাকরণ

০৬। কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
(ক) স্যার ইউলিয়াম জোন্স (খ) স্যার উইলিয়াম কেরি (গ) রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় (ঘ) ব্রাসি হ্যালহেড

০৭। 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? [২২তম বিসিএস]
(ক) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক

উত্তরমালা													
০১	ক	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	খ

ব্যাকরণ

'ব্যাকরণ' শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যাকরণ (বি + আ+√কৃ+অন) হচ্ছে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। অর্থাৎ ব্যাকরণ মানে ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ। ব্যাকরণের মূল ভিত্তিই হলো ভাষা।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে পাণিনি'র ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। পাণিনি'র আনুমানিক সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশ অব্দ। তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম- অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ । এতে প্রায় চার হাজার সূত্র রয়েছে ।

পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থের সমসাময়িক ছিলেন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি । কাত্যায়ন ছিলেন পাণিনির সমালোচক; আর পতঞ্জলি ছিলেন সমর্থক। পাণিনির মূল রচনা এঁদের সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই তিন জনকে একত্রে বলা হয় ত্রিমুনি ।

পর্তুগিজ পাদ্রি মনোয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ তাঁর রচিত 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ (Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez)' রচনা করেন ১৭৩৪ সালে এবং এটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি মূলত অভিধান ছিল। তবে বইয়ের শেষ অংশে ব্যাকরণের আলোচনা ছিল ।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন আরেকজন পর্তুগিজ পাদ্রি। তার নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। তিনি ১৭৭৬ সালে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ 'A Grammar of the Bengali Language' রচনা করেন এবং এটি ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তবে এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত হলেও এর কিছু উদাহরণ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়।

বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে ব্যাকরণ লিখেছিলেন ১৮২৬ সালে। পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' কর্তৃক তাঁর ইংরেজিতে রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থটি অনুবাদ করে নামকরণ করেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' এবং একই বছরে 'সংস্কৃত কলেজ' তাঁর গ্রন্থটিকে "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" নামে বাংলা ভাষায় পুনঃপ্রকাশ করে।

বাংলা ভাষার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

ব্যাকরণ গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ (১৭৪৩) [পর্তুগিজ ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ
এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ (১৭৭৮) [ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহ্যাড
গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) [বাংলা ভাষায় এবং প্রথম বাঙ্গালি কর্তৃক লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	রাজা রামমোহন রায়
বাংলা ভাষার পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যাকরণ কৌমুদী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাংলা অভিধান ও এর সম্পাদক

অভিধান	সম্পাদক
বঙ্গভাষা অভিধান [বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান]	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
যথাশব্দ (১৯৭৪) [প্রথম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান]	হাবিবুর রহমান
বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	আহমদ শরীফ
চলন্তিকা অভিধান	রাজশেখর বসু
বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান	জামিল চৌধুরী
সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান	আবু ইসহাক

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়: প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা –

(১) ধ্বনি (২) শব্দ (৩) বাক্য (৪) অর্থ

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয় –

(১) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) (২) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
(৩) বাক্যতত্ত্ব (Syntax) (৪) অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography) ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. **ধ্বনিতত্ত্ব :** ধ্বনিতত্ত্ব মূলত ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কিত বিষয়। এই অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি, ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি-সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

২. **শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব :** এক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়। আর এই শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলে রূপ (Morpheme)। রূপ গঠণ করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়। শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ (পুরুষ), বচন, ধাতু, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা শব্দতত্ত্বে বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়। *(২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ে কারক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।)*

৩. **বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম :** বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য-বিশ্লেষণ, বাক্য-পরিবর্তন, বর্গের বিন্যাস, পদক্রম, বাগ্‌ধারা, বাক্য-সংকোচন, বাক্য সংযোজক, বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্য-প্রকরণে আলোচিত হয়। *(২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ে বাগ্‌ধারা অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।)*

৪. **অর্থতত্ত্ব :** শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, সমার্থক শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। ব্যাকরণের কাজ কী?
(ক) ভালো বক্তা তৈরি করা (খ) ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা (গ) দ্রুত লেখা শেখানো (ঘ) ভালো অভিনেতা তৈরি করা

০২। ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চারটি কী কী?
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম, অর্থতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব
(গ) রূপতত্ত্ব, পদক্রম, ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব

০৩। বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় রচনা করেন?
(ক) ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) রাজা রামমোহন রায় (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড.এনামুল হক

০৪। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কোনটি?
(ক) এন, বি, হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণ (খ) ড. সুনীতি কুমার রচিত বাংলা ব্যাকরণ
(গ) রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ (ঘ) ঈশ্বর চন্দ্র বিদাসাগর রচিত বাংলা ব্যাকরণ

০৫। ব্যাকরণের মূল ভিত্তি কী?
(ক) ধ্বনি (খ) ভাষা (গ) শব্দ (ঘ) বাক্য

০৬। কী কারণে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন?
(ক) ভাষা শিক্ষার জন্য (খ) ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য (গ) ভাষা বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য (ঘ) ভাষার বিকাশের জন্য

০৭। সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

০৮। পর্তুগিজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে?
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (গ) ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মনোয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাঁউ

০৯। আলোচনার বিষয়বস্তু অনুসারে বাংলা ব্যাকরণকে কয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১০। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে কী বলা হয়?
(ক) পদ (খ) বাক্যমূল (গ) রূপ (ঘ) ধ্বনি

১১। কোন বিষয়টি ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক আলোচ্য বিষয়?
(ক) ধ্বনি (খ) কারক (গ) ছন্দ (ঘ) বাক্য

১২। Semantics শব্দের অর্থ কী?
(ক) বাক্যতত্ত্ব (খ) অর্থতত্ত্ব (গ) ধ্বনিতত্ত্ব (ঘ) শব্দতত্ত্ব

১৩। সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
(ক) রূপতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব (গ) পদক্রম (ঘ) বাক্য প্রকরণ

১৪। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন তত্ত্বে আলোচিত হয়?
(ক) রূপতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে (গ) ভাষাতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

১৫। সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, বর্ণের বিন্যাস ইত্যাদি কীসের আলোচ্য বিষয়?
(ক) বাক্যতত্ত্বের (খ) অর্থতত্ত্বের (গ) ধ্বনিতত্ত্বের (ঘ) রূপতত্ত্বের

১৬। পাণিনি রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
(ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (খ) ব্যাকরণ কৌমুদী (গ) ব্যাকরণ মঞ্জুরি (ঘ) অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ

১৭। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী কী?
(ক) সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধান (খ) বাক্য গঠন ও উচ্চারণ (গ) সন্ধি, উপসর্গ ও প্রত্যয় (ঘ) বচন, বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণাদি

১৮। ব্যাকরণ মূলত কোনটি নিয়ে আলোচনা করে?
(ক) ভাষার ভুলত্রুটি (খ) ভাষার বিন্যাস (গ) ভাষার সৌন্দর্য (ঘ) ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি

১৯। রাজা রামমোহন কত সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন?
(ক) ১৮২৬ সালে (খ) ১৮৩৩ সালে (গ) ১৭৭৬ সালে (ঘ) ১৭৩৪ সালে

২০। বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (খ) পর্তুগিজ বাংলা ব্যাকরণ (গ) এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ (ঘ) ব্যাকরণ কৌমুদী

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	▯	০৪	গ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	▯
১১	▯	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	▯	১৯	খ	২০	গ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

অধ্যায় ০২ ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি ও বর্ণ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) উপরের সবকটি

০২। নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) আ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা

০৩। মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে? [৪২তম বিসিএস]
(ক) বাক প্রত্যঙ্গ (খ) অঙ্গধ্বনি (গ) স্বরতন্ত্রী (ঘ) নাসিকাতন্ত্র

০৪। নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

০৫। ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে-[৪১তম বিসিএস]
(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা

০৬। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮, ৩৫তম বিসিএস]
(ক) ৭ টি (খ) ৮ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ১১ টি

০৭। 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + ষ (গ) ষ্ + ম (ঘ) ম্ + হ

০৮। বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) তৃতীয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

০৯। 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক স্বরধ্বনি (খ) তালব্য স্বরধ্বনি (গ) মিলিত স্বরধ্বনি (ঘ) কোনোটি নয়

১০। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ৭টি (খ) ৯টি (গ) ১০টি (ঘ) ৮টি

১১। 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) জ্+ঞ (খ) ঞ+গ (গ) ঞ+জ (ঘ) গ্+ঞ

১২। 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ব+ন্+ধ+ন্ (খ) বন্+ধন্ (গ) ব+ন্ধ+ন (ঘ) বান্+ধন্

১৩। নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ভ (খ) ঠ (গ) ফ (ঘ) চ

১৪। বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ কয়টি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) ১৩টি (খ) ১০টি (গ) ১২টি (ঘ) ১১টি

১৫। 'ক্ষ'- এর বিশ্লিষ্ট রূপ- [২৩তম বিসিএস]
(ক) ক্ + ঘ (খ) ক্ + ষ + ণ (গ) ক্ + ষ + ম (ঘ) হ্ + ম

১৬। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) এগারটি (খ) নয়টি (গ) দশটি (ঘ) আটটি

১৭। বর্ণ হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস]
(ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ (খ) একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ (গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক (ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ

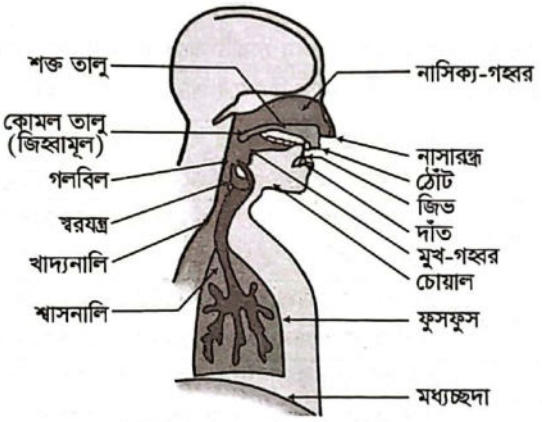
১৮। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]
(ক) চ ছ (খ) ড ঢ (গ) ব ভ (ঘ) দ ধ

উত্তরমালা																			
০১	ঘ	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	খ	০৯	ক	১০	ঘ
১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক				

ধ্বনি

মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলা হয়। ধ্বনি হলো যেকোনো ভাষার মূল ভিত্তি।

বাগ্‌যন্ত্র: ধ্বনি সৃষ্টির জন্য আমরা ফুসফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র, গলনালি, কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, তালু, মূর্ধা, দাঁত, নাক, ঠোঁট ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করি। এই প্রত্যঙ্গগুলোকে বাক-প্রত্যঙ্গ বলে। সবগুলো বাক্-প্রত্যঙ্গকে একত্রে বলা হয় বাগ্‌যন্ত্র।



চিত্র: বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা – ১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি ১১টি।

মৌলিক স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা –

☞ অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

হ্রস্বস্বর: যে স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাকে হ্রস্বস্বর বলে। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর ৪টি। যথা –

☞ অ, ই, উ, ঋ।

দীর্ঘস্বর: যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে তাকে দীর্ঘস্বর বলে। বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর ৭টি। যথা –

☞ আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ

যৌগিক স্বরধ্বনি: পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর/মিশ্র স্বরধ্বনি/ সন্ধিস্বর/ দ্বৈতস্বর এবং সংযুক্ত স্বরধ্বনি নামে ডাকা হয়। যেমন – অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয় (ময়না), অ + ও = অও (লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫টি। যথা – আ + ই = আই (ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (খায়); আ + ও = আও (খাও, যাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (দিও); উ + ই = উই (শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ = এয়া (দেয়া); এ + ই = এই (সেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ হয়েছে; ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)। যেমন: কৈ, মৌ।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ- বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায় কিংবা ধাক্কা লাগে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

স্পর্শধ্বনি: মুখের মধ্যে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হওয়ার পর অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে ধ্বনিগুলোকে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত (ক-ম) ধ্বনিগুলোকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা ২৫ টি।

বি.দ্র.- কিছু বৈয়াকরণ বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা ২০ টি বলে মনে করেন। এগুলো হলো প্রতিটি বর্গের প্রথম চারটি বর্ণ (যথা – ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদি)। এই প্রকারভেদ অনুসারে প্রতিটি বর্গের শেষ ধ্বনি অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- কে 'নাসিক্য ধ্বনি' হিসেবে পৃথক প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ক্ থেমে ম্ পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি করে ধ্বনি বাংলা ভাষায় স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ধ্বনি। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নাম অনুসারে সেই গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে ওই বর্গীয় ধ্বনি হিসেবে পরিচয় করানো হয়।

১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	ক, খ, গ, ঘ	এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার মূল বা গোড়ার দিকটা কণ্ঠের দিকের কোমল অংশ স্পর্শ করে; এজন্য এ বর্ণগুলোকে কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ বলে।
২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ	চ, ছ, জ, ঝ	এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার মাঝের অংশ তালুর সম্মুখ ভাগ বা শক্ত অংশ স্পর্শ করে; এগুলোকে তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ বলে।
৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	ট, ঠ, ড, ঢ	এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার ডগা উলটে ওপরে উঠে তালুর পেছনে অর্থাৎ মূর্ধাকে স্পর্শ করে, এজন্য এগুলোকে মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ বলে।
৪. দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ	ত, থ, দ, ধ	এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার ডগা ওপর পাটির দাঁতের পেছন দিকের নিচের অংশ স্পর্শ করে; এজন্য এগুলোকে দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ বলে।
৫. ওষ্ঠ্যবর্ণ	প, ফ, ব, ভ	এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় উপরের ঠোঁটের সঙ্গে নিচের ঠোঁটের স্পর্শ হয়; এজন্য এগুলোকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

অল্পপ্রাণ: ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর বেগ অল্প থাকলে তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে।

যেমন – ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি। [প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ]

মহাপ্রাণ: ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর বেগ বেশি থাকলে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন – খ, ছ, ধ ইত্যাদি। [বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ]

ঘোষধ্বনি: যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে, তাকে ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ বলে। বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন – গ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি: যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে অঘোষ বর্ণ বলে। বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন – ক, খ, ইত্যাদি।

উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

নাসিক্য ধ্বনি: যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল নাক দিয়ে বের হয় সেগুলোকে নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে। যেমন – আম, মান, ব্যাঙ/ব্যাং শব্দের ম্, ন্, ঙ, ণ, ঞ এই– শ্রেণির ধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী সৃষ্ট ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়: ওষ্ঠ্য- ম্; দন্তমূলীয়-ন্; জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য-ঙ্।

ঘর্ষণজাত ধ্বনি বা উষ্ম বা শিশ ধ্বনি: শ, ষ, স- এই তিনটি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বলে। শিস দেয়ার ধ্বনির সাথে এর মিল আছে বলে, এদের ঘর্ষণজাত ধ্বনি বা শিস ধ্বনি বা শিসবর্ণও বলা হয়। এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ ইংরেজি Sh এর মতো। 'হ' বর্ণও একটি উষ্ম বর্ণ। কণ্ঠনালিতে এটি উৎপন্ন হয়। শ, ষ, স এর মতো হ – কেও টানা যায়।

স্পৃষ্ট-ঘর্ষণজাত: এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়, কিন্তু দ্রুত বের না হয়ে কিছুটা বিলম্বে ঘর্ষণ ধ্বনি তৈরি করে বের হয়। অর্থাৎ স্পৃষ্ট + ঘর্ষণজাত = ঘৃষ্ট। চ্, ছ্, জ্, ঝ্ এ জাতীয় ধ্বনি। তবে মুহম্মদ আবদুল হাই এগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অযোগবাহ ধ্বনি: অন্য বর্ণের সঙ্গে যোগ রেখে যে ধ্বনিগুলোর বাহ বা প্রয়োগ হয় তাদের অযোগবাহ ধ্বনি বলে। যেমন –

☞ ং এবং ঃ হলো অযোগবাহ ধ্বনি।

পরাশ্রয়ী ধ্বনি: এরা কখনও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য বর্ণের সাহায্যে এরা ব্যবহৃত হয়।

☞ পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি। যথা: (ং, ঃ, ঁ)

অন্তঃস্থ ধ্বনি: স্পর্শ ধ্বনির মাঝে আছে বলে য, র, ল, ব- এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি/বর্ণ বলা হয়।

আনুনাসিক ধ্বনি: যে ধ্বনি অন্য ধ্বনিকে নাসিক্য হতে সাহায্য করে তাকে আনুনাসকি ধ্বনি বলে। যেমন – (ঁ) চন্দ্রবিন্দু।

পার্শ্বিক ধ্বনি: জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যেমন: ল (১টি)

তাড়নজাত ধ্বনি: জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।

☞ তাড়নজাত ধ্বনিগুলো: ড়, ঢ়

কম্পনজাত ধ্বনি: জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে উচ্চারিত হলে তা কম্পনজাত ধ্বনি।

☞ কম্পনজাত ধ্বনি হলো - র

বর্ণ ও বর্ণমালা

বর্ণ: ধ্বনির নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপই বর্ণ। যেমন – অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে।

প্রকারভেদ: বর্ণ দু'প্রকার - যথা –

১. স্বরবর্ণ– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

২. ব্যঞ্জনবর্ণ– ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

☞ বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ- ৫০টি।

স্বরবর্ণ: যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্যে ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন – অ, ই, ঈ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ: যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন – ক, চ, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ ও অক্ষর:

সাধারণত বর্ণ ও অক্ষরকে এক বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণ ও অক্ষর এক নয়। ধ্বনির প্রতীক হচ্ছে বর্ণ, আর বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একটি শব্দের যে অংশ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। একে শব্দাংশও বলা যায়। ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে Syllable বলে। যেমন– 'পড়া একটি শব্দ। বিশ্লেষণ: প্ + অ + ড় + আ– এই চারটি বর্ণ নিয়ে গঠিত। কিন্তু এতে অক্ষর আছে দুটি। তা হলো– 'প' এবং 'ড়া'।

অক্ষর-এর শ্রেণিবিভাগ: অক্ষর দুরকম। যেমন–

১। স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর (Opened Syllable) ও ২। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা বদ্ধাক্ষর (Closed Syllable)।

১। স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর: যে অক্ষরের শেষে মুক্তভাবে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন – মামা (ম+আ+ম+আ), যাত্রী (যা+আ+ত+র্+ঈ)

২। ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর: যে অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন: কলম (ক্+অ+ল্+অ+ম্)।

মাত্রা: স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মাথার ওপরে যে সোজা দাগ (–) থাকে তাকে মাত্রা বলে । যেমন: – 'এ' বর্ণে কোনো মাত্রা নেই । কিন্তু মাত্রা (ত্র) দেয়া হলে এটি ভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়। (ত্র) মাত্রার কারণে তখন বর্ণটি হয়। (ত + ৃ)।

মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ ৩ প্রকার:

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

কার: স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। বাংলা বর্ণমালায় কার ১০টি। যথা –

স্বরবর্ণের কার	উদাহরণ	স্বরবর্ণের কার	উদাহরণ
আ–কার (া)	আম, কলা, ইত্যাদি	ঋ–কার (ৃ)	কৃষক, তৃণ ইত্যাদি
ই–কার (ি)	ইলিশ, লিচু ইত্যাদি	এ–কার (ে)	নেতা, বেত ইত্যাদি
ঈ–কার (ী)	কাদম্বিনী, নবীন ইত্যাদি	ঐ–কার (ৈ)	কৈ, তৈরি ইত্যাদি
উ–কার (ু)	দুঃখ, পুরানো ইত্যাদি	ও–কার (ো)	মোরগ, গোশত ইত্যাদি
ঊ–কার (ূ)	দুকূল, পূর্ণ ইত্যাদি	ঔ–কার (ৌ)	নৌকা, চৌচালা ইত্যাদি

ফলা: অনেক সময় স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা' ৬টি। যথা –

ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা	উদাহরণ	ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা	উদাহরণ
য–ফলা (্য)	ব্যাঙ, খ্যাতি, সহ্য	র–ফলা (্র)	প্রমাণ, দ্রব্য, শ্রম, ক্রয়
ব–ফলা (্ব)	পক্ব, বিশ্ব, অশ্ব	ন/ ণ–ফলা (্ন / ্ণ)	বিভিন্ন, যত্ন, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
ম–ফলা (্ম)	পদ্ম, সম্মান, স্মরণ	ল–ফলা (্ল)	ক্লান্ত, ম্লান, অম্ল

রেফ (র্): হসন্ত 'র'ধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনির অব্যবহিত আগে ব্যবহৃত হলে, লেখার সময় সাধাণত র্ (র- এ হসন্ত) রূপে লেখা হয় না । সেটি রেফ (র্) রূপে লিখিত হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসে। যেমন – ধর্ম (ধর্‌ম) (ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ), বর্জন (ব্ + অ + র্ + জ্ + অ + ন) ইত্যাদি।

নাসিক্য বর্ণ: যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে নাকের সাহায্য নিতে হয় তাকে নাসিক্য বর্ণ/অনুনাসিক/সানুনাসিক বর্ণ বলা হয়। নাসিক্য বর্ণ ৫টি। যথা – ঙ, ঞ, ণ, ন, ম

নিলীন বর্ণ: "অ" স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। তাই 'অ' কে নিলীন বর্ণ বলে।

বর্ণমালা: বাংলা ধ্বনির লিখিত রূপ বা বাংলা বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা এবং তাদের প্রত্যেককে বলা হয় বাংলা লিপি। আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ	গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
ক্ + ক = ক্ক	বৃক্ক = বৃক্‌কো, ধাক্কা = ধাক্‌কা	ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ = অন্‌ধো, বন্ধু = বোন্‌ধু।
ক্ + ব = ক্ব	পক্ব = পক্‌কো, নিক্বণ = নিক্‌কন	ব্ + ধ = ব্ধ	উপলব্ধি = উপোলোব্‌ধি, ক্ষুব্ধ = খুব্‌ধো।
ক্ + ষ = ক্ষ	ক্ষেত্র = ক্ষেত্‌রো, রক্ষা = রোক্‌খা। কিন্তু শব্দের মাঝে বা শেষে ক্ষ থাকলে উচ্চারণ হবে 'ক্‌খ' যেমন – ভিক্ষুক = ভিক্‌খুক্।	হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ = অপোরান্‌হো, পূর্বাহ্ণ = পুরবান্‌হো।
হ্ + ম = হ্ম	ব্রাহ্মণ = বাংলায় ব্রামহ্ন।	হ্ + ন = হ্ন	আহ্নিক = আন্‌হিক্, মধ্যাহ্ন = মোদ্‌ধান্‌হো।
জ্ + ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান = গ্যাঁন্, বিজ্ঞান = বিগ্‌গ্যাঁন্।	হ্ + ঋ = হৃ	অপহৃত = অপোর্‌হিতো, হৃদয় = রিহ্‌দয়্।
ঞ্ + জ = ঞ্জ	অঞ্জন = অন্‌জোন্, গঞ্জনা = গন্‌জোনা।	হ + য-ফলা= হ্য	বাহ্যজ্ঞান = বাজ্‌ঝোগ্যাঁন্, সহ্যশক্তি = শোজ্‌ঝোশোক্‌তি, ঐতিহ্য = ওইতিজ্‌ঝো।
ঞ্ + চ = ঞ্চ	অঞ্চল = অন্‌চল্, পঞ্চম = পন্‌চোম্	গ্ + ন = গ্ন	অগ্নি = ওগ্‌নি, মগ্ন = মগ্‌নো।
ঞ্ + ছ = ঞ্ছ	বাঞ্ছা = বান্‌ছা, লাঞ্ছনা = লান্‌ছোনা।	ণ + ড = ণ্ড	কাণ্ড = কান্‌ডো, দণ্ড = দন্‌ডো।
ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা = ঝন্‌ঝা, ঝঞ্ঝাট = ঝন্‌ঝাট্।	ন্ + থ = ন্থ	পন্থা = পন্‌থা, মন্থর = মন্‌থোর।
ষ্ + ণ = ষ্ণ	উষ্ণ = উশ্‌নো, কৃষ্ণ = ক্রিশ্‌নো।	স্ + থ = স্থ	অস্থির = অস্‌থির্, দুস্থ = দুস্‌থো।
ট্ + ট = ট্ট	চট্টগ্রাম = চট্‌টোগ্রাম, হট্টগোল = হট্‌টোগোল।	স্ + ক = স্ক	পুরস্কার = পুরশ্‌কার্, বয়স্ক = বয়োশ্‌কো।
ট + র-ফলা (্র) = ট্র	উষ্ট্র = উশ্‌ট্‌রো, রাষ্ট্র = রাশ্‌ট্‌রো।	ষ্ + ক = ষ্ক	শুষ্ক = শুশ্‌কো, নিষ্ক্রিয় = নিশ্‌ক্রিও।
ত্ + ত = ত্ত	উত্তাল = উত্‌তাল, মত্ত = মত্‌তো।	ন্ + ত্ + উ =ন্তু	কিন্তু = কিন্‌তু, জন্তু = জোন্‌তু।
ক্ + ত = ক্ত	ভক্তি = ভোক্‌তি, শক্ত = শক্‌তো।	স্ + ত্ + উ = স্তু	বস্তু = বোস্‌তু, প্রস্তুত = প্রোস্‌তুত্।
ত্ + ন = ত্ন	যত্ন = জত্‌নো, রত্ন = রত্‌নো।	ণ্ + ন = ণ্ন	অক্ষুণ্ন = অক্‌খুন্‌নো, বিষণ্ন = বিশন্‌নো।
ত্ + ম = ত্ম	আত্মা = আত্‌তাঁ, আত্মীয় = আত্‌তিঁও।	ন্ + ন = ন্ন	অন্ন = অন্‌নো, ভিন্ন = ভিন্‌নো।
ত্ + র = ত্র	যাত্রী = জাত্‌ত্রি, পাত্র = পাত্‌ত্রো।	ম্ + ন = ম্ন	নিম্ন = নিম্‌নো।
ত্+র+উ=ত্র+উ=ক্রু	ক্রুটি = ক্রুটি, শত্রু = শোত্‌রু।	ম্ + ম = ম্ম	সম্মতি = শম্‌মোতি, সম্মান = শম্‌মান্।
ক্ + র = ক্র	ক্রয়= ক্রয়, ক্রন্দন = ক্রোনদোন, বিক্রয় = বিক্‌ক্রয়্।	ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ = উন্‌মাদ্, উন্মথিত = উন্‌মোথিতো।
ত্ + থ = থ	অশ্বত্থ = অশ্‌শত্‌থো, উত্থান = উত্‌থান্।	দ্ + ব ফলা = দ্ব	উদ্বেল = উদ্‌বেল্, সদ্ব্যবহার = শদ্‌ব্যাবোহার্, দ্বিধা = দিধা।
দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ = বদ্‌ধো, উদ্ধার = উদ্‌ধার্।	গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ = দগ্‌ধো, মুগ্ধ = মুগ্‌ধো।

এক পলকে স্বরবর্ণ:

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	১১টি	(অ-ঐ)
পূর্ণমাত্রা	৬টি	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ
অর্ধমাত্রা	১টি	ঋ
মাত্রাহীন	৪টি	এ, ঐ, ও, ঔ
হ্রস্বস্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘস্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
সম্মুখ স্বরধ্বনি	৩টি	ই, এ, অ্যা
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	৩টি	অ, ও, উ
বিবৃত স্বরধ্বনি	১টি	আ
সংবৃত স্বরধ্বনি	২টি	ই, উ
কারহীন	১টি	অ
নিলীন বর্ণ	১টি	অ
মধ্যস্বরধ্বনি	১টি	আ
যৌগিক স্বরধ্বনি	২৫টি	

এক পলকে ব্যঞ্জনবর্ণ:

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	৩৯টি	(ক – ঁ)
পূর্ণমাত্রা	২৬টি	ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়।
অর্ধমাত্রা	৭টি	খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
মাত্রাহীন	৬টি	ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ
তাড়নজাত	২টি	ড়, ঢ়
কম্পনজাত	১টি	র
পার্শ্বিক	১টি	ল
উষ্ম/শিস	৪টি	শ, ষ, স, হ
অন্ত্যঃস্থ ধ্বনি	৪টি	য, র, ল, ব
আনুনাসিক	১টি	ঁ
বর্গ আছে	৫টি	ক, চ, ট, ত, প (বর্গ)
অঘোষ বর্ণ		বর্গের ১ম, ২য় বর্ণ
ঘোষ বর্ণ		বর্গের ৩য়, ৪র্থ
অল্পপ্রাণ		বর্গের ১ম, ৩য়
মহাপ্রাণ		বর্গের ২য়, ৪র্থ বর্ণ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'ক' বর্ণের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?
(ক) জিহ্বামূল (খ) অগ্রতালু (গ) পশ্চাৎদন্তমূল (ঘ) অগ্রদন্তমূল

০২। কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
(ক) ত, দ (খ) চ, জ (গ) খ, ঝ (ঘ) ক, খ

০৩। কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনির উদাহরণ?
(ক) ম (খ) ঙ (গ) চ (ঘ) র

০৪। বাংলা ভাষায় কয়টি যৌগিক স্বরবর্ণ রয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

০৫। কোন পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টে গিয়ে মূর্ধাকে স্পর্শ করে?
(ক) ক খ, গ ঘ ঙ (খ) চ ছ জ ঝ ঞ (গ) ট ঠ ড ঢ ণ (ঘ) ত থ দ ধ ন

০৬। 'র'কোন জাতীয় ধ্বনি?
(ক) পার্শ্বিক ধ্বনি (খ) তাড়নজাত ধ্বনি (গ) কম্পনজাত ধ্বনি (ঘ) স্পর্শ ধ্বনি

০৭। বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কত?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

০৮। উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ'কে কী ধ্বনি বলে?
(ক) হ্রস্বধ্বনি (খ) বিবৃত স্বরধ্বনি (গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি (ঘ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

০৯। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি-
(ক) ঘোষ ধ্বনি (খ) অঘোষ ধ্বনি (গ) মহাপ্রাণ ধ্বনি (ঘ) নাসিক্য ধ্বনি

১০। তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি?
(ক) ক, ঘ (খ) চ, ছ (গ) ড়, ঢ় (ঘ) প, ফ

১১। নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?
(ক) চ (খ) খ (গ) প (ঘ) দ

১২। স্বরবর্ণের পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?
(ক) ছয়টি (খ)পাঁচটি (গ) চারটি (ঘ) সাতটি

১৩। বাংলা বর্ণমালায় নাসিক্য বর্ণ কতটি?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি (গ) ৭টি (ঘ) ৮টি

১৪। বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি কয়টি?
(ক) দুটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

১৫। চ-বর্গীয় ধ্বনি কোনটি?
(ক) ঙ (খ) ঞ (গ) ন (ঘ) ণ

১৬। পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে আদি 'অ' কী হয়?
(ক) বিবৃত (খ) স্বাভাবিক (গ) আবৃত (ঘ) সংবৃত

১৭। উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে চ-বর্গের বর্ণগুলো কী নামে পরিচিত?
(ক) কণ্ঠ্য বর্ণ (খ) তালব্য বর্ণ (গ) দন্ত্য বর্ণ (ঘ) ওষ্ঠ্য বর্ণ

১৮। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
(ক) গ, ঘ (খ) দ, ধ (গ) প, ফ (ঘ) জ, ঝ

১৯। কোনগুলো শিস ধ্বনি?
(ক) ঙ, ঞ, ন (খ) শ, স, ষ (গ) প, ফ, ভ (ঘ) য, র, ল

২০। নিচের কোনটি নিলীন বর্ণ?
(ক) আ (খ) ল (গ) অ (ঘ) হ

২১। বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে-
(ক) ৩২, ৮, ১০ (খ) ৩২, ৭, ১১ (গ) ৩০, ৮, ১২ (ঘ) ৩২, ৭, ৯

২২। বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি কতটি?
(ক) ৮ টি (খ) ১১টি (গ) ৯টি (ঘ) ৭ টি

২৩। 'দন্ত্য বর্ণ' কোনগুলো?
(ক) ক, খ, গ, ঘ (খ) প, অ, ব, ভ (গ) ট, ঠ, ড, ঢ (ঘ) ত, থ, দ, ধ

২৪। স্বরবর্ণের মাত্রাবিহীন বর্ণ কয়টি?
(ক) ৪টি (খ) ৭টি (গ) ৮টি (ঘ) ১১টি

২৫। বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ছয়টি (খ) চারটি (গ) তিনটি (ঘ) পাঁচটি

২৬। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে?
(ক) তিন (খ) চাঁর (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

২৭। বর্ণ কিসের প্রতীক?
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ (গ) অক্ষর (ঘ) স্বরবর্ণ

২৮। বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কতটি?
(ক) ২৩টি (খ) ২৪টি (গ) ২৫টি (ঘ) ২৬টি

২৯। অশ্বত্থ এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) অসশত্থো (খ) অশ্শত্থো (গ) অশ্শত্থ (ঘ) অশ্থথো

৩০। বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে-
(ক) মৌলিক ধ্বনি (খ) যৌগিক ধ্বনি (গ) যৌগিক বর্ণ (ঘ) দ্বিলেখ

৩১। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি?
(ক) ৭ টি (খ) ১১ টি (গ) ২৭ টি (ঘ) ২৫টি

৩২। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
(ক) ধ্বনি (খ) বর্ণ (গ) ফলা (ঘ) কার

৩৩। বাংলা ভাষায় বর্গীয় বর্ণ কয়টি?
(ক) ২৫টি (খ) ৩৯টি (গ) ২৬টি (ঘ) ৪৯টি

৩৪। নিচের কোন বর্ণটির পৃথক উচ্চারণ নেই?
(ক) ঙ (খ) এ (গ) ই (ঘ) ঋ

৩৫। অনুনাসিকতা বোঝাতে স্বরবর্ণের উপর কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) মাত্রা (খ) চন্দ্রবিন্দু (গ) রেফ (ঘ) কোনটি নয়

৩৬। কোনটি নাসিক্য ধ্বনি?
ক) জ (খ) ম (গ) ল (ঘ) প

৩৭। নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি?
(ক) অ (খ) আ (গ) উ (ঘ) ঐ

৩৮। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
(ক) ও + আ (খ) অ + ই (গ) এ + ই (ঘ) ক + ই

৩৯। কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি-
(ক) ক (খ) ঙ (গ) হ (ঘ) ঝ

৪০। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলে-
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) বাক্য (ঘ) অক্ষর

৪১। পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?
(ক) মৌলিক স্বরধ্বনি (খ) যৌগিক স্বরধ্বনি (গ) মূলধ্বনি (ঘ) সমধ্বনি

৪২। ভাষার মূল উপাদান হলো?
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) ধ্বনি (ঘ) বাক্য

৪৩। নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ নয়?
(ক) ং (খ) ঃ (গ) ঁ (ঘ) ক

৪৪। নিচের কোনটি যৌগির স্বরধ্বনি?
(ক) অ (খ) আ (গ) ঐ (ঘ) ঈ

৪৫। কোনগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
(ক) ক, চ, ট (খ) খ, দ, ঠ (গ) থ, ফ, ধ (ঘ) ঘ, ঝ, ঢ

৪৬। কোনগুলো তাড়নজাত ধ্বনি?
(ক) ড়, র (খ) ঢ়, হ (গ) ড়, ঢ় (ঘ) র, হ

৪৭। 'য' এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী?
(ক) কণ্ঠ (খ) মূর্ধা (গ) দন্ত (ঘ) তালু

৪৮। অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনির উদাহরণ?
(ক) জ (খ) ং (গ) থ (ঘ) ঢ

৪৯। অপরাহ্ণ শব্দের যুক্তবর্ণটি বিশ্লেষণ করুন।
(ক) হ + হ (খ) হ + ণ (গ) হ + ন (ঘ) হ + ম

৫০। বাংলা ভাষায় 'ঞ' অক্ষরটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	❐	১০	গ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	❐	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	❐	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	❐	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ঘ
৪১	খ	৪২	❐	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	খ	৫০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

ধ্বনির পরিবর্তন

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) রতন (খ) কবাট (গ) পিচাশ (ঘ) মুলুক

০২। বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) বিষমীভবন (খ) সমীভবন (গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি

০৩। অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) জন্ম-জম্ম (খ) আজি > আইজ (গ) ডেস্ক > ডেসক (ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ

০৪। নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) প্রাতিপদিক (খ) অভিশ্রুতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

ধ্বনির পরিবর্তন

সহজ কথায় মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজকে ধ্বনি বলে। তবে ব্যাকরণে সকল আওয়াজকেই ধ্বনি বলা যায় না। ব্যাকরণে ধ্বনির অবশ্যই অর্থ থাকতে হবে। যাই হোক, ধ্বনি মূলত উচ্চারিত আওয়াজ। সুতরাং ধ্বনির পরিবর্তন হলো উচ্চারণের পরিবর্তন।

কারণ: সাধারণত জিভের আলসেমি, অমনোযোগী, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।

ধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়া

স্বরাগম : স্বরের (অ, আ, ই, এ ইত্যাদি) আগমনকে স্বরাগম বলে। অর্থাৎ উচ্চারণে শব্দের আদি, মধ্য কিংবা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম হয়। যেমন: স্কুল>ইস্কুল, জান্‌লা > জানালা ইত্যাদি। স্বরাগম মূলত তিন প্রকার। যথা –

০১. আদি স্বরাগম (Prothesis): শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি ছিল না, কিন্তু শব্দের শুরুতে যদি স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় তবে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন – স্টেশন > ইস্টিশন/ইস্টেশন, স্পর্ধা > আস্পর্ধা। উদাহরণ দুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'স্টেশন' শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি নেই কিন্তু পরিবর্তিত উচ্চারণ ইস্টিশন/ইস্টেশন শব্দে অতিরিক্ত 'ই' উচ্চারিত হয়েছে এবং তা শুরুতে তাই এটি আদি স্বরাগমের উদাহরণ। এ রকম আরো উদাহরণ: স্তাবল > আস্তাবল, স্কুল > ইস্কুল ইত্যাদি।

০২. মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis): শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে মধ্যস্বরাগম হয়। যেমন – জান্‌লা> জানালা, আল্‌না > আলানা। এছাড়াও যুক্তবর্ণের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে মধ্যস্বরাগম হয়। যেমন – ধর্ম > ধরম, ক্লিপ > কিলিপ, গ্রাম > গেরাম ইত্যাদি।

০৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis): অন্ত্য অর্থ শেষ। শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে অন্ত্যস্বরাগম হয়। যেমন – দিশ্ > দিশা [শেষে আ এসেছে। বেঞ্চ > বেঞ্চি [শেষে ই এসেছে।] সত্য > সত্যি [শেষে ই এসেছে।] ইত্যাদি।

সম্প্রকর্ষ/স্বরলোপ (Syncope): স্বরাগমের বিপরীত স্বরলোপ। কারণ শব্দের আদি, মধ্য অথবা অন্ত্য থেকে স্বরধ্বনি চলে গেলে তাকে স্বরলোপ বলে। সুতরাং স্বরাগমে স্বরধ্বনি আসে আর স্বরলোপে স্বরধ্বনি চলে যায়। উদাহরণ- বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা।
স্বরলোপের অপর নাম সম্প্রকর্ষ। স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার। যথা –

০১. আদি স্বরলোপ: ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন – অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার।

০২. মধ্যস্বরলোপ: অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

০৩. অন্ত্যস্বরলোপ: ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে বাদ গেল তাকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন – আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সঞঝা > সাঁঝ, বন্যা > বান, লজ্জা > লাজ ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony): একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে স্বরসঙ্গতি বলে।
প্রধানত চার পদ্ধতিতে স্বরসঙ্গতি হয়ে থাকে। যথা –

(ক) প্রগত স্বরসঙ্গতি: পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা। যথা – মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো ইত্যাদি।

(খ) পরাগত স্বরসঙ্গতি: পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা পরবর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা। যেমন – দেশি > দিশি ইত্যাদি।

(গ) মধ্যগত স্বরসঙ্গতি: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্যে অবস্থিত স্বর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। যথা – আগের ও পরের ই স্বরের প্রভাবে মাঝের আ-স্বরের পরিবর্তন হয়।: বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি, হিসাবি > হিসেবি >হিসিবি, উড়ানি > উড়োনি > উড়ুনি ইত্যাদি

(ঘ) অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বর পরপস্পরকে প্রভাবিত করে উভয়ে পরিবর্তিত হয়। যেমন – মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো, পোষ্য > পুষ্যি ইত্যাদি।

কৌশল: সহজ কথায় স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে স্বরসঙ্গতি হবে। যেমন – কুবের > কুবির [এখানে এ পরিবর্তিত হয়ে ই হয়েছে।] মুলা > মুলো [এখানে আ পরিবর্তিত হয়ে ও হয়েছে।] বিলাতি > বিলিতি।

অপিনিহিতি (Epenthesis): সহজ কথায় 'অপি' অর্থ পূর্বে এবং 'নিহিতি' অর্থ অবস্থান। অর্থাৎ অপিনিহিতি অর্থ পূর্বে অবস্থান। সুতরাং পরের ই/উ আগে উচ্চারিত হলে (আগে অবস্থান করলে) অপিনিহিতি হয়। আঞ্চলিক ভাষা সমূহে অপিনিহিতির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জেনে রাখা ভালো, কার বা সংক্ষিপ্ত স্বর সবসময় ব্যঞ্জনের পরে উচ্চারিত হয়। যেমন – 'আজি' এখানে 'ই' কার 'জ' এর আগে মনে হলেও মূলত 'জ' এর পরে আছে। অতএব,

আজি > আইজ [এখানে পরের ই আগে এসেছে।]
চারি > চাইর [এখানে পরের ই আগে এসেছে।]
সাধু > সাউধ [এখানে ধ এর পরের উ আগে এসেছে।]
রাখিয়া > রাইখ্যা।

বি.দ্র. কয়েক শ' বছর আগে সমগ্র বঙ্গদেশে অপিনিহিতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে কথ্য ভাষায় অপিনিহিতির এখনো বহুল প্রচলন আছে। তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কথ্য উচ্চারণে অপিনিহিতির ব্যবহার লোপ পেয়েছে।

অভিশ্রুতি (Umlaut): অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। কথ্য বা চলিত বাংলায় অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি জনিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তনের অনেক নিদর্শন আছে। অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধিতে মিলিত হলে এবং তার প্রভাবে পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি বা বিকৃতি ঘটলে, তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি। যেমন – রাখিয়া > রাইখা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)
[আ – ই – আ] [এ– এ]

কৌশল: সাধু থেকে চলিত হলেই অভিশ্রুতি। যেমন –
মাছুয়া > মাউছা > মেছো অথবা, মাছুয়া > মেছো
করিয়া > কইরা > করে অথবা, করিয়া > করে
শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে অথবা, পটুয়া > পেটো

সমীভবন (Assimilation): সমী অর্থ সমান আর ভবন অর্থ ব্যঞ্জন। অর্থাৎ সমীভবন অর্থ সমান ব্যঞ্জন। সুতরাং দুটি আলাদা ব্যঞ্জন থেকে একটির পরিবর্তনে যদি সমান হয় তখন তাকে সমীভবন বলে। যেমন – জন্ম > জম্ম। এখানে দুটি আলাদা ব্যঞ্জন ন ও ম। কিন্তু ন পরিবর্তন হয়ে ম হওয়ায় ম্ম হয়েছে। সুতরাং এটি সমীভবনের উদাহরণ। কাঁদনা > কান্না, গল্প > গপ্প।
প্রকৃতপক্ষে সমীভবন স্বরসঙ্গতিরই মতো ব্যঞ্জনসঙ্গতি। সেজন্য সমীভবনকে ব্যঞ্জনসঙ্গতিও বলে।

সমীভবন তিন রীতির হয়। যথা –

(ক) প্রগত সমীভবন: পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা প্রাপ্ত হয়। যেমন – পক্ক > পক্ক, পূর্ববর্তী 'ক'- এর প্রভাবে পরবর্তী 'ব' উচ্চারণে 'ক' তে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করেছে। একইভাবে, চন্দন > চন্নন, গলদা > গল্লা, স্বর্ণ > সন্ন, পদ্ম > পদ্দ, রাজ্য > রাজ্জ, চক্র > চক্ক/চক্ক, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

(খ) পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা লাভ করে। যেমন – কাঁদনা > কান্না। পরবর্তী 'ন'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী 'দ্', 'ন্'- তে রূপান্তরিত হয়ে সমতা লাভ করেছে। একইভাবে, কর্ম > কম্ম, কর্তা > কত্তা, যতদূর > যদ্দুর, করতাল > কত্তাল, ধর্ম > ধম্ম, পাঁচসের > পাঁশ্‌শের, ডাকঘর > ডাগ্‌ঘর, তৎ + জন্য > তজ্জন্য, বিপদ + জনক >বিপজ্জনক, উৎ + মুখ > উন্মুখ (উচ্চারণ- উন্‌মুখ্) ইত্যাদি।

(গ) অন্যোন্য সমীভবন: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে উভয়ে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করে। যেমন – বৎসর > বচ্ছর। পাশাপাশি অবস্থিত 'ৎ' ও 'স' পরস্পকে প্রভাবিত করে যথাক্রমে 'চ' ও 'ছ' হয়েছে। একইভাবে, মহোৎসব > মোচ্ছব, চিকিৎসা > চিকিচ্ছা, বিশ্রি > বিচ্ছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত, উৎসন্ন > উচ্ছন্ন; সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বি.দ্র. মৌখিক বাংলায় সমীভবনের প্রচলন বেশি। আধুনিক সাহিত্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিষমীভবন (Dissimilation): সমীভবনের বিপরীত হচ্ছে বিষমীভবন। দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল, আরমারি > আলমারি, অভিভাবক > অবিভাবক।

কৌশল: সমীভবন ও বিষমীভবনের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো সমীভবনে পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি সমধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন – গল্প > গপ্প এবং বিষমীভবনে পাশাপাশি দুটি সমব্যঞ্জনের ভিন্ন ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন – অভিভাবক > অবিভাবক।

ব্যঞ্জনচ্যুতি/ধ্বনিচ্যুতি (Dissonance): পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেলে তাকে ব্যঞ্জনচ্যুতি/ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন – বউদিদি > বউদি, ছোটদাদা > ছোটদা, বড়কাকা > বড়কা।

অন্তর্হতি: অন্তর অর্থ ভিতর এবং হতি অর্থ লোপ অর্থাৎ শব্দের ভিতর থেকে কোনো বর্ণ লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। ভিতর থেকে (প্রথম অথবা শেষ দিকে নয়) ব্যঞ্জন লোপ পেলেই অন্তর্হতি। যেমন – ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, মজদুর > মজুর, দুগ্ধ > দুধ ইত্যাদি।

কৌশল: অন্তর্হতি ও ব্যঞ্জনচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য হলো- অন্তর্হতিতে শব্দের ভিতর থেকে যেকোনো ধ্বনি লোপ পায়। যেমন: ফালগুন > ফাগুন। পক্ষান্তরে, ব্যঞ্জনচ্যুতির ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি সমব্যঞ্জনের যেকোনো একটি লোপ পায়। যেমন: বউদিদি > বউদি।

ব্যঞ্জনবিকৃতি: শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ ধারণ করলে তাকে ব্যঞ্জনবিকৃতি বলে। যেমন – শাক>শাগ, কপাট>কবাট, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

কৌশল: ব্যঞ্জন বিকৃতি ও বিষমীভবনের মধ্যে মিল থাকলেও ব্যঞ্জন বিকৃতি ও বিষমীভবনের মধ্যে মূল তফাৎ হলো যে ব্যঞ্জন বিকৃতিতে শব্দের মধ্যে যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ লাভ করে। যেমন: কপাট > কবাট, কিন্তু বিষমীভবনে যদি পাশাপাশি একই রকম দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে শুধুমাত্র তখনই যে কোনো একটি ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপলাভ করে । যেমন: শরীর > শরীল।

অসমীকরণ: সমীকরণের বিপরীত হলো অসমীকরণ। আমরা জানি, সমীকরণে দুটো পক্ষই সমান থাকে। তাই যদি হয়, তবে অসমীকরণে দুটো পক্ষ সমান থাকবে না। তাই শব্দের মধ্যে 'আ' এসে অসমান করবে। যেমন – ধপ+ধপ > ধপাধপ, টপ+টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

ধ্বনি বিপর্যয়: উচ্চারণের সময় কিছু কিছু শব্দস্থিত ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটে । আগের ধ্বনি পরে যায় ও পরের ধ্বনি আগে আসে। এরকম অবস্থানগত বিপর্যয় দেখা যায়। উচ্চারণের সময় শব্দস্থিত ধ্বনি স্থান পরিবর্তন করলে, তাকে ধ্বনিবিপর্যয় বা বর্ণবিপর্যয় বলে। যেমন – পিশাচ > পিচাশ। 'শাচ' ধ্বনি দুটি (শা + চ) স্থান বদলে হয়েছে। 'চাশ' (চা + শ)। অনুরূপভাবে, বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

দ্বিত্বব্যঞ্জন: শব্দকে জোর দেয়ার জন্য একই ব্যঞ্জন দুবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বলে। যেমন – সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা, সবাই > সব্বাই, বড়>বড্ড, ঢাকা > ঢাক্কা, ছোট> ছোট্ট ইত্যাদি।

সহজে মনে রাখার কৌশল

পরিবর্তনের ধরন	স্বরবর্ণ হলে	ব্যঞ্জনবর্ণ হলে
১. নতুন ধ্বনির আগমনে	স্বরাগম: তিন প্রকার- ১. আদি স্বরাগম: স্পর্ধা >আস্পর্ধা ২. মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি: ক্লিপ > কিলিপ ৩. অন্ত্যস্বরাগম: বেঞ্চ > বেঞ্চি	দ্বিত্বব্যঞ্জন: পাকা > পাক্কা সবাই > সব্বাই
২. ধ্বনি লোপ পেলে	সম্প্রকর্ষ/স্বরলোপ: তিন প্রকার- ১. আদি স্বরলোপ: আলাবু > লাবু>লাউ ২. মধ্যস্বরলোপ: জানালা > জান্‌লা ৩. অন্ত্যস্বরলোপ: আজি > আজ, বন্যা > বান	ব্যঞ্জনচ্যুতি/ধ্বনিচ্যুতি: বউদিদি > বউদি অন্তর্হতি: দুগ্ধ > দুধ, ফাল্গুন > ফাগুন
৩. ধ্বনি স্থান পরিবর্তন করলে	অপিনিহিতি: সাধু > সাউধ, আজি > আইজ	ধ্বনি বিপর্যয়/বর্ণ বিপর্যয়: রিক্সা > রিস্কা, লাফ > ফাল
৪. একটির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন হলে	স্বরসঙ্গতি: চার ধরনের- ১. প্রগত: মুলা > মুলো ২. পরাগত: দেশি > দিশি ৩. মধ্যগত: বিলাতি > বিলিতি ৪. অন্যোন্য: মোজা > মুজো	সমীভবন: তিন ধরনের- ১. প্রগত: চক্র > চক্ক ২. পরাগত: যতদুর > যদ্দুর ৩. অন্যোন্য: কুৎসিত > কুচ্ছিত
৫ বিষমীভবন: দুটো সমবর্ণের একটি পরিবর্তন হবে। যথা: লাল > নাল, অভিভাবক > অবিভাবক। ৫ ব্যঞ্জনবিকৃতি: একই বর্গের বর্ণের পরিবর্তন ঘটবে (ক-বর্গ, চ-বর্গ)। যথা: কপাট> কবাট (প-বর্গের পরিবর্তন), শাক > শাগ (ক-বর্গের পরিবর্তন)।		

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'স্কুল > ইস্কুল'এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে?
(ক) আদি স্বরাগম (খ) মধ্য স্বরাগম (গ) বিপ্রকর্ষ (ঘ) অন্ত্য স্বরাগাম

০২। নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
(ক) স্কুল > ইস্কুল (খ) রত্ন > রতন (গ) সত্য > সত্যি (ঘ) বাক্য > বাইক্য

০৩। পিশাচ > পিচাশ- এরূপ বিবর্তনকে বলা হয়-
(ক) স্বরভক্তি (খ) স্বরসংগতি (গ) ধ্বনি বিপর্যয় (ঘ) ধ্বনি বিকার

০৪। কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ?
(ক) অঙ্ক > আঁক (খ) লাল > নাল (গ) কাচ > কাঁচ (ঘ) পুথি > পুঁথি

০৫। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?
(ক) সম্প্রকর্ষ (খ) পরাগত (গ) স্বরসঙ্গতি (ঘ) অসমীকরণ

০৬। কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
(ক) পিরীতি (খ) বিলিতি (গ) বসতি (ঘ) উড়নি

০৭। নিচের কোনটি পরাগত স্বরসঙ্গতি এর উদাহরণ?
(ক) আখো > এখো (খ) শিকা > শিকে (গ) বিলাতি > বিলিতি (ঘ) মোজা > মোজো

০৮। পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
(ক) পরাগত (খ) স্বরলোপ (গ) প্রগত সমীভবন (ঘ) অন্যোন্য

০৯। দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?
(ক) প্রগত (খ) পরাগত (গ) সমীভবন (ঘ) বিষমীভবন

১০। দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে কী বলে?
(ক) সমীভবন (খ) সম্প্রকর্ষ (গ) স্বরাগম (ঘ) স্বরসঙ্গতি

১১। ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
(ক) আজি→আইজ (খ) লাফ→ফাল (গ) পাকা→পাক্কা (ঘ) স্কুল→ইস্কুল

১২। মধ্য স্বরাগমের সমার্থক কোনটি?
(ক) স্বরসঙ্গতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) সম্প্রকর্ষ (ঘ) বিপ্রকর্ষ

১৩। আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
(ক) পরাগত (খ) মধ্যগত (গ) প্রগত (ঘ) অন্যোন্য

১৪। নিচের কোনটিকে মধ্যস্বরাগম এর বিকল্প বলা হয়?
(ক) অপিনিহিতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) বিপ্রকর্ষ (ঘ) স্বরসঙ্গতি

১৫। 'বিপ্রকর্ষ' এর উদাহরণ?
(ক) হর্ষ > হরষ (খ) ধপ + ধপ > ধপাধপ (গ) কাঁদনা > কান্না (ঘ) ধোবা > ধোপা

১৬। 'শরীর > শরীল' কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন?
(ক) স্বরলোপ (খ) বিষমীভবন (গ) অভিশ্রুতি (ঘ) বর্ণ বিকৃতি

১৭। পরের 'ই' কার 'উ' কার আগে উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?
(ক) স্বরাগম (খ) বিপ্রকর্ষ (গ) অপিনিহিতি (ঘ) অভিশ্রুতি

১৮। 'আশু > আউশ' এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?
(ক) অপিনিহিতি (খ) সমীভবন (গ) বিপ্রকর্ষ (ঘ) বর্ণ বিপর্যয়

১৯। মোজা > মুজো এটি কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি?
(ক) প্রগত (খ) পরাগত (গ) মধ্যগত (ঘ) অন্যোন্য

২০। পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলা 'আনারস' এটি কী ধরনের পরিবর্তন?
(ক) সাদৃশ্য (খ) বৈসাদৃশ্য (গ) অর্থগত (ঘ) ধ্বনিতাত্ত্বিক

২১। 'ফাল্গুন > ফাগুন' ধ্বনি পরিবর্তনর কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?
(ক) ধ্বনিবিকার (খ) শ্রুতিধ্বনি (গ) অন্তর্হতি (ঘ) ধ্বনিবিপর্যয়

২২। 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ?
(ক) ধ্বনিবিপর্যয় (খ) বর্ণদ্বিত্ব (গ) বর্ণাগম (ঘ) বর্ণলোপ

২৩। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
(ক) হইবে > হবে (খ) রাত্রি > রাইত (গ) দেশি > দিশি (ঘ) জালিয়া > জাইল্যা > জেলে

২৪। 'ধরিয়া' থেকে 'ধরে' ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে?
(ক) অন্তর্হতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) সমীভবন (ঘ) অসমীকরণ

২৫। নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?
(ক) অঙ্ক > আঁক (খ) লাল > নাল (গ) কাচ > কাঁচ (ঘ) পুথি > পুঁথি

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	□	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	□	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	□	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	গ	২২	□	২৩	গ	২৪	খ	২৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

[উত্তর: খ]

০১। নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কল্যাণ (খ) প্রবণ (গ) নিক্কণ (ঘ) বিপণি

[উত্তর: ঘ]

০২। নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান? [২৪তম ও ২০তম বিসিএস]
(ক) কষ্ট (খ) উপনিষৎ (গ) কল্যাণীয়েষু (ঘ) আষাঢ়

[উত্তর: গ]

০৩। ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? [২১তম বিসিএস]
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) তৎসম (ঘ) তদ্ভব

ণত্ব বিধান

সংস্কৃত ব্যাকরণে দন্ত্য-ন এর মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হওয়ার যে নিয়ম আছে, সে নিয়মগুলোকে বলা হয় ণত্ব বিধান। সংক্ষেপে বলা যায়, তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান। ণত্ব ও ষত্ব বিধান শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দেশি বা বিদেশি শব্দে 'ণ'বা 'ষ' হয় না।

ণ-ব্যবহারের নিয়ম

০১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' হয়। 'ট' বর্গের মূর্ধন্য-ণ বর্ণ ট, ঠ, ড- এর সাথে যুক্ত হয়ে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড গঠন করে।

যেমন –

ণ+ ট=ণ্ট , ণ+ঠ=ণ্ঠ							
কণ্টক	ঘণ্টা	নিষ্কণ্টক	ঘণ্টিকা	বণ্টিত	ঘণ্ট	নির্ঘণ্ট	বণ্টন
অকুণ্ঠ	কণ্ঠ	গুণ্ঠন	কণ্ঠনালি	কণ্ঠস্থ	উৎকণ্ঠ	ভূলুণ্ঠিত	ময়ূরকণ্ঠী

ণ+ড=ণ্ড							
অকালকুষ্মাণ্ড	কাণ্ড	দণ্ডায়মান	পাষণ্ড	পাণ্ডা	ন্যায়দণ্ড	কাণ্ডারি	ষণ্ডা
অগ্নিকাণ্ড	অগ্নিকুণ্ড	মণ্ডপ	মানদণ্ড	অণ্ড	কুণ্ডলী	লণ্ডভণ্ড	খণ্ডিত
উল্কাপিণ্ড	পণ্ড	বায়ুমণ্ডল	প্রকাণ্ড	পাণ্ডিত্য	খণ্ডন	পণ্ডিত	গণ্ডুষ
প্রাণদণ্ড	পাণ্ডুলিপি	মুণ্ড	গণ্ডমূর্খ	বাউণ্ডুলে	চণ্ডমূর্তি	বিতণ্ডা	ভণ্ডুল

০২. তৎসম শব্দে ঋ, র, ক্ষ, ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন –

ঋ							
ঋণ	ঋণী	ঘৃণা	তৃণ	মসৃণ	অমসৃণ	মৃণাল	ঘৃণ্য

র							
অরণ্য	অরুণ	অলংকরণ	কিরণ	আবরণ	আহরণ	উচ্চারণ	প্রেরণ
করণ	দারুণ	ভরণ	ব্যাকরণ	চরণ	জাগরণ	প্রতারণা	শরণ
তোরণ	সন্তরণ	স্মরণ	সারণি	পূরণ	পুরাণ	প্রচারণা	প্রসারণ

র-রেফ							
আকীর্ণ	উদগীর্ণ	পূর্ণ	কীর্ণ	ঘূর্ণন	ঘূর্ণি	চূর্ণ	জীর্ণ
দীর্ণ	পর্ণ	শীর্ণ	পূর্ণিমা	বিস্তীর্ণ	বর্ণনা	বিকীর্ণ	বিদীর্ণ

ক্ষ (ক্ + ষ)							
ক্ষণ	ক্ষুণ্ন	তীক্ষ্ণ	সংরক্ষণ	দক্ষিণা	নিরীক্ষণ	পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ
প্রদক্ষিণ	প্রশিক্ষণ	বিচক্ষণ	বীক্ষণ	ভক্ষণ	সমীক্ষণ	লক্ষণ	শিক্ষণ

র-ফলা							
আমন্ত্রণ	ঘ্রাণ	চিত্রণ	স্ত্রৈণ	দ্রোণ	প্রণেতা	মুদ্রণ	পরিত্রাণ
প্রণয়	প্রণতি	প্রণাম	প্রণালি	প্রণীত	মন্ত্রণা	দ্রূণ	প্রাণী

ষ							
অন্বেষণ	নিষ্পেষণ	কর্ষণ	কৃষাণ	গবেষণা	ঘর্ষণ	বিভীষণ	তোষণ
দূষণ	বিষণ্ন	পাষাণ	পেষণ	ভূষণ	বিকর্ষণ	ভাষণ	বিষাণ

৩. আগে র, ষ এবং পরে স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়।
রণ (র+অ+ণ)-'র'-এর পরে স্বরবর্ণ 'অ'। হরিণ (হ+অ+র+ই+ণ)-'র'-এর পরে স্বরবর্ণ 'ই'।
পাষাণ (প+আ+ষ+আ+ণ)-'ষ'-এর পরে স্বরবর্ণ 'আ'।

৪. আগে ঋ, র, ষ এবং পরে ক, খ, গ, ঘ, ঙ থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – প্রাঙ্গণ, সর্বাঙ্গীণ ইত্যাদি।

৫. আগে ঋ, র, ষ এবং পরে প, ফ, ব, ভ, ম থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – অর্পণ, দর্পণ, শ্রবণ, কৃপণ, ভ্রমণ ইত্যাদি।

৬. প্র, পরি, নির- এই তিন উপসর্গের পরে ণত্ব বিধান অনুসারে দন্ত্য-ন স্থানে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন –
প্রণাম, প্রণীত, প্রণিধান, পরিণতি, প্রণত, প্রণয়, প্রবাহিণী, পরিণয়, প্রয়াণ, প্রণয়ণ, প্রবীণ, পরিণাম, প্রমাণ, প্রণিপাত, প্রণোদিত, পরিণত, নির্ণয়, নির্ণীয়, । ব্যতিক্রম: নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, অপরাহ্ন, পরিবহণ, পরিনির্বাণ।

৬ কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয় –

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

যেসকল শব্দে 'ণ' ব্যবহৃত হবে না

১. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন- ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস।

২. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

৩. সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কিছু সাধিত শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না। এ ধরনের তৎসম শব্দে দন্ত্য-ন হয় যেমন –
অগ্রনেতা, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিরনিদ্রা, ত্রিনেত্র, দুর্নাম, দুর্নিবার, নিরন্ন, নির্গমন, নির্নিমেষ, নিষ্পন্ন, পরনিন্দা, পরান্ন, প্রনষ্ট, বহির্গমন, বীরাঙ্গনা, রূপবান, শ্রীমান, সর্বনাম, হরিনাম ইত্যাদি।

৪. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন – ইরান, জাপান লন্ডন, বার্লিন, কোরআন, কর্নেল, ট্রেন, রানার, আয়রন, কেরানি, ট্রেনিং, বার্নার, ড্রেন, দরুন, বার্নিশ, সাইরেন, হর্ন ইত্যাদি।

৫. দেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন – ডানা, ডাইনি, টান, টনটন, ঠুনকো, ধুনচি ইত্যাদি।

৬ বানানে মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন এর প্রয়োগের ব্যাপারে সতর্ক না হলে অর্থ বিভ্রাট ঘটতে পারে। যেমন –

{অণু – অতি সূক্ষ্ম অংশ / অনু – পশ্চাৎ}
{মণ – চল্লিশ সের বা কেজি / মন – চিত্ত}
{কোন – অনির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি / কোণ – দু'বাহুর মিলনস্থল}
{আপন – নিজ / আপণ – দোকান}
{পানি – জল / পাণি – হাত}
{বান-বন্যা / বাণ-শর/কাঁটা}
{বিনা – ব্যতীত / বীণা – বাদ্যযন্ত্র বিশেষ}
{বানি – পারিশ্রমিক / বাণী – কথা}

ষত্ব বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয় তাকে ষত্ব বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ষ- এর সঠিক ব্যবহারের নিয়ম-ই ষত্ব বিধান।

ষ-ব্যবহারের নিয়ম

১. তৎসম শব্দে ঋ বা ঋ-কারের পর বানানে সবসময় মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন –
ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, বর্ষ, কৃষ্টি, বৃষ, বৃষ্টি। ব্যতিক্রম: কৃশ, কৃশতা, কৃশকায়।

২. অ, আ ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ এবং ক, র-এই সব বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন – ঈষৎ, ঊষা, এষণা, বিষম, সুষমা, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুষিক, কোষ, রোষ ইত্যাদি।

৩. র-ধ্বনি রেফ-এর রূপ নিয়ে কোনো শব্দে ব্যবহৃত হলে রেফ সাধারণত 'স' এর উপর ব্যবহৃত না হয়ে 'ষ' এর উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন – আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, পর্ষদ, পার্ষদ, বর্ষ, বর্ষণ, বর্ষা, বর্ষী, বর্ষীয়, বর্ষীয়ান, বার্ষিক, বার্ষিকী, বিকর্ষণ, বিমর্ষ, মহর্ষি, মহাকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ, মুমূর্ষু, শীর্ষ, শীর্ষক, সংঘর্ষ, সপ্তর্ষি, হর্ষ ইত্যাদি।

৪. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন –
অধি, নি, অভি, পরি, প্রতি, বি (ই-কারান্ত) এবং অনু, পুর, সু, (উ-কারান্ত) উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন –

অভিসেক > অভিষেক	সুসুপ্ত > সুষুপ্ত	অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ	প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান
প্রতিসেধক > প্রতিষেধক	অনুস্থান > অনুষ্ঠান	বিসম > বিষম	সুসমা > সুষমা

৫. ট বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে ষ যুক্ত হয়। যেমন –
কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, পাপিষ্ঠ, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, দৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

৬. সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন –
কল্যানীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাষ্পদেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, সুহৃদবরেষু

৭. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার (ইঃ) বা উ-কারের (উঃ)পর ক খ প ফ-এর যে কোনোটি থাকলে বিসর্গের স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। এই নিয়মে নিচের শব্দগুলোতে 'ষ' হয়েছে। যেমন –আবিষ্কার, জ্যোতিষ্ক, নিষ্কণ্টক, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কর, নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, নিষ্ক্রমণ, নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পত্র, নিষ্পন্ন, নিষ্পাপ, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রাণ, নিষ্ফল, বহিষ্কার, আয়ুষ্কাল, চতুষ্পদ, দুষ্কর, দুষ্কর্ম, দুষ্কার্য, দুষ্কৃতি, দুষ্ক্রিয়া, দুষ্পাচ্য, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই অনেক তৎসম শব্দে প্রথম থেকেই মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোকে নিত্য মূর্ধন্য-ষ বলা হয়। যেমন –

অভিলাষ	কর্ষিত	ষোড়শ	বিশেষ্য	ঔষধ	ভাষণ	মানুষ	পুরুষ
অষ্ট	কষায়	ষাট	ভূষণ	সরিষা	ভাষা	ষষ্টি	প্রদোষ
আভাষ	কাষ্ঠ	পোষণ	ভূষা	মুষ্টি	ভাষ্য	ষট	বিশেষ
আষাঢ়	ঘোষণা	দ্বেষ	মহিষ	কলুষ	শোষণ	ষণ্ড	বিশেষণ
পাষাণ	পাষণ্ড	হর্ষ	ষটচক্র	বাষ্প	ষড়যন্ত্র	ষাঁড়	তোষণ

যেসকল শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হবে না

১. সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য-স অপরিবর্তিত থাকে, সেখানে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন – অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

২. সমাসের পরের পদে দন্ত্য-স অপরিবর্তিত থাকে, সেখানে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন – অনুসন্ধান, অভিসন্ধি, অসম, অসার, অসীম ইত্যাদি।

৩. কয়েকটি তৎসম শব্দে 'র এবং ঋ' বর্ণের পর তালব্য-শ ব্যবহৃত হয়। যেমন – কৃশ, দর্শন, দৃশ্য, স্পর্শ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মূর্ধন্য-ষ হয় না।

৪. বানানে শ, ষ, স-এর প্রয়োগের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, তা না হলে অর্থ বিভ্রাট ঘটতে পারে। যেমন –

{বর্শা – সড়কি/অস্ত্রবিশেষ
বর্ষা – বর্ষাকাল

{বিস – মৃণাল
বিষ – গরল

{ভাস – দীপ্তি
ভাষ – কথন/উক্তি

{চাষ – কর্ষণ
চাস্ – চাহিস

{মাস – ত্রিশ দিন
মাষ – ডাল বিশেষ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। স্বভাবতই 'ষ' হয়- এমন একটি শব্দের উদাহরণ-
(ক) মানুষ (খ) বর্ষা (গ) ঋষি (ঘ) সুষমা

০২। নিপাতনে সিদ্ধ 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?
(ক) মুমূর্ষু (খ) অনুষঙ্গ (গ) বর্ষণ (ঘ) ভূষণ

০৩। নিচের কোন শব্দে ভুলভাবে 'ণ' বিধান প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) বক্ষমাণ (খ) আবর্তণ (গ) প্রণয় (ঘ) আপণ

০৪। কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
(ক) সাৎ (খ) সা (গ) ষ্ণেয় (ঘ) ষ্ণিক

০৫। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) চক্ষুস্মান (খ) চক্ষুষ্মান (গ) চক্ষুশ্মান (ঘ) চক্ষুষ্মাণ

০৬। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) আনুষঙ্গিক (খ) আনুসঙ্গিক (গ) অনুষঙ্গিক (ঘ) আনূষঙ্গিক

০৭। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) দুস্প্রাপ্য (খ) দূস্প্রাপ্য (গ) দূষ্প্রাপ্য (ঘ) দুষ্প্রাপ্য

০৮। কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ?
(ক) দোষণীয় (খ) দূষণীয় (গ) দূষনিয় (ঘ) দোষনীয়

০৯। কোন শব্দটি বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনি সন্ধির ফলে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে?
(ক) পুষ্কক (খ) পরিষ্কার (গ) পুষ্ট (ঘ) বর্ষীয়সী

১০। স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয়- এমন উদাহরণ কোনটি?
(ক) কৃষক (খ) বর্ষা (গ) ঔষধ (ঘ) কাষ্ট

১১। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) নির্নিমেষ (খ) নির্ণিমেষ (গ) ণির্নিমেষ (ঘ) ণির্ণিমেষ

১২। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) শুণ্য (খ) পুণ্য (গ) গূণ্য (ঘ) মাণ্য

১৩। ঋ, র, ষ এর পরে সাধারণত কী বসে?
(ক) ণ (খ) ন (গ) ন্য (ঘ) ন্ন

১৪। ষত্ব বিধি হলো-
(ক) বাক্য গঠন রীতি (খ) পদ ক্রম (গ) ষ-এর ব্যবহার বিধি (ঘ) শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়

১৫। কোন ধরনের শব্দে 'ণ' এবং 'ষ' ব্যবহৃত হয়?
(ক) দেশি শব্দ (খ) তৎসম শব্দ (গ) অর্ধতৎসম শব্দ (ঘ) বিদেশি শব্দ

১৬। নিচের কোন শব্দ গুচ্ছ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান অনুসারে ঠিক?
(ক) বর্ণনা, সুসমা, লবণ (খ) ব্রাহ্মণ, কষ্ট, পোষাক (গ) ঘণ্টা, দ্বেষ, ক্রন্দণ (ঘ) ভাষণ, গ্রন্থ, জিনিস

১৭। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) বিকিরণ (খ) বিকীরণ (গ) বিকিরন (ঘ) বীকীরন

১৮। খাঁটি বাংলা শব্দে নিচের কোনটি যুক্ত হয় না?
(ক) স (খ) শ (গ) ণ (ঘ) ন

১৯। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) অন্বেষণ (খ) অন্বেষন (গ) অন্বেশন (ঘ) অন্বেশণ

২০। ণত্ব বিধি অনুসরণ করে 'ণ' হয়েছে নিচের কোন শব্দে?
(ক) কোণ (খ) কৃপণ (গ) লাবণ্য (ঘ) বাণ

২১। কোন বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনও 'ণ' হয় না?
(ক) ক- বর্গ (খ) চ-বর্গ (গ) প-বর্গ (ঘ) ত বর্গ

২২। নিচের কোন বানানে মূর্ধন্য 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে?
(ক) মধ্যাহ্ন (খ) বিপন্ন (গ) অপরাহ্ণ (ঘ) রত্ন

২৩। ণ-ত্ব বিধান এবং ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) শব্দতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) অর্থতত্ত্ব

২৪। কোন বর্ণের ধ্বনির আগে ন, ণ হয়?
(ক) ক বর্গীয় (খ) ট বর্গীয় (গ) চ বর্গীয় (ঘ) ত বর্গীয়

২৫। নিচের কোন শব্দে 'ণ' এর ভুল প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) মাণিক্য (খ) গণ (গ) ক্রন্দণ (ঘ) চাণক্য

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ক	০৭	▯	০৮	খ	০৯	খ	১০	গ
১১	ক	১২	▯	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	▯	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

সন্ধি

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) গো + অক্ষ = গবাক্ষ (খ) পৌ + অক = পাবক (গ) বি + অঙ্গ = বঙ্গ (ঘ) যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র

০২। 'দুরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) দুঃ + অবস্থা (খ) দূর + বস্থা (গ) দুর + বস্থা (ঘ) দুর + অবস্থা

০৩। 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) সৎ + জাত (খ) সদ্যো + জাত (গ) সদ্যঃ + জাত (ঘ) সদ্য + জাত

০৪। 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) রবী + ইন্দ্র (খ) রবী + ঈন্দ্র (গ) রবি + ইন্দ্র (ঘ) রবি + ঈন্দ্র

০৫। 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) দ্বীপ + আয়ন (খ) দ্বীপ + অয়ন (গ) দ্বিপ + অনট (ঘ) দ্বীপ + অনট

০৬। সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? [৩১তম বিসিএস]
(ক) ব্যঞ্জন ধ্বনি (খ) স্বরধ্বনি (গ) নিপাতনে সিদ্ধ (ঘ) বিসর্গ সন্ধি

০৭। 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ– [৩০তম বিসিএস]
(ক) বাগ + অম্বর (খ) বাগ + আড়ম্বর (গ) বাক্ + অম্বর (ঘ) বাক্ + আড়ম্বর

০৮। 'সহচর্য' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ– [৩০তম বিসিএস]
(ক) সহ + চর + র্য (খ) সহচর + ৎ ফলা (গ) সহচর + য (ঘ) কোনটিই নয়

০৯। 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ – [২৯তম বিসিএস]
(ক) জন + ইক (খ) জন + এক (গ) জনৈ + এক (ঘ) জন + ঈক

১০। কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? [২৭তম বিসিএস]
(ক) বাক্ + দান = বাগদান (খ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ (গ) পর্ + পর = পরস্পর (ঘ) সম + সার = সংসার

১১। 'প্রাতরাশ'- এর সন্ধি- [২৩তম বিসিএস]
(ক) প্রাত + রাশ (খ) প্রাতঃ + রাশ (গ) প্রাতঃ + আশ (ঘ) প্রাত + আশ

১২। 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম বিসিএস]
(ক) রূপতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব (গ) পদক্রম (ঘ) বাক্য প্রকরণ

১৩। সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? [১৮তম বিসিএস]
(ক) পড়ার সুবিধা (খ) লেখার সুবিধা (গ) উচ্চারণের সুবিধা (ঘ) শোনার সুবিধা

১৪। ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ- [১৭তম বিসিএস]
(ক) ষড় + ঋতু (খ) ষড় + ঋতু (গ) ষট + ঋতু (ঘ) ষট্ + ঋতু

১৫। 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি –বিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম বিসিএস]
(ক) দুঃ + লোক (খ) দিব্ + লোক (গ) দ্বি + লোক (ঘ) দ্বিঃ + লোক

১৬। 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ- [১০তম বিসিএস]
(ক) রত্না + কর (খ) রত্ন + কর (গ) রত্না + আকার (ঘ) রত্ন + আকর

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	গ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ঘ								

সন্ধি

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনই সন্ধি। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একটি ধ্বনিতে রূপান্তর হওয়াকে সন্ধি বলে। যেমন – আশা + অতীত = আশাতীত, শশ+ অঙ্ক = শশাঙ্ক, সু+আগত = স্বাগত ইত্যাদি। সন্ধি বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচনা করা হয়। বাংলা ভাষায় সন্ধির নিয়মাবলি বা সূত্রগুলো মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। অব্যয় পদের সাথে সন্ধি হয় না এবং খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না। সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন করা। যেমন – 'আশা' ও 'অতীত' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'আশাতীত' তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ 'হিম ও আলয়' বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'হিমালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শ্রুতিমধুর হয়। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন – কচু + আদা + আলু = কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচ্চাল্বাদা হয় না।

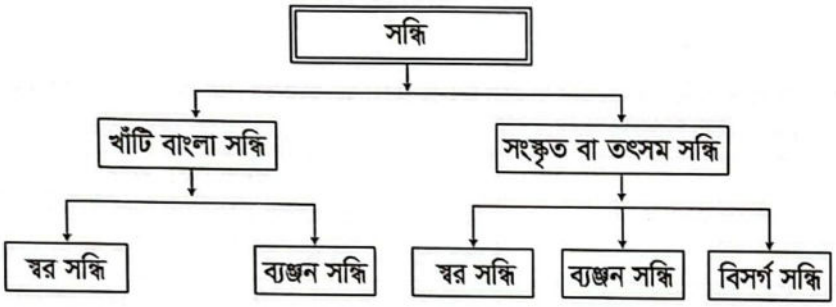
প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় সন্ধি মূলত ২ প্রকার –

১. খাঁটি বাংলা সন্ধি ২. সংস্কৃত ভাষার সন্ধি অথবা তৎসম সন্ধি

খাঁটি বাংলা সন্ধি দুই প্রকার। যথা- (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জনসন্ধি

এবং তৎসম সন্ধি আবার তিন প্রকার। যথা- (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জনসন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি



খাঁটি বাংলা সন্ধি

খাঁটি বাংলা সন্ধি দুই রকমের : ১.স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি: স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় এই সন্ধি অধিক দেখা যায়। প্রাকৃত থেকে এই রীতি বাংলায় এসেছে। যেমন – শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা, বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয় ইত্যাদি।

বাংলা স্বরসন্ধির নিয়ম

১. সন্ধিতে দুটো সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন –

নিয়ম	উদাহরণ
অ + এ = এ (অ লোপ)।	শত + এক = শতেক, কত + এক = কতেক।
আ + আ = আ (একটি আ লোপ)।	শাঁখা + আরি = শাঁখারি, রুপা + আলি = রুপালি।
আ + উ = উ (আ লোপ)।	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক, হিংসা + উক = হিংসুক, নিন্দা + উক = নিন্দুক।
ই + এ = ই (এ লোপ)।	কুড়ি + এক = কুড়িক, ধনি + এক = ধনিক, আশি + এর = আশির, নদী + এর = নদীর।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটো স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন –

নিয়ম	উদাহরণ
'আ + ই' থাকলে ই লোপ পাবে।	যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি: স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে, এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছোট + দা = ছোড়দা।

২. হলন্ত র (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন – আর্ + না = আন্না, চার্ + টি = চাট্টি, ধর্ + না = ধন্না, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।

৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন – নাত্ + জামাই =নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ্ + জাত =বজ্জাত, ইত্যাদি।

৪. 'প'-এর পরে 'চ' এবং 'স'-এর পরে 'ত' এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ। সাত + শ = সাশ্‌শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্‌শিকা।

৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন্ + আই = বোনাই, চুন্ + আরি = চুনারি, তিল্ + এক = তিলেক, বার্ + এক = বারেক, তিন্ + এক = তিনেক।

৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষার সন্ধি অথবা তৎসম সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার, সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জন সন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি: স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

সংস্কৃত স্বরসন্ধির নিয়ম

০১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + অ = আ	নব (অ) + (অ) অন্ন = নবান্ন (আ), নরাধম, হিমাচল, প্রাণাধিক
অ + আ = আ	হিম (অ) + (আ) আলয় = হিমালয় (আ), রত্নাকর, দেবালয়
আ + অ = আ	যথা (আ) + (অ) অর্থ = যথার্থ (আ), আশাতীত, কথামৃত
আ + আ = আ	বিদ্যা (আ) + (আ) আলয় = বিদ্যালয় (আ), কারাগার, মহাকার

০২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + ই = এ	শুভ (অ) + (ই) ইচ্ছা = শুভেচ্ছা (এ), স্বেচ্ছা, নরেন্দ্র
অ + ঈ = এ	পর (অ) + (ঈ) ঈশ = পরেশ (এ), পরমেশ, অপেক্ষা
আ + ই = এ	যথা (আ) + (ই) ইষ্ট = যথেষ্ট (এ), যথেচ্ছা, মহেন্দ্র
আ + ঈ = এ	রমা (আ) + (ঈ) ঈশ = রমেশ (এ), মহেশ, গঙ্গেশ্বর

০৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও কার হয়। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + উ = ও	হিত (অ) + (উ) উপদেশ = হিতোপদেশ (ও), সূর্যোদয়, প্রশ্নোত্তর, পরোপকার
অ + ঊ = ও	এক (অ) + (ঊ) ঊন = একোন (ও), গৃহোর্ধ্ব, নবোঢ়া, চলোর্মি
আ + উ = ও	যথা (আ)+ (উ) উচিত = যথোচিত (ও), মহোৎসব, যথোপযুক্ত
আ + ঊ = ও	মহা (আ)+ (ঊ) ঊর্মি = মহোর্মি (ও), গঙ্গোর্মি, মহোর্মি

০৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পরে 'ঋ' থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয়। অর্-এর 'অ' পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র'-রেফ (´) আকারে পরের বর্ণে বসে।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + ঋ = অর্। রেফ (´) হয়ে যায়	দেব (অ) + (ঋ) ঋষি = দেবর্ষি (অর্), সপ্তর্ষি
আ + ঋ = অর্। রেফ (´) হয়ে যায়	মহা (আ) + (ঋ) ঋষি = মহর্ষি (অর্), রাজর্ষি

০৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে 'আর্' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে 'আ' ও পরবর্তী বর্ণে রেফ(´) লেখা হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + ঋত = আর্। রেফ (´) হয়ে যায়	শীত (অ) + (ঋ) ঋত = শীতার্ত (আর্), ভয়ার্ত, শোকার্ত
আ + ঋত = আর্। রেফ (´) হয়ে যায়	ক্ষুধা (আ) + (ঋ) ঋত = ক্ষুধার্ত (আর্), তৃষ্ণার্ত

০৬. অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + এ = ঐ	হিত (অ) + (এ) এষী = হিতৈষী (ঐ), জনৈক, দৈনিক
অ + ঐ = ঐ	মত (অ) + (ঐ) ঐক্য = মতৈক্য (ঐ), ভাবৈক্য
আ + এ = ঐ	তথা (আ) + (এ) এব = তথৈব (ঐ), সদৈব
আ + ঐ = ঐ	মহা (আ) +(ঐ) ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য (ঐ), মহৈক্য

০৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + ও = ঔ	জল (অ) + (ও) ওকা = জলৌকা (ঔ), বনৌষধি
আ + ও = ঔ	মহা (আ) + (ও) ওষধি = মহৌষধি (ঔ)
অ + ঔ = ঔ	পরম (অ) + (ঔ) ঔষধ = পরমৌষধ (ঔ)
আ + ঔ= ঔ	মহা (আ) + (ঔ) ঔষধ = মহৌষধ (ঔ)

০৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ই + ই = ঈ	অতি (ই) + ইত (ই) = অতীত (ঈ), রবীন্দ্র, অভীষ্ট, প্রতীতি
ই + ঈ = ঈ	পরি (ই) + (ঈ) ঈক্ষা = পরীক্ষা (ঈ), প্রতীক্ষা, অধীশ্বর, ক্ষিতিশ
ঈ + ই = ঈ	ফণী (ঈ) + (ই) ইন্দ্র = ফণীন্দ্র (ঈ), শচীন্দ্র, মহীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ	সতী (ঈ) + (ঈ) ঈশ = সতীশ (ঈ), শ্রীশ, মহীশ্বর

০৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি (যেমন – অ, আ, উ, ঊ ইত্যাদি) থাকলে ই-কার বা ঈ-কারের স্থলে য বা য-ফলা (্য) হয় এবং য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ই + অ = য্ + অ (য- ফলায় রূপান্তরিত হয়)	অতি (ই) + (অ) অন্ত = অত্যন্ত (য্ + অ),
ই + আ = য্ + আ	ইতি (ই) + (আ) আদি = ইত্যাদি (য্ + আ)
ই + ঊ = য্ + ঊ	অতি (ই) + (ঊ) উক্তি = অত্যুক্তি (য্ + ঊ)
ই + ঊ = য্ + ঊ	প্রতি (ই) + (ঊ) ঊষ = প্রত্যূষ (য্ + ঊ)
ই + এ = য্ + এ	প্রতি (ই) + (এ) এক = প্রত্যেক (য্ + এ)
ই + ঐ = য্ + ঐ	অতি (ই) + (ঐ) ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য (য্ + ঐ)
ঈ + উ = য্ + অ	নদী (ঈ) + (উ) উপকণ্ঠ = নদ্যুপকণ্ঠ (য্ + অ)

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের সঙ্গে উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
উ + উ = ঊ	মরু (উ) + (উ) উদ্যান = মরূদ্যান (ঊ), কটূক্তি, সূক্তি
উ + ঊ = ঊ	বহু (উ) + (ঊ) ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব (ঊ), তরূর্ধ্ব
ঊ + উ = ঊ	বধূ (ঊ)+ (উ) উক্তি = বধূক্তি (ঊ), বধূৎসব
ঊ + ঊ = ঊ	ভূ (ঊ) + (ঊ) ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব (ঊ), লঘূর্মি

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ- কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, ইত্যাদি) থাকলে উ-কার বা ঊ-কারের স্থলে ব-ফলা হয় এবং পরের স্বরধ্বনি আগের ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
উ + অ = ব (ব-ফলাতে রূপান্তরিত হয়)	সু (উ) + (অ) অল্প = স্বল্প (ব্ + অ)
উ + আ = বা	সু (উ) + (আ) আগত = স্বাগত (ব্ + আ)
উ + ই = বি	অনু (উ) + (ই) ইত = অন্বিত (ব্ + ই)
উ + ঈ = বী	তনু (উ) + ঈ = তন্বী (ব্ + ঈ)
উ + এ = বে	অনু (উ) + এষণ = অন্বেষণ (ব + এ)

১২. ঋ-কারের পর অন্য কোনো স্বরধ্বনি (ঋ-কার ব্যতীত) থাকলে ঋ-কারের স্থলে 'র' বা র-ফলা (্র) হয় এবং বানানের ক্ষেত্রে সেটি র-ফলা (্র) হয়ে আগের বর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ঋ + অ = র-ফলা (্র) + অ	পিতৃ (ঋ) + (অ) অনুমতি = পিত্রানুমতি
ঋ + আ = র-ফলা (্র) + আ	পিতৃ (ঋ) + (আ) আলয় = পিত্রালয়, পিত্রাদেশ, মাত্রালয়

১৩. এ-কারের পর এ-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) থাকলে এ-কারের স্থলে 'অয়' হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
এ + যেকোনো স্বরধ্বনি; যেমন – অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি = অয় + পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি।	নে (এ)+ (অ) অন = নয়ন (অয়)
	শে (এ)+ (অ)অন = শয়ন (অয়)

১৪. ঐ-কারের পর ঐ-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) থাকলে ঐ-কারের স্থলে 'আয়' হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ঐ + যেকোনো স্বরধ্বনি; যেমন – অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি = আয় + পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি।	নৈ (ঐ)+ (অ) অক = নায়ক (আয়)
	গৈ (ঐ)+ (অ) অক = গায়ক (আয়)

১৫. ও-কারের পর ও-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি থাকলে ও-কারের স্থলে 'অব' হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ও + অ = অব	পো (ও)+ (অ) অন = পবন (অব)
ও + ই = অব	পো (ও) + (ই) ইত্র = পবিত্র (অব)
ও + এ = অব	গো (ও) + (এ) এষণা = গবেষণা (অব)

১৬. ঔ-কারের পর ঔ-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি থাকলে ঔ-কারের স্থলে 'আব' হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ঔ + অ = আব	পৌ (ঔ) + (অ) অক = পাবক (আব)
ঔ + ই = আব	নৌ (ঔ) + (ই) ইক = নাবিক (আব)

১৭. কতগুলো সন্ধিজাত শব্দ সন্ধির কোনো নিয়ম অনুসরণ করে না। এগুলোকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। কতগুলো নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি:

উদাহরণ		
কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)	সীমন+ অন্ত = সীমন্ত (সিঁথি) (সীমান্ত নয়)
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়	স্ব + ঈর = স্বৈর	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
গো + অস্থি = গবাস্থি	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র	প্র + এষণ = প্রেষণ
সার + অঙ্গ = সারঙ্গ	শুদ্ধ + ওদন (অন্ন) = শুদ্ধোদন	রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ
বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ	অন্য + অন্য = অন্যান্য	স্ব + ঈয় = স্বীয়

ব্যঞ্জনসন্ধি: স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি: ক্, চ্, ট্, ত্, প্-এর পরে যেকোনো স্বরধ্বনি (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ, জ, ড (ড়), দ, ব হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিটির (গ, জ, ড, ড়, দ, ব) এর সাথে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ক্ + স্বরধ্বনি = গ্ + স্বরধ্বনি	দিক্ (ক্)+ (অ) অন্ত = দিগন্ত (গ)
চ্ + স্বরধ্বনি = জ্ + স্বরধ্বনি	ণিচ্ (চ) + (অ) অন্ত = ণিজন্ত (জ)
ট্ + স্বরধ্বনি = ড্ + স্বরধ্বনি	ষট্ (ট্) + (আ) আনন = ষড়ানন (ড়)
ত/ৎ + স্বরধ্বনি = দ্ + স্বরধ্বনি	তৎ (ত্) + (অ) অবধি = তদবধি (দ)
প্ + স্বরধ্বনি = ব্ + স্বরধ্বনি	সুপ্ (প্) + (অ) অন্ত = সুবন্ত (ব)

স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি: যেকোনো স্বরধ্বনি (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) এর পর 'ছ' থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি 'চ্ছ' হয়ে থাকে এবং স্বরধ্বনিটি 'চ্ছ'-এর সাথে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ + ছ্ = অ + চ্ছ্	এক (অ)+ (ছ) ছত্র = একচ্ছত্র(চ্ছ)
আ + ছ্ = আ + চ্ছ্	কথা (আ)+ (ছ) ছলে = কথাচ্ছলে (চ্ছ)
ই + ছ্ = ই + চ্ছ্	পরি (ই)+ (ছ) ছদ = পরিচ্ছদ (চ্ছ)
উ + ছ্ = উ + চ্ছ্	অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

১.ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যেকোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির (ক্, চ্, ট্ ,ত্, প্) পর যেকোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি(ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ (ক্, চ্, ট্ ,ত্, প্) ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ (গ, জ, ড, দ, ব) ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ক,চ,ট,ত,প) + ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব)/ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি(ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ)/য বা জ/ব/র = ঘোষ অল্পপ্রাণ (গ, জ, ড, দ, ব) ধ্বনি হবে।	বাক্ (ক্) + (দ) দান = বাগদান (গ)
	ষট্ (ট্) + (য) যন্ত্র = ষড়যন্ত্র (ড়/ড)
	উৎ (ত্/ৎ) + (ঘ) ঘাটন = উদ্‌ঘাটন (দ)
	উৎ (ত্/ৎ) + (য) যোগ = উদ্যোগ (দ)
	উৎ (ত্/ৎ) + (ব) বন্ধন = উদ্বন্ধন (দ)
	তৎ (ত্/ৎ) + (র) রূপ = তদ্রূপ (দ)

২. ত্ (ৎ) এবং দ্-এর পর চ এবং ছ থাকলে ত্ এবং দ্ স্থানে চ হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + চ = চ্চ	সৎ (ত্/ৎ) + (চ) চিন্তা = সচ্চিন্তা (চ্চ)
ত্ + ছ = চ্ছ	উৎ (ত্/ৎ) + (ছ) ছেদ = উচ্ছেদ (চ্ছ)
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ্ (দ্) + (চ) চয় = বিপচ্চয় (চ্চ)
দ্+ ছ = চ্ছ	বিপদ্ (দ)+ (ছ) ছায়া = বিপচ্ছায়া (চ্ছ)

৩. ত্ (ৎ) এবং দ্-এর পর জ এবং ঝ থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে জ হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + জ = জ্জ	সৎ (ত্/ৎ) + (জ) জন = সজ্জন (জ্জ)
দ্+ জ = জ্জ	বিপদ্ (দ) + (জ) জাল = বিপজ্জাল (জ্জ)
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ (ত্/ৎ) + (ঝ) ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা (জ্ঝ)
দ্+ ঝ্ = জ্ঝ	বিপদ্ (দ্) + (ঝ) ঝঞ্ঝা = বিপজ্ঝঞ্ঝা (জ্ঝ)

৪. ত্ এবং দ্ এর পরে ট বা ঠ থাকলে ত্ ও দ্ এর পরিবর্তে ট বসে এবং পরবর্তী ট এর সাথে মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর 'ট্ট' তে রূপান্তরিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + ট = ট্ট	বৃহৎ (ত্/ৎ) + (ট) টীকা = বৃহট্টীকা (ট্ট)
দ্ + ট = ট্ট	বৃহৎ (ত্/ৎ) + (ট) টঙ্কার = বৃহট্টঙ্কার (ট্ট)
ত্ + ঠ = ট্ট	তদ (দ্) + (ট) টীকা = তট্টীকা (ট্ট)

৫. ত্ এবং দ্-এর পর ড বা ঢ থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে ড্ হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + ড = ড্ড	উৎ (ত্/ৎ) + (ড) ডীন = উড্ডীন (ড্ড)
ত্ + ঢ = ড্ড	বৃহৎ (ত্/ৎ) + (ঢ) ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা (ড্ড)

৬. ত্ এবং দ্ এর পরে ন থাকলে ত্ এবং দ্ এর পরিবর্তে ন হয় এবং পরিবর্তিত ন পরের ন এর সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তাক্ষর 'ন্ন' হয়ে থাকে।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + ন = ন্ন	উৎ (ত্/ৎ)+ (ন) নতি = উন্নতি(ন্ন)
দ্ + ন = ন্ন	তদ্ (দ্)+ (ন) নিষ্ঠ = তন্নিষ্ঠ(ন্ন)

৭. ত্ এবং দ্-এর পর ম থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে ন হয়। ন এবং ম মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর 'ন্ম'-তে রূপান্তরিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + ম = ন + ম = ন্ম	মৃৎ (ত্/ৎ)+ (ম)ময় = মৃন্ময় (ন্ম)
দ্ + ম = ন + ম = ন্ম	তদ্ (দ্) + (ম) মাত্র = তন্মাত্র (ন্ম)

৮. ত্ এবং দ্-এর পর ল থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয় এবং পূর্ববর্তী 'ল' পরবর্তী 'ল' এর সাথে মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর 'ল্ল' তে পরিবর্তিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + ল = ল্ল	উৎ (ত্/ৎ)+ (ল) লাস = উল্লাস (ল্ল)
দ্ + ল = ল্ল	তদ্ (দ্) + (ল) লিখিত = তল্লিখিত (ল্ল)

৯. ত্ এবং দ্-এর পর শ থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে চ এবং শ-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয় এবং বানানের ক্ষেত্রে দুইটি বর্ণ (চ এবং ছ) মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর 'চ্ছ' তে রূপান্তরিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + শ = চ্ছ	উৎ (ত্/ৎ)+(শ) শ্বাস = উচ্ছ্বাস (চ্ছ)
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ (দ্) + (শ) শক্তি = তচ্ছক্তি (চ্ছ)

১০. ত্ এবং দ্-এর পর হ থাকলে ত্ এবং দ্-এর স্থলে দ এবং হ-এর স্থলে ধ হয় এবং দুইয়ে মিলে যুক্তাক্ষর 'দ্ধ' হয়ে থাকে।

নিয়ম	উদাহরণ
ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ	উৎ (ত্/ৎ)+ হার = উদ্ধার (দ্ধ)
দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ	পদ্ (দ্) + হতি = পদ্ধতি (দ্ধ)

১১. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে দ্ ও ধ্ এর স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয় এবং স থাকলে দ ও ধ এর স্থলে ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
দ্ + অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি/স = ত/ৎ ধ্ + অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি/স = ত/ৎ	তদ্ (দ্)+ (ক) কাল = তৎকাল (ত বা ৎ)
	ক্ষুধ্ (ধ্) + (প) পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা (ত বা ৎ)
	বিপদ্ (দ্) + (স) সংকুল = বিপৎসংকুল (ত বা ৎ)
	তদ্ (দ্) + (স) সম = তৎসম (ত বা ৎ)

১২. আগে ধ্, ভ্ কিংবা হ্ থাকলে এবং পরে ত থাকলে সন্ধিতে ধ্ + ত স্থলে 'দ্ধ', ভ্ + ত স্থলে 'ব্ধ' এবং হ্ + ত স্থলে 'গ্ধ' হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ধ্ + ত = দ্ + ধ	বুধ্ (ধ্) + (ত) ত = বুদ্ধ
ভ্ + ত = ব্ + ধ	লভ্ (ভ্) + (ত) ত = লব্ধ
হ্ + ত = গ্ + ধ	বিমুহ্ (হ্)+ (ত) ত = বিমুগ্ধ, দুহ্ (হ্)+ (ত) ত = দুগ্ধ ইত্যাদি

১৩. আগে ম্ এবং পরে ক্/খ্/গ্/ঘ্-এর যেকোনোটি থাকলে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) বা অঙ (ঙ) হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ম্ + ক্ = ংক্/ঙ্ক	অহম্ (ম্) + (ক) কার = অহংকার (ং), সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ (ং)
ম্ + খ্ = ংখ্/ঙ্খ	সম্ (ম্) + (খ) খ্যা = সংখ্যা/সঙ্খ্যা (ং)
ম্ + গ্ = ংগ্/ঙ্গ	সম্ (ম্) + (গ) গীত = সংগীত (ং), সম্ + গত = সঙ্গত (ঙ)
ম্ + ঘ্ = ংঘ/ঙ্ঘ	সম্ (ম্) + (ঘ) ঘ = সংঘ (ং), সম্ + ঘাত = সংঘাত(ং)

১৪. আগে ম্ এবং ম্-এর পর যেকোনো বর্গীয় ধ্বনি(ক,চ,ট,ত,প ইত্যাদি) থাকলে পূর্বপদের ম্ এর স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) বা নাসিক্য ধ্বনি হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ম্ + চ্ = ঞ্চ	সম্ (ম্) + (চ) চয় = সঞ্চয়, কিম্ (ম) + (চ) চিৎ = কিঞ্চিৎ
ম্ + জ্ = ঞ্জ	সম্ (ম্) + (জ) জাত = সঞ্জাত, সম্ (ম) + (জ) জয় = সঞ্জয়
ম্ + ত্ = ন্ত	গম্ (ম্) + (ত) তব্য = গন্তব্য, কিম্ (ম) + (ত) তু = কিন্তু
ম্ + ধ্ = ন্ধ	সম্ (ম্) + (ধ) ধান = সন্ধান, সম্ (ম) + (ধ) ধি = সন্ধি
ম্ + ন্ = ন্ন	কিম্ (ম্) + (ন) নর = কিন্নর
ম্ + প্ = ম্প	সম্ (ম্) + (প) পূর্ণ = সম্পূর্ণ, সম্ (ম) + (প) প্রদান = সম্প্রদান
ম্ + ব্ = ম্ব	সম্ (ম্) + (ব) বোধন = সম্বোধন, সম্ (ম) + (ব) বন্ধ = সম্বন্ধ
ম্ + ম্ = ম্ম	সম্ (ম্) + (ম) মান = সম্মান, সম্ (ম) + (ম) মিলন = সম্মিলন

১৫. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ম্ + য্ = ংয	সম্ (ম্) + (য) যত = সংযত, সম্ (ম) + (য) যুক্ত = সংযুক্ত
ম্ + র্ = ংর	সম্ (ম্) + (র) রাগ = সংরাগ, সম্ (ম) + (র) রক্ষণ = সংরক্ষণ
ম্ + ল্ = ংল	সম্ (ম্) + (ল) লাপ = সংলাপ, সম্ (ম) + (ল) লগ্ন = সংলগ্ন
ম্ + ব্ = ংব	কিম্ (ম্) + (ব) বা = কিংবা, সম্ (ম) + (ব) বর্ধনা = সংবর্ধনা
ম্ + শ্ = ংশ	সম্ (ম্) + (শ) শোধন = সংশোধন, সম্ (ম) + (শ) শয় = সংশয়
ম্ + স্ = ংস	সম্ (ম্) + (স) সার = সংসার, সর্বম্ (ম) + (স) সহা = সর্বংসহা
ম্ + হ্ = ংহ	সম্ (ম্) + (হ) হার = সংহার, সম্ (ম) + (হ) হত = সংহত

১৬. আগে চ- বর্গের ধ্বনি এবং পরে ন্- ধ্বনি থাকলে ন্-ধ্বনি সন্ধিতে ঞ হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
চ্ + ন্ = চঞ	যাচ্ (চ্)+ না = যাচ্ঞা
জ্ + ন্ = জ্ঞ	যজ্ (জ্)+ ন = যজ্ঞ, রাজ (জ্) + নী = রাজ্ঞী

১৭. ষ্-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে যথাক্রমে ত্- এর স্থলে ট এবং থ্-এর স্থলে ঠ হয়। যুক্তাক্ষর 'ষ্ট' বা 'ষ্ঠ' তে পরিণত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ষ্ + ত = ষ্ট	কৃষ্ (ষ্)+(ত) তি = কৃষ্টি (ষ্ট)
ষ্ + থ = ষ্ঠ	ষষ্ (ষ্)+ (থ) থ = ষষ্ঠ (ষ্ঠ)

১৮. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ক্, চ্, ট্, ত্, প্) থাকলে তার পরিবর্তে সেই বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) কিংবা নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ক,চ,ট,ত,প) + ঙ, ঞ, ণ, ন, ম = ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) কিংবা নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) হবে।	দিক্ (ক্) + (ন) নির্ণয় = দিগ্‌নির্ণয় বা দিঙ্‌নির্ণয়(গ/ঙ)
	তৎ (ত্/ৎ)+ (ম) মধ্যে = তদ্‌মধ্যে বা তন্মধ্যে (দ/ন)
	বাক্ (ক্) + (ম) ময় = বাঙ্ময় (ঙ)
	তৎ (ত্/ৎ) + (ম) ময় = তন্ময় (ন)
	মৃৎ (ত্/ৎ)+ (ম) ময় = মৃন্ময় (ন)
	জগৎ (ত্/ৎ)+ (ন) নাথ = জগন্নাথ (ন)
	উৎ (ত্/ৎ) + (ন) নয়ন = উন্নয়ন (ন)
	উৎ (ত্/ৎ)+ (ন) নীত = উন্নীত (ন)
	চিৎ (ত্/ৎ)+ (ম) ময় = চিন্ময় (ন) ইত্যাদি

১৯. কতকগুলো নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি।

আ + চর্য = আশ্চর্য	গো + পদ = গোষ্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি	তৎ + কর = তস্কর	পর্ + পর = পরস্পর
হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র	ষট্ + দশ = ষোড়শ	এক্ + দশ = একাদশ
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি।	মনস্+ঈষা = মনীষা	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
আ + পদ = আস্পদ	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র	পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ

২০. এছাড়াও বিশেষ নিয়মে সাধিত কতকগুলো সন্ধি রয়েছে।

উৎ + স্থান = উত্থান	সম্ + কার = সংস্কার	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
পরি + কার = পরিষ্কার	সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	

বিসর্গ সন্ধি

পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরের পদের ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনির সন্ধিকে বিসর্গসন্ধি বলে।

যেমন – ততোধিক = ততঃ + অধিক, আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধির প্রকারভেদ

উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী ব্যাকরণে বিসর্গ (ঃ) বর্ণটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) র্-জাত বিসর্গ (খ) স্-জাত বিসর্গ

১.র্-জাত বিসর্গ: শব্দের শেষে র থাকলে উচ্চারণের সময় র লোপ পেয়ে যখন বিসর্গে (ঃ) পরিণত হয় তখন তাকে র-জাত বিসর্গ বলে।

যেমন – প্রাতর = প্রাতঃ, পুনর = পুনঃ, বহির = বহিঃ, অন্তর = অন্তঃ, নির = নিঃ ইত্যাদি।

২.স্-জাত বিসর্গ: শব্দের শেষে স থাকলে উচ্চারণের সময় স লোপ পেয়ে যখন বিসর্গে (ঃ) পরিণত হয় তখন তাকে স-জাত বিসর্গ বলে।

যেমন – নমস্ = নমঃ, যশস্ = যশঃ, শিরস্ = শিরঃ, মনস্ = মনঃ, বয়স্ = বয়ঃ ইত্যাদি।

এই বিসর্গ সন্ধির ফলে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন –

০১. কোথাও বিসর্গ লুপ্ত হয়ে স্বরসন্ধির উদ্ভব হয় এবং দুটি শব্দ মিলে একটি নতুন শব্দ গঠিত হয়।
যেমন – ততঃ + অধিক = ততোধিক। এই শব্দে বিসর্গ (ঃ) লুপ্ত হয়েও স্বরধ্বনির উদ্ভব হয়েছে।

০২. কোথাও বিসর্গ লুপ্ত হয়ে ব্যঞ্জনধ্বনির উদ্ভব হয় এবং দুটি শব্দ মিলে একটি নতুন শব্দ গঠিত হয়।
যেমন – জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র। এই শব্দে জ্যোতিঃ হয়েছে জ্যোতির অর্থাৎ বিসর্গ (ঃ) লুপ্ত হয়ে র ব্যঞ্জনধ্বনির উদ্ভব হয়েছে।

০৩. কোথাও অন্য কোনো ধ্বনির উদ্ভব না হয়ে বিসর্গই শুধু লুপ্ত হয়।
যেমন – নিঃ + স্তব্ধ = নিস্তব্ধ। এই শব্দে শুধু বিসর্গ (ঃ) লুপ্ত হয়েছে, অন্য কোনো ধ্বনির উদ্ভব হয়নি।

০৪. কোথাও বিসর্গ বজায় থাকে। যেমন – পয়ঃ + প্রণালি = পয়ঃপ্রণালি।

বিসর্গ সন্ধির নিয়ম

১. বর্গের তৃতীয় বর্ণ (গ, জ, ড, দ, ব), চতুর্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) বা পঞ্চম বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) বা অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব, হ) ইত্যাদি পরে থাকলে স-জাত বিসর্গের স্থানে ও-কার হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অঃ + বর্গের ৩য়/ ৪র্থ/ ৫ম বর্ণ/ য, র, ল, ব, হ = ও-কার	মনঃ + গত = মনোগত
	মনঃ + রম = মনোরম
	মনঃ + যোগ = মনোযোগ
	অধঃ + মুখ = অধোমুখ
	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
	নভঃ + যান = নভোযান
	তিরঃ + ধান=তিরোধান

২. অঃ (=অস্)- এর পরে অ-ছাড়া অন্য যেকোনো স্বরধ্বনি থাকলে বিসর্গের লোপ হয় এবং এর পরে সন্ধি হয় না।

নিয়ম	উদাহরণ
অঃ + 'অ' ছাড়া অন্য যে কোনো স্বরধ্বনি = বিসর্গ (ঃ) লোপ পায়।	মনঃ + আশা = মন-আশা
	যশঃ +ইচ্ছা = যশ-ইচ্ছা
	সদ্যঃ + উল্লিখিত = সদ্য-উল্লিখিত
	অতঃ + এব = অতএব

৩. পূর্বপদের শেষে বিসর্গযুক্ত ই/উ-ধ্বনি থাকলে এবং পরপদের প্রথমে র থাকলে সন্ধিতে বিসর্গ লোপ পায় এবং ই বা উ-ধ্বনি দীর্ঘতা পেয়ে দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-ঊ-তে রূপান্তরিত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ইঃ + র = ঈ + র	নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস, নিঃ + রোগ = নীরোগ
উঃ + র = ঊ + র	চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ

৪. পূর্বপদের শেষে যদি অ/আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর বিসর্গ (র-জাত) থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে সন্ধির ফলে র জাত বিসর্গ হয়ে যায় এবং পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ/আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি (ই,ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) + ঃ + যেকোনো স্বরধ্বনি (অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি) = র হবে।	নিঃ + অন্ন = নিরন্ন, বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ
	নিঃ + আকার = নিরাকার, নিঃ + আশা = নিরাশা
	জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র, নিঃ + ঈক্ষণ = নিরীক্ষণ
	নিঃ + উপায় = নিরুপায়, নিঃ + উপমা = নিরুপমা
	দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা, চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ
	দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা, দুঃ + আশা = দুরাশা

৫. অন্তঃ, পুনঃ, প্রাতঃ (অন্তর্, পুনর্, প্রাতর্) ইত্যাদির পর স্বরধ্বনি থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ 'র' জাত বিসর্গ হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অন্তঃ/পুনঃ/প্রাতঃ + যেকোনো স্বরধ্বনি (অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি) = র হবে।	অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ, পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
	প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ, অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা
	অন্তঃ + ইত = অন্তরিত, অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়
	অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ, অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ
	পুনঃ + উত্থান = পুনরুত্থান, পুনঃ + উক্তি = পুনরুক্তি

৬. পূর্বপদের শেষে যদি বিসর্গ (র- জাত) থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণের ধ্বনি (গ/ঘ, জ/ঝ, ড/ঢ, দ/ধ/ন) থাকে, কিংবা অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল) অথবা হ থাকে তবে সন্ধির ফলে বিসর্গ (ঃ) রেফ (´)- এ রূপান্তরিত হয় এবং তা পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
পূর্বপদ ঃ + বর্গের তৃতীয়/ চতুর্থ/ পঞ্চম বর্ণ/ য, র, ল, ব, হ = রেফ (´) হবে।	অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা
	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ, নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
	চতুঃ + দিক = চতুর্দিক, অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত
	বহিঃ + মুখ =বহির্মুখ, অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত

৭. বিসর্গের পরে 'চ', 'ছ' থাকলে বিসর্গের স্থলে 'শ' হয়, 'ট' থাকলে 'ষ' হয় এবং 'ত' থাকলে 'স' হয় । পরিবর্তিত 'শ', 'ষ', 'স', পরবর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ঃ + চ/ছ = শ	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র, নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র
ঃ + ট = ষ	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়, ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার
ঃ + ত = স	দুঃ + তর = দুস্তর, মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

৮. ক, খ, প, ফ পরে থাকলে ই-কার ও উ-কারান্ত বিসর্গের স্থলে মূর্ধন্য-ষ হয় এবং পরিবর্তিত 'ষ' পরবর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
ই কারান্তে ঃ + ক/খ/প/ফ = ষ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার, আবিঃ + কার = আবিষ্কার, নিঃ + কাম = নিষ্কাম
উ কারান্তে ঃ + ক/খ/প/ফ = ষ	চতুঃ + পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ্ব, চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

৯. অ-কার বা আ-কারান্ত বিসর্গের পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গের স্থলে 'স' হয় এবং পরিবর্তিত 'স' পরবর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

নিয়ম	উদাহরণ
অ কারান্তে ঃ + ক/খ/প/ফ = স	নমঃ + কার = নমস্কার, তিরঃ + কার = তিরস্কার, পুরঃ + কার = পুরস্কার
আ কারান্তে ঃ + ক/খ/প/ফ = স	ভাঃ + কর = ভাস্কর, মনঃ+কাম=মনস্কাম

১০. বিসর্গের (ঃ) পর ক্, ক্ষ্, খ্, প্, ফ্, র্, শ্, স্ থাকলে বিসর্গ(ঃ) অপরিবর্তিত থাকে।

নিয়ম	উদাহরণ
ঃ + ক্/ক্ষ্/খ্/প্/ফ্/র্/শ্/স্ = ঃ + ক্/ক্ষ্/খ্/প্/ফ্/র্/শ্/স্	অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম, অধঃ + ক্ষেপ = অধঃক্ষেপ, অতঃ + পর = অতঃপর
	আন্তঃ + রাষ্ট্রীয় = আন্তঃরাষ্ট্রীয়, দুঃ + শাসন = দুঃশাসন

১১. নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি:

আস্পদ = আঃ + পদ	হরিশচন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র	প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল
ভাস্কর = ভাঃ + কর	অহরহ = অহঃ + অহ	অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট	বাচস্পতি = বাচঃ + পতি	শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া

আরো কিছু সন্ধি

অন্তঃসন্ধি

সাধারণত অর্থ জ্ঞাপনকারী দুটি শব্দ মিলিত হয়ে সন্ধি প্রক্রিয়ায় একটি নতুন শব্দ সাধিত হয়। কিন্তু যে সন্ধি কোনো ধ্বনি, অব্যয়, উপসর্গ বা ঐ জাতীয় শব্দাংশ বা ধ্বনি সমষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় তাকে অন্তঃসন্ধি বলে।

যেমন – পো + ইত্র = পবিত্র । এখানে পো বা ইত্র-র কোনো পৃথক অর্থ নেই।

বহিঃসন্ধি

দুটি পৃথক অর্থ বিশিষ্ট শব্দ একত্রে বসে যে সন্ধি হয় তাকে বহিঃসন্ধি বলে ।

যেমন – বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়-এখানে, বিদ্যা বা আলয় উভয়েরই পৃথক অর্থ আছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিবিচ্ছেদ

অতএব = অতঃ+এব	আচ্ছাদন = আ+ছাদন	অধস্তন = অধঃ+তন	অদ্যাবধি = অদ্য+অবধি
অতীব = অতি+ইব	আধেক = আধ+এক	অন্বয় = অনু+অয়	অধোগতি = অধঃ+গতি
অত্যধিক = অতি+অধিক	উচ্চারণ = উৎ+চারণ	অপরাপর = অপর+অপর	অন্বেষণ = অনু+এষণ
অত্যুক্তি = অতি+উক্তি	উড্ডীয়মান = উৎ+ডীয়মান	অভ্যুদয় = অভি+উদয়	অভ্যুত্থান = অভি+উত্থান
অন্তর্গত = অন্তঃ+গত	কিঞ্চিৎ = কিম্+চিৎ	অহংকার = অহম্+কার	আদ্যপান্ত = আদি+উপান্ত
অন্বিত = অনু+ইত	কৃষ্টি = কৃষ্+তি	উদ্ধত = উৎ+হত	উচ্চারণ = উৎ+চারণ
অর্ধেক = অর্ধ+এক	চিন্ময় = চিৎ+ময়	উদ্যম = উৎ+দম	উদ্ভাসিত = উৎ+ভাসিত
অহরহ = অহঃ + অহ	জগজ্জীবন = জগৎ+জীবন	কিঞ্চিত = কিম + চিৎ	উন্নত = উৎ+নত
আশ্চর্য = আ+চর্য	জগদ্দল = জগৎ+দল	কিংবা = কিম্+বা	একোন = এক + ঊন
উত্তমর্ণ = উত্তম+ঋণ	জগন্ময় = জগৎ+ময়	কিন্নর = কিম্+নর	কথোপকথন = কথা+উপকথন
উত্থিত = উৎ+স্থিত	জলাশয় = জল+আশয়	চলচ্চিত্র = চলৎ+চিত্র	গত্যন্তর = গতি+অন্তর
উপর্যুক্ত = উপরি+উক্ত	জীবদ্দশা = জীবৎ+দশা	জগন্নাথ = জগৎ+নাথ	জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ+ময়
উপর্যুপরি = উপরি+উপরি	জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ+বিদ	তৎপর = তদ্+পর	জগজ্জীবন = জগৎ+জীবন
ঐচ্ছিক = ইচ্ছা+ইক	জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ+ময়	তস্কর = তৎ + কর	তন্বী = তনু + ঈ
ক্ষুন্নিবৃত্তি = ক্ষুধ+নিবৃত্তি	তজ্জন্য = তৎ+জন্য	তদ্ধিত = তদ্+হিত	তদ্ভব = তৎ+ভব
গৃহোর্ধ্ব = গৃহ+ঊর্ধ্ব	তদন্ত = তৎ+অন্ত	তদ্বিষয়ে = তৎ+বিষয়ে	দিকভ্রান্ত = দিক্+ভ্রান্ত

জলৌকা = জল+ওকা	তরুচ্ছায় = তরু+ছায়া	তপোবন = তপঃ+বন	দুরন্ত = দুঃ+অন্ত
নিরুপায় = নিঃ + উপায়	দিগ্বিজয় = দিক্+বিজয়	দিগ্‌নির্ণয় = দিক্+নির্ণয়	দুর্বার = দুঃ+বার
পৃথ্বীশ = পৃথিবী+ঈশ	দিগ্বিদিক = দিক্+বিদিক	পুনরপি = পুনঃ+অপি	দুষ্কর = দুঃ + কর
প্রত্যাবর্তন = প্রতি+আবর্তন	ধনুর্বিদ্যা = ধনুঃ+বিদ্যা	পুনরায় = পুনঃ+আয়	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার
প্রাণাধিক = প্রাণ+অধিক	নিষ্কলঙ্ক = নিঃ+কলঙ্ক	পুনরুক্ত = পুনঃ+উক্ত	নভস্তল = নভঃ+তল
বনৌষধি = বন+ওষধি	নিষ্প্রভ = নিঃ+প্রভ	বারংবার = বারম্+বার	নরোত্তম = নর+উত্তম
বাঙময় = বাক্ + ময়	পবন = পো+অন	রসাভিষিক্ত = রস+অভিষিক্ত	নিঃসঙ্গ = নিঃ+সঙ্গ
মহৌষধি = মহা+ ওষধি	পশ্বাধম = পশু+অধম	শশাঙ্ক = শশ+অঙ্ক	নিরাকরণ = নিঃ+আকরণ
যদ্যপি = যদি+অপি	প্রত্যাশা = প্রতি+আশা	সন্নিহিত = সম্+নিহিত	নিষ্পন্ন = নিঃ+পন্ন
রমেশ = রমা+ঈশ	বাগীশ = বাক্+ঈশ	সন্ন্যাস = সম্+ন্যাস	নীরোগ = নিঃ+রোগ
রাজর্ষি = রাজা+ঋষি	মনোহর = মনঃ+হর	সম্রাট = সম্+রাট (ব্যতিক্রম)	সংলাপ = সম্+লাপ
সদানন্দ = সৎ+আনন্দ	মরূদ্যান = মরু+উদ্যান	সর্বংসহা = সর্বম্+সহা	সদ্যোজাত = সদ্যঃ+জাত
সদৈব = সদা+এব	সংশোধন = সম্+শোধন	স্বয়ংবরা = স্বয়ম্+বরা	সন্ধান = সম্+ধান
সর্বৈব = সর্ব+এব	সচ্চিদানন্দ = সৎ+চিৎ+আনন্দ	স্বৈরাচার = স্বৈর+আচার	সভ্যতালোক = সভ্যতা+আলোক
হিতাহিত = হিত+অহিত	সন্ত্রাস = সম্+ত্রাস	স্বচ্ছন্দে = সু+ছন্দে	সিক্ত = সিচ্+ত
হিতৈষী = হিত+এষী	সপ্তর্ষি = সপ্ত+ঋষি	হিংসা = হিম্+সা	স্বাধীন = স্ব+অধীন
সংবিধান = সম্ + বিধান	সর্বংসহা = সর্বম+সহা	হিমাচল = হিম+অচল	সূর্যোদয় = সূর্য+উদয়

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কী বলে?
(ক) সমাস (খ) সন্ধি (গ) ধ্বনি (ঘ) অপিনিহিত

০২। কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া (ঘ) অব্যয়

০৩। 'অলংকার' শব্দের সন্ধিজাত বিশ্লেষণ কোনটি?
(ক) অলম্+কার (খ) অলং+কার (গ) অ+লঙ্কার (ঘ) অলঙ্ক+কার

০৪। কোনটিকে সন্ধির সংজ্ঞা বলা হয়?
(ক) পদে পদে মিলকে (খ) শব্দে শব্দে মিলকে (গ) ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিলকে (ঘ) উপসর্গে শব্দে মিলকে

০৫। সন্ধির উদ্দেশ্যে কোনটি?
(ক) শব্দের মিলন (খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি (গ) শব্দগত মাধুর্য সৃষ্টি (ঘ) বর্ণের মিল

০৬। 'গো+অক্ষ = গবাক্ষ' এটি কোন ধরনের সন্ধিবিচ্ছেদ?
(ক) স্বরসন্ধি (খ) স্বর ব্যঞ্জন সন্ধি (গ) বিসর্গ সন্ধি (ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

০৭। 'আশ্চর্য' এর সন্ধিবিচ্ছেদ-
(ক) অ+আর্চ (খ) অতি+চার্য (গ) অতি+চর্য (ঘ) আ+চর্য

০৮। 'প্রতীক্ষা' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) প্রতি + ইক্ষা (খ) প্রতি + ঈক্ষা (গ) প্রতী + ইক্ষা (ঘ) কোনোটিই নয়

০৯। 'মহর্ষি' শব্দের সন্ধি কোনটি?
(ক) মহ + আর্ষি (খ) মহা + ঋষি (গ) মহা + অর্ষি (ঘ) মহো + ঋষি

১০। 'ব্যাকরণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
(ক) বি + আ + কৃ + অণ (খ) বি+আ+কৃ+অন (গ) বি+অ+কৃ+অণ (ঘ) বি+আ+ক+অণ

১১। 'নিরন্ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ-
(ক) নি+অন্ন (খ) নির+অন্ন (গ) নিঃ+অন্ন (ঘ) নির+ন্ন

১২। 'উপর্যুপরি'- শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) উপর্য+পরি (খ) উপরি + উপরি (গ) উপর+উপরি (ঘ) উপর্য:+পরি

১৩। 'অহর্নিশ' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) অহঃ + নিশ (খ) অহ + নিশ (গ) অহঃ + নিশা (ঘ) অহ + নিশা

১৪। 'পুস্পারতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হবে নিচের কোনটি?
(ক) পুষ্প+রতি (খ) পুষ্পা+আরতি (গ) পুষ্পা+রতি (ঘ) পুষ্প+আরতি

১৫। 'প্রত্যূষ' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।
(ক) প্রত্যু+উষ (খ) প্রতি+উষ (গ) প্রত্যু+উষ (ঘ) প্রতি+উষ

১৬। 'অন্বেষণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।
(ক) অন্ব+এষণ (খ) অনু+এষণ (গ) অন্ব+এষন (ঘ) অন+এষণ

১৭। 'নীরস' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) নি+রস (খ) নী+রস (গ) নিঃ+রস (ঘ) নীঃ+রস

১৮। 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ক্ষুধা+ঋত (খ) ক্ষুধা+আর্ত (গ) ক্ষুৎ+আর্ত (ঘ) ক্ষুৎ+ঋত

১৯। 'জলৌকা' সন্ধিবিচ্ছেদ হবে-
(ক) জল+একা (খ) জল + ওকা (গ) জল+ঔকা (ঘ) জল+ঐক্য

২০। 'সুধীন্দ্র' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সুধী+ইন্দ্র (খ) সধি+ইন্দ্র (গ) সুধি+ইন্দ্র (ঘ) সুধী+ঈন্দ্র

২১। 'স্বাগত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) স+গত (খ) স্ব+গত (গ) সু+আগত (ঘ) সু+গত

২২। 'গায়ক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) গৈ+য়ক (খ) গৈ+অক (গ) গা+অক (ঘ) গঃ+অক

২৩। 'গবেষণা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি
(ক) গব+এষণা (খ) গবে+এষণা (গ) গৌ+এষণা (ঘ) গো+এষণা

২৪। 'শশাঙ্ক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) শশ+অঙ্ক (খ) শস+অঙ্ক (গ) শশা+অঙ্ক (ঘ) শম+অঙ্ক

২৫। 'সতীশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সতি+ইশ (খ) সতীশ+অ (গ) সতি+ঈশ (ঘ) সতী+ঈশ

২৬। কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
(ক) হিমালয় (খ) অহরহ (গ) সংসার (ঘ) বনস্পতি

২৭। সন্ধিবিচ্ছেদ করুন: সূর্যোদয়-
(ক) সূর্য+দয় (খ) সূর্য+উদয় (গ) সূর্যো+দয় (ঘ) সূর্যো+উদয়

২৮। 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) উৎ+শৃঙ্খল (খ) উচ+শৃঙ্খল (গ) উচ্চ+খল (ঘ) উৎ+সৃঙ্খল

২৯। 'ভাস্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ভাস্+সর (খ) ভাস+কর (গ) ভাঃ + কর (ঘ) ভা+স্বর

৩০। ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ষষ্+থ (খ) ষষঃ+ঠ (গ) ষষঃ+থ (ঘ) ষষঃ+ট

৩১। 'পদ্ধতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) পদ+ধতি (খ) পৎ+ধতি (গ) পথ+ধতি (ঘ) পদ্+হতি

৩২। 'ষড়ানন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ষড়া+অন (খ) ষট্+আনন (গ) ষড়া+নন (ঘ) ষড়া+আনন

৩৩। 'উচ্ছেদ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ হলো:
(ক) উচ+ছেদ (খ) উচ্চ+ছেদ (গ) উৎ+ছেদ (ঘ) উচ্ছে+উদ

৩৪। 'বৃহস্পতি' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়-
(ক) বৃহস্+পতি (খ) বৃহৎ+পতি (গ) বৃহঃ+পতি (ঘ) বৃহস্পত+ই

৩৫। 'সন্ধি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সন+ধি (খ) সম+ধি (গ) সম্+ধি (ঘ) সং+ধি

৩৬। 'সঞ্চয়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সন+চয় (খ) সম্+চয় (গ) সঞ+চয় (ঘ) সনচ+য়

৩৭। 'অহরহ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) অহ+রহ (খ) অহঃ+রহ (গ) অহো+রহ (ঘ) অহঃ+অহ

৩৮। 'মনস্তাপ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) মনঃ+তাপ (খ) মন+তাপ (গ) মনস+তাপ (ঘ) মনো+তাপ

৩৯। 'তপোবন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) তপ+বন (খ) তপঃ + বন (গ) তপো+বন (ঘ) তপ+উবন

৪০। 'বনস্পতি' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) বনঃ+পতি (খ) বন+পতিঃ (গ) বন+স্পতি (ঘ) বন + পতি

৪১। সন্ধির নিয়মে কোনটি ঠিক?
(ক) শির+ছদ=শিরচ্ছেদ (খ) শিরঃ+ছেদ=শিরচ্ছেদ (গ) শিরো+ছেদ=শিরোচ্ছেদ (ঘ) শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ

৪২। 'মনোযোগ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কেনটি?
(ক) মন+যোগ (খ) মনু+যোগ (গ) মনঃ+যোগ (ঘ) মনো+যোগ

৪৩। সন্ধিবিচ্ছেদ করুন: 'তিরস্কার'
(ক) তিরস+কার (খ) তির+স্কার (গ) তিরঃ+কার (ঘ) তিরসঃ+ককার

৪৪। 'আবিষ্কার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) আবি+কার (খ) আবিঃ+কার (গ) আবিষ+কার (ঘ) আবি+ষকার

৪৫। 'মনীষা' শব্দের সিঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) মনি+ঈষা (খ) মনস্+ঈষা (গ) মনঃ+ঈষা (ঘ) মনী+ইষা

উত্তরমালা

০১	▢	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	▢	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	▢	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	▢
৩১	ঘ	৩২	▢	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	ঘ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

বাংলা বানানের নিয়ম

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। শুদ্ধ বানান কোনটি? [৪৪, ২১, ১০তম বিসিএস]
(ক) মুমুর্ষু (খ) মূমুর্ষূ (গ) মুমূর্ষু (ঘ) মূমূর্ষু

০২। ভুল বানান কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ভূবন (খ) অন্তঃসার (গ) মুহূর্ত (ঘ) অদ্ভুত

০৩। কোনটি শুদ্ধ নয়? [৪২তম বিসিএস]
(ক) যন্ত্রনা (খ) শূদ্র (গ) সহযোগিতা (ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত

০৪। কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
(ক) মনোকষ্ট (খ) মনঃকষ্ট (গ) মণকষ্ট (ঘ) মনকস্ট

০৫। কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
(ক) পুরষ্কার (খ) আবিস্কার (গ) সময়পোযোগী (ঘ) স্বত্ব

০৬। কোনটি শুদ্ধ বানান? [৪০তম বিসিএস]
(ক) প্রজ্বল (খ) প্রোজ্জল (গ) প্রোজ্বল (ঘ) প্রোজ্জ্বল

০৭। কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শূণ্য (খ) ত্রিভুজ (গ) পূন্য (ঘ) ভূবন

০৮। কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) স্বায়ত্বশাসন (খ) সায়ত্তশাসন (গ) সায়ত্ত্বশাসন (ঘ) স্বায়ত্বশাসন
ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বানান স্বায়ত্তশাসন।

০৯। নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) নিক্কণ, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব (খ) অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি (গ) ভূরিভূরি, ভুঁড়িওয়ালা, মাতৃষ্বসা (ঘ) রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

১০। সঠিক বানান কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কূসংস্কার (খ) কুসংকার (গ) কুসংস্কার (ঘ) কূশংস্কার
ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বানান কুসংস্কার।

১১। কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রতিযোগিতা (খ) সহযোগীতা (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী (ঘ) প্রতিযোগীতা

১২। "পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার"।– বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে — [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ (খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
(গ) দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ

১৩। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) মনীষী (খ) মনিষি (গ) মনীষি (ঘ) মনিষী

১৪। কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) স্বশুর (খ) শ্বসুর (গ) শশুর (ঘ) শ্বশুর

১৫। কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) দরিদ্রতা (খ) উপযোগিতা (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি (ঘ) উর্দ্ধ

১৬। কোনটি সঠিক বানান? [৩৩, ৩১তম বিসিএস]
(ক) নিশিথিনী (খ) নীশিথিনী (গ) নিশীথিনী (ঘ) নিশিথিনি

১৭। কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) পিপিলিকা (খ) পিপীলিকা (গ) পীপিলিকা (ঘ) রোহিনী

১৮। কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩২তম বিসিএস]
(ক) আকাংখা (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) আকাঙ্খা (ঘ) আকাংক্ষা

১৯। কোনটি শুদ্ধ বানান? [২৫তম বিসিএস]
(ক) দন্দ (খ) দ্বন্দ (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) দন্ব

২০। শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন- [২৩তম বিসিএস]
(ক) ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যন্ত্রণা (খ) যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা
(গ) স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক (ঘ) ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত

২১। কোন বানানটি শুদ্ধ? [২১তম বিসিএস]
(ক) সূচিন্মিতা (খ) সূচিস্মিতা (গ) সুচীস্মিতা (ঘ) শুচিস্মিতা

২২। কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস]
(ক) শুশ্রুষা (খ) সুশ্রুষা (গ) শুশ্রূষা (ঘ) সুশ্রুসা

২৩। কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস]
(ক) সমীচীন (খ) সমিচীন (গ) সমীচিন (ঘ) সমিচিন

২৪। শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন- [১৫তম বিসিএস]
(ক) মুহুর্মুহু (খ) মূহুর্মুহু (গ) মুর্হমূহু (ঘ) মুর্হুর্মূহু

২৫। কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস]
(ক) বিভিসীকা (খ) বিভীষিকা (গ) বীভিষিকা (ঘ) বীভিষীকা

২৬। বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ? [১৩তম বিসিএস]
(ক) হাতি/হাতী (খ) নারি/নারী (গ) জাতি/জাতী (ঘ) দাদি/দাদী

২৭। কোন বানানটি শুদ্ধ? [১২তম বিসিএস]
(ক) পাষাণ (খ) পাষান (গ) পাসান (ঘ) পাশান

২৮। কোনটি শুদ্ধ? [১১তম বিসিএস]
(ক) সৌজন্নতা (খ) সৌজন্যতা (গ) সৌজনতা (ঘ) সৌজন্য

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	–	০৯	ক	১০	–
১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	গ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক,ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ				

বাংলা বানানের নিয়ম

প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাংলা বানানরীতিতে সংস্কৃত শব্দ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অর্ধতৎসম প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। ফলে অতৎসম শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে প্রথম বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। এরপর ১৯৯২ সালের এপ্রিলে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানান নির্ধারণের যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা ১৯৯৪ সালে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন – কিংবদন্তি, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র; উর্ণা, উষা।

২. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন – অর্জ্জন, উর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন – অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন – অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

৪. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন – গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন – গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।
ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন – কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী → মন্ত্রিত্ব, সহযোগী → সহযোগিতা।

৫. বিসর্গ (ঃ): শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন – ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন – দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

(১) ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইমান, কাহিনি, চাচি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সোনালি,। চুন, পুব, মুলা, মুলো।
পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন – ছেলেটি, বইটি, লোকটি।
কি/কী: সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন – এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী। কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।
যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন – তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

(২) এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা এ-কার ' ে ' দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন – কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।
তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির 'া'-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন – ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে 'া' অপরিবর্তিত থাকবে।
বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা 'া'-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন – অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

(৩) ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দের শেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন – কালো, খাটো, ছোটো, ভালো, এগারো, শোনানো, করো, দেবো, কোনো মতো।
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন – কোরো, বোলো, বোসো।

(৪) ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন – গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং। তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বরবর্ণ/কার যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন – বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

(৫) ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

(৬) জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন – কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার। ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

(৭) মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন – অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন – কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন – গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

(৮) শ, ষ, স

অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন – কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য S স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন – পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন – তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

(৯) বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন – স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন – মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

(১০) হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন – কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, কটকট, বললেন, শখ, হুক। তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন – উহু, বাহু, বাহ্।

(১১) উর্ধ্ব-কমা

উর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন – বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

বিবিধ নিয়ম

১. সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন – অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিদ্যাদম্ভিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে (দ্বন্দ্ব সামাস) সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন – কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

২. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন – ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩. না বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন – করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন – নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন – না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৪. অধিকতর অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন শব্দের পরে যুক্ত হবে । যেমন – আজও, আমার, কালও তোমারও।

৫. নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন – আজই, এখনই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

শব্দের শুদ্ধিকরণ

০১. 'তা' এবং 'ত্ব' হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয় যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারো 'তা' বা 'ত্ব' যুক্ত করলে ভুল হবে। যেমন – 'উৎকর্ষ' বিশেষ্য শব্দের সাথে আবারো বিশেষ্যবাচক 'তা' প্রত্যয় যুক্ত করলে ভুল বলে গণ্য হবে।

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য/সুন্দরতা	দৌর্বল্যতা	দৌর্বল্য/দুর্বলতা
ভারসাম্যতা	ভারসাম্য	বৈচিত্রতা	বৈচিত্র্য/বিচিত্রতা	সামর্থ্যতা	সামর্থ্য
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা	চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	কার্পণ্যতা	কৃপণতা/কার্পণ্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য/সুজনতা	স্বাতন্ত্র্যতা	স্বতন্ত্র/স্বতন্ত্রতা	আলস্যতা	আলস্য/অলসতা

০২. 'আলি' ও 'অঞ্জলি' প্রত্যয় যুক্ত সকল বানানে ই-কার (ি) হবে। যেমন – শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, গোড়ালি, মিতালি, চৈতালি, সোনালি, রুপালি ইত্যাদি।

০৩. 'শিস' যুক্ত বানানে 'শিস' অবিকৃত থাকবে। যেমন –

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
দেবাশিষ	দেবাশিস	স্নেহাশিষ	স্নেহাশিস	আশিষ	আশিস

০৪. 'আয়ত্ত' যুক্ত কোনো বানানে 'ত্ব' হবে না। যেমন –

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
করায়ত্ত্ব	করায়ত্ত	স্বায়ত্ত্ব	স্বায়ত্ত	রাষ্ট্রায়ত্ত্ব	রাষ্ট্রায়ত্ত

০৫. যে সকল শব্দের শেষে ঈ-কার (ী) আছে তাদের শেষে তা, ত্ব, নী, ণী, সভা, জগৎ, বিদ্যা, পরিষদ ইত্যাদি যুক্ত হলে ঈ-কার স্থলে ই-কার (ি) হয়। যেমন –

প্রতিযোগী - প্রতিযোগিতা
বিরহী - বিরহিনী
প্রাণী - প্রাণিজগৎ/প্রাণিবিদ্যা
অধিকারী - অধিকারিত্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী - প্রতিদ্বন্দ্বিতা
সহমর্মী - সহমর্মিতা
দায়ী - দায়িত্ব
মন্ত্রী - মন্ত্রিপরিষদ
গৃহী - গৃহিনী

ব্যতিক্রম: সতী-সতীত্ব (শুদ্ধ)

০৬. 'অদ্ভুত' ছাড়া, আর সকল 'ভূত' বানানে ঊ-কার (ূ) হবে। যেমন – ভূত, ভূতুড়ে, বিভূত, প্রভূত, পরাভূত, অভিভূত, একীভূত, দ্রবীভূত, উদ্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।

০৭. প্র, পরা, পূর্ব, অপর-এই চারটির পরে 'অহ্ন' শব্দ যুক্ত হলে দন্ত-ন স্থলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ; কিন্তু মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন বানানে দন্ত-ন হয়।

০৮. বাহী, জীবী বানানে ঈ-কার (ী) হয়। যেমন – পরিবাহী, নির্বাহী, কর্মজীবী, শ্রমজীবী।

০৯. সন্ধি সাধিত বানানগুলো শিখে রাখতে হবে। যেমন – কটূক্তি, মরূদ্যান, অত্যধিক, জাত্যভিমান, আদ্যন্ত, পশ্বাধম, ব্যভিচার, প্রত্যূষ, প্রত্যহ, যদ্যপি, অত্যন্ত, দুরবস্থা, উপর্যুক্ত, উপর্যুপরি।

১০. 'দু/দূ' যুক্ত শব্দে খারাপ অর্থ বোঝালে 'দু' এবং 'দূরত্ব' বোঝালে 'দূ' হয়। যেমন – দু–দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্নাম, দুরবস্থা, দুর্বিষহ, দুর্গম, দুর্গন্ধ, দুর্জন, দুর্ঘটনা, দুর্বিনীত, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

দূ–দূর, দূরত্ব, দূরদর্শী, দূরপাল্লা, দূরপ্রাচ্য, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: দূত, দূর্বা, দূষিত (শুদ্ধ)

১১. প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি –

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	আবশ্যকীয়	আবশ্যক	ঐক্যমত্য	ঐকমত্য
অসহ্যনীয়	অসহ্য/অসহনীয়	অর্থনৈতিক	অর্থনীতিক	জ্ঞানমান	জ্ঞানবান
বিবাদমান	বিবদমান	একত্রিত	একত্র	দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য

১২. আলি, আবলি যুক্ত শব্দে ঈ-কার হয় না। যেমন – কার্যাবলি, পুস্তকাবলি, সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, পুবালি ইত্যদি।

১৩. নিম্নোক্ত শব্দগুলোতে ই/ঈ-কার হবে না। যেমন –

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অহর্নিশি	অহর্নিশ	নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	নির্দোষী	নির্দোষ	অহরাত্রি	অহরাত্র
নিরভিমানী	নিরভিমান	নীরোগী	নীরোগ	অধরাত্রি	অধরাত্র

১৪. ভাষা ও জাতির নামে ই-কার (ি) হয়। যেমন –

ভাষা– আরবি, ফরাসি, ফারসি, সিংহলি ইত্যাদি।

জাতি– বাংলাদেশি, ফরাসি, পাকিস্তানি ইত্যাদি।

১৫. সত্ত্ব, স্বত্ব ও সত্ত্বেও বানানগুলো জেনে রাখতে হবে।

সত্ত্ব– বিদ্যমান অর্থে। যেমন – অন্তঃসত্ত্বা, সাত্ত্বিক (গুণ সম্পন্ন), আমসত্ত্ব

স্বত্ব– মালিকানা অর্থে। যেমন – স্বত্বাধিকার।

সত্ত্বেও– কোনো কিছু হলেও বা ঘটলেও অর্থে।

১৬. 'স্থ' ও 'স্ত' যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে-

স্থ– 'স্থ' যুক্ত শব্দটি থেকে 'স্থ' বাদ দিলে যদি অবশিষ্ট শব্দের অর্থ থাকে তবে সে শব্দে 'স্থ' যুক্ত হয়।

যেমন – গৃহস্থ, নিকটস্থ, অন্তঃস্থ, মুখস্থ, প্রকৃতিস্থ, পকেটস্থ, ঠোঁটস্থ, তটস্থ, দ্বারস্থ ইত্যাদি।

স্ত– 'স্ত' যুক্ত শব্দটি থেকে 'স্ত' বাদ দিলে যদি অবশিষ্ট শব্দের অর্থ না থাকে তবে সে সব শব্দে 'স্ত' যুক্ত হয়।

যেমন – আশ্বস্ত, অস্ত, গ্রস্ত, প্রশস্ত, বিধস্ত, স্বস্তি, বিপর্যস্ত, অভ্যস্ত, পরাস্ত ইত্যাদি।

১৭. গামী, মুখী শব্দে ঈ-কার হয়। যেমন –

গামী– অনুগামী, দ্রুতগামী, অগ্রগামী, উর্ধ্বগামী, পশ্চাদ্‌গামী।

মুখী– মারমুখী, অভিমুখী, কর্মমুখী, বহুমুখী ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের সঠিক বানান

সমীরণ, সারথি, নিরীক্ষণ, অনসূয়া, শরসন্ধান, আভরণ, ক্ষীণজীবী, নির্ভীক, ভুবন, শোণিত, আহরণ, জ্যোতির্ময়, মাহাত্ম্য, প্রণালি, দর্পণ, দ্রবীভূত, অনির্বচনীয়, অন্তঃকরণ, পরিমাণ, আক্রমণ, স্বকীয়, বর্ণনা, অভিলাষ, প্রণয়িনী, কীর্তন, আবিষ্কার, স্বত্ব-স্বামিত্ব, অন্তঃপুর, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, নৈপুণ্য, দুরূহ, তত্ত্ব, সংকীর্ণতা, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, অশ্বত্থ, মৃণাল, নিশীথিনী, পীড়িত, অগ্নিকাণ্ড, পরিপক্ব, এঁকেবেঁকে, তাত্ত্বিক, মুহূর্ত, ব্যায়াম, পাণিনি, বাল্মীকি, তেজস্ক্রিয়, বিস্ফোরণ, জলোচ্ছ্বাস, বণ্টন, দারিদ্র্য, ত্রিশূল, কিরীটিনী, বিষণ্ন, রজনী, সর্ম্পূণ, কিণাঙ্ক, শ্বাপদ, উর্ধ্ব, নিঃস্রাব, কূপমণ্ডূক, অন্তর্লীন, সান্ত্রী, পরজীবী, গৃহস্থালি, মুদ্রিত, স্তূপ, যন্ত্রণা, ব্যথা, আশিস, আবির, নিঃসহায়, স্মরণ, কুহেলি, সন্ন্যাসী, নীলাম্বরী, বিরহিনী, সচ্ছলতা, স্টিমার, পিপীলিকা, শিরশ্ছেদ, মনোমোহন, আকাঙ্ক্ষা, ভাগীরথী, শারীরিক, পুরস্কার, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, গোধূলি, মুমূর্ষু, অহোরাত্র, অধ্যবসায়, ইতোমধ্যে, মরীচিকা, মনীষী, উন্মীলিত, সমীচীন, নীহারিকা, সান্ত্বনা, জ্যৈষ্ঠ, জগবন্ধু, তিরস্কার, শিরঃপীড়া, শশিভূষণ, যদ্যপি, ইতঃপূর্বে, অদ্ভুত, সামর্থ্য, সংশপ্তক, মুহুর্মুহু, অশরীরী, শুশ্রূষা, বয়ঃসন্ধি, বিভীষিকা, দ্বন্দ্ব, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক, সৌজন্য, উপর্যুক্ত, কল্যাণীয়েষু, কল্যাণীয়াসু, দুরবস্থা, পরিষেবা, প্রাতরাশ, মধুসূদন, শূর্পনখা, চক্ষুষ্মান, সত্তা, লজ্জাকর, শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রতীচী, ইদানীং, দৌরাত্ম্য, অগ্ন্যাশয়, অচিন্ত্য, অনূর্ধ্ব, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, কাঙ্ক্ষিত, ধ্বন্যাত্মক, পঙ্‌ক্তি, ন্যূনতম, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, স্বতঃস্ফূর্ত, সৌহার্দ্য, যথার্থ, যশস্বী, মনস্তত্ত্ব, ব্যুৎপত্তি।

কিছু জটিল শব্দের বানান

অ	অকস্মাৎ, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যুৎপাত, অচিন্ত্য, অত্যধিক, অধ্যাত্ম, অনিন্দ্য, অনূর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অপাঙ্‌ক্তেয়, অমর্ত্য, অলঙ্ঘ, অশ্বত্থ।
আ	আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্র, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক।
উ	উচ্চৈঃস্বরে, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপযুক্ত, উপলব্ধি, উর্ধ্ব।
এ,	এতদ্দ্বারা, একাত্ম।
ঐ	ঐন্দ্রজালিক, ঐশীশক্তি।
ও,	ওষ্ঠাধর, ওজস্বিতা, ওতপ্রোতভাবে।
ঔ	ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য।
ক	কর্তা, কর্তৃক, কি/কী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা।
ক্ষ	ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ।
গ	গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গিন্নি, গণনা, গন্ধেশ্বরী।
ঘ	ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘণ্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
জ	জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক।
ট	টইটম্বুর/টইটুম্বুর, টীকাটিপ্পনী, টানাপোড়েন, টানাহেঁচড়া।
ঠ	ঠাট্টাতামাশা, ঠাকুরপূজা।
ত	তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তূষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত।
দ	দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া।

ধ	ধস, ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নঞর্থক, নিকৃণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈর্ঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী।
প	পক্ব, পঙ্‌ক্তি, পক্ষ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যূষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা।
ব	বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ।
ভ	ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ।
ম	মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ।
য	যথোপযুক্ত, যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যথার্থ, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ।
র	রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য, রৌশন।
ল	লক্ষণ/লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, লক্ষ/লক্ষ্য, লঘুকরণ, লুণ্ডোদ্ধার, লোমোদম।
শ	শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্মশ্রু (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা।
ষ	ষড়ানন, ষাণ্মাতুর, ষাণ্মাসিক।
স	সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিঁদুর/সিন্দূর, সূক্ষ্ম, সৌহার্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ।
হ	হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হ্রেষা, হ্রদ।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) পরিষ্কার (খ) নমষ্কার (গ) আষ্পদ (ঘ) ধ্বংশ

০২। নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
(ক) নারীত্ব (খ) কৃতিত্ব (গ) সতিত্ব (ঘ) ব্যক্তিত্ব

০৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) তিতীক্ষা (খ) তীতিক্ষা (গ) তিতিক্ষা (ঘ) তীতীক্ষা

০৪। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মরিচিকা (খ) মরীচিকা (গ) মরিচীকা (ঘ) মরীচীকা

০৫। কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?
(ক) শূণ্য (খ) পক্ব (গ) পুর্ণ (ঘ) পূন্য

০৬। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) আদ্যক্ষর (খ) আদ্যখর (গ) আদ্যাক্ষর (ঘ) আদ্যোক্ষর

০৭। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) ঘুর্নায়মান (খ) ঘুর্ণায়মান (গ) ঘূর্ণায়মান (ঘ) ঘুনায়মান

০৮। কোন বানানটি ঠিক?
(ক) সান্মসিক (খ) ষাণ্মাসিক (গ) ষান্মষিক (ঘ) ষান্মসিক

০৯। কোন বানানটি ঠিক?
(ক) মহর্সি (খ) মহর্ষি (গ) মহর্ষী (ঘ) মহর্শি

১০। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মুমুক্ষু (খ) মুমূক্ষু (গ) মুমূক্ষূ (ঘ) মূমুক্ষু

১১। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) মুর্ধন্য (খ) মূর্ধন্য (গ) মুর্ধণ্য (ঘ) মুর্ধণ্য

১২। শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?
(ক) দুরাকাঙ্খা, বাল্মীকী, মূর্হুমুহু (খ) দুর্ভাবনা, মিথস্ক্রিয়া, ব্যভিচার
(গ) ত্রিভূজ, প্রণয়ণ, বিমর্ষ (ঘ) শিহরণ, মরুকরণ, শুন্য

১৩। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) কুম্ভীলেক (খ) কৃম্ভীলেক (গ) কুম্ভিলক (ঘ) কৃম্ভিলক

১৪। কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
(ক) শূন্য (খ) পিড়িত (গ) মুমূর্ষু (ঘ) দ্বন্দ্ব

১৫। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সরস্বতী (খ) স্বরস্বতী (গ) স্বরস্বতি (ঘ) শরস্বতী

১৬। প্রতিবর্ণীকরণের সময় ইংরেজি 's' এর স্থলে বাংলায় হবে-
(ক) শ (খ) ষ (গ) স (ঘ) ছ

১৭। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) গীতাঞ্জলী (খ) গিতাঞ্জলি (গ) গীতাঞ্জলি (ঘ) গিতাঞ্জলী

১৮। শুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) দুরবস্থা (খ) দুরাবস্থা (গ) দূরবস্থা (ঘ) দূরাবস্থা

১৯। কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
(ক) অত্যাধিক, ব্যাতিক্রম (খ) সখ্যতা, মৌন (গ) লাবণ্য, পন্য (ঘ) ঘনিষ্ঠ, তিরস্কার

২০। নিচের কোনটি শুদ্ধ?
(ক) সৌজন্নতা (খ) সৌজন্যতা (গ) সৌজন্ন (ঘ) সৌজন্য

২১। কোনটি অশুদ্ধ?
(ক) নিস্পন্দ (খ) নিষ্পত্র (গ) নিষ্ফল (ঘ) নিস্পৃহ

২২। কোন শব্দটি শুদ্ধ বানান?
(ক) উচীচি (খ) ঐক্যতা (গ) ইয়াত্তা (ঘ) কিঞ্চিত

২৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সমভিব্যবহারে (খ) সমবিব্যহারে (গ) সমভিব্যাহারে (ঘ) সমবিব্যাহারে

২৪। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) চক্ষুস্মান (খ) চক্ষুষ্মান (গ) চক্ষুশ্মান (ঘ) চক্ষুস্মাণ

২৫। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) নিরপরাধী (খ) নীরোগী (গ) অহর্নিশ (ঘ) বুদ্ধিজীবি

২৬। নিচের কোন বানানগুচ্ছ ঠিক?
(ক) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমণ, সরল (খ) মুহূর্ত মূর্ধন্য, গমন, সরণ (গ) মুহুর্ত, মুর্ধন্য, গমন, সরণ (ঘ) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমন, সরন

২৭। নিচের কোন বানানটি বৈয়াকরণিক দিক থেকে যথাযথ?
(ক) বিচিত্রা (খ) বৈচিত্র্যতা (গ) বৈচিত্র্য (ঘ) বৈচিত্র

২৮। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) কনীনিকা (খ) কনিনীকা (গ) কণিনিকা (ঘ) কনিনিকা

২৯। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) গৃহিনী (খ) গৃহিনি (গ) গৃহীণী (ঘ) গৃহিণী

৩০। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) ভাগীরথী (খ) ভাগিরথী (গ) ভাগীরথি (ঘ) ভাগিরথি

৩১। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) পসারিণী (খ) পসারিনি (গ) পসারিনী (ঘ) পসারীনী

৩২। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) মনহারিণি (খ) মনোহারিণী (গ) মনোহারিনি (ঘ) মনোহারিণি

৩৩। কোন বানানগুলো শুদ্ধ?
(ক) উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি (খ) চলৎশক্তি, দুরূহ (গ) উৎশৃঙ্খল, পুরাণ (ঘ) গরিব, নমস্কার

৩৪। শুদ্ধ শব্দজোড় চিহ্নিত কর:
(ক) বিদ্যান, শিরচ্ছেদ (খ) বিশ্চিক, পিপিলিকা (গ) আকাঙ্খা, অপরাহ্ন (ঘ) সত্তা, মরীচিকা

৩৫। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) সংকীর্নমনা (খ) সংকির্ণমনা (গ) সংকীর্নমনা (ঘ) সংকীর্ণমনা

৩৬। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) ক্ষীনজীবী (খ) ক্ষিনজীবী (গ) ক্ষীণজীবী (ঘ) ক্ষীণজিবি

৩৭। কোনটি নির্ভুল?
(ক) দুর্দশাগ্রস্থ (খ) দুর্দশাগ্রস্ত (গ) দূর্দশাগ্রস্থ (ঘ) দুরদশাগ্রস্ত

৩৮। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) কীংকর্তবত্যবিমুঢ় (খ) কিংকর্তব্যবিমূঢ় (গ) কীংকর্তব্যবিমূড় (ঘ) কিংকর্তব্যবীমুঢ়

৩৯। বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোনটি শুদ্ধ?
(ক) গভর্ণর (খ) গভর্নর (গ) গবর্ণর (ঘ) গবরনর

৪০। শুদ্ধ বানানে সংকলিত গুচ্ছ কোনটি?
(ক) মধ্যাহ্ন, বক্ষমাণ, মহত্ব (খ) উচ্ছল, স্বায়ত্তশাসন, প্রজ্বলিত (গ) প্রোজ্জ্বল, পরাস্থ, সস্ত্রিক (ঘ) পরিবহন, পক্ক, ভস্ম

৪১। কোন বানানটি ঠিক?
(ক) ফটোষ্ট্যাট (খ) ফটষ্ট্যাট (গ) ফটোস্ট্যাট (ঘ) কোনোটি নয়

৪২। ঠিক বানান কোনটি?
(ক) রূপপোজীবিনী (খ) রুপপোজীবনী (গ) রূপোপজীবিনী (ঘ) রূপোপজীবী

৪৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) প্রণয়ণ (খ) প্রনয়ন (গ) প্রনয়ণ (ঘ) প্রণয়ন

৪৪। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) পুঙ্খানুপুঙ্খ (খ) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ (গ) পুংখানুপুঙ্খ (ঘ) পুঙ্খানুপঙ্খ

৪৫। ঠিক বানানটি হলো-
(ক) শূশ্রূষা (খ) পূর্বাহ্ন (গ) সায়াহ্ন (ঘ) স্মরন

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	গ	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

অধ্যায় ০৩ শব্দ/রূপতত্ত্ব

শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দ ভান্ডার

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) পছন্দ (খ) হিসাব (গ) ধূলি (ঘ) শৌখিন

০২। 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) পর্তুগিজ (খ) হিন্দি (গ) গুজরাটি (ঘ) ফরাসি

০৩। 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) পর্তুগিজ (খ) ফরাসি (গ) আরবি (ঘ) ফারসি

০৪। 'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? [৪২, ৩৮তম বিসিএস]
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) ফারসী (ঘ) তুর্কি

০৫। 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) সোপান (খ) সমর্থ (গ) সোল্লাস (ঘ) সওয়ার

০৬। 'গির্জা' কোন ভাষার অন্তগর্ত শব্দ? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ফারসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ওলন্দাজ (ঘ) পাঞ্জাবি

০৭। 'জ্যোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ? [৪০তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক (খ) তৎসম (গ) দেশি (ঘ) অর্ধ-তৎসম

০৮। 'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) তদ্ভব (ঘ) অর্ধ-তৎসম

০৯। কোনটি মৌলিক শব্দ? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) মানব (খ) গোলাপ (গ) একাঙ্ক (ঘ) ধাতব

১০। 'হেড মৌলভী' কোন কোন ভাষায় শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ইংরেজি + ফার্সি (খ) ইংরেজি + আরবি (গ) তুর্কি + আরবি (ঘ) ইংরেজি + পর্তুগিজ

১১। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) সমাস দ্বারা (খ) লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা (গ) উপসর্গ যোগে (ঘ) ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয়

১২। কোনটি সাধিত শব্দ নয়? [৩২তম বিসিএস]
(ক) পানসা (খ) ফুলেল (গ) গোলাপ (ঘ) হাতল

১৩। কোনটি ইংরেজি শব্দ? [৩২তম বিসিএস]
(ক) ম্যাজেন্টা (খ) পিস্তল (গ) আলমারি (ঘ) কমা

১৪। 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? [৩১তম বিসিএস]
(ক) ফার্সি (খ) তুর্কি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) আরবি

১৫। গ্রিক শব্দ কোনটি? [২৭তম বিসিএস]
(ক) তুফান (খ) লুঙ্গী (গ) কুশন (ঘ) দাম

১৬। 'চৌ-হদ্দি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে হয়েছে? [২৬তম বিসিএস]
(ক) বাংলা + ফারসি (খ) সংস্কৃত + ফারসি (গ) ফারসি + আরবি (ঘ) সংস্কৃত + আরবি

১৭। কোন শব্দটি ফারসি? [২৬তম বিসিএস]
(ক) মুসাফির (খ) তকদির (গ) পেরেশান (ঘ) মজলুম

১৮। 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) তুর্কি

১৯। 'পেয়ারা' কোনভাষা থেকে আগত শব্দ? [২৩তম বিসিএস]
(ক) হিন্দি (খ) উর্দু (গ) পর্তুগিজ (ঘ) গ্রিক

২০। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) শব্দ (খ) বর্ণ (গ) ধ্বনি (ঘ) চিহ্ন

২১। পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়েছে-[১৭তম বিসিএস]
(ক) টেবিল (খ) চেয়ার (গ) বালতি (ঘ) শরবত

২২। শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমষ্টিকে ভাগ করা যায়- [১৭তম বিসিএস]
(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে (গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

২৩। মৌলিক শব্দ কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
(ক) গোলাপ (খ) শীতল (গ) নেয়ে (ঘ) গৌরব

২৪। বাংলা ভাষা এই শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা হতে-[১২তম বিসিএস]
(ক) চাকু, চাকর (খ) খদ্দর, হরতাল (গ) চা, চিনি (ঘ) রিকশা, রেস্তোঁরা

২৫। 'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে-[১০তম বিসিএস]
(ক) পর্তুগিজ ভাষা হতে (খ) আরবি ভাষা হতে (গ) দেশি ভাষা হতে (ঘ) ওলন্দাজ ভাষা হতে

২৬। গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস]
(ক) শবপোড়া (খ) মড়াদাহ (গ) শবদাহ (ঘ) শবমড়া

২৭। কোনটি তদ্ভব শব্দ? [১০তম বিসিএস]
(ক) চাঁদ (খ) সূর্য (গ) নক্ষত্র (ঘ) গগন

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক
২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক						

শব্দ

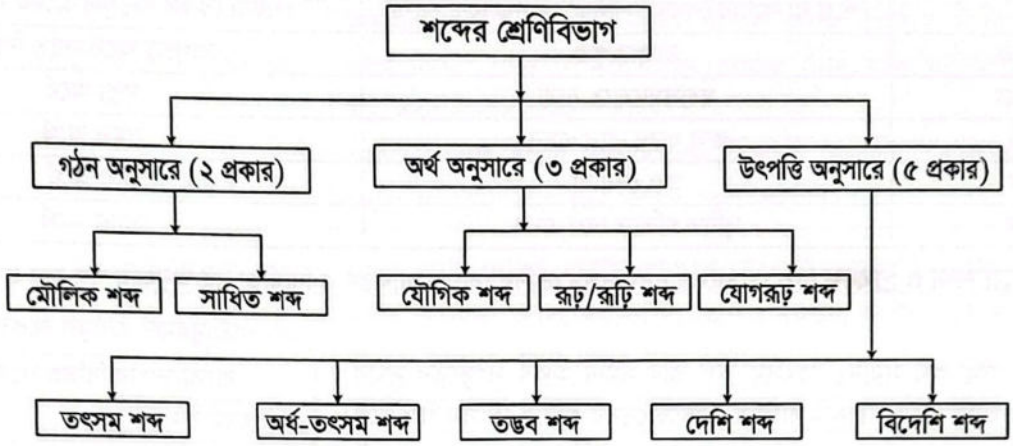
অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। শব্দকে বাক্যের একক বলা হয়। অর্থাৎ বাক্যের বাহন হলো শব্দ। অন্যভাবে বলা যায় অর্থ আছে এমন ধ্বনি হলো শব্দ।

শব্দের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- শব্দ গঠনের প্রধান উপায় তিনটি– উপসর্গযোগে, প্রত্যয় যোগে, সমাসের সাহায্যে। তাছাড়া সন্ধি, দ্বিরুক্তি এবং পদ পরিবর্তনের মাধ্যমেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।
- শব্দ বাক্যে সম্পর্কহীন এবং পদ বাক্যে সম্পর্কযুক্ত; এটাই শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য।
- আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে শব্দ ধারণাকে পরিহার করে গ্রহণ করা হয় 'রূপ' ধারণাটি। তাই 'শব্দতত্ত্ব' না বলে বলা হয় 'রূপতত্ত্ব'।
- তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তদ্ভব শব্দকে 'খাঁটি বাংলা' বা 'মৌলিক' শব্দ বলেছেন।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

২০১৮ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বই অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগ:



** ২০২১ সালের "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বোর্ড বই অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগকে গঠন, পদ ও উৎস বিবেচনায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগে অর্ধ-তৎসম শব্দকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে নতুন ও পুরাতন বইয়ের সমন্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন অনুসারে দুই প্রকার

(ক) মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গোলাপ, নাক, তিন, ফুল ইত্যাদি।

(খ) সাধিত শব্দ: মৌলিক শব্দ ছাড়া অন্য যেকোনো শব্দই সাধিত। একাধিক শব্দের সমাস যোগে বা ধাতু ও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেসব শব্দই সাধিত শব্দ। যেমন –

সন্ধি সাধিত : বিদ্যালয় (বিদ্যা+আলয়)
সমাস সাধিত : বিলাত ফেরত (বিলাত হতে ফেরত)
উপসর্গ সাধিত : অকাজ (অ + কাজ)
প্রত্যয় সাধিত : চলিষ্ণু (চল্+ইষ্ণু)

অর্থানুসারে তিন প্রকার

(ক) যৌগিক শব্দ

যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেসব শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন: গায়ক, কর্তব্য, চিকামারা।

(খ) রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ: যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থ অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন – প্রবীণ শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল যিনি প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন। কিন্তু শব্দটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ –

শব্দ	বিশ্লেষিত রূপ	ব্যুৎপত্তি/উৎপত্তিগত অর্থ	রূঢ়ি/প্রচলিত অর্থ
হস্তী	হস্ত+ইন	হাত আছে যার	হাতি/প্রাণী বিশেষ
গবেষণা	গো+এষণা	গরু খোঁজা	অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
বাঁশি	বাঁশ+ইন	বাঁশ দিয়ে তৈরি বস্তু	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
তৈল	তিল্+ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ	যে কোনো স্নেহ পদার্থ
সন্দেশ	সম্+দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ

মনে রাখার উপায়: এক পাঞ্জাবি প্রবীণ গবেষণায় পেলেন, হস্তীর তৈলে ভাজা সন্দেশ খেলে বাঁশি বাজানো যায়।

(গ) যোগরূঢ় শব্দ: যেসব শব্দ সমাসের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং সমস্যমান পদের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

যেমন – পঙ্কজ: পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। অনুরূপ

সমাস নিষ্পন্ন শব্দ	সমস্যমানপদ সহ ব্যাসবাক্য	প্রচলিত অর্থ/অন্য অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (পঙ্কে বা কাদায় শৈবাল, শালুক, অনেক কিছু জন্মে)	পদ্মফুল (পঙ্কজ কেবল পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়)
রাজপুত	রাজার পুত্র	যোগরূঢ় অর্থে জাতি বিশেষ
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু অর্থে
জলধি	জল ধারণ করে এমন	সমুদ্র অর্থে
জলদ	জল দেয় যা	মেঘ অর্থে
তুরঙ্গম	ত্বরিত গতিতে চলে এমন	ঘোড়া অর্থে

উৎপত্তি অনুসারে শব্দ ৫ প্রকার [২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বই অনুযায়ি শব্দ চার প্রকার।]

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের অনুপাত			
ক) তৎসম শব্দ		২৫%	
বাংলা	খ) অর্ধ – তৎসম শব্দ	০৫%	৭৫%
	গ) তদ্ভব শব্দ	৬০%	
	ঘ) দেশি শব্দ	০২%	
	ঙ) বিদেশি শব্দ	০৮%	
সর্বমোট		১০০%	

(ক) তৎসম শব্দ

'তৎ' অর্থ তার, 'সম' অর্থ সমান। 'তৎসম' অর্থ তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন – চন্দ্র, নক্ষত্র, পাত্র, ধর্ম, ক্ষুধা, সূর্য, পদ্ম, ক্ষমা, অন্ন, নিমন্ত্রণ, পুত্র, খাদ্য, স্বামী, মানব ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ চেনার উপায় –

- ণ, ষ, ঋ - যুক্ত শব্দ সাধারণত তৎসম হয়: ব্যাকরণ, ভাষা, বৈষ্ণব, কৃষি, নৃত্য ইত্যাদি

(খ) অর্ধ-তৎসম শব্দ

'তৎসম' মানে সংস্কৃত; আর 'অর্ধ-তৎসম' মানে আধা সংস্কৃত। কিছু সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন –

তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম
কৃষ্ণ	কেষ্ট	জোৎস্না	জ্যোছনা	পত্র	পত্তর	চন্দ্র	চন্দর
ক্ষুধা	খিদে	নিমন্ত্রণ	নেমতন্ন	বৈষ্ণব	বোষ্টম	প্রীতি	পিরিতি
গৃহিণী	গিন্নি	পুরোহিত	পুরুত	সূর্য	সুরুজ	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ

(গ) তদ্ভব শব্দ

'তৎ' অর্থ তার; 'ভব' অর্থ উৎপন্ন। তদ্ভব অর্থ তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে।

তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব
চর্মকার	চম্মআর	চামার
হস্ত	হত্থ	হাত

আরো কিছু তদ্ভব শব্দের মধ্যে রয়েছে: চাঁদ, আকাশ, বাতাস, আট, ওঝা, উনান, কনুই, ঘর, চাকা, পাথর, বৌ, ভাত, মিছা, ষোল, সাঁঝ ইত্যাদি।

(ঘ) দেশি শব্দ

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল জাতির, মুন্ডা জাতির) ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রয়ে গেছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ বলে। যেমন – কুড়ি (বিশ) → কোল ভাষা, পেট (উদর) → তামিল ভাষা, চুলা (উনুন) → মুন্ডারি ভাষা

এরকম আরও → কুলা, চোঙা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশি শব্দের উদাহরণ	
মাছ	টেংরা, চেলা, পারশে, পোনা, বাটা, লেঠা, বিঠা, গজাল, কাতলা ইত্যাদি
ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য	কদু, জলপাই, জারুল, ফোঁপর, টেপারি, ধুন্দল, লাউ, থানকুনি, থোড়, নটে, আমানি, মালপো, বাতাসা, ধনিচা, নিসিন্দা, হোগলা, উচ্ছে ইত্যাদি।
গৃহস্থালী জিনিসপত্র	খালুই, চাড়ি, চিমটা, ঝাটা, ঢেঁকি, পাতিল, বাখরি, বাতা, বিচালি, সেঁউতি ইত্যাদি।
জীবজন্তু ও পশুপাখি	হুতুম, হোল, হাঁড়ি, নেংটি, বাবুই, খেঁকশিয়াল ইত্যাদি।
অন্যান্য শব্দ	ট্যাঙ্গা, চিক, ডোম, মুড়ি, কোঁচ, ডুগি, ছোকরা, ডালনা, আড্ডা, চাটাই, ডোবা, সলো, মই, মাচা, বোরা, বাখারি, পয়লা, ঝাল, ঝিনুক, আটি, আছাড়, ডিগবাজি, বাদুড়, আলু, কচি, ঠাঁসা, পোকা ইত্যাদি।

(ঙ) বিদেশি শব্দ

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত অন্য ভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে জায়গা করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দের পরিমাণ বেশি।

আরবি শব্দ	প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ	আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ/ইদ, উকিল, ওজর, এজলাস, তারিখ, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায়, খবর, দালাল, তবলা ইত্যাদি।
	ধর্মসংক্রান্ত শব্দ	আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কুরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, যাকাত, হজ্জ, হাদিস, হারাম ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ	ধর্মসংক্রান্ত শব্দ	খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
	প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ	আইন, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
	বিবিধ শব্দ	আদমি, আমদানি, আসমান, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রপ্তানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

নোট: 'আইন' ব্যতীত অধিকাংশ আইন আদালত সংক্রান্ত শব্দ 'আরবি' থেকে আগত।

ইংরেজি	ইউনিয়ন, পাউডার, পেন্সিল, ফুটবল, আদিম, হাসপাতাল, বোতল, আপিল, আপেল, আস্তাবল, ঈগল, জাদরেল, পল্টন, পানসি ইত্যাদি।

** 'তারিখ' শব্দটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) অনুযায়ী ফারসি কিন্তু বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী আরবি।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

তুর্কি	উজবুক, উর্দি, উর্দু, কঞ্চি, কাবু, কুর্নিশ, কুলি, কোর্মা, খাঁ, খান, চকমক, চিক, চোগা, চারু, ঝকমক, ঠাকুর, তকমা, তোপ, দারোগা, তুর্ক, বাবা, বেগম, বাবুর্চি, মোগল, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।
পর্তুগিজ	আনারস, আলপিন, পাউরুটি, চাবি, কফি, কাকাতুয়া, কেরানি, গির্জা, গোলাপ, আলকাতরা, আলমারি, বোমা, বোতাম, বালতি, বন্দর, বাসন, নিলাম, লোনা, পেঁপে, বাতাবি, সাবান, টুপি, ফিতা, আতা, গামলা, পাদ্রি, পিরিচ, পেরেক, হোলা, ইংরেজ, বর্গা ইত্যাদি।
ফরাসি	এলিট, কার্তুজ, কুপন, খোরাকি, ডিপো, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বুর্জোয়া, মাদাম, ব্যালে, গ্যারেজ, মেনু, বুফে, পিজা, সেমিজ, আঁতাত, জাহাজ, আঁশ, ম্যাটিনি, রেনেসাঁ, দিনেমার ইত্যাদি।
ওলন্দাজ	ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন, চিরতন।
হিন্দি	বার্তা, পুরি, পানি, টহল, বাচ্চা, চানাচুর, মিঠাই, কাহিনি, খানাপিনা, সাচ্চা, চাচা, চাচি, দাদা, নানা, লুচি, ফুফা, ঠান্ডা ইত্যাদি।
গুজরাটি	খদ্দর, খাদি, হরতাল, জয়ন্তি, গরবা, চরকা
সিংহলি	সিডর, বেরিবেরি
পাঞ্জাবি	চাহিদা, শিখ, খলসা, গুরুদুয়ার
ইতালিয়ান	সনেট, মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, ম্যালেরিয়া
রুশ	কমরেড
দ. আফ্রিকান	জেব্রা, জিরাফ
পেরু	কুইনাইন
জার্মান	নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন
তামিল	চুরুট
চিনা	চা, চিনি, লিচু, এলাচি, তুফান, সাম্পান, লবি ইত্যাদি
বর্মি	কিয়াং, লুঙ্গি, ফুঙ্গি, লাম, ঠোঙ্গা, প্যাগোডা ইত্যাদি
জাপানি	রিকশা, হারিকিরি, জুডো, হাসনাহেনা, সুনামি ইত্যাদি
গ্রিক	দাম, কেন্দ্র, সুরঙ্গ ইত্যাদি

মিশ্র শব্দ: বাংলায় মিশ্র শব্দ বলতে এক জাতীয় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের মধ্যে যেকোনো এক শ্রেণির সঙ্গে অপর শ্রেণির মিলন ঘটিয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এগুলো হলো –

মিশ্র শব্দ	ভাষা	মিশ্র শব্দ	ভাষা	মিশ্র শব্দ	ভাষা
হাট-বাজার	দেশি + ফারসি	জবাবদিহি	আরবি + ফারসি	**চৌহদ্দি	ফারসি + আরবি*
শাক-সবজি	তৎসম + ফারসি	আইনজীবী	ফারসি + তৎসম	রাজা-বাদশা	তৎসম + ফারসি
ডাক্তারবাবু	ইংরেজি + ফারসি	শ্রমিক-মালিক	তৎসম + আরবি	ভোটদাতা	ইংরেজি + সংস্কৃত
ডাক্তারখানা	ইংরেজি + ফারসি	চাবিকাঠি	পর্তুগিজ + সংস্কৃত	হাসিখুসি	সংস্কৃত + ফারসি
খয়ের খাঁ	আরবি + ফারসি	তাজমহল	আরবি + ফারসি	মোগলাই	তুর্কি + ফারসি
হারামজাদা	আরবি + ফারসি	কৃষ্টি-কালচার	সংস্কৃত + ইংরেজি	ফুলদানি	ইংরেজি+ ফারসি
কালি-কলম	সংস্কৃত + আরবি	পকেটমার	ইংরেজি + বাংলা	খ্রিষ্টাব্দ	ইংরেজি + তৎসম
হেড-মৌলভি	ইংরেজি + ফারসি	ফৌজদারি	আরবি + ফারসি	লেফাফা-দুরস্ত	আরবি + ফারসি

উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ

বেটাইম	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি শব্দ
বেহেড	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি শব্দ
নিটল	বাংলা উপসর্গ + তৎসম শব্দ

[বি:দ্র: চৌহদ্দি = বাংলা + ফারসি (বাংলা একাডেমি অনুসারে)]** কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম) শ্রেণি অনুযায়ী ফারসি+আরবি।

পদ বিবেচনায় বাংলা শব্দ ৮ প্রকার

বিশেষ্য (Noun)	বাক্যে ব্যবহৃত যেসকল পদ/শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সমষ্টি, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ বা কোনো নাম অবস্থার নির্দেশ করে তাকেই বিশেষ্য বলে।	আশরাফুল, রংপুর, বাঙালি, কোরাম, যৌবন ইত্যাদি।
সর্বনাম (Pronoun)	বিশেষ্যের পরিবর্তে যে সকল শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাকেই সর্বনাম বলে।	তারা, সে, আমি, তুমি, স্বয়ং, এ, ঐ ইত্যাদি।
বিশেষণ (Adjective)	যে সকল পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ধর্ম প্রকাশ করে তাকেই বিশেষণ বলে।	সবুজ মাঠ, বিঘাটেক জমি, বেলে মাটি ইত্যাদি।
ক্রিয়াপদ (Verb)	যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।	সে চিঠি লিখছে, আনিস পলাশকে পড়াচ্ছে, ইত্যাদি।
ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb)	যে বিশেষণ পদ বাক্যের ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, প্রকৃতি ইত্যাদিকে নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে।	টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, সে এখানে আসেনি ইত্যাদি।
যোজক-শব্দ (Connectives)	একটি বাক্যের সাথে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটানোকেই যোজক-শব্দ বলে। এর পূর্বনাম সমুচ্চয়ী অব্যয়।	এবং, কিন্তু, অথচ, বরং ইত্যাদি।
অনুসর্গ (Post Position)	বাংলা ভাষায় যেসকল শব্দ কখনো স্বাধীন পদ রূপে, কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাকেই অনুসর্গ বলে। এর পূর্বনাম অনন্বয়ী অব্যয়।	দিকে, পরে, আগে, উপরে ইত্যাদি।
আবেগ-শব্দ (Interjection)	যেসকল শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে নানাভাবে প্রকাশ করা হয় এবং এগুলো স্বাধীনভাবে বাক্যে বসতে পারে তাকেই আবেগ-শব্দ বলে।	বাহ!, ছি ছি!, আরেহ! ইত্যাদি।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। অর্থগতভাবে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

০২। গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?
(ক) তিন (খ) দুই (গ) পাঁচ (ঘ) চার

০৩। কোনটি মৌলিক শব্দ?
(ক) লোনা (খ) ডিঙ্গা (গ) ফুল (ঘ) চাকা

০৪। তুর্কি ও ফারসি ভাষার মিশ্রণে কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?
(ক) চৌহদ্দি (খ) জ্যাঠামি (গ) মোগলাই (ঘ) হারামজাদা

০৫। নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ?
(ক) নিবাস (খ) বিদেশি (গ) খেলনা (ঘ) মুখ

০৬। শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়-
(ক) রূপ (খ) বাক্য (গ) শব্দাংশ (ঘ) অর্থ

০৭। 'ডাক্তার বাবু' কোন শ্রেণির শব্দ?
(ক) মিশ্র (খ) তৎসম (গ) অর্ধ-তৎসম (ঘ) তদ্ভব

০৮। কোনটি মৌলিক শব্দ?
(ক) মেঘ (খ) ছুটি (গ) কাব্য (ঘ) দ্বীপ

০৯। যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ বোঝায়, তাকে কোন ধরনের শব্দ বলে?
(ক) যৌগিক (খ) মৌলিক (গ) রূঢ়ি (ঘ) যোগরূঢ়

১০। যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?
(ক) পাঠক (খ) লেখক (গ) জলদ (ঘ) সন্দেশ

১১। 'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ?
(ক) মৌলিক (খ) যৌগিক (গ) রূঢ়ি (ঘ) যোগরূঢ়

১২। 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?
(ক) যৌগিক (খ) রূঢ়ি (গ) যোগরূঢ় (ঘ) অব্যয়

১৩। নিচের কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
(ক) হরিণ (খ) জলদ (গ) উজান (ঘ) মাননীয়

১৪। 'গবেষণা' (গো + এষণা) কোন ধরনের শব্দ?
(ক) যৌগিক শব্দ (খ) মৌলিক শব্দ (গ) রূঢ়ি শব্দ (ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১৫। 'যোগরূঢ়' শব্দের উদাহরণ-
(ক) দারুণ (খ) রাজপুত (গ) রাজপুত্র (ঘ) সন্দেশ

১৬। কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়?
(ক) আলকাতরা (খ) আলমারি (গ) আলবোলা (ঘ) আলপিন

১৭। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি বিদেশি শব্দ এসেছে-
(ক) আরবি থেকে (খ) হিন্দি থেকে (গ) উর্দু থেকে (ঘ) ফারসি থেকে

১৮। ব্যাকরণ শব্দটি কোন প্রকারের?
(ক) তদ্ভব (খ) তৎসম (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি

১৯। কোনটি তৎসম শব্দ?
(ক) বাজনা (খ) দোকানদার (গ) মানব (ঘ) বেঙাচি

২০। তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন ভাষারীতিতে বেশি হয়?
(ক) সাধু রীতিতে (খ) চলিত রীতিতে (গ) আঞ্চলিক রীতিতে (ঘ) মিশ্র রীতিতে

২১। কোনটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ?
(ক) তখন (খ) বামুন (গ) যাতনা (ঘ) অগ্রহায়ণ

২২। কোনটি তৎসম শব্দ?
(ক) ধর্ম (খ) ডিঙ্গা (গ) তওবা (ঘ) দৌলত

২৩। 'গেরাম' কোন জাতীয় শব্দ?
(ক) অর্ধতৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) তৎসম

২৪। 'কৃষ্ণ' এর অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?
(ক) পুত্র (খ) কেষ্ট (গ) বিষ্ট (ঘ) কোনোটিই নয়

২৫। তুর্কি ভাষার শব্দ কোন গুলো?
(ক) চা, চিনি (খ) হজ, ওজু (গ) চাকু, তোপ (ঘ) চশমা, রশদ

২৬। কোনটি তদ্ভব শব্দ?
(ক) সূর্য (খ) চাঁদ (গ) চন্দ্র (ঘ) গগন

২৭। কোন শব্দ গুলো তদ্ভব?
(ক) আকাশ, বাতাস, চাঁদ (খ) আধ, মাছ, তামা (গ) ডাব, বুক, পেট (ঘ) লুঙ্গি, লিচু, পাতা

২৮। তদ্ভব শব্দগুচ্ছ-
(ক) ক্রোধ, নক্ষত্র, পত্র (খ) কেত্তন, ঘেন্না, পথ্যি (গ) আট, ছাতা, মাছ (ঘ) আনারস, লিচু, হাকিম

২৯। নিচের কোনটি দেশি শব্দ নয়?
(ক) কুলা (খ) ডাব (গ) চুলা (ঘ) চাবি

৩০। অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে?
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) তৎসম (ঘ) বাংলা

৩১। কোনটি দেশি শব্দ?
(ক) হস্ত, মস্তক (খ) খোকা, চাঁপা (গ) গিন্নী, গতর (ঘ) চাঁদ, ভাত

৩২। কোনগুলো দেশি শব্দ?
(ক) চা, চিনি (খ) চাল, চুলা (গ) টেবিল, চেয়ার (ঘ) চন্দ্র, পৃথিবী

৩৩। দেশি শব্দ নয়-
(ক) ঢিল (খ) ঝিঙা (গ) মুড়কি (ঘ) মাছি

৩৪। 'মহকুমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) তুর্কি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) আরবি

৩৫। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বরফ শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা হতে গৃহীত?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) তুর্কি

৩৬। নিচের কোনটি মিশ্র শব্দ?
(ক) হরতাল (খ) আলকাতরা (গ) খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ফটোকপি

৩৭। 'দারোগা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) তুর্কি (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) হিন্দি

৩৮। বাংলা ভাষায় আরবি থেকে আগত শব্দটি হচ্ছে-
(ক) বেগম (খ) গোলাপ (গ) খবর (ঘ) বাগান

৩৯। 'নগদ' শব্দটি কোন ভাষার?
(ক) বাংলা (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) উর্দু

৪০। 'সিডর' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) সিংহলি (খ) উর্দু (গ) বাংলা (ঘ) ফার্সি

৪১। 'তারিখ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ফরাসি (ঘ) গুজরাটি

৪২। 'চকমক' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ফার্সি (খ) আরবি (গ) উর্দু (ঘ) তুর্কি

৪৩। আরবি উৎস থেকে আত্তীকৃত এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ হলো-
(ক) রায় (খ) জবানবন্দি (গ) নমুনা (ঘ) দস্তখত

৪৪। নিচের কোনটি হিন্দি শব্দ?
(ক) ফুফা (খ) কলিজা (গ) বিবি (ঘ) কানুন

৪৫। কোনটি ফারসি থেকে আগত?
(ক) দারোগা (খ) গিন্নি (গ) সোয়া (ঘ) সাবান

৪৬। 'সবুজ'কোন ভাষার শব্দ?
(ক) দেশি (খ) সংস্কৃত (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ফারসি

৪৭। 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।' এই বাক্যে 'বাকি' শব্দটি কোন ভাষার?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) তুর্কি

৪৮। 'মশকরা' ও 'মশগুল' শব্দ দুটো-
(ক) তুর্কি (খ) হিন্দি (গ) ফারসি (ঘ) আরবি

৪৯। 'খানসামা রেস্তোরাঁয় টাইমলি হাজির' এ বাক্যে আছে যথাক্রমে-
(ক) ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি ও আরবি শব্দ (খ) আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও ফরাসি শব্দ
(গ) আরবি, ইংরেজি, ফারসি ও ফরাসি (ঘ) ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি ও আরবি শব্দ

৫০। 'ম্যালেরিয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) ইতালি (খ) ফরাসি (গ) ইংরেজি (ঘ) রুশ

৫১। 'ঠান্ডা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
(ক) হিন্দি (খ) ফারসি (গ) উর্দু (ঘ) পর্তুগিজ

৫২। 'দালাল' শব্দটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষায় এসেছে?
(ক) ইংরেজি (খ) উর্দু (গ) হিন্দি (ঘ) আরবি

৫৩। 'তবলা' শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
(ক) আরবি (খ) উর্দু (গ) পর্তুগিজ (ঘ) সংস্কৃত

৫৪। 'লুঙ্গি' কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) চীনা (খ) তুর্কি (গ) বর্মী (ঘ) মালয়

৫৫। 'সাম্পান' কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) জাপানি (খ) চিনা (গ) ফারসি (ঘ) ফরাসি

৫৬। 'হরতাল' শব্দটি কোন ভাষার?
(ক) ওলন্দাজ (খ) তুর্কি (গ) হিন্দি (ঘ) গুজরাটি

৫৭। 'চাহিদা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে নেওয়া?
(ক) পর্তুগিজ (খ) চীনা (গ) পাঞ্জাবি (ঘ) তুর্কি

৫৮। 'বালতি' কোন ভাষার শব্দ-
(ক) পর্তুগিজ (খ) সংস্কৃত (গ) দেশি (ঘ) ফারসি

৫৯। 'আনারস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ফারসি

৬০। 'পেয়ারা'কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ-
(ক) আরবি (খ) সংস্কৃত (গ) ফারসি (ঘ) পর্তুগিজ

৬১। 'পাউরুটি' শব্দটি কোন ভাষার?
(ক) পর্তুগিজ (খ) ফরাসি (গ) গুজরাটি (ঘ) হিন্দি

৬২। 'এলাচি' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) আরবি (খ) হিন্দি (গ) চিনা (ঘ) ফরাসি

৬৩। 'সুনামি' শব্দটি-
(ক) জাপানি (খ) ডাচ্ (গ) ফরাসি (ঘ) চিনা

৬৪। 'বারান্দা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) পর্তুগিজ (খ) ওলন্দাজ (গ) তুর্কি (ঘ) ইংরেজি

৬৫। 'হরতন' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ওলন্দাজ (খ) ইংরেজি (গ) জাপানি (ঘ) হিন্দি

৬৬। 'চকলেট' কোন দেশের ভাষার শব্দ?
(ক) অস্ট্রেলিয়া (খ) ইটালি (গ) জার্মানি (ঘ) মেক্সিকো

৬৭। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটি কোন দেশীয়?
(ক) ফরাসি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) হিন্দি

৬৮। রিকশা শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা হতে আগত?
(ক) জাপানি (খ) হিন্দি (গ) ফারসি (ঘ) আরবি

৬৯। 'বাবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) তুর্কি (খ) আরবি (গ) উর্দু (ঘ) ফারসি

৭০। 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) তুর্কি (ঘ) উর্দু

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	ক	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	ক
৫১	ক	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	ক	৫৬	ঘ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	গ	৬০	ঘ
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	ক	৬৬	ঘ	৬৭	গ	৬৮	ক	৬৯	ক	৭০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

সমাস

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) দ্বিগু (গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বন্দ্ব

০২। 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) তৎপুরুষ

০৩। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) সিংহে চিহ্নিত আসন = সিংহাসন (খ) কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল (গ) মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ (ঘ) জায়া ও পতি = দম্পতি

০৪। উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) শশব্যস্ত (খ) কালচক্র (গ) পরাণপাখি (ঘ) বহুব্রীহি

০৫। কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) অজানা (খ) দোতলা (গ) আশীবিষ (ঘ) কানাকানি

০৬। 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

০৭। 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব (খ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব (গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব

০৮। 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বিস্ময় দ্বারা আপন্ন (খ) বিস্ময়ে আপন্ন (গ) বিস্ময়কে আপন্ন (ঘ) বিস্ময়ে যে আপন্ন

০৯। বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) জনশ্রুতি (খ) অনমনীয় (গ) খাসমহল (ঘ) তপোবন

১০। 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) দ্বিগু (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

১১। 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [৩২তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) অব্যয়ীভাব সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস

১২। সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩১তম বিসিএস]
(ক) বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয় (গ) সুপসুপা (ঘ) অব্যয়ীভাব

১৩। 'জ্যোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৩০তম বিসিএস]
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ (ঘ) উপমান কর্মধারয়

১৪। সমাস ভাষাকে কি করে? [২৯, ১১তম বিসিএস]
(ক) সংক্ষেপ করে (খ) বিস্তৃত করে (গ) অর্থপূর্ণ করে (ঘ) অর্থের রূপান্তর ঘটায়

১৫। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়____। [২৭তম বিসিএস]
(ক) উপমিত (খ) উপমান (গ) উপমেয় (ঘ) রূপক

১৬। 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? [২৬তম বিসিএস]
(ক) সমাস (খ) সন্ধি (গ) প্রত্যয় (ঘ) উপসর্গ

১৭। 'লাঠালাঠি'- এটি কোন সমাস? [২৬তম বিসিএস]
(ক) প্রাদি সমাস (খ) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস

১৮। যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে? [২৫তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) রূপক সমাস (গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) দ্বিগু সমাস

১৯। 'চাঁদমুখ'-এর ব্যাসবাক্য হলো– [২৫তম বিসিএস]
(ক) চাঁদমুখের ন্যায় (খ) চাঁদের মত মুখ (গ) চাঁদ মুখ যার (ঘ) চাঁদরূপ মুখ

২০। যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) অব্যয়ীভাব সমাস (গ) কর্মধারয় সমাস (ঘ) নিত্য সমাস

২১। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [২০তম বিসিএস]
(ক) সিংহাসন (খ) ভাই-বোন (গ) কানাকানি (ঘ) গাছপাকা

২২। 'লাঠালাঠি' শব্দটির সমাস- [১৭তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) বহুব্রীহি (গ) কর্মধারায় (ঘ) তৎপুরুষ

২৩। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-এর দৃষ্টান্ত- [১৩তম বিসিএস]
(ক) ঘর থেকে ছাড়া – ঘড়ছাড়া
(খ) অরুণের মতো রাঙা- অরুণরাঙা
(গ) হাসিমাখা মুখ-হাসিমুখ
(ঘ) ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী ক্ষণস্থায়ী

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	ক	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	গ	০৯	খ	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক,খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	খ	২২	খ	২৩	গ														

সমাস

সমাস শব্দটির ব্যুৎপত্তি- সম্ + √অস + অ = সমাস। 'সমাস' মানে সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর অর্থসঙ্গতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

সমাস সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

- শব্দ গঠনের অন্যতম উপায় হলো সমাস। সমাসে পদের সাথে পদের মিলন ঘটে এবং পদের বিভক্তি লোপ পায়।
- সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
- সমাস ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।
- সমাসের রীতি সমূহ সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে।

সমাস গঠন প্রক্রিয়ায় ৫টি উপাদান আবশ্যক। এগুলোকে বলা হয় সমাসের প্রতীতি। যথা –

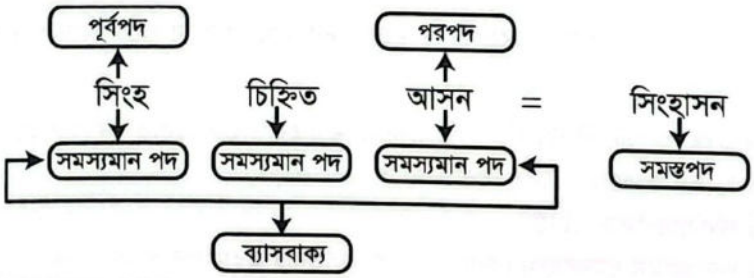
১. সমস্তপদ ২. পূর্বপদ ৩. পরপদ বা উত্তরপদ ৪. ব্যাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য ৫. সমস্যমান পদ

সমস্তপদ: সমাসের সাহায্যে বহুপদ থেকে যে একপদ গঠিত হয় অর্থাৎ সমাসের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তপদ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ। সমস্ত-পদকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে পদ পাওয়া যায় তা পূর্বপদ আর শেষ পদটি পরপদ বা উত্তরপদ।

সমস্যমান পদ: যে কটি পদ মিলে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটি পদকে আলাদাভাবে সমস্যমান পদ বলে, সমস্তপদটিকে ভাঙলে তার সমস্যমান পদগুলো পাওয়া যাবে।

ব্যাসবাক্য: সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রয়োজন হয়, তাকে বলে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য বা সমাস-বাক্য।

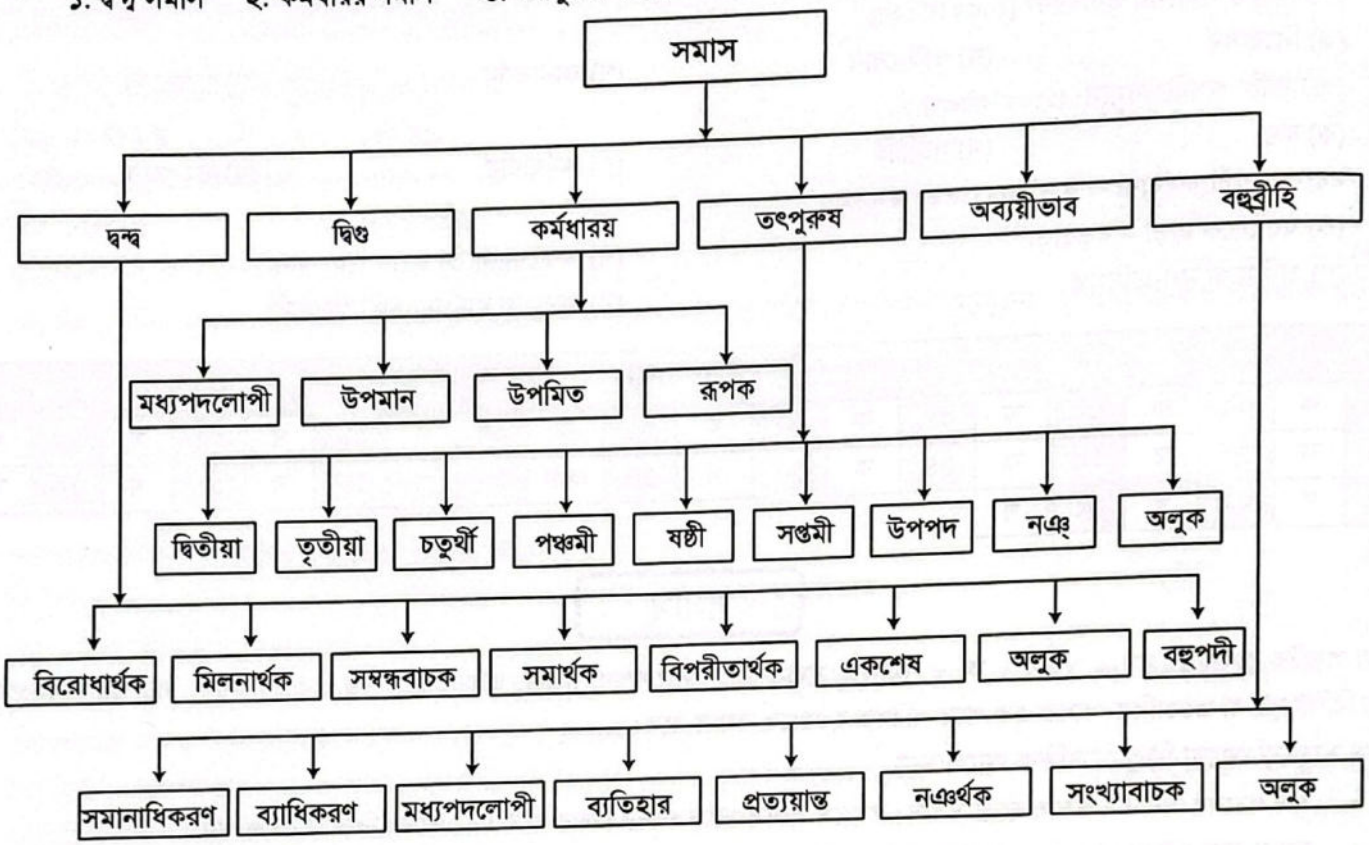
সুতরাং বলা যায় যে, 'ব্যাসবাক্য' সমাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'সমস্তপদে' রূপান্তরিত হয় এবং সমস্তপদের প্রত্যেকটি অংশকে আলাদাভাবে 'সমস্যমান' পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।



সমাসের প্রকারভেদ

সমাস মূলত ৪ প্রকার। যথা – ১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. কর্মধারয় সমাস ৩. তৎপুরুষ সমাস ৪. বহুব্রীহি সমাস (২০২১ সালের "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বোর্ড বই অনুসারে)। তবে ২০১৮ সালের "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" বোর্ড বই অনুসারে সমাস প্রধানত ৬ প্রকার। যথা –

১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. কর্মধারয় সমাস ৩. তৎপুরুষ সমাস ৪. দ্বিগু সমাস ৫. অব্যয়ীভাব সমাস ৬. বহুব্রীহি সমাস



বিভিন্ন সমাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- দ্বন্দ্ব সমাসে প্রাধান্য পায় = উভয় পদের অর্থ।
- অব্যয়ীভাব সমাসে প্রাধান্য পায় = পূর্ব পদের অর্থ
- বহুব্রীহি সমাসে প্রাধান্য পায় = তৃতীয় কোনো ভিন্ন অর্থ
- দ্বিগু, কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে প্রাধান্য পায় = পর পদের অর্থ

☞ দ্বিগু সমাসকে অনেক বৈয়াকরণ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

☞ কর্মধারয় সমাসকে অনেক বৈয়াকরণ আবার তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ব্যাসবাক্য দিয়ে সহজে সমাস চেনার উপায়

- 'ও' 'এবং' 'আর' দিয়ে দ্বন্দ্ব
- 'যে', 'যিনি', 'যেটি'/'যিনি', 'তিনি' দিয়ে হয় কর্মধারয়;
- ব্যয়হীন পদটি অব্যয়ীভাব;
- 'যাহার' যোগে বহুব্রীহি;
- সমাহারে দ্বিগু হয়,
- বিভক্তি লোপ হলে তৎপুরুষ;
- বিভক্তি লোপ না হলে অলুক সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস

এখানে দ্বন্দ্ব অর্থ জোড়া। যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ এবং পরপদ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম।

দ্বন্দ্ব সমাস নির্ণয়ের কৌশল:

- প্রথম পদ যদি বিশেষ্য/বিশেষণ/ক্রিয়া/সর্বনাম হয় তাহলে দ্বিতীয় পদ বিশেষ্য/বিশেষণ/ক্রিয়া/সর্বনাম হবে।
- পূর্বপদ ও পরপদে একই বিভক্তি থাকে।
- শব্দ হবে জোড়া জোড়া।
- দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাসবাক্যে (এবং, ও, আর) এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস

- সাধারণ দ্বন্দ্ব : একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – কালি ও কলম = কালিকলম।
- মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
- বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
- বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
- অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ডু, নাক-মুখ ইত্যাদি।
- সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
- সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
- প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
- দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
- দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।
- দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
- দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন – দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

বহুপদী দ্বন্দ্ব: তিন বা তারও বেশি পদ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম।

একশেষ দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। এক্ষেত্রে সমস্ত পদ সর্বদা বহুবচন হয়। যেমন – সে, তুমি ও আমি = আমরা। তাঁর, তোমার ও আমার = আমাদের।

কর্মধারয় সমাস

বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় এবং যেখানে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে 'কর্মধারয়' সমাস বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম; ফুলের মতো কুমারী = ফুলকুমারী ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস নির্ণয়ের কৌশল: ব্যাসবাক্যে যে, সে, যেই, সেই, যিনি, তিনি, যা, তা ইত্যাদি থাকলে কর্মধারয় সমাস হয়ে থাকে।

প্রকারভেদ:

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার। যথা –

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ২. উপমান কর্মধারয়, ৩. উপমিত কর্মধারয়, ৪. রূপক কর্মধারয়

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পেয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে মধ্য পদটি ব্যাখ্যামূলক হয়। যেমন – সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র = চিকিৎসাশাস্ত্র, জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
প্রীতিভোজ	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ	বৌভাত	বৌ পরিবেশন করা ভাত
জীবন বীমা	জীবন রক্ষার্থে বীমা	রেলগাড়ি	রেলের উপর চলে যে গাড়ি
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	রাষ্ট্রনীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
জাদুঘর	জাদু পরিপূর্ণ ঘর	ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	একাদশ	এক অধিক দশ
রান্নাঘর	রান্না করার ঘর	হাতপাখা	হাতে চালানো পাখা
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী

২. উপমান কর্মধারয় সমাস: সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

ব্যাখ্যা: যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাকে উপমান পদ বলে। আর যাকে তুলনা করা হয়, তাকে উপমেয় পদ বলে। প্রত্যক্ষ বস্তু উপমেয়। আর পরোক্ষ বস্তু উপমান। এই সমাসে একটি বিশেষণ পদ থাকে। যেমন – ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ। এখানে, তুলনা করা হয়েছে ভ্রমরের সাথে, তাই 'ভ্রমর' এখানে উপমান পদ। তুলনা করা হয়েছে 'কেশ' কে। তাই 'কেশ' এখানে উপমেয় পদ। আর সাধারণ ধর্ম বা গুণ হলো কৃষ্ণ।

নির্ণয় কৌশল: বিশেষ্য ও বিশেষণ = উপমান কর্মধারায় সমাস। সমস্ত পদটির মধ্যে একটি বিশেষণ থাকবে। পরপদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষণ হয়। এর দ্বারা বাস্তবসম্মত তুলনা করা হয়।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র
প্রস্তরকঠিন	প্রস্তরের ন্যায় কঠিন	কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো
অগ্নিশর্মা	অগ্নির ন্যায় শর্মা	কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল
ফুটিফাটা	ফুটির মতো ফাটা	গোবেচারা	গো (গরু)-র ন্যায় বেচারা
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা
বিড়ালতপস্বী	বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত
হিমশীতল	হিমের ন্যায় শীতল	বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক

৩. উপমিত কর্মধারয় সমাস: যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় পদের সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে দুটো পদই বিশেষ্য হয়। যেমন – সোনার মতো মুখ = সোনামুখ, বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা। এ সমাসে সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। অর্থাৎ বলা যায় যে, সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সঙ্গে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। (এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়।) এ সমাসে উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে।

নির্ণয় কৌশল: পূর্বপদ ও পরপদ দুটোই বিশেষ্য থাকবে। এর দ্বারা অবাস্তব তুলনা বুঝায়।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
নয়নপদ্ম	নয়ন পদ্মের ন্যায়	চরণপদ্ম	চরণ পদ্মের ন্যায়
পাদপদ্ম	পাদ পদ্মের ন্যায়	কথামৃত	কথা অমৃতের ন্যায়
পদ্মচক্ষু	চক্ষু পদ্মের ন্যায়	পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়
ব-দ্বীপ	ব-এর ন্যায় দ্বীপ	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়

৪. রূপক কর্মধারয় সমাস: উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভিন্নতা বোঝালে তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন – প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি ইত্যাদি।

নির্ণয় কৌশল: এক্ষেত্রে অদৃশ্যমান বস্তুর সাথে দৃশ্যমান বস্তুর তুলনা করা হয়। যেমন – বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু। এখানে বিষাদ অদৃশ্য বস্তু, সিন্ধু (সাগর) দৃশ্যমান বস্তু।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ
শোকানল	শোক রূপ অনল	হৃদয়মন্দির	হৃদয় রূপ মন্দির
জ্ঞানালোক	জ্ঞান রূপ আলোক	জ্ঞানবৃক্ষ	জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	জীবনতরী	জীবন রূপ তরী
সুখসাগর	সুখ রূপ সাগর	পরানপাখি	পরান রূপ পাখি

উপমান, উপমেয় ও রূপক কর্মধারয় সমাসগুলো প্রায় একই শ্রেণিভুক্ত পৃথক করা কষ্টসাধ্য হলেও সংক্ষিপ্ত দুটি কৌশল আছে যার মাধ্যমে খুব সহজেই এদেরকে পৃথক করা যায়। যথা-

উপমান কর্মধারয়	উপমিত কর্মধারয়	রূপক কর্মধারয়
উপমান কর্মধারয়ে পূর্ব ও উত্তরপদের একটি বিশেষণ এবং অপরটি বিশেষ্য হয়ে থাকে। যেমন – তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র। এখানে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে বিশেষ্য এবং পরপদে বিশেষণ আছে। সুতরাং 'তুষারশুভ্র' একটি উপমান কর্মধারয় সমাস। বাস্তব তুলনা বুঝায়।	উপমিত কর্মধারয় সমাসের সমস্যমান পদগুলো বিশেষ্য হয়। যেমন – সোনার মত মুখ = সোনামুখ। এখানে ব্যাসবাক্যের পূর্বপদ ও পরপদ উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ্য আছে। সুতরাং 'সোনামুখ' একটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। অবাস্তব তুলনা বুঝায়।	রূপক কর্মধারয় সমাসের সমস্যমান পদগুলো বিশেষ্য হয়। যেমন – প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি। এখানে, সমস্যমান পদগুলো বিশেষ্য। যথা- প্রাণ ও পাখি। অর্থাৎ 'প্রাণপাখি' একটি রূপক কর্মধারয় সমাস। দৃশ্যমান বস্তুর সাথে অদৃশ্যমান বস্তুর তুলনা বুঝায়।

এছাড়াও কর্মধারয় সমাসে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।
৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া পরে মোছা= ধোয়ামোছা।
৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান স্থানে 'মহা' হয়। যেমন – মহৎ যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।

৬. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন – কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।

৭. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।

৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন – সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

৯. কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, অব্যয়, উপসর্গ বসে পরপদের সাথে কর্মধারায় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন –

অব্যয়	কুকর্ম, যথাযোগ্য		সংখ্যাবাচক শব্দ	একজন, দোতলা
সর্বনাম	একাল, সেকাল		উপসর্গ	বিকাল, সকাল, বিদেশে, বেসুর

তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান বলে বিবেচিত হয় এবং পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত) বিভক্তি লোপ পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তি থাকে এবং সমাস গঠনের ফলে সেই সব বিভক্তিগুলো লোপ পায়। যেমন – ধানের ক্ষেত = ধানখেত, ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস নির্ণয়ের কৌশল: তৎপুরুষ সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। তবে পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এ সমাসের নামকরণ করা হয়।

প্রকারভেদ: তৎপুরুষ প্রধানত ছয় প্রকার। যথা –

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ২. তৃতীয়া তৎপুরুষ ৩. চতুর্থী তৎপুরুষ ৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ ৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৬. সপ্তমী তৎপুরুষ

বি.দ্র.– তবে এগুলো ছাড়াও কতিপয় তৎপুরুষ সমাস আছে (এই নামগুলো অন্য সমাসের সঙ্গেও দেখা যাবে)। যেমন –

১. নঞ্ তৎপুরুষ ২. উপপদ তৎপুরুষ ৩. অলুক তৎপুরুষ

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন- কে, রে, ব্যাপিয়া ইত্যাদি। যেমন – গাকে ঢাকা = গা ঢাকা, বইকে পড়া = বই-পড়া, চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু = চিরশত্রু ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দুঃখাতীত	দুঃখকে অতীত	চরণাশ্রিত	চরণকে আশ্রিত
শরণাগত	শরণকে আগত	কলাবেচা	কলাকে বেচা
পরলোকগত	পরলোকে গত	শোকাতীত	শোককে অতীত
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	পুত্রলাভ	পুত্রকে লাভ
দীর্ঘস্থায়ী	দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী	জীবনানন্দ	জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ
চিরবঞ্চিত	চিরকাল ব্যাপিয়া বঞ্চিত	চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন-দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি। যেমন – মন দ্বারা গড়া = মনগড়া; শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল
স্বভাবসিদ্ধ	স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ	বজ্রাহত	বজ্র দ্বারা আহত
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	রত্নশোভিত	রত্ন দ্বারা শোভিত
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	জলমগ্ন	জল দ্বারা মগ্ন
রক্তাক্ত	রক্ত দ্বারা অক্ত	বিজ্ঞানসম্মত	বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত

বি.দ্র. –

♦ ঊন, হীন, শূন্য, কম প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – জ্ঞান শূন্য = জ্ঞান দ্বারা শূন্য, বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন, একোন = এক দ্বারা ঊন, মাতৃহীন = মাতৃ দ্বারা হীন, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচকম।

♦ উপকরণবাচক বিশেষ্যপদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত; অনুরূপভাবে হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত ইত্যাদি।

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন- কে, রে, নিমিত্ত, জন্য ইত্যাদি। যেমন – দেবকে দত্ত = দেবদত্ত; বিয়ের জন্য পাগল = বিয়েপাগল ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	মুসাফিরখানা	মুসাফিরদের নিমিত্তে খানা
ছাত্রাবাস	ছাত্রদের জন্য আবাস	হজ যাত্রা	হজের নিমিত্তে যাত্রা
ডাকমাশুল	ডাকের নিমিত্তে মাশুল	মালগুদাম	মালের জন্য গুদাম
শিশুবিভাগ	শিশুদের জন্য বিভাগ	বালিকাবিদ্যালয়	বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়
চোষাকাগজ	চুষবার জন্য কাগজ	আরামকেদারা	আরামের নিমিত্তে কেদারা
পাঠশালা	পাঠের জন্য শালা	পাগলাগারদ	পাগলের নিমিত্তে গারদ

বি.দ্র.– উদ্দেশ্য বোঝাতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ হয়। তখন 'এর জন্য', 'এর নিমিত্ত', 'এর তরে' ইত্যাদি যুক্ত হয়। যেমন – মাপের জন্য কাঠি = মাপকাঠি; বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি ইত্যাদি।

বিশেষ নোট

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বনাম চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : এ দুটোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো যে –

১. যদি সমস্তপদটি দ্বারা সম্প্রদান বা নি:স্বার্থভাবে কোন কিছু দেওয়া না বুঝায় তাহলে তা দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস। যেমন – দুঃখপ্রাপ্ত = দুঃখকে প্রাপ্ত। এখানে দুঃখপ্রাপ্ত শব্দটি দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে কোন কেছু দেওয়া বুঝাচ্ছে না অর্থাৎ সম্প্রদান হচ্ছে না। তাই এটি দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস।

২. সম্প্রদান হলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হবে। সেমন: গুরুভক্তি = গুরুকে ভক্তি। এখানে গুরুকে নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি করা হচ্ছে। তাই এটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হবে।

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে পঞ্চম বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন- হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি। যেমন – পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়; বদ থেকে জাত = বজ্জাত ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
খাঁচাছাড়া	খাঁচা থেকে ছাড়া	পদচ্যুত	পদ থেকে চ্যুত
বিলাতফেরত	বিলাত থেকে ফেরত	ভদ্রেতর	ভদ্র হতে ইতর
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	স্বর্গভ্রষ্ট	স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট
জন্মান্ধ	জন্ম থেকে অন্ধ	সর্বশ্রেষ্ঠ	সর্ব থেকে শ্রেষ্ঠ
আগাগোড়া	আগা থেকে গোড়া	স্নাতকোত্তর	স্নাতক থেকে উত্তর

সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট, লব্ধ, বঞ্চিত ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে থাকলে সে ক্ষেত্রে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – লক্ষ্য থেকে চ্যুত = লক্ষ্যচ্যুত, দুগ্ধ থেকে জাত = দুগ্ধজাত, বিদেশ থেকে আগত = বিদেশাগত, বন্ধন থেকে মুক্ত = বন্ধনমুক্ত, স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো, পথ থেকে ভ্রষ্ট = পথভ্রষ্ট, বিক্রয় থেকে লব্ধ = বিক্রয়লব্ধ, স্নেহ থেকে বঞ্চিত = স্নেহ বঞ্চিত। কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর', 'চেয়ে' ব্যবহৃত হয়। যেমন – পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন- 'র', 'এর'। যেমন – বটের তলা = বটতলা; ঘোড়ার গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
চাবাগান	চায়ের বাগান	কার্যক্ষতি	কার্যের ক্ষতি
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	মাতৃসেবা	মাতার সেবা
খেয়ার ঘাট	খেয়াঘাট	দূতাবাস	দূতের আবাস
শ্বশুরবাড়ি	শ্বশুরের বাড়ি	বজ্রসম	বজ্রের সম
বৃহস্পতি	বৃহতের পতি	হাতঘড়ি	হাতের ঘড়ি
কবিগুরু	কবিদের গুরু	মৎপ্রতি	আমার প্রতি
ক্রোড়পত্র	ক্রোড়ের পত্র	প্রাগৈতিহাসিক	ঐতিহাসিকের প্রাক্
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	মনোযোগ	মনের যোগ
জনকণ্ঠ	জনের কণ্ঠ	পৌরসভা	পৌরদের সভা
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতার পুত্র	প্রজাতন্ত্র	প্রজাদের তন্ত্র
ভুজবল	ভুজের বল	বিশ্বভারতী	বিশ্বের ভারতী (বিদ্যা)
ভারার্পণ	ভারের অর্পণ	প্রাণবধ	প্রাণের বধ
কর্ণকুহর	কর্ণের কুহর	পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ
বিশ্বকবি	বিশ্বের কবি	জীবনসঞ্চার	জীবনের সঞ্চার
মধ্যাহ্ন	অহ্নের (দিনের) মধ্যভাগ	সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

(১) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, রাজা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে- 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'রাজ' 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন –
গজনীর রাজা = গজনীরাজ, পিতার ধন = পিতৃধন, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি।

(২) পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রতিম থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন –
কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদর প্রতিম/সোদরপ্রতিম

(৩) কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা- অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ।

(৪) পরপদে রাজি, গ্রাম, গণ, বৃন্দ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন –
ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ ইত্যাদি।

(৫) 'অর্ধ', 'মাঝ' এই শব্দগুলি পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়।
যেমন – পথের অর্ধ = অর্ধপথ, সেরের অর্ধ = অর্ধ সের, পথের মাঝে = মাঝপথ ইত্যাদি।

(৬) ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্ত পদে তা আগে বসে। যেমন –
পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।

(৭) শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে ব্যাসবাক্যে তার আগে স্ত্রী-বাচক শব্দ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্তপদে এই স্ত্রী-বাচক শব্দগুলোর স্ত্রী-প্রত্যয় 'ঈ' (ী) লুপ্ত হয়ে সেগুলো পুরুষবাচক হয়ে যায়। যেমন –
হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব, কুকুরীর ছানা = কুকুরছানা, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন- এ, য়, তে ইত্যাদি। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দিবানিদ্রা	দিবায় নিদ্রা	অকালপক্ক	অকালে পক্ক
রথারোহণ	রথে আরোহণ	মাথাব্যথা	মাথায় ব্যথা
গাছপাকা	গাছে পাকা	বাকপটু	বাকে পটু
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	রাতকানা	রাতে কানা

এখানে লক্ষণীয় যে, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কখনো কখনো ব্যাসবাক্যের পূর্বপদটি সমস্তপদে পরে বসে। যেমন – অভূতপূর্ব = পূর্বে অভূত; ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত, অদৃষ্টপূর্ব = পূর্বে অদৃষ্ট ইত্যাদি।

অলুক তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে তৎপুরুষ সমাস হলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। 'অলুক' শব্দের অর্থ অ- লোপ, অর্থাৎ লোপ না হওয়া। যেমন – সোনার তরী = সোনার তরী, চিনির বলদ = চিনির বলদ, তেলে ভাজা = তেলে ভাজা; খেলার মাঠ = খেলার মাঠ ইত্যাদি।

তবে লক্ষ রাখতে হবে যে, গায়ে-হলুদ, হাতে-খড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ সমাস নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস: কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন – পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ, অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগামী।

নির্ণয়ের কৌশল: উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণগুলো সাধারণত এক কথায় প্রকাশ-এর মতো হয়ে থাকে এবং ব্যাসবাক্যে ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থাকে।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	কল্পনাবিলাসী	কল্পনায় বিলাস করে যে
কীটনাশক	কীটকে নাশ করে যা	ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে
ক্ষমতাসীন	ক্ষমতায় আসীন যে	গায়ে পড়া	গায়ে পড়ে যে
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	জাদুকর	জাদু করে যে
ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে	ধামাধরা	ধামা ধরে যে
তন্তুবায়	তন্তু বয়ন করে যে	পকেটমার	পকেট মারে যে
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	প্রিয়ংবদা	প্রিয় বাক্য/কথা বলে যে
পূর্বোক্ত	পূর্বে উক্ত যা	বাস্তুহারা	বাস্তু হারিয়েছে যে
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্ন করেন যিনি	বিবেকবিবর্জিত	বিবেককে বর্জন করেছে যে
বর্ণচোরা	বর্ণ চুরি করে যে	মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে
মাছিমারা	মাছি মারে যে	সত্যবাদী	সত্য বলে যে
শিরোধার্য	শিরে ধার্য যা	স্বর্ণকার	স্বর্ণ (অলংকার) তৈরি করে যে

এখানে জ্ঞাতব্য যে, কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে তাকে উপপদ বলে। যেমন – কুম্ভাকার = কুম্ভ + √কৃ + অ- এখানে কুম্ভ উপপদ। কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার= উপপদ তৎপুরুষ সমাস। কোনো পদ বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ, তারপর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম পদটিকে বলে উপপদ।

নঞ তৎপুরুষ: পূর্বপদে নঞর্থক বা না বাচক অব্যয় (না, ন, নেই, নাই, নয়) ব্যবহৃত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। নঞ তৎপুরুষ সমাসে নঞ- এর অর্থ-না। নঞ-এর আদি উচ্চারণ নং বা নইং। নঞর্থক অব্যয়গুলো হলো-নয়, না, নেই, অ, অন, অনা, আ, গর, ন, নি, বি, বে, ইত্যাদি। ন (নঞ) স্বরবর্ণের আগে বসলে 'অন্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের আগে বসলে 'অ' হয়। যেমন – নয় অধিক = অনধিক; নেই অভ্যাস = অনভ্যাস; নয় জানা = অজানা; ন ভাব =অভাব; ন কাল = অকাল।

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
অকাতর	নয় কাতর	অক্ষত	নয় ক্ষত
অকেজো	নয় কেজো	অনমনীয়	নয় নমনীয়
অনতিবৃহৎ	নয় অতিবৃহৎ	অনর্থ	ন অর্থ
অনভিজ্ঞতা	নেই অভিজ্ঞতা	অনাদর	ন আদর
অনশন	ন অশন	অনাবৃষ্টি	নেই বৃষ্টি
অনাচার	নেই আচার	অনিষ্ট	ন ইষ্ট
অনাসক্ত	নয় আসক্ত	অনুচিত	ন উচিত
অনাহার	ন আহার	অনেক	ন এক
অনির্বচনীয়	নয় বচনীয়/নির্বচণীয় নয়	অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত
অনুর্বর	নয় উর্বর	অব্যয়	ন ব্যয়
অনৈক্য	নেই ঐক্য	অমিল	ন (নাই) মিল

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
অবুঝ	নেই বুঝ	অসত্য	ন সত্য
অসময়	ন (নয়) সময়	অস্থির	নয় স্থির
অসুখ	নয় সুখ	নাতিদীর্ঘ	নয় অতি দীর্ঘ
আগাছা	নয় গাছ	নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর
নিরুদ্বেগ	নেই উদ্বেগ	নীরব	নেই রব
বেআইনি	নয় আইনি	বেসরকারি	নয় সরকারি

দ্বিগু সমাস

যে সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে 'সমাহার' বোঝায় এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন – সপ্ত অহের (দিবস) সমাহার = সপ্তাহ।

দ্বিগু সমাস নির্ণয়ের কৌশল: দ্বিগু সমাসে প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয় এবং পরপদটি হবে বিশেষ্য। সমস্তপদটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় এবং সমস্তপদটি একটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন – তে (তিন) মাথার সমাহার = তেমাথা, নব (নয়) রত্নের সমাহার = নবরত্ন। (ব্যসবাক্যের সমীকরণ- সংখ্যা + বিশেষ্য + এর সমাহার)।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহির সাথে দ্বিগু সমাসের মিল রয়েছে। উভয়েরই পূর্বপদে সংখ্যা থাকে। এদের মধ্যে পার্থক্য করার উপায়–

(i) দ্বিগু সমাসে পরপদ প্রাধান্য পায় কিন্তু সংখ্যাবাচক বহুব্রীহির ক্ষেত্রে পরপদ প্রাধান্য পায় না, বরং তৃতীয় কোনো অর্থ বুঝায়।

(ii) দ্বিগু সমাসের সমস্তপদ বিশেষ্য কিন্তু সংখ্যাবাচক বহুব্রীহিতে সমস্তপদ বিশেষণ হয়। যেমন –

চৌরাস্তা	পরপদের প্রাধান্য	দ্বিগু সমাস	চার রাস্তার সমাহার	বিশেষ্য
চৌচালা	পরপদের প্রাধান্য নেই	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি	চার চাল আছে যার	বিশেষণ

অর্থাৎ, অর্থের দিক দিয়ে দ্বিগু সমাসের পরপদের অর্থই প্রাধান্য থাকে। অপর পক্ষে পূর্বপদ ও পরপদ কোনোটির অর্থই প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ প্রাধান্য পেলে তা হবে বহুব্রীহি সমাস।

বি.দ্র.– উভয় পদের অর্থ প্রধান হলে তা হবে দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন – সাতপাঁচ = সাত ও পাঁচ, সমষ্টি বা সমাহার না বুঝিয়ে পরপদের অর্থ প্রধান হলে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – চতুর্দোলা = চার জন বাহিত দোলা।

অনুরূপভাবে – (দ্বিগু সমাস)

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
অষ্টধাতু	অষ্ট (আট) ধাতুর সমাহার	শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার
পঞ্চভূত	পঞ্চ (পাঁচ) ভূতের সমাহার	ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ থাকে, উত্তরপদে বিশেষ্য থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয়ে দেখা দেয় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। 'অব্যয়ীভাব' অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয় বা উপসর্গের অর্থ যোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন – কূলের সমীপে = উপকূল, দিন দিন = প্রতিদিন ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় যে, অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। যেহেতু উপসর্গও এক ধরনের অব্যয় তাই উপসর্গযোগে সব শব্দই অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

অব্যয়ীভাব সমাস নির্ণয়ের কৌশল:
- অব্যয় / উপসর্গ + বিশেষ্য = অব্যয়ীভাব সমাস।
- পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়।
- পূর্বপদে উপ, প্রতি, অনু, আ, নির, যথা, উৎ থাকে।

বিভিন্ন অর্থ	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
সামীপ্য (উপ) অর্থে	উপনগরী	নগরীর সমীপে	উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে
সাদৃশ্য (উপ) অর্থে	উপভাষা	ভাষার সদৃশ	উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ
	উপবন	বনের সদৃশ	উপনদী	নদীর সদৃশ
	উপগ্রহ	গ্রহের তুল্য	উপসাগর	সাগরের সদৃশ
বীপ্সা (প্রতি) অর্থে	প্রতিগৃহে	গৃহে গৃহে	প্রতিজন/জনপিছু	জনে জনে
	প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	প্রতিদিন	দিন দিন

অনতিক্রম (যথা) অর্থে	যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে
	যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে
অভাব (নিঃ/নির) অর্থে	নির্জল	জলের অভাব	নিরামিষ	আমিষের অভাব
	নিরুৎসাহ	উৎসাহের অভাব	নির্ভাবনা	ভাবনার অভাব
ঈষৎ (আ) অর্থে	আনত	ঈষৎ নত	আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম
পর্যন্ত (আ) অর্থে	আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	আমরণ	মরণ পর্যন্ত
	আসমুদ্রহিমাচল	সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	আকৈশোর	কৈশোর পর্যন্ত
	আমূল	মূল পর্যন্ত	আপাদমস্তক	পদ হতে মস্তক পর্যন্ত
	আজানু	জানু পর্যন্ত	আজন্ম	জন্ম (বিনাশ) পর্যন্ত।
অতিক্রান্ত (উৎ) অর্থে	উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত
বিরোধ (প্রতি) অর্থে	প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাদ	প্রতিকূল	বিরুদ্ধ কূল
পশ্চাৎ (অনু) অর্থে	অনুধাবন	পশ্চাৎ ধাবন	অনুসরণ	পশ্চাৎ সরণ
দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর)	পরোক্ষ	অক্ষির অগোচরে	প্রপিতামহ	পিতামহের পূর্ব
প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি)	প্রতিচ্ছায়া	ছায়ার প্রতিনিধি	প্রতিচ্ছবি	ছবির প্রতিনিধি

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্ব পদ বা পর পদ - কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এখানে বহু অর্থ অনেক আর 'ব্রীহি' অর্থ ধান অর্থাৎ 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ বহু ধান আছে এমন ব্যক্তি। যেমন – নীলকণ্ঠ = নীল (বিষ) কণ্ঠ যার। এই শব্দে নীল বা কণ্ঠ কোনটির অর্থই প্রধান নয়, বরং এখানে শিবকে বুঝানো হয়েছে (বিষপানে শিবের কণ্ঠ নীল হয়ে গিয়েছিল। তাই তার অন্য নাম 'নীলকণ্ঠ')। অর্থাৎ এই ধরনের সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনটির অর্থই প্রধান্য পাবে না।

বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের কৌশল:
- এ সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে, অন্য কোনো তৃতীয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়।
- ব্যাসবাক্যে 'যে', 'যিনি', 'যার' প্রভৃতি শব্দ থাকবে।

প্রকারভেদ: বহুব্রীহি সমাস বেশ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা –

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস ২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস ৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস ৪. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস
৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস ৬. অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস ৭. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস ৮. অলুক বহুব্রীহি সমাস
৯. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস

(নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। সেখানে অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উল্লেখ নেই।)

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
উচ্চশির	উচ্চ শির যার	নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার
সুশ্রী	সু শ্রী যার	পক্বকেশ	পক্ব কেশ যার
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার	খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনটিই সাধারণত বিশেষণ নয় (অন্যপদ), তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। পূর্বপদ ও পরপদ সাধারণত বিশেষ্য হয়। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
দুকানকাটা	দুই কান কাটা যার	বজ্রদেহ	বজ্রতে দেহ যার
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	ছাপোষা	ছা পোষা যার

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসে দুটি একরূপ বিশেষ্য দিয়ে এক জাতীয় কাজ বোঝায়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। অথবা, ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্ব পদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিল
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ঘুষাঘুষি	ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া

নঞ্বহুব্রীহি সমাস: নঞর্থক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস তাকে নঞ্বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
নিষ্কলঙ্ক	নাই কলঙ্ক যার	বেকার	কর্ম নাই যার
বিপত্নীক	বিগত পত্নী যার	বেহায়া	নেই হায়া যার
বেওয়ারিশ	বে (নাই) ওয়ারিশ যার	নিরক্ষর	অক্ষরজ্ঞান নেই যার

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত কোনো পদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কমলাক্ষ	কমলের মতো অক্ষি যার	বিড়ালচোখী	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
কাঞ্চনপ্রভা	কাঞ্চন বা সোনার মতো প্রভা যার	শূর্পণখা	শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর
দশবছুরে	দশ বছর বয়স যার	সোনামুখী	সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার

অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস: ব্যাসবাক্যের শেষপদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন – দশবছুরে (দশ বছর বয়স যার), বিশমণি (বিশ মণ পরিমাণ যার) ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
তেপায়া	তিন পায়া যার	সহস্রলোচন	সহস্র লোচন যার
দ্বিপদী	দুই পদ যার	দশানন	দশ আনন (মুখ) যার
দোনলা	দুটি নল যার	চৌচালা	চৌ (চার) চাল যে ঘরের

এখানে লক্ষ রাখতে হবে যে,

(১) দ্বিগু সামসের পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক শব্দ হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয়। যেমন – দ্বিগু সমাস: চৌ রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। অপরপক্ষে- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বা পরপদে অর্থ প্রধান না হয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ প্রধান হয়, বহুব্রীহি: চৌ চালা আছে যার = চৌচালা (ঘর বুঝায়)।

(২) দ্বিগু সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন – চার ভুজের সমাহার = চতুর্ভুজ (বিশেষ্য)। অন্যদিকে, সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদটি বিশেষণ হয়। যেমন – তিন পায়া যার = তেপায়া (বিশেষণ)।

ব্যতিক্রম – সেতার।

অলুক বহুব্রীহি সমাস: বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি বজায় থাকলে এবং কোনো পদের পরিবর্তন না হলে তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	পায়েবেড়ি	পায়ে বেড়ি আছে যার
মুখে ভাত	মুখে ভাত দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস: যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
একচোখা (চোখ+আ)	এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার	দোমনা (মন+আ)	দুই দিকে মন যার
ঘরমুখো(মুখ+ও)	ঘরের দিকে মুখ যার	ঊনপাঁজুরে (পাঁজুর+এ)	ঊন পাঁজুর যার
নি-খরচে (খরচ+এ)	নিঃ (নেই) খরচ যার	তেভাগা (ভাগ+আ)	তিন (তে) ভাগ যার

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস: কোনো নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ বহুব্রীহি সমাস বলে গণ্য তাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার	জীবন্মৃত	জীবিত থেকেও যে মৃত
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যার	পণ্ডিতমূর্খ	পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ
নরপশু	নরাকারের পশু যে	সুহৃদ	সু (শোভন) হৃদয় যার

বহুব্রীহি সমাসের গঠন প্রণালি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু তথ্য

০১। এ সমাসে যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

০২। 'সহ'/'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ'/'সহিত' স্থলে 'স' হয়। যেমন – বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর>সোদর। এরূপ- সজল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

০৩। পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন – বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ- সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

০৪। সমস্তপদে 'অক্ষির' স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন – কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, ঊর্ণনাভিতে যার = ঊর্ণনাভ (মাকড়সা), পদ্মনাভিতে যার = পদ্মনাভ ইত্যাদি।

০৫। পরপদে 'জায়া' স্থলে 'জানি', 'চূড়া' স্থলে 'চূড়', 'কর্ম' স্থলে 'কর্মা', 'সমান' স্থলে 'স', 'গন্ধ' স্থলে 'গন্ধি বা গন্ধা' হয়। যেমন – যুবতী জায়া যার = যুবজানি ('যুবতী' স্থলে 'যুব' হয়েছে), চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা, সমান কর্মী যে = সহকর্মী সুগন্ধ যার = সুগন্ধি ইত্যাদি।

অন্যান্য সমাস

প্রাদি সমাস: প্র, প্রতি, অনু ইত্যাদি উপসর্গের সঙ্গে যদি কৃদন্ত পদ বা নাম পদের সমাস হয়, তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন – প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	উৎকেন্দ্র	উদগত কেন্দ্র
অভিমুখ	অভি গত মুখ	প্রপিতামহ	প্র (গত) পিতামহ
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) ভাত (জ্যোতি)	অনুতাপ	অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ

বি.দ্র.– ড. মুহম্মদ এনামুল হক এর মতে, অব্যয়ীভাব সমাস এবং প্রাদি সমাস এক পর্যায়ভুক্ত। ড. সুকুমার সেনের মতে, ব্যাসবাক্য নেই বলে প্রাদি সমাসকে নিত্য সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আবার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, এই ধরনের সমাস তৎপুরুষ সমাসেরই রূপান্তর মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে তৎপুরুষ, নিত্য সমাস ও অব্যয়ীভাব – এই তিনটি সমাসের সাথেই প্রাদি সমাসের সম্পর্ক দেখা যায়, তাই অনেক ব্যাকরণবিদই একে আলাদা সমাসের প্রকারভেদ বলে গণ্য করতে আগ্রহী হন না।

মনে রাখার উপায়: প্রগতির প্রপিতামহ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে প্রভাত বেলা পরিভ্রমণ করতে কাপুরুষতা দেখানোর প্রবচন তুল্য অনুতাপ করতে হলো।

নিত্য সমাস: যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো সবসময় একসঙ্গে থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না; তাকে নিত্য সমাস বলে। নিত্য সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। ব্যাসবাক্য না থাকলে অন্য শ্রেণির সমাসকেও নিত্য সমাস বলে। এক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যের প্রথমে 'অন্য' বা 'কেবল' শব্দটি বসে। যেমন – অন্য দেশ = দেশান্তর, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। ব্যাসবাক্যে শেষ শব্দ অনেক সময় তুল্য থাকে। যেমন দুগ্ধ ফেনার তুল্য = দুগ্ধফেননিভ।

অনুরূপভাবে –

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কালান্তর	অন্য কাল	দেশান্তর	অন্য দেশ
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নামান্তর	অন্য নাম
দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপ	ভাষান্তর	অন্য ভাষা
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	যুগান্তর	অন্য যুগ
আমরা	তুমি, আমি ও সে	কালসাপ	কাল তুল্য সাপ

সুপসুপা সমাস: বিভক্তি যুক্ত এক পদের সঙ্গে অন্য এক বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে সুপসুপা সমাস বলে। এখানে বিভক্তিযুক্ত নামপদের সাথে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের সমাস হয়। যেমন – পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব; রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমাস

মূলশব্দ	সমাস	মূলশব্দ	সমাস	মূলশব্দ	সমাস
অগ্রপশ্চাৎ	দ্বন্দ্ব সমাস	পণ্ডিতমশাই	সাধারণ কর্মধারয়	প্রাণচঞ্চল	কর্মধারয় সমাস
আজকাল	দ্বন্দ্ব সমাস	বালুঘড়ি	সাধারণ কর্মধারয়	বেগুনভাজা	কর্মধারয় সমাস
জনমানব	দ্বন্দ্ব সমাস	ছায়াবাজি	সাধারণ কর্মধারয়	মহাপৃথিবী	কর্মধারয় সমাস
হ্রাসবৃদ্ধি	দ্বন্দ্ব সমাস	ভেলকিবাজি	সাধারণ কর্মধারয়	মিঠাকড়া	কর্মধারয় সমাস
ভুনাখিচুড়ি	সাধারণ কর্মধারয়	কাঁচামিঠে	সাধারণ কর্মধারয়	যাবজ্জীবন	কর্মধারয় সমাস
বুড়োমানুষ	সাধারণ কর্মধারয়	নিমরাজি	সাধারণ কর্মধারয়	সজ্জন	কর্মধারয় সমাস
খাসজমি	সাধারণ কর্মধারয়	ভাজা-পোড়া	সাধারণ কর্মধারয়	চন্দনস্নিগ্ধ	উপমান কর্মধারয়
কালোবাজার	সাধারণ কর্মধারয়	কাঁচা-পাকা	সাধারণ কর্মধারয়	সিঁদুর-রাঙা	উপমান কর্মধারয়
হারাধন	সাধারণ কর্মধারয়	ভালোমন্দ	সাধারণ কর্মধারয়	রক্তকমল	উপমিত কর্মধারয়
বড়দা	সাধারণ কর্মধারয়	কদাকার	কর্মধারয় সমাস	বিদ্যাধন	রূপক কর্মধারয়
পাকাচুল	সাধারণ কর্মধারয়	ক্রীতদাস	কর্মধারয় সমাস	ডাকমাশুল	চতুর্থী তৎপুরুষ
কুনজর	সাধারণ কর্মধারয়	নবপৃথিবী	কর্মধারয় সমাস	চোষ-কাগজ	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাক্তারবাবু	সাধারণ কর্মধারয়	বাঁধন-ছেঁড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	রসুইখানা	চতুর্থী তৎপুরুষ
আয়কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	মেয়ে-ভোলানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	গোঁসাঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
জীবনবীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	ঘুম-তাড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	পাঠশালা	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাকবার্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	ঘুম-ভাঙানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	খেলাঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
ধর্মঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	কান-কাটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	বাসভূমি	চতুর্থী তৎপুরুষ
সন্ধ্যাপ্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	ঘর-সাজানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	হিসাবখাতা	চতুর্থী তৎপুরুষ
সিঁদুর-কৌটা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	ঢাক-বাজানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	বৈঠকখানা	চতুর্থী তৎপুরুষ
দেয়াল-ঘড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	ফুল-তোলা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	দেশপলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ
হাত-ঘড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	কাপড়-কাচা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	মেঘমুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
মানি-ব্যাগ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	হাড়-ভাঙা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	ঘর-ছাড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ছায়াশীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ	নারকেল-পাড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	নোঙর-ছাড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ	তমসাচ্ছন্ন	তৃতীয়া তৎপুরুষ	ডাল-ছেঁড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ঢেঁকিছাটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	চিনিমাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	আগা-গোড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দেশবিভাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	মধুমাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	ঘর-পালানো	পঞ্চমী তৎপুরুষ
কাঠ-কাটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	চিনিপাতা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	গল্পপ্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বনমধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	তাসখেলা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	গৃহকর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভারার্পণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	লাঠিপেটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	জীবনসঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভুজবল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	জলভেজানো	তৃতীয়া তৎপুরুষ	নবীনবরণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মামাবাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঢেঁকি-ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	পাষাণস্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মার্তণ্ডপ্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	তপোবন	৪র্থী তৎপুরুষ	ক্ষীণজীবী	উপপদ তৎপুরুষ
মৃগশিশু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	অকালপক্ক	সপ্তমী তৎপুরুষ	গায়েপড়া	উপপদ তৎপুরুষ
রাজনীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	অকালমৃত্যু	সপ্তমী তৎপুরুষ	বাস্তুহারা	উপপদ তৎপুরুষ
রাজপুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	গাছপাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ	বাজিকর	উপপদ তৎপুরুষ
রাজহংস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	বনভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ	মৃত্যুঞ্জয়	উপপদ তৎপুরুষ
রাষ্ট্রপতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঘরবসত	সপ্তমী তৎপুরুষ	শ্মশানচারী	উপপদ তৎপুরুষ
ঘাসফুল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঢাকাবাস	সপ্তমী তৎপুরুষ	সত্যবাদী	উপপদ তৎপুরুষ
আমপাতা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	পানিবন্দি	সপ্তমী তৎপুরুষ	অনুগমন	অব্যয়ীভাব সমাস
ভালুক-নাচ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঘরবন্দি	সপ্তমী তৎপুরুষ	আকর্ণ	অব্যয়ীভাব সমাস
আমগাছ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	মাথাজোড়া	সপ্তমী তৎপুরুষ	আজীবন	অব্যয়ীভাব সমাস

মূলশব্দ	সমাস	মূলশব্দ	সমাস	মূলশব্দ	সমাস
রেল-কুলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	কোণঠাসা	সপ্তমী তৎপুরুষ	দুর্ভিক্ষ	অব্যয়ীভাব সমাস
সভাপতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঘাড়ধাক্কা	সপ্তমী তৎপুরুষ	একচোখা	বহুব্রীহি সমাস
বাউলগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	রাতকানা	সপ্তমী তৎপুরুষ	সবান্ধব	বহুব্রীহি সমাস
পটলচারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	গোলা-ভরা	সপ্তমী তৎপুরুষ	চন্দ্রচূড়	বহুব্রীহি সমাস
তেঁতুলগাছ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	গাল-ভরা	সপ্তমী তৎপুরুষ	দশানন	বহুব্রীহি সমাস
ক্লাবঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	পুঁথি-গত	সপ্তমী তৎপুরুষ	পরিভ্রমণ	প্রাদি সমাস
অনাহার	নঞ তৎপুরুষ	অনর্থ	নঞ তৎপুরুষ	প্রভাব	প্রাদি সমাস
নামঞ্জুর	নঞ তৎপুরুষ	অপর্যাপ্ত	নঞ তৎপুরুষ	প্রহার	প্রাদি সমাস
বেহিসাবি	নঞ তৎপুরুষ	অসত্য	নঞ তৎপুরুষ	দ্বীপান্তর	নিত্য সমাস
সতীর্থ	বহুব্রীহি সমাস	অনৈক্য	নঞ বহুব্রীহি	মাথাপিছু	নিত্য সমাস
কোলাকুলি	ব্যতিহার বহুব্রীহি	বেওয়ারিশ	নঞ বহুব্রীহি	বিরানব্বই	নিত্য সমাস
রক্তারক্তি	ব্যতিহার বহুব্রীহি	বেকায়দা	নঞ বহুব্রীহি	দিনভর	নিত্য সমাস

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ইংরেজি (ঘ) সংস্কৃত

০২। কোন সমাসে উভয়পদই সমান প্রাধান্য পায়?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) প্রাদি সমাস

০৩। তৎপুরুষ সমাসে কোন পদ প্রধান?
(ক) পূর্ব পদ (খ) পরপদ (গ) অন্যপদ (ঘ) উভয়পদ

০৪। 'চিনিপাতা'-এর ব্যাসবাক্য-
(ক) চিনি দিয়ে পাতা (খ) চিনি মিশ্রিত পাতা (গ) চিনি ও পাতা (ঘ) চিনির পাতা

০৫। যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কী পদ বলে?
(ক) সমস্যমান পদ (খ) পূর্ব পদ (গ) উত্তর পদ (ঘ) সমস্ত পদ

০৬। 'পথে ও প্রান্তরে = পথে প্রান্তরে' এটি কোন সমাস?
(ক) দ্বিগু (খ) দ্বন্দ্ব (গ) তৎপুরুষ (ঘ) কর্মধারয়

০৭। সমাসসাধিত পদ কোনটি?
(ক) চাষী (খ) মানব (গ) দম্পতি (ঘ) বোনাই

০৮। 'হাট-বাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব?
(ক) মিলনার্থে (খ) সমার্থে (গ) বিপরীতার্থে (ঘ) বিয়োগার্থে

০৯। 'রথদেখা' কোন সমাস?
(ক) নিত্য (খ) দ্বন্দ্ব (গ) সমার্থক বহুব্রীহি (ঘ) তৎপুরুষ

১০। সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ-
(ক) ধূতি-চাদর (খ) ঘর-বার (গ) আকার-ইঙ্গিত (ঘ) বুক-পিঠ

১১। বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত?
(ক) রবি-শশী (খ) অহি-নকুল (গ) খাওয়া-পরা (ঘ) ধনী-দরিদ্র

১২। 'নদীমাতৃক = নদী মাতা যার' এটি কোন প্রকার সমাস?
(ক) সমার্থক (খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব (গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

১৩। 'ঘর-দুয়ার' কোন ধরনের সমাসবদ্ধ পদ?
(ক) দ্বিগু সমাস (খ) সমার্থক দ্বন্দ্ব (গ) কর্মধারয় (ঘ) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব

১৪। 'মাথাপিছু' কোন সমাস?
(ক) প্রাদি সমাস (খ) বহুব্রীহি সমাস (গ) নিত্য সমাস (ঘ) দ্বন্দ্ব সমাস

১৫। 'যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর'কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব

১৬। যা কাঁচা তাই পাকা = কাঁচাপাকা- কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) কর্মধারয় সমাস (গ) দ্বিগু সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস

১৭। মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ- এটি কোন ধরনের কর্মধারয় সমাস?
(ক) মধ্যপদলোপী (খ) উপমান (গ) উপমিত (ঘ) রূপক

১৮। 'নীলাম্বর' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

১৯। কোনটি রূপক সমাস নয়?
(ক) বাহুলতা (খ) ক্রোধানল (গ) বিষাদ-সিন্ধু (ঘ) জ্ঞানবৃক্ষ

২০। 'রাজর্ষি' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) যিনি ঋষি তিনিই রাজা (খ) যিনি রাজা তিনি ঋষি (গ) যিনি রাজা যিনি ঋষি (ঘ) যিনি ঋষি তিনি রাজা

২১। মনমাঝি-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) মনের মাঝি (খ) মন রূপ মাঝি (গ) মন মাঝির ন্যায় (ঘ) মন ও মাঝি

২২। 'শশব্যস্ত' কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

২৩। 'সিংহপুরুষ' কোন সমাস?
(ক) উপমান কর্মধারয় (খ) উপপদ তৎপুরুষ (গ) উপমিত কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

২৪। 'মৌমাছি'- কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় সমাস (খ) বহুব্রীহি সমাস (গ) দ্বিগু সমাস (ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

২৫। 'সংবাদপত্র' কোন সমাস?
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (খ) দ্বন্দ্ব (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

২৬। 'মহর্ষি' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) দ্বিগু

২৭। নরাধম শব্দটি কোন সমাস?
(ক) দ্বিগু সমাস (খ) কর্মধারয় সমাস (গ) দ্বন্দ্ব সমাস (ঘ) তৎপুরুষ সমাস

২৮। কোন সমাসে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না?
(ক) উপমিত কর্মধারয় (খ) রূপক কর্মধারয় (গ) উপমান কর্মধারয় (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

২৯। মহাকীর্তি-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) মহান যে কীর্তি (খ) মহা যে কীর্তি (গ) মহতী যে কীর্তি (ঘ) মহান কীর্তি যার

৩০। 'খাসমহল' (খাস যে মহল) কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

৩১। 'হারামনি' কোন সমাস (হারিয়েছে যে মনি)?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৩২। বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কী?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি

৩৩। 'লঙ্কা বাটা'এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) লঙ্কা ও বাটা (খ) যা লঙ্কা তাই বাটা (গ) লঙ্কার বাটা (ঘ) বাটা যে লঙ্কা

৩৪। কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস?
(ক) গুরুদেব (খ) মৌমাছি (গ) মহাজন (ঘ) কাঁচামিঠে

৩৫। 'নবপৃথিবী' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) নব ও পৃথিবী (খ) নব পৃথিবী যার (গ) নব পৃথিবীর ন্যায় (ঘ) নব যে পৃথিবী

৩৬। 'নরাধম' কোন সমাস?
(ক) অব্যয়ীভাব সমাস (খ) কর্মধারয় সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৩৭। 'যৌবন সূর্য' কোন সমাস?
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস (খ) দ্বন্দ্ব সমাস (গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস (ঘ) রূপক কর্মধারয় সমাস

৩৮। 'হজ্জযাত্রা' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) ৩য়া তৎপুরুষ (খ) ৪র্থী তৎপুরুষ (গ) ৫মী তৎপুরুষ (ঘ) ৭মী তৎপুরুষ

৩৯। 'মনগড়া' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি

৪০। 'বিয়েপাগল' শব্দটি কোন সমাস?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) ৪র্থী তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) কর্মধারয়

৪১। 'অনাদর' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) ন আদর (খ) আদরের অভাব (গ) অনেক আদর (ঘ) নাই আদর

৪২। 'ইত্যাদি' কোন সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) অব্যয়ীভাব (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি

৪৩। 'বইপড়া' (বইকে পড়া) কোন সমাস?
(ক) বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব

৪৪। 'ছায়াশীতল' কোন সমাস (ছায়াতে শীতল)?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৪৫। পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলে-
(ক) বহুব্রীহি সমাস (খ) দ্বন্দ্ব সমাস (গ) কর্মধারয় সমাস (ঘ) তৎপুরুষ সমাস

৪৬। 'বিশ্বকবি' এর ব্যাসবাক্য কি হবে?
(ক) বিশ্বরূপ কবি (খ) যিনি বিশ্বের কবি (গ) বিশ্ব ও কবি (ঘ) বিশ্বের কবি

৪৭। পাপমুক্ত (পাপ হতে মুক্ত) কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৪৮। 'পকেটমার' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) পঞ্চমী তৎপুরুষ (খ) উপপদ তৎপুরুষ (গ) প্রাদি সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৪৯। 'কোলাকুলি' কোন সমাস?
(ক) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি (খ) অলুক বহুব্রীহি (গ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি (ঘ) ব্যতিহার বহুব্রীহি

৫০। 'আশীবিষ' কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব

৫১। 'লাঠালাঠি' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) বহুব্রীহি সমাস (গ) দ্বিগু সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস

৫২। নিচের কোনটি নিত্য সমাস?
(ক) ভালমন্দ (খ) বেয়াদব (গ) পঞ্চনদ (ঘ) দেশান্তর

৫৩। 'কানাকানি'কোন বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
(ক) ব্যতিহার বহুব্রীহি (খ) কর্মধারায় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) দ্বিগু

৫৪। 'গায়ে হলুদ' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) দ্বিগু

৫৫। 'বীণাপাণি' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) কর্মধারয় সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৫৬। 'চৌচালা' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) বহুব্রীহি (খ) দ্বিগু (গ) তৎপুরুষ (ঘ) কর্মধারয়

৫৭। 'দিগম্বর' (দিক অম্বর যার) কোন সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) বহুব্রীহি (গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

৫৮। 'সবান্ধব' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৫৯। 'আশীবিষ' (আশীতে বিষ যার) কোন সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৬০। 'নদীমাতৃক' শব্দের সমাস হলো-
(ক) নদী মাতা যার (খ) নদীতে মাতা আছে যার (গ) নদী ও মাতা (ঘ) নদী এবং মাতৃকা

৬১। 'অবোধ' কোন সমাস (নাই বোধ যার)?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি

৬২। কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
(ক) ওলকপি (খ) কবিগুরু (গ) আটঘাট (ঘ) ঊনপাঁজুরে

৬৩। দ্বিগু সমাসে কোন পদ প্রধান?
(ক) পরপদ (খ) পূর্বপদ (গ) উভয় পদ (ঘ) অন্যপদ

৬৪। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদে বসে কোন সমাস হয়?
(ক) বহুব্রীহি সমাস (খ) তৎপুরুষ সমাস (গ) দ্বিগু সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস

৬৫। 'পঞ্চনদ' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বিগু (ঘ) অব্যয়ীভাব

৬৬। 'উপকণ্ঠ' শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) কণ্ঠের সমীপে (খ) কণ্ঠের সদৃশ (গ) উপ যে কণ্ঠ (ঘ) কণ্ঠ পর্যন্ত

৬৭। কোন সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না?
(ক) অলুক সমাস (খ) নিত্য সমাস (গ) প্রাদি সমাস (ঘ) উপপদ

৬৮। পূর্বপদ প্রধান সমাস কোনটি?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) অব্যয়ীভাব (গ) তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি

৬৯। কূলের সমীপে = উপকূল, এটি কোন সমাস?
(ক) দ্বিগু (খ) দ্বন্দ্ব (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

৭০। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি?
(ক) অহিনকুল (খ) আমরা (গ) উপকূল (ঘ) উপশহর

৭১। 'আমরণ' কোন সমাস (মরণ পর্যন্ত)?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

৭২। কোনটি নিত্য সমাস?
(ক) কলেছাঁটা (খ) ভবনদী (গ) জয়ধ্বনি (ঘ) গ্রামান্তর

৭৩। 'অনুতাপ' (তাপের পশ্চাৎ) কোন সমাস?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি

৭৪। কোন সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না?
(ক) প্রাদি সমাস (খ) নিত্য সমাস (গ) দ্বন্দ্ব সমাস (ঘ) অলুক সমাস

৭৫। 'দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই' কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ?
(ক) প্রাদি সমাস (খ) দ্বিগু সমাস (গ) অব্যয়ীভাব সমাস (ঘ) নিত্য সমাস

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	▯	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	▯
২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	▯	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	▯	৪৯	ঘ	৫০	খ
৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	ক	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	ঘ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	গ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	গ
৭১	গ	৭২	ঘ	৭৩	ক	৭৪	▯	৭৫	ঘ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়- [৪২তম বিসিএস]
(ক) কৃষ্+তি (খ) কৃষ্+টি (গ) কৃ+ইষ্টি (ঘ) কৃষ্+ইষ্টি

০২। প্রচুর + য = প্রাচুর্য, কোন প্রত্যয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) কৃৎ প্রত্যয় (খ) তদ্ধিত প্রত্যয় (গ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় (ঘ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

০৩। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
(ক) কারক (খ) লিখিত (গ) বেদনা (ঘ) খেলনা

০৪। 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়- [৪০তম বিসিএস]
(ক) সর্বঙ্গ + ঈন (খ) সর্ব + অঙ্গীন (গ) সর্ব + ঙ্গীন (ঘ) সর্বাঙ্গ + ঈন

০৫। 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি –প্রত্যয় কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শ্রৎ + √ধা + অ + আ (খ) শ্রৎ + √ধা + আ (গ) শ্র + √ধা + আ (ঘ) শ্রু + √ধা + আ

০৬। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮, ৩৬তম বিসিএস]
(ক) চামার (খ) ধারালো (গ) মোড়ক (ঘ) পোষ্টাই

০৭। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) সভাসদ (খ) শুভেচ্ছা (গ) ফলবান (ঘ) তন্বী

০৮। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রলয় (খ) খণ্ডিত (গ) নিঃশ্বাস (ঘ) অনুপম

০৯। 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কি? [২৭তম বিসিএস]
(ক) মাছ + ও (খ) মেছ + ও (গ) মাছি + উয়া > ও (ঘ) মাছ + উয়া > ও

১০। 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ? [২৪তম বিসিএস]
(ক) সন্ধিজনিত (খ) প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

১১। ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]
(ক) আন (খ) আই (গ) আল (ঘ) আও

১২। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে? [১৮তম বিসিএস]
(ক) নামপদ (খ) উপপদ (গ) প্রাতিপদিক (ঘ) উপমিত

১৩। 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) দুল্ +অনা (খ) দোল্ + না (গ) দোল্ + অনা (ঘ) দোলনা + আ

১৪। প্রত্যয়গত ভাবে শুদ্ধ কোনটি? [১৬তম বিসিএস]
(ক) উৎকর্ষতা (খ) উৎকর্ষ (গ) উৎকৃষ্ট (ঘ) উৎকৃষ্টতা

১৫। কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে? [১২তম বিসিএস]
(ক) ঠগী (খ) পানাস (গ) পাঠক (ঘ) সেলামী

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	খ,ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ										

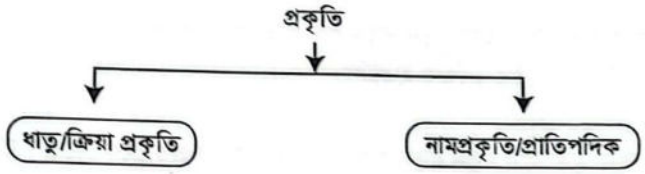
প্রকৃতি

কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ কোনো সাধিত পদ বা শব্দ থেকে যদি প্রত্যয় বা বিভক্তি সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে যে অংশ পাওয়া যায় তাকে প্রকৃতি বলে। অতএব বলা যায় যে, ক্রিয়া বা শব্দের মূলই প্রকৃতি। শব্দের মূল বলতে সাধারণত বোঝায় মৌলিক শব্দকে আর ধাতুর মূল বলতে মৌলিক ধাতুকে। 'দোকানি', 'ঢাকাই' শব্দের মূল 'দোকান', 'ঢাকা'। 'লিখা', 'করা' শব্দের মূল √লিখ্, √কর্ ইত্যাদি। এ মূলগুলোই প্রকৃতি। 'প্রকৃতি কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে √ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি (√)ব্যবহার করলে 'প্রকৃতি' শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ:

পড্	+	উয়া	=	পড়ুয়া
↓		↓		↓
প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	কৃদন্ত পদ

প্রকারভেদ:



(১) ধাতু/ক্রিয়াপ্রকৃতি

ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে ক্রিয়া প্রকৃতি/ধাতু বলে। ক্রিয়া পদকে বিশ্লেষণ করলে মূলত দুইটি উপাদান পাওয়া যায়।

যথা- ১. ধাতু/ক্রিয়া প্রকৃতি ২. ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন–

করে	=	কর	+	এ
↓		↓		↓
ক্রিয়াপদ	=	ধাতু	+	বিভক্তি

এখানে, √কর হলো ধাতু/ক্রিয়া প্রকৃতি। উল্লেখ্য যে, ধাতু/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত না হলে, তা অর্থহীন হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, ক্রিয়া পদ গঠনে ধাতুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়েই গঠিত হয় ক্রিয়াপদ।

(২) নামপ্রকৃতি

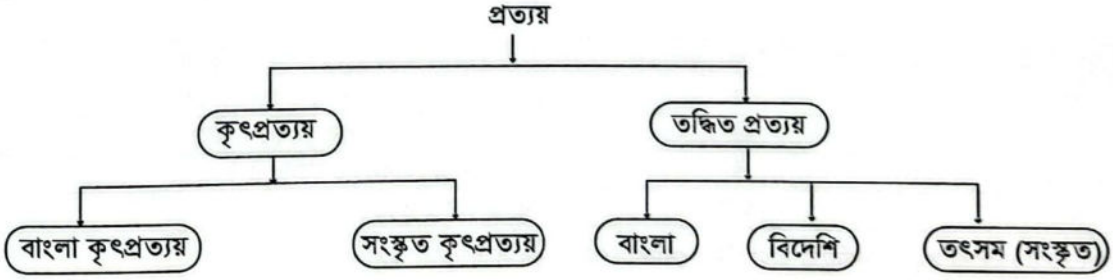
নামপদের মূল অংশকে নাম প্রকৃতি এবং বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন – মা, হাত ইত্যাদি।

প্রত্যয়

প্রত্যয় শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস, নিশ্চয় জ্ঞান। এর ব্যুৎপত্তি হলো- প্রতি + অয়। ক্রিয়ামূল বা নাম প্রকৃতির পরে যে শব্দখণ্ড যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে 'প্রত্যয়' বলে। প্রত্যয় সাধারণত শব্দের শেষে যুক্ত হয়।

যেমন— √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + ষ্ণ = মানব; এখানে, 'অন্ত' এবং 'ষ্ণ' হলো প্রত্যয়। প্রত্যয়ের সহায়তায় যেসব শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'ধরনের। যথা— (i) ধাতু (ii) শব্দ।

প্রকারভেদ:



১। কৃৎপ্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ক্রিয়া বা ধাতুর পর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন– কান্না = √ কাঁদ্ + না, দর্শনীয় = √ দৃশ্ + অনীয় ইত্যাদি।

(ক) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে বাংলা কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন– √কাঁদ্ + অন = কাঁদন, √মুড়্ + অক = মোড়ক ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

সংস্কৃত ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন– সিক্ত = √সিচ্ + ক্ত, দর্শন = √দৃশ্ + অনট ইত্যাদি।

২। তদ্ধিত প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন–লাজুক = লাজ + উক, বড়াই = বড় + আই ইত্যাদি। (এখানে, 'উক' 'আই' তদ্ধিত প্রত্যয়)

(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ব্যতীত বাকি প্রত্যয়গুলোকে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন– মিঠাই = মিঠা + আই, হাতা = হাত + আ ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

সংস্কৃত বা তৎসম নাম শব্দের সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন– প্রাত্যহিক = প্রত্যহ + ষ্ণিক, শারীরিক = শরীর + ষ্ণিক ইত্যাদি।

(গ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

বিদেশি শব্দের শেষে যে সব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয় সেসব প্রত্যয়কে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন– কারিগর = কারি + গর, বাজিকর = বাজি + কর ইত্যাদি।

কৃদন্ত পদ: কৃৎ প্রত্যয়ের সাধিত পদকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন– √চল + অন্ত = চলন্ত। এখানে, চলন্ত হলো কৃদন্ত পদ।

তদ্ধিতান্ত পদ: তদ্ধিত প্রত্যয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন শব্দকে বলা হয় তদ্ধিতান্ত পদ। যেমন– নগর + ষ্ণিক = নাগরিক (এখানে নাগরিক হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ)।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপশ্রুতি: প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরগত অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে অপশ্রুতি বলে। অপশ্রুতি তিনভাবে প্রকাশ পায়। যথা- সম্প্রসারণ, গুণ, বৃদ্ধি।

সম্প্রসারণ : প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্প্রসারণ ঘটে এই প্রক্রিয়ায়–

কী পরিবর্তন হবে	পরিবর্তিত হয়ে কী হবে	উদাহরণ
ব	উ	√বচ্ +ক্ত = উক্ত (ব-এর স্থলে উ হয়েছে)
য	ই	যজ্ + তি = ইষ্টি (য-এর স্থলে ই হয়েছে)
র	ঋ	গৃহ্ + ত = গৃহীত (র-এর স্থলে ঋ হয়েছে)

গুণ ও বৃদ্ধি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে (কৃৎ) প্রত্যয় যোগ করলে (ক্রিয়া) প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয় তাকে গুণ ও বৃদ্ধি বলে।

গুণ:

কী পরিবর্তন হবে	পরিবর্তিত হয়ে কী হবে	উদাহরণ
ই, ঈ	এ	√চিন্ + আ = চেনা (ই স্থলে এ হয়েছে); √নী + আ = নেওয়া (ঈ স্থলে এ)
উ, ঊ	ও	√ধু + আ = ধোয়া (উ স্থলে ও হয়েছে)
ঋ	অর্	√কৃ + তা = কর্তা (ঋ স্থলে অর্ হয়েছে)

বৃদ্ধি:

কী পরিবর্তন হবে	পরিবর্তিত হয়ে কী হবে	উদাহরণ
অ	আ	√পচ্ + অ (ণক) = পাচক (পচ-এর স্থলে 'আ')
ই ও ঈ	ঐ	শিশু + (অ) ষ্ণ = শৈশব (ই স্থলে 'ঐ')
উ ও ঊ	ঔ	যুব + অন = যৌবন (উ স্থলে 'ঔ')
ঋ	আর্	√কৃ + ঘ্যণ = কার্য (ঋ স্থলে 'আর্')

টি : ধাতুর আদ্যস্বরের পরবর্তী সমুদয় ধ্বনিকে বলে 'টি'। যেমন: 'পঠ্'ধাতুর সঙ্গে যুক্ত 'অঠ' হচ্ছে 'টি'।

উপধা : ধাতু বা প্রকৃতির অন্ত্যধ্বনির পূর্বের ধ্বনিকে 'উপধা' বলে।

যেমন: '√মুচ্' ধাতু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ম + উ + চ । এখানে 'চ' অন্ত্যধ্বনি এবং এর পূর্বের ধ্বনি 'উ' হলো উপধা।

ইৎ : ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রত্যয়ের যে অংশটুকু লোপ পায় তাকে 'ইৎ' বলে।

যেমন: √ক্রী + তৃচ্ = ক্রেতা। এখানে 'তৃচ্' প্রত্যয়ের 'তৃ'যুক্ত হয়েছে এবং 'চ'লুপ্ত হয়েছে। 'চ'-কে বলা হবে ইৎ।

কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ, অনা, অনি, অন্ত, অক, অন, আ, আও, আন, আনি, আরি, আল, ই, ইয়া, উ, উয়া, তা, তি, না- কৃৎ প্রত্যয়গুলো বাংলা ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন: √চাল্ + আন= চালান, √কাঁদ + অন= কাঁদন, √বাড় + তি= বাড়তি, √কাঁদ্ + না = কান্না ইত্যাদি

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

প্রত্যয়	উদাহরণ	প্রত্যয়	উদাহরণ
অ-প্রত্যয়	√ধর্ + অ = ধর, √মার্ + অ = মার ইত্যাদি।	আল-প্রত্যয়	√মাত্ + আল = মাতাল, √মিশ্ + আল = মিশাল ইত্যাদি।
অন-প্রত্যয়	√কাঁদ্ + অন = কাঁদন, নাচন, দোলন ইত্যাদি।	ই-প্রত্যয়	√ভাজ্ + ই = ভাজি, √বেড়্ + ই = বেড়ি ইত্যাদি ।
অনা-প্রত্যয়	√দুল্ + অনা = দোলনা, √খেল্ + অনা = খেলনা ইত্যাদি।	ইয়া-প্রত্যয়	√মর্ + ইয়া = মরিয়া, √নাচ্ + ইয়া = নাচিয়া ইত্যাদি।
অন্ত-প্রত্যয়	√উড়্ +অন্ত = উড়ন্ত, √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত ইত্যাদি।	উ-প্রত্যয়	√ডাক্ + উ = ডাকু, √ঝাড়্ + উ = ঝাড়ু ইত্যাদি।
অক-প্রত্যয়	√মুড়্ +অক = মোড়ক, √ঝল্ + অক = ঝলক ইত্যাদি।	উক-প্রত্যয়	√মিশ্ + উক = মিশুক, √ভাব্ + উক = ভাবুক। (কোনো কিছু করতে অভ্যস্ত অর্থে)
আ-প্রত্যয়	√পড়্ +আ = পড়া, √বাঁধ্ + আ = বাঁধা ইত্যাদি।	উয়া-প্রত্যয়	√পড়্ + উয়া = পড়ুয়া>পড়ো ইত্যাদি।
আও-প্রত্যয়	√চড়্ + আও = চড়াও, √পাকড়্ + আও = পাকড়াও ইত্যাদি।	উরি- প্রত্যয়	√ডুব্ +উরি/আরি = ডুবুরী (কর্মে দক্ষ অর্থে)
আন-প্রত্যয়	√চাল্ + আন = চালান, √মান্ + আন = মানান ইত্যাদি।	তা- প্রত্যয়	√ফির্ + তা = ফিরতা, √বহ্ + তা = বহতা ইত্যাদি।
আনি-প্রত্যয়	√জান্ +আনি = জানানি, √শুন্ + আনি = শুনানি ইত্যাদি।	তি-প্রত্যয়	√ঘাট্ + তি = ঘাটতি, √বাড়্ + তি = বাড়তি ইত্যাদি।
আরি-প্রত্যয়	√ধুন্ + আরি = ধুনারী ইত্যাদি।	না-প্রত্যয়	√কাঁদ্ + না= কাঁদনা>কান্না, √রাঁধ্ + না = রাঁধনা>রান্না, ইত্যাদি।
আরী- প্রত্যয়	√পূজ্ + আরী = পূজারী (কর্মে দক্ষ অর্থে)	আই-প্রত্যয়	√চড়্ + আই = চড়াই

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

১.ণক-প্রত্যয়: ণক প্রত্যয়ের 'ইৎ'বা বিলুপ্ত অংশ 'ণ' হয়। শব্দে ব্যবহৃত হয় 'অক'অংশ।

যেমন: √পঠ্ + ণক = √পঠ্ + অক = পাঠক।

এখানে মূল স্বরের 'বৃদ্ধি' হয়ে 'অ' স্থলে 'আ' হয়েছে; অর্থাৎ প>পা।

আরও উদাহরণ:

√গৈ + ণক (অক) = গায়ক, √নী + ণক (অক) = নায়ক

√দৃশ্ + ণক (অক) = দর্শক, √লিখ্ + ণক (অক) = লেখক

২. অনট্ প্রত্যয়: অনট্ প্রত্যয়ের 'ট' বর্জিত হয় অর্থাৎ ইৎ হয়, ব্যবহৃত হয় 'অন'।

যেমন: √শ্রু + অনট্ = √শ্রু + অন = শ্রবণ

√নী + অনট্ = √নী + অন > নে + অন = নয়ন

√ভুজ + অনট্ = ভুজ + অন = ভোজন

৩. ক্ত-প্রত্যয়: ক্ত- প্রত্যয় এ 'ক' বর্জিত হয়, ব্যবহৃত হয় ত।

যেমন: √জ্ঞা + ক্ত = √জ্ঞা + ত = জ্ঞাত, √খ্যা + ক্ত = √খ্যা + ত = খ্যাত

৪. ক্তি – প্রত্যয়: এই প্রত্যয়ের ইৎ হলো 'ক'; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'তি'।

যেমন: √গম্ + ক্তি = √গম + তি = গতি

৫. তৃচ্-প্রত্যয়: এই প্রত্যয়ে ইৎ হয় 'চ' এবং শব্দে ব্যবহৃত হয় 'তৃ'। প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়।

যেমন: √দা + তৃচ্ = √দা + তা = দাতা, √মা + তৃচ্ = মাতা

৬. ঘ্যণ-প্রত্যয়: ঘ্যণ-প্রত্যয়ের ইৎ হলো ঘ, ণ। শব্দে ব্যবহৃত হয় য (য-ফলা)।

যেমন: √কৃ + ঘ্যণ্ = কার্য্য > কার্য, √ধৃ + ঘ্যণ্ = ধার্য

৭. ণিন- প্রত্যয়: ণিন প্রত্যয়ের ইৎ অর্থাৎ বর্জিত অংশ ণ; শব্দে ব্যবহৃত হয় ইন্। ইন্ শব্দে ঈ-কার হয়।

যেমন: √গ্রহ + ণিন = গ্রাহী, √পা + ণিন = পায়ী।

৮. অল্ প্রত্যয়: এই প্রত্যয়ে 'ল' ইৎ; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'অ'।
যেমন: √জি + অল্ = জয়, √ক্ষি + অল্ = ক্ষয়

৯. শানচ্-প্রত্যয়: শ, চ, ইৎ হয়; আন বিকল্পে মান থাকে।
যেমন: √দীপ্ + শানচ্ = দীপ্যমান, √চল্ + শানচ্ = চলমান, √বৃধ + শানচ্ = বর্ধমান

১০. ঘঞ্-প্রত্যয়: এই প্রত্যয় ঘ্ এবং ঞ ইৎ; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'অ'।
যেমন:√বস্ + ঘঞ্ = বাস, √যুজ + ঘঞ্ = যোগ, √ক্রুধ্ + ঘঞ্ = ক্রোধ, √খুদ্ + ঘঞ্ = খেদ

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ-প্রত্যয়:
১. ইষ্ণু-প্রত্যয় : √চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু। এরূপ –ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু।
২. বর-প্রত্যয় : √ঈশ্+বর=ঈশ্বর, √ভাস্+বর =ভাস্বর। এরূপ-নশ্বর, স্থাবর।
৩. র-প্রত্যয় : √হিন+স্+র=হিংস্র, √নম্+র=নম্র।
৪. উক/ঊক-প্রত্যয় : √ভু+উক=(ভৌ+উক) =ভাবুক, √জাগৃ+ঊক=(জাগর+উক) জাগরূক।
৫. শানচ্-প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইৎ, 'আন' বিকল্পে 'মান' থাকে) : √দীপ্+ শানচ্=দীপ্যমান। এরূপ - √চল্+শানচ্=চলমান, √বৃধ+শানচ্=বর্ধমান।
৬. ঘঞ্-প্রত্যয় [(কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে), ঘ্ এবং ঞ ইৎ, 'অ' থাকে] : √বস্+ঘঞ্=বাস, √যুজ্+ঘঞ= যোগ, √ক্রুধ্+ঘঞ=ক্রোধ, √খুদ্+ঘঞ=খেদ, √ভিদ্+ঘঞ=ভেদ।
বিশেষ নিয়ম : √ত্যজ্ +ঘঞ=ত্যাগ, √পচ্ +ঘঞ্=পাক, √শুচ্+ঘঞ=শোক। কিন্তু, √নন্দি+অন=নন্দন। এক্ষেত্রে আ যোগে 'নন্দনা' হয় না।

- নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎ প্রত্যয় : ছন্দ : গীতিকার বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে সিদ্ধি লাভ করল।
  গীতি = √গৈ + ক্তি, বুদ্ধি = √বুধ্ + ক্তি, শক্তি = √শক্+ক্তি, সিদ্ধি = √সিধ্ + ক্তি

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

১. 'আই' প্রত্যয়: ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে - বড় + আই = বড়াই আদর অর্থে 'আই' প্রত্যয়- নিম + আই = নিমাই জাত অর্থে 'আই' প্রত্যয়- ঢাকা + আই = ঢাকাই।	১১. উক-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : লাজ-লাজুক, মিশ-মিশুক, মিথ্যা-মিথ্যুক।
২.'আমি' প্রত্যয়: ভাবার্থে- ইতর + আমি = ইতরামি, চোর + আমি = চোরামি।	১২. আরি/আরী/আরু-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে: ভিখ-ভিখারি, শাঁখ-শাঁখারি, বোমা-বোমারু।
৩.'আ'- প্রত্যয়: অবজ্ঞার্থে 'আ' প্রত্যয়-চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ= কেষ্টা বৃহদার্থে 'আ' প্রত্যয়-ডিঙি + আ = ডিঙা সদৃশ অর্থে 'আ'প্রত্যয়-হাত + আ = হাতা	১৩. আলি/আলো/আলি/আলী>এল-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে: দাঁত-দাঁতাল, লাঠি-লাঠিয়াল>লেঠেল, তেজ-তেজাল, ধার-ধারাল, শাঁস-শাঁসাল, জমক-জমকালো, দুধ-দুধাল>দুধেল, হিম-হিমেল,চতুর- চতুরালি, ঘটক- ঘটকালি, সিঁদ-সিঁদেল, গাঁজা-গেঁজেল।
৪. ইয়া > এ প্রত্যয়: নৈপুণ্য বুঝাতে- খুন + ইয়া = খুনিয়া > খুনে, না (নৌকা) + ইয়া= নাইয়া > নেয়ে।	১৪. উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয় : হাট-হাটুরিয়া> হাটুরে, সাপ-সাপুড়িয়া>সাপুড়ে, কাঠ-কাঠুরে।
৫. ই / ঈ - প্রত্যয়: ভাব অর্থে- উমেদার + ই = উমেদারি বৃত্তি / ব্যবসায়- মোক্তার + ই = মোক্তারি জাত অর্থে- রেশম + ই = রেশমি। সম্বন্ধ অর্থে- সরকার + ই = সরকারি।	১৫. উয়া/ওয়া>ও-প্রত্যয়: সম্পর্কিত অর্থে : ঘর + ওয়া = ঘরোয়া, জল + উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)।
৬. উড়- প্রত্যয়: অর্থহীনভাবে- লেজ + উড় = লেজুড়।	১৬. আটিয়া/টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তামা-তামাটিয়া>তামাটে, ঝগড়া-ঝগড়াটে, ভাড়া-ভাড়াটে, রোগা-রোগাটে।
৭. উয়া > ও প্রত্যয়: যুক্ত অর্থে- টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো উপজীবিকা অর্থে- মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো	১৭. অট>ট-প্রত্যয় : স্বার্থে : ভরা-ভরাট, জমা-জমাট।

৮. আল : আদিবাসী / জাতি অর্থে- চণ্ড + আল = চণ্ডাল।	১৮. লা-প্রত্যয় : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ-মেঘলা (খ) স্বার্থে : এক-একলা, আধ-আধলা।
৯. আর : উপজীবিকা / বৃত্তি অর্থে- চাম + আর = চামার। এভাবে কামার।	১৯. সিয়া : সিয়া > সে > চে- সাদৃশ্য / ক্ষুদ্রার্থে- লাল + সিয়া = লালসিয়া > লালসে > লালচে।
১০. উ-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : ঢাল +উ = ঢালু, কল+উ=কলু।	

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

১. ইত-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে– কুসুম + ইত= কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত= তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত।

২. ইমন-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে–নীল + ইমন = নীলিমা। মহৎ + ইমন = মহিমা।

৩. ইল্-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে– পঙ্ক+ইল্ = পঙ্কিল, ঊর্মি + ইল্ = ঊর্মিল, ফেন + ইল্ = ফেনিল।

৪. ইষ্ঠ-প্রত্যয় : অতিশায়নে– গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ।

৫. ইন্ (ঈ)-প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে– জ্ঞান্ +ইন = জ্ঞানিন, সুখ+ইন্ = সুখিন, গুণ + ইন্ = গুনিন।
[সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্' লোপ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন ইত্যাদি। কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন: জ্ঞান+ইন্ (ঈ) = জ্ঞানী, গুণ+ ইন্(ঈ) = গুণী ইত্যাদি। স্ত্রী লিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ-যুক্ত হয়ে ইনী রূপ গ্রহণ করে। যেমন: জ্ঞান+ইনী = জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী = গুণিনী ইত্যাদি।]

৬. তা ও ত্ব-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে– বন্ধু+ তা =বন্ধুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা, ঘন+ত্ব=ঘনত্ব, মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব।

৭. তর ও তম-প্রত্যয় : অতিশায়নে– মধুর-মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়-প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. নীন (ঈন)- প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে– সর্বজন+নীন= সর্বজনীন, কুল+নীন = কুলীন, নব+নীন= নবীন।

৯. নীয় (ঈয়) -প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে– জল+নীয় = জলীয়, বায়ু+নীয় = বায়বীয়, বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়।
[বিশেষ নিয়মে : পর-পরকীয়, স্ব-স্বকীয়, রাজা-রাজকীয়।]

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে 'বান্ এবং মান্' হয়] : বিশেষণ গঠনে– গুণ+বতুপ্ = গুণবান, দয়া+বতুপ্ = দয়াবান, শ্রী+মতুপ্ = শ্রীমান।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে– মেধা+বিন্ = মেধাবী, মায়া+বিন্ = মায়াবী, তেজঃ+বিন্ = তেজস্বী।

১২. র-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে– মধু+র = মধুর, মুখ+র = মুখর।

১৩. ল-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে– শীত+ল = শীতল, বৎস +ল = বৎসল।

১৪. ষ্ণ (অ) প্রত্যয়:
(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ষ্ণ =মানব, যদু +ষ্ণ = যাদব।
(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ষ্ণ = শৈব, জিন+ষ্ণ = জৈন। এরূপ: শক্তি-শাক্ত, বুদ্ধ-বৌদ্ধ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব।
(গ) ভাব অর্থে : শিশু+ষ্ণ = শৈশব, গুরু+ষ্ণ = গৌরব, কিশোর + ষ্ণ = কৈশোর।
(ঘ) সম্পর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ষ্ণ = পার্থিব, দেব+ষ্ণ = দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ষ্ণ = চৈত্র।
[নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ্ণ = সৌর (সাধারণ নিয়মে সুর+ষ্ণ (অ) = সৌর)।]

১৫. ষ্ণ্য (য) প্রত্যয়:
(ক) অপত্যার্থে : মনুঃ +ষ্ণ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য।
(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য, শূর+ষ্ণ্য = শৌর্য।
(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ষ্ণ্য = পার্বত্য, বেদ+ষ্ণ্য =বৈদ্য।

১৬. ষ্ণি (ই)-প্রত্যয় : অপত্য অর্থে– রাবণ+ষ্ণি = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষ্ণি = দাশরথি।

১৭. ষ্ণিক (ইক)-প্রত্যয়:
(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য +ষ্ণিক = সাহিত্যিক, বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ষ্ণিক=বৈজ্ঞানিক।
(খ) বিষয়ক অর্থে : সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক, মাস-মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর-সামরিক, সমাজ-সামাজিক ইত্যাদি।
(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ষ্ণিক-হৈমন্তিক, অকস্মাৎ+ষ্ণিক=আকস্মিক।

১৮. ষ্ণেয় (এয়)-প্রত্যয়– ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়, অগ্নি+ষ্ণেয়=আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) +ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় নির্ণয়ের সূত্র: সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে থাকে অর্থাৎ অ→ আ, ই/ঈ → ঐ, উ/ঊ → ঔ, ঋ → আর। [বিঃদ্রঃ- শব্দের প্রথমে বৃদ্ধির কোনোটি থাকলে সেটি মূলে পরিণত হবে। যেমন- আ থাকলে 'অ' হবে 'ঐ' থাকলে 'ই/ঈ' হবে। তবে ই/ঈ থাকলে 'ঐ' হবে না।]

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

(ফারসি প্রত্যয়)	(ফারসি প্রত্যয়)	(হিন্দি প্রত্যয়)	(হিন্দি প্রত্যয়)
১. গর > কর প্রত্যয় যোগে: কারি + গর = কারিগর বাজি + কর = বাজিকর সওদা + গর = সওদাগর	৩. বাজ প্রত্যয় যোগে: ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ কলম + বাজ = কলমবাজ	১. পনা প্রত্যয় যোগে: গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা	৩. সা > সে প্রত্যয় যোগে: পানি + সা = পানসা > পানসে কাল + সা = কালসা > কালসে
২. দার প্রত্যয় যোগে: দেনা + দার = দেনাদার চৌকি + দার = চৌকিদার পাহারা + দার = পাহারাদার	৪. বন্দি প্রত্যয় যোগে: জবান + বন্দি = জবানবন্দি নজর + বন্দি = নজরবন্দি	২. আনা > আনি প্রত্যয় যোগে: মুনশি + আনা = মুনশিআনা বিবি + আনা = বিবিআনা হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি	৪. ওয়ালা > আলা প্রত্যয় যোগে: বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, দুধ + ওয়ালা = দুধওয়ালা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
অংশীদার	অংশী + দার	তদ্ধিত	গৌরব	গুরু + ষ্ণ	তদ্ধিত	বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত
মাধব	মধু + ষ্ণ	তদ্ধিত	গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন	তদ্ধিত	বৈঠক	√বৈঠ্+ অক	কৃৎ
আলস্য	অলস্ + য	তদ্ধিত	গণনা	√গণন্+ আ	কৃৎ	ভোজন	√ভোজ + অনট	কৃৎ
আদিত্য	অদিতি + ষ্ণ্য	তদ্ধিত	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত	কৃৎ	ভৌগোলিক	ভূগোল + ষ্ণিক	তদ্ধিত
আগ্নেয়	অগ্নি + ঢেয়	তদ্ধিত	ঘাতক	√হন্ + ণক	কৃৎ	মাধুর্য	মধুর + ষ্ণ	তদ্ধিত
আর্থিক	অর্থ + ষ্ণিক	তদ্ধিত	চিন্ময়	√চিৎ + ময়	কৃৎ	মিশুক	√মিশ + উক	কৃৎ
আতিথেয়	অতিথি + এয়	তদ্ধিত	চৈতালি	চৈত + আলি	তদ্ধিত	মৌখিক	মুখ + ইক	তদ্ধিত
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্র + জিৎ	তদ্ধিত	টেকসই	টেক + সই	তদ্ধিত	রাষ্ট্র	রাজ + ত্র	তদ্ধিত
ইচ্ছুক	ইচ্ছা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়	ডাক্তারি	ডাক্তার + ই	তদ্ধিত	লবণ	√লো + অন	কৃৎ
উপ্ত	√বপ্ + ক্ত	কৃৎ	তৈল	তিল + অ	তদ্ধিত	লাজুক	লাজ + উক	তদ্ধিত
উত্তরায়ণ	উত্তর + আয়ন	তদ্ধিত	ত্যাজ্য	√ত্যজ্ + ঘঞ্	কৃৎ	লেখক	√লিখ্ + ণক	কৃৎ
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ	দুগ্ধ	√দুহ্ + ক্ত	কৃৎ	শুদ্ধ	√শুধ্ + ত	কৃৎ
ঊর্মিল	ঊর্মি + ইল্	সংস্কৃত তদ্ধিত	দার্শনিক	দর্শন + ষ্ণিক	তদ্ধিত	শোচনীয়	√শুচ্ + অনীয়	কৃৎ
একুশে	একুশ + এ	তদ্ধিত	দৈন্য	দীন + য	তদ্ধিত	শিক্ষক	শিক্ষা + অক	তদ্ধিত
ঐশ্বর্য	ঈশ্বর + য	সংস্কৃত তদ্ধিত	দর্পণ	√দৃপ্ + অন	কৃৎ	শহুরে	শহর + ইয়া	তদ্ধিত
ঐতিহাসিক	ইতিহাস + ষ্ণিক	তদ্ধিত	দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত	ষণ্ডামি	ষণ্ড + আমি	তদ্ধিত
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা + ষ্ণিক	তদ্ধিত	নাবিক	নৌ + ষ্ণিক	তদ্ধিত	স্মৃতি	√স্মৃ + ক্তি	কৃৎ
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ষ্ণিক	তদ্ধিত	নবীন	নব + ঈন	তদ্ধিত	স্তিমিত	√স্তিম্ + ত	কৃৎ
কৈশোর	কিশোর + ষ্ণ	তদ্ধিত	নকলনবীশ	নকল + নবীশ	তদ্ধিত	সৃষ্টি	√সৃজ্ + তি	কৃৎ
কীর্তি	√কৃত+ তি	কৃৎ	নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ	স্মরণীয়	√স্মৃ +অনীয়	কৃৎ
খ্যাতি	√খ্যা + ক্তি	কৃৎ	ফেনিল	ফেন + ইল্	তদ্ধিত	স্বপ্নীল	স্বপ্ন + ইল্	তদ্ধিত
খোদাই	√খোদ্ + আই	কৃৎ	বাণী	√বাণ + ঈ	কৃৎ	সৈনিক	সেনা + ষ্ণিক	তদ্ধিত
গমন	√গম্ + অনট	কৃৎ	বাঙাল	বঙ্গ + আল	তদ্ধিত			

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'বার্ষিক' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) বর্ষ+ষ্ণিক (খ) ব+ষ্ণিক (গ) বয়স+ইক (ঘ) বর্ষা+ষ্ণিক

০২। শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে-
(ক) প্রকৃতি (খ) ধাতু (গ) বিভক্তি (ঘ) কারক

০৩। 'নেতা' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √নি+তৃ (খ) √নী+তৃচ (গ) √ন+তাই (ঘ) √নৃ+তা

০৪। 'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √ বক্+তব্য (খ) √ বক্ত+অব্য (গ) √ বক্ত+ব্য (ঘ) √ বচ্+তব্য

০৫। নীলিমা শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) নীল+মা= নীলিমা (খ) নীল+ইমন=নীলিমা (গ) নী+ইলিমা=নীলিমা (ঘ) নিলী+মা=নীলিমা

০৬। 'দীপ্যমান' প্রকৃতি ও প্রত্যয় সঠিক কোনটি?
(ক) √দীপ্য+মন (খ) √দিপ্য+মানচ (গ) √দীপ+শামচ (ঘ) √ দীপ্+শানচ্

০৭। 'সৃষ্টি' এর প্রকৃতি প্রত্যয়-
(ক) সৃষ+টি (খ) সৃশ+টি (গ) √সৃজ্+তি (ঘ) শ্রী+টি

০৮। 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) মনু+ষ্ণ (খ) মনু+অব (গ) মা+নব (ঘ) মান+অব

০৯। 'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) মহি+মা (খ) মহৎ+ইমন (গ) মহা+ইমা (ঘ) মহিমা+আ

১০। 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √নী+অন (খ) √নে+অন (গ) নৌ+অন (ঘ) নয়+ন

১১। 'শৈশব'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শিশু+ষ্ণ (খ) শিশু+ষ্ণ্য (গ) শিশু+শব (ঘ) শৈ+শব

১২। 'মুক্তি'- এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মুচ্ + ক্তি (খ) √ মুচ্+তি (গ) √মুক্+ক্তি (ঘ) √মুক্+তি

১৩। পাঠক শব্দের যথার্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √পাঠ+অক (খ) √পঠ্+অক (গ) √পঠ্+ঠক (ঘ) √পঠ+টক

১৪। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কোনটি ঠিক?
(ক) উৎ+√ভিদ্ (খ) উদ+ভিদ (গ) √উদ্+ভিদ (ঘ) উত+ভিদ

১৫। 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √শ্রবণ+অ (খ) √শ্রী+অন (গ) √শ্রু+অনট্ (ঘ) √শ্রব+অন

১৬। উক্তি এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √উক্+ত (খ) √উচ্+ক্তি (গ) √বস্+ক্তি (ঘ) √বচ্+ক্তি

১৭। কোনটি কৃৎপ্রত্যয় এর উদাহরণ?
(ক) ঢাকা+ই (খ) √সৃজ্ + তি (গ) √চোর+আ (ঘ) সোনা+আলি

১৮। 'সৌন্দর্য' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কী?
(ক) সুন্দর + ষ্ণ (খ) সুন্দর + ষ্ণ্য (গ) সুন্দর + অ (ঘ) সুন্দর + য্য

১৯। 'ছাপাখানা' শব্দের 'খানা' কোন ধরনের প্রত্যয়?
(ক) বাংলা কৃৎ (খ) বাংলা তদ্ধিত (গ) বিদেশি তদ্ধিত (ঘ) সংস্কৃত তদ্ধিত

২০। 'জাগরিত' শব্দের গঠন হলো-
(ক) √ জাগ+রিত (খ) √জাগৃ+ত (গ) √জাগৃ+ইত (ঘ) √জাগৃ+ত

২১। 'বাক্য' -এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √বাক+ত (খ) √বচ্+য (গ) √বাক্+য (ঘ) √বচ্+ক্য

২২। 'শহরে' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শহর+ইয়া (খ) শহর+এ (গ) শহর+উয়া (ঘ) শহর+উরে

২৩। 'ছিন্ন' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়-
(ক) √ছিদ+ন (খ) √ ছিন্+ন (গ) √ছি+অন্ন (ঘ) √ছিদ্+ক্ত

২৪। 'কাব্য' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) কবি+অ (খ) কবি+য (গ) কবিতা+অ (ঘ) √কব্+য

২৫। 'সাহিত্য' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয়-
(ক) সাহি+ত্য (খ) সহিত+য (গ) সাহিত্য+অ (ঘ) সাহিত+ষ্ণ

২৬। কোনটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ?
(ক) মানব (খ) পানীয় (গ) জয় (ঘ) স্মরণীয়

২৭। ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?
(ক) নতুন শব্দ গঠন (খ) বাক্যে অলঙ্কার (গ) শব্দের মিলন (ঘ) ভাষা সংক্ষেপণ

২৮। 'হৈমন্তিক' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) হেমন্ত + ষ্ণিক (খ) হেমন্ত + ইক (গ) হেম + ইক (ঘ) হৈমন্তি + ষ্ণিক

২৯। √কাঁদ + অন - কোন প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) কৃৎ প্রত্যয় (খ) তদ্ধিত প্রত্যয় (গ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় (ঘ) বাংলা কৃত প্রত্যয়

৩০। 'প্রতিযোগিতা' শব্দটিতে প্রত্যয় রয়েছে-
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) নেই

৩১। 'গৌরব' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?
(ক) গুরু+ষ্ণ (খ) গৌর+ব (গ) গৌর+ব (ঘ) গুরু+ষ্ণ

৩২। কোন শব্দটিতে বিদেশি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) কানকাটা (খ) চালবাজ (গ) শাঁখারি (ঘ) বেআক্কেল

৩৩। 'দর্শন' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) দৃশ্+অনট্ (খ) দর্শ+অন (গ) দর্শ+ন (ঘ) দর+শন

৩৪। 'দৈত্য'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ কোনটি?
(ক) দিতি+য (খ) √দৃ+তি (গ) √দৃ + ত (ঘ) √দিতি+ষ্ণ

৩৫। 'মাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মা+তা (খ) √মাতৃ+তৃচ (গ) √মা+তৃচ (ঘ) √মাতা+তা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ঢ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঢ	২০	গ
২১	খ	২২	ঢ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	গ										

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

উপসর্গ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) অকাজ (খ) আবছায়া (গ) আলুনি (ঘ) নিখুঁত

০২। কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) উপনেতা (খ) উপভোগ (গ) উপগ্রহ (ঘ) উপসাগর

০৩। কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) আনন (খ) আষাঢ় (গ) আঘাটা (ঘ) আয়না

০৪। 'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) দেশি উপসর্গযোগে (খ) বিদেশি উপসর্গযোগে (গ) সংস্কৃত উপসর্গযোগে (ঘ) কোনোটি নয়

০৫। কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [৩২তম বিসিএস]
(ক) পরাকাষ্ঠা (খ) অভিব্যক্তি (গ) পরিশ্রান্ত (ঘ) অনাবৃষ্টি

০৬। 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ? [৩০তম বিসিএস]
(ক) সংস্কৃত (খ) বাংলা (গ) বিদেশি (ঘ) মিশ্র

০৭। বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে? [২৭তম বিসিএস]
(ক) উনিশ (খ) কুড়ি (গ) একুশ (ঘ) বাইশ

০৮। উপসর্গ কোনটি? [২৬তম বিসিএস]
(ক) অতি (খ) থেকে (গ) চেয়ে (ঘ) দ্বারা

০৯। প্র, পরা, অপ- [২৬তম বিসিএস]
(ক) বাংলা উপসর্গ (খ) সংস্কৃত উপসর্গ (গ) বিদেশি উপসর্গ (ঘ) উপসর্গ স্থানীয় অব্যয়

১০। উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য- [১৭তম, ২৪তম বিসিএস]
(ক) অব্যয় ও শব্দাংশে (খ) নতুন শব্দ গঠনে
(গ) উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে (ঘ) ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

১১। 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে- [১৭তম বিসিএস]
(ক) আরবি ভাষা থেকে (খ) ফরাসি ভাষা থেকে (গ) হিন্দি ভাষা থেকে (ঘ) উর্দু ভাষা থেকে

১২। 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৬তম বিসিএস]
(ক) নেতিবাচক (খ) বিয়োগান্তক (গ) নঞর্থক (ঘ) অজানা

১৩। 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি ঠিক? [১৬তম বিসিএস]
(ক) শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (খ) শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
(গ) দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ দু রকম (ঘ) দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ আপাতবিচারে ভিন্ন হলেও আসল এক

১৪। 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৫তম বিসিএস]
(ক) বিপরীত (খ) নিকৃষ্ট (গ) বিকৃত (ঘ) অভাব

১৫। কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [১২, ১০তম বিসিএস]
(ক) নিখুঁত (খ) আনমনা (গ) অবহেলা (ঘ) নিমরাজী

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ										

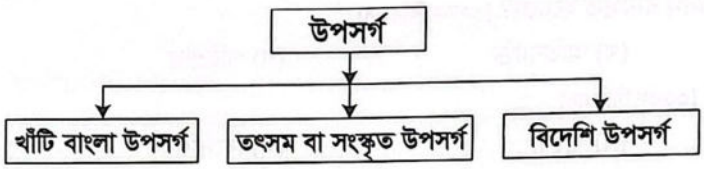
উপসর্গ

ইংরেজি "Prefix" শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলা হয়। বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো শব্দের আগে বসে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশের নামই উপসর্গ। যেসব অব্যয় জাতীয় শব্দ/শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে। যেমন- পরাজয়ের শব্দটিতে পরা (উপসর্গ) + জয় (শব্দ) + এর (বিভক্তি)। এমনকি 'উপসর্গ' শব্দটিও গঠিত হয়েছে উপসর্গের মাধ্যমে (উপ + সর্গ)।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

(১) নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন- হার→ প্রহার।
(২) শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে। যেমন- নীল→ সুনীল।
(৩) শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়। যেমন- ভর→ ভরদুপুর।
(৪) শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। হাঁস→ পাতিহাঁস।
(৫) অর্থের পরিবর্তন ঘটে। জয়→ পরাজয়।

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষায় উপসর্গ ৩ প্রকার। যথা:



১। বাংলা উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব উপসর্গকে বলা হয় খাঁটি বাংলা উপসর্গ।
বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২১ টি। উপসর্গগুলো হলো–
অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
বি.দ্র.: বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

মনে রাখার উপায়

সু হা স,
আদর নি বি। তুই আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ের আ সা ভরসা। রামছাগলদের অনাচার, কুকথা ও আড় চোখে তাকানোকে পাত্তা দিবি না। তোর জন্যে গাছের আবডালের ঊনপঞ্চাশটি পাতিলেবু ও কদবেল পাঠালাম অচেনা জায়গায় মন আনচান করলে খাবি।
ইতি অঘা রাম।

নং	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
১	অ	নিন্দিত	অকেজো, অচেনা, অপয়া
		অভাব	অচিন, অজানা, অথৈ
		ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে
২	অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
৩	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ
৪	অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর
		ছাড়া	অনাছিষ্টি/অনাসৃষ্টি, অনাচার
		অশুভ	অনামুখো
৫	আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
		বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা
৬	আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে
		আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়পাগলা
		বিশিষ্ট	আড়কোলা(পাথালিকোলা)/ আড়গড়া (আস্তাবর)

নং	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
৭	আন	না	আনকোরা
		বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা
৮	আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
৯	ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
		পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
১০	ঊনা (ঊন)	কম	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ (ঊন+বিশ)
১১	কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২	কু	কুৎসিত	কুঅভ্যাস, কুকথা
১৩	নি	নাই	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
১৪	পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু
১৫	বি	নাই বা নিন্দনীয়/ভিন্নতা	বিভুঁই, বিফল, বিপথ
১৬	ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর
১৭	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা
১৮	স	সহিত	সলাজ, সরব, সঠিক
১৯	সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান
২০	সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম
২১	হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

২। তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

তৎসম উপসর্গ মোট ২০টি। উপসর্গগুলো হলো– প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, সু, উৎ, অধি, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

বি.দ্র: তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। ৪টি উপসর্গ খাঁটি বাংলা এবং তৎসম উভয়ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যথা: (সু, বি, নি, আ)

ক্র.নং	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
		খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
		গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
		ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিত	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
২	পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ
		বিপরীত	পরাজয়, পরাভব
৩	অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপবাদ
		নিকৃষ্ট	অপকর্ম, অপসংস্কৃতি
		স্থানান্তর	অপসারণ
		বিকৃত	অপমৃত্যু
৪	সম্	সম্যকরূপে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
		সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
৫	নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
		নিশ্চয়	নিবারণ, নির্ণয়
		আতিশয্য	নিদাঘ, নিগূঢ়
		অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৬	অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
		সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
		নিম্নে	অবতরণ, অবরোহণ, অবলম্বন
		অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেলা

ক্র.নং	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
৭	অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুজ, অনুচর
		সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
		পৌনঃপুন	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
		সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা
৮	নির	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার
		নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
		বাহির	নির্গত, নির্বাসন
৯	দুর	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
		কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুর্মূল্য
১০	বি	বিশেষরূপে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিশুষ্ক, বিজ্ঞান
		অভাব	বিবর্ণ, বিশৃঙ্খলা, বিফল
		গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ
		অপ্রকৃতিস্থ	বিকার, বিপর্যয়
১১	সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুনীল
		সহজ	সুগম, সুলভ
		অতিশয়	সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ
১২	উৎ	ঊর্ধ্বে	উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন
		আতিশয্য	উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক
		প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
		অপকর্ষ	উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
১৩	অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
		উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
		ব্যাপ্তি	অধিবাস, অধিগত
১৪	পরি	বিশেষরূপে	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
		শেষ	পরিশেষ, পরিসীমা
		সম্যকরূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
		চতুর্দিকে	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল
১৫	প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
		পৌনঃপুন	প্রতিদিন, প্রতিমাস
		অনুরূপ কার্য	প্রতিঘাত, প্রত্যুপকার
		বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
১৬	উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
		সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
		ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
		বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
১৭	অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
		গমন	অভিযান, অভিসার
		সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
১৮	অপি	যদি	অপিচ (যদিও) [প্রাচীন বাংলায়]
		ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি

ক্র.নং	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১৯	অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
		অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
২০	আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
		ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
		বিপরীত	আদান, আগমন

৩। বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি এসব ভাষার বহু শব্দ বহুকাল ধরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে।

নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো:

ফারসি উপসর্গ

১. কার্ (কাজ অর্থে)- : কারখানা, কারসাজি, কারচুপি।
২. দর্ (মধ্যস্থ, অধীন অর্থে)- : দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান।
৩. না (না অর্থে)- : নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক।
৪. নিম্(আধা অর্থে)- : নিমরাজি, নিমখুন।
৫. ফি (প্রতি অর্থে)- : ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর।
৬. বদ্ (মন্দ অর্থে)- : বদমেজাজ, বদরাগী, বদনাম।
৭. বে (না অর্থে)- : বেয়াদব, বেকসুর, বেতার, বেকার।
৮. বর্ (বাইরে, মধ্যে অর্থে)- : বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
৯. ব্ (সহিত অর্থে)- : বমাল, বনাম, বকলম।
১০. কম্(স্বল্প অর্থে)- : কমজোর, কমবখ্ত।

মনে রাখার উপায়: ফারসি দেশের বর বলেছে ফি বছরও বদ নিমের দর কার কম বে না।

আরবি উপসর্গ

১. আম্ (সাধারণ অর্থে)- : আমদরবার, আমমোক্তার।
২. খাস (বিশেষ অর্থে)- : খাসমহল, খাসকামরা, খাসদরবার।
৩. লা (না অর্থে)- : লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা, লাখেরাজ।
৪. বাজে (মন্দ অর্থে)- : বাজেখরচ, বাজেকথা।
৫. গর্ (অভাব অর্থে)- : গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
৬. খয়ের (স্থাবক অর্থে)- : খয়ের খাঁ (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী)।

মনে রাখার উপায় : বাজে লোক ও খয়ের খাঁ খাসকামরায় আমজনতার গরহিসাব নিলে অনেকেই লাপাত্তা হয়ে যায়।

ইংরেজি উপসর্গ

১. ফুল (Full) পূর্ণ অর্থে- : ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট।
২. হাফ (Half) আধা অর্থে- : হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল।
৩. হেড (Head) প্রধান অর্থে- : হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
৪. সাব (Sub) অধীন অর্থে- : সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

হর-(প্রত্যেক অর্থে)- : হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা।
হর + এক- (বিভিন্ন অর্থে)- : হরেক রকম (বিভিন্ন), হরেক আদমি (প্রত্যেক)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। নিম্নের কোনটি শব্দের আগে বসে?
(ক) অনুসর্গ (খ) উপসর্গ (গ) বিভক্তি (ঘ) প্রত্যয়

০২। কোনটি উপসর্গ নয়?
(ক) অতি (খ) অভি (গ) অনু (ঘ) অপু

০৩। যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের বলে-
(ক) উপসর্গ (খ) কারক (গ) অনুসর্গ (ঘ) প্রত্যয়

০৪। উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি?
(ক) পঙ্কজ (খ) জ্বালাতন (গ) মাচান (ঘ) কদবেল

০৫। উপসর্গের সাহায্যে কর্মধারায় সমাস গঠনের উদাহরণ-
(ক) সকাল (খ) সততা (গ) একাল (ঘ) সমস্যা

০৬। উপসর্গ কোন জাতীয় শব্দাংশ?
(ক) বিশেষ্য (খ) সর্বনাম (গ) বিশেষণ (ঘ) অব্যয়

০৭। 'অনতিবৃহৎ' শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে?
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

০৮। উপসর্গ সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক নয়?
(ক) অব্যয় সূচক শব্দাংশ (খ) স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়
(গ) নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে (ঘ) শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে

০৯। সরব শব্দের স উপসর্গ কী অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) সঙ্গে (গ) বিশাল (ঘ) অভাব

১০। কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ?
(ক) প্র (খ) পরা (গ) অজ (ঘ) অপ

১১। প্রতিধ্বনি শব্দে প্রতি উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
(ক) পৌনঃপুনিক (খ) বিশেষ (গ) বিপরীত (ঘ) সদৃশ

১২। কোন গুচ্ছ বিদেশি উপসর্গ?
(ক) নিম, ফি (খ) বদ্, পরি (গ) অপি, সু (ঘ) অনা, ফুল

১৩। 'সজাগ' শব্দের 'স' উপসর্গ কোন ভাষার?
(ক) সংস্কৃত (খ) ফারসি (গ) বাংলা (ঘ) আরবি

১৪। খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
(ক) আম (খ) রাম (গ) সম (ঘ) নিম

১৫। 'বিভুঁই' শব্দে 'বি' উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-
(ক) ভিন্নতা (খ) অভাব (গ) অস্পষ্টতা (ঘ) বিপরীত

১৬। 'রামবোকা' শব্দটিতে 'রাম' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) ছোট (খ) বৃদ্ধ (গ) বড় (ঘ) নাবালক

১৭। বাংলা উপসর্গের মধ্যে কোন তিনটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়?
(ক) অ, অঘা, অজ (খ) সু, বি, নি (গ) আ, উপ, অপ (ঘ) অনা, ইতি, কু

১৮। 'খাসমহল' শব্দের 'খাস' উপসর্গটি কোন ভাষা হতে আগত?
(ক) ফারসি (খ) আরবি (গ) উর্দু (ঘ) হিন্দি

১৯। কোন শব্দগুলো বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত?
(ক) অনাবৃষ্টি, ভরসন্ধ্যা (খ) অতিরঞ্জন, অধিদপ্তর (গ) অভিযাত্রা, উপশহর (ঘ) অবকাঠামো, পরিভ্রমণ

২০। 'ঊনচল্লিশ' শব্দটিতে 'ঊন' উপসর্গটি কী অর্থে দ্যোতনা করে?
(ক) ঈষৎ (খ) ক্রমাগত (গ) না (ঘ) কম

২১। 'অনতিবিলম্বে সম্রাট সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গম মরুপথে অভিযান করলেন।'বাক্যটিতে উপসর্গ রয়েছে-
(ক) নয় (খ) ছয় (গ) সাত (ঘ) আট

২২। 'আগমন' শব্দটির 'আ' কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) পর্যন্ত (খ) ঈষৎ (গ) সদৃশ (ঘ) বিপরীত

২৩। কোন শব্দটি বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে?
(ক) বিদেশ (খ) সুখ্যাতি (গ) অনাবৃষ্টি (ঘ) হরেক

২৪। নিচের কোন শব্দটিতে 'উপ' ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) উপকণ্ঠ (খ) উপকূল (গ) উপস্থিত (ঘ) উপনেতা

২৫। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি?
(ক) ১২ (খ) ২০ (গ) ২৪ (ঘ) ৩২

২৬। 'বদমেজাজি' শব্দের 'বদ' কোন ধরনের উপসর্গ?
(ক) বাংলা (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) হিন্দি

২৭। উপসর্গ নিষ্পন্ন শব্দ কোনটি?
(ক) বড়াই (খ) অভিমুখ (গ) ছাত্রকে (ঘ) চৌরাস্তা

২৮। কোন গুচ্ছটি তৎসম উপসর্গ নয়?
(ক) নি, অব, দুর, অপি (খ) অপ, নির, সু, আ (গ) আর, স, না, কার (ঘ) উৎ, বি, অভি, পরা

২৯। 'উপগ্রহ' শব্দটির 'উপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) বিশেষ (গ) সামীপ্য (ঘ) সদৃশ

৩০। 'অবশেষে'শব্দটির 'অব' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) নিম্নে (খ) অল্পতা (গ) প্রতিকূল (ঘ) সম্যকভাবে

৩১। কোন শব্দটিতে আরবি উপসর্গের প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) বরবাদ (খ) দরখাস্ত (গ) কারখানা (ঘ) বাজেকথা

৩২। 'অপদেবতা' শব্দে 'অপ' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) মন্দ অর্থে (খ) বিপরীত অর্থে (গ) বৃথা অর্থে (ঘ) অস্বাভাবিক অর্থে

৩৩। বিজ্ঞান শব্দে 'বি' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) অভাব (খ) সাধারণ (গ) বিশেষ (ঘ) গতি

৩৪। কোন চারটি তৎসম উপসর্গ এবং বাংলা উপসর্গ উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে?
(ক) প্র, পরা, অজ, সা (খ) নির, পরি, আন, স (গ) বি, নি, সু, আ (ঘ) অতি, অপি, অনা, অ

৩৫। 'প্রতিকৃতি' শব্দটির উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) সাদৃশ্য (খ) বিপরীত (গ) ভিন্ন (ঘ) সম্মুখ

৩৬। নিচের কোনটিতে বিশেষ অর্থে 'প্র' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) প্রযত্ন (খ) প্রশাসন (গ) প্রমাণ (ঘ) প্রদান

৩৭। 'সুনীল' শব্দের 'সু' কোন প্রকার উপসর্গ?
(ক) তৎসম (খ) খাঁটি বাংলা (গ) ফারসি (ঘ) তুর্কি

৩৮। 'প্রজ্ঞা' শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে?
(ক) ব্যক্তি (খ) ইতিবাচক (গ) নেতিবাচক (ঘ) প্রকৃষ্ট

৩৯। 'প্রভাব' শব্দের 'প্র'উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) সামনের দিক অর্থে (খ) বিশেষভাবে অর্থে (গ) সম্যক/প্রকৃষ্ট অর্থে (ঘ) আধিক্য অর্থে

৪০। 'উপনয়ন' শব্দের 'উপ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) সদৃশ (গ) বিশেষ (ঘ) সমীপ্য

৪১। কোন শব্দটি উপসর্গ সহযোগে গঠিত নয়-
(ক) প্রত্যক্ষ (খ) প্রতিরক্ষা (গ) প্রতিরোধ (ঘ) প্রতিযোগী

৪২। 'দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।' বাক্যটিতে উপসর্গ আছে
(ক) তিনটি (খ) চারটি (গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪৩। 'অপ' উপসর্গজনিত কোন শব্দের অর্থ ইতিবাচক?
(ক) অপমান (খ) অপসারণ (গ) অপযশ (ঘ) অপরূপ

৪৪। সংস্কৃত উপসর্গের উদাহরণ-
(ক) নিখোঁজ (খ) নিগ্রহ (গ) নিলাজ (ঘ) নিখুঁত

৪৫। নিচের কোন শব্দটি ঈষৎ অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) উপকথা (খ) আবাল্য (গ) আরক্তিম (ঘ) আকর্ণ

৪৬। নিচের কোনটি তৎসম উপসর্গ নয়?
(ক) অতি (খ) অজ (গ) পরি (ঘ) প্রতি

৪৭। 'প্রলয়' শব্দের 'প্র' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) বিপরীত (খ) গতি (গ) আধিক্য (ঘ) প্রকৃষ্ট

৪৮। নিচের শব্দগুলির কোনটিতে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
(ক) উপনদী (খ) উপকূল (গ) উপভাষা (ঘ) উপবিধি

৪৯। 'অভিমত' শব্দটি কীভাবে গঠিত?
(ক) সন্ধিযোগে (খ) প্রত্যয়যোগ (গ) উপসর্গযোগে (ঘ) বিভক্তিযোগ

৫০। 'লাজওয়াব' শব্দটির 'লা' কোন ধরনের উপসর্গ?
(ক) ফারসি উপসর্গ (খ) হিন্দি উপসর্গ (গ) ইংরেজি উপসর্গ (ঘ) আরবি উপসর্গ

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	▢	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	খ	১০	গ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	▢	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	▢	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ক	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	▢	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	ঘ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্প্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

অনুসর্গ

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ বলে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন – বিনা: দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)। সনে: ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)। দিয়ে: তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার কে বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

০১.	বিনা/বিনে	(কর্তৃকারকের সঙ্গে)	: তুমি বিনা আমার কে আছে?
	বিনি	(করণ কারকের সঙ্গে)	: বিনি সুতায় গাঁথা মালা।
	বিহনে	(ছাড়া/ব্যতিরেক অর্থে	: উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
০২.	সহ	(সহগামিতা অর্থে)	: তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
	সহিত	(সমসূত্রে অর্থে)	: শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
	সনে	(বিরুদ্ধগামিতা অর্থে)	: দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
	সঙ্গে	(তুলনায়)	: মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।
০৩.	অবধি	(পর্যন্ত অর্থে)	: সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
০৪.	পরে	(স্বল্পবিরতি অর্থে)	: এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
	পর	(দীর্ঘবিরতি অর্থে)	: শরতের পরে আসে বসন্ত।
০৫.	পানে	(প্রতি, দিকে অর্থে)	: ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন। 'শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।'
০৬.	মতো	(ন্যায় অর্থে)	: বেকুবের মতো কাজ করো না।
	তরে	(মত অর্থে)	: এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।
০৭.	পক্ষে	(সক্ষমতা অর্থে)	: রাজার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।
		(সহায় অর্থে)	: আসামির পক্ষে উকিল কে?
০৮.	মাঝে	(মধ্যে অর্থে)	: সীমার মাঝে অসীম তুমি।
		(একদেশিক অর্থে)	: এ দেশের মাঝে একদিন সব কিছু ছিল।
		(ক্ষণকাল অর্থে)	: নিমেষ মাঝেই সব শেষ।
	মাঝারে	(ব্যাপ্তি অর্থে)	: 'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।'
০৯.	কাছে	(নিকটে অর্থে)	: আমার কাছে আর কে আসবে?
	কর্মকারকে ('কে' বুঝাতে)		: 'রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।'
১০.	প্রতি	(প্রত্যেক অর্থে)	: মণ প্রতি পাঁচ টাকা লাভ দিবো।
	দিকে বা উপর অর্থে		: নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।
১১.	হেতু	(নিমিত্ত অর্থে)	: 'কী হেতু এসেছ তুমি কহ বিস্তারিয়া।'
	জন্যে	(নিমিত্ত অর্থে)	: 'এ ধন-সম্পদ তোমার জন্য।'
	সহকারে	(সঙ্গে অর্থে)	: আগ্রহ সহকারে কহিলেন।
	বশত	(কারণ অর্থে)	: দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' এখানে কোনটি অনুসর্গবাচক পদ?
(ক) সুখের (খ) লাগিয়া (গ) ঘর (ঘ) বাঁধিনু

০২। যেসব অব্যয় শব্দ কখনও স্বাধীন পদরূপে আবার কখনও শব্দ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে কী বলে?
(ক) নাম প্রকৃতি (খ) অনুসর্গ (গ) উপসর্গ (ঘ) কৃৎ প্রত্যয়

০৩। 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' – বাক্যটিতে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে –
(ক) প্রাতিপদিকের পরে (খ) বিশেষণের পরে (গ) বিভক্তিযুক্ত শব্দের আগে (ঘ) প্রাতিপদিকের আগে

০৪। কর্মপ্রবচণীয় শব্দ কোনগুলো?
(ক) মরিমরি, বাঃ, বেশ (খ) বিনা, সনে, পরে (গ) যেমন, যথা, যত (ঘ) টুংটাং, শনশন, টলমল

০৫। "বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?" – এ বাক্যে বিনা অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
(ক) নিমিত্তে (খ) প্রয়োজনে (গ) ব্যতিরেকে (ঘ) সঙ্গে

০৬। দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে – এখানে 'সনে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
(ক) প্রতি (খ) বিরুদ্ধগামিতা (গ) সঙ্গে (ঘ) হেতু

০৭। কোন বাক্যে সক্ষমতা অর্থে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির চাঁদ উঠেছে (খ) তুমি কোন পক্ষে
(গ) আসামীর পক্ষে উকিল কে (ঘ) রাজার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব

০৮। 'ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল' এখানে 'যেন' কোন অর্থ প্রকাশ করছে?
(ক) ব্যঙ্গ (খ) বিষাদ (গ) আদর (ঘ) অনুমান

০৯। 'শরতের পর আসে বসন্ত' এখানে 'পর' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) দীর্ঘ বিরতি (খ) বিরতি (গ) অল্প বিরতি (ঘ) কোনোটি অশুদ্ধ নয়

১০। কোন অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের পরে যুক্ত হয়ে বিভক্তির কাজ করে?
(ক) সংযোজক (খ) সমুচ্চয়ী (গ) অনুকার (ঘ) অনুসর্গ

১১। অনুসর্গ শব্দের কোথায় বসে?
(ক) পূর্বে (খ) মধ্যে (গ) পরে (ঘ) কোনটিই নয়

১২। আছো প্রভু তুমি জগৎ মাঝারে। – এখানে মাঝারে শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) ব্যাপ্তি (খ) বাইরে (গ) মধ্যে (ঘ) সঙ্গে

১৩। "কি হেতু এসেছ তুমি কহ বিস্তারিয়া।" – 'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) ব্যাপার (খ) প্রার্থনা (গ) প্রসঙ্গ (ঘ) নিমিত্ত অর্থে

১৪। অনুসর্গ কী?
(ক) শব্দ বিভক্তি বা ধাতু (খ) অব্যয় (গ) উপসর্গ (ঘ) ক্রিয়া বিভক্তি

১৫। কোথায় অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু (খ) তার চোখে নেই রাগ, অভিমান
(গ) ক্যাপিটালে আমাদের আলাপ হয়েছিল (ঘ) ভোরে ছেলেবুড়ো এসে জমায়েত হল

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	▯	০৯	ক	১০	ঘ
১১	▯	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

ধাতু

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি বাংলা 'ধাতু'র দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) কহ্ (খ) কথ্ (গ) বুধ্ (ঘ) গঠ্ [উত্তর: ক]

০২। কোনটি নামধাতুর উদাহরণ? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) চল (খ) কর্ (গ) বেতা (ঘ) পড়ু [উত্তর: গ]

০৩। 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর'-এখানে 'হারায়' কোন ধাতু? [২৬তম বিসিএস]
(ক) কর্মবাচ্যের ধাতু (খ) ভাববাচ্যের ধাতু (গ) সংযোগমূলক ধাতু (ঘ) নাম ধাতু [উত্তর: ক]

০৪। ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয়? [১২, ১০তম বিসিএস]
(ক) বিভক্তি (খ) ধাতু (গ) প্রত্যয় (ঘ) কৃৎ [উত্তর: খ]

ধাতু

একটি ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটি অংশ পাওয়া যায়। ১. ক্রিয়ামূল ও ২. ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়ামূলকে ধাতু বলা হয়। যেমন – 'করে', এখানে ক্রিয়াপদের 'কর্' ক্রিয়ামূল বা ধাতু এবং 'এ' ক্রিয়াবিভক্তি। ধাতু ৩ প্রকার। যথা – ১. মৌলিক ধাতু, ২. সাধিত ধাতু, ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১। **মৌলিক ধাতু:** যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এর অপর নাম স্বয়ংসিদ্ধ/সিদ্ধ ধাতু। যেমন – চল্, পড়্, কর্, হ্, খা, দেখ্, খেল্ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

(ক) বাংলা ধাতু: আঁক্, কহ্, কাট্, কর্, কাদ্, কিন্, খা, গড়্, ঘষ্, দেখ্, ধর্, পড়্, বাঁধ্, বুঝ্, রাখ্, শুন্, থাক্, হাস্ ইত্যাদি বাংলা মৌলিক ধাতু।

(খ) সংস্কৃত ধাতু: অঙ্ক, কথ্, কৃৎ, কৃ, ক্রন্দ্, ক্রী, খাদ্, গঠ্, মৃষ্, দৃশ্, ধৃ, পঠ্, বন্ধ, বুঝ্, রক্ষ্, শ্রু, স্থা, হস্ ইত্যাদি সংস্কৃত ধাতু।

(গ) বিদেশি ধাতু: জম্, টুট্, ডর্, বিগড়্, লটক্ ইত্যাদি বিদেশি ধাতু।

নিম্নে বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেওয়া হলো:

বিদেশি ধাতু	অর্থ	বিদেশি ধাতু	অর্থ	বিদেশি ধাতু	অর্থ
আঁট	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি	ঝুল্	দোলা
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা	টান্	আকর্ষণ
চেঁচ্	চিৎকার করা	বিগড়্	নষ্ট হওয়া	টুট্	ছিন্ন হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ্	সিক্ত হওয়া	ডর্	ভীত হওয়া
লটক্	ঝুলানো	ঠেল্	ঠেলা	ডাক্	আহ্বান করা

- ভিক্ষা মেগে খায়। এ বাক্যের 'মেগে' ক্রিয়াটি এসেছে 'মাঙ্' ধাতু থেকে। 'মাঙ্' হিন্দি ধাতু।
- হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?- এ বাক্যের 'হের' ধাতুটির উৎস জানা যায় না। তাই 'হের' অজ্ঞাতমূলক ধাতু।

২। **সাধিত ধাতু:** মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন – দেখ্ + আ = দেখা, পড়্ + আ = পড়া। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন – মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। এরূপ শোনায়, বসায় ইত্যাদি। এরূপ সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা- ক. নাম ধাতু খ. প্রযোজক ধাতু গ. কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. **নাম ধাতু-** বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তাই নাম ধাতু। যেমন – সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম' থেকে নাম ধাতু 'ঘুমা'। 'ধমক্' থেকে নাম ধাতু 'ধমকা'। যেমন – আমাকে ধমকিও না।

খ. **প্রযোজক ধাতু-** মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন – কর্ + আ = করা, (এখানে 'করা' একটি ধাতু)। যেমন – সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুরূপভাবে পড়্ + আ = পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. **কর্মবাচ্যের ধাতু :** মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথা: দেখ্ + আ = দেখা; কাজটি ভালো দেখায় না। হার্ + আ = হারা; 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।' (কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই কারণ এটি প্রযোজক ধাতুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন – দেখায় এবং হারায়)

৩। সংযোগমূলক ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা-ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন – যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর্ (ধাতু) = 'যোগ কর' এটি সংযোগমূলক ধাতু, সংযোগমূলক ধাতুর অপর নাম যৌগিক ধাতু।

অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সব কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণত সহকারী ক্রিয়া গঠনে এগুলোর কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন –

১. √আ – আইল > এল। আইলেন > এলেন। আইলে > এলে। আইলি > এলি। আইলাম > এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ্ – (বর্তমান কালে) আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
৩. √নহ্ ধাতু – (বর্তমান কালে) : নয়, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
৪. √বট্ ধাতু – (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
৫. √থাক্ (রহ্) ধাতু – (বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক (রও), (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। "যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর" – এখানে 'হারায়' কোন ধাতু?
(ক) নাম ধাতু (খ) ণিজন্ত ধাতু (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু (ঘ) বিদেশি ধাতু

০২। 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? বাক্যে ব্যবহৃত 'হের' কোন ধাতু?
(ক) আরবি (খ) হিন্দি (গ) পারসি (ঘ) অজ্ঞাতমূল

০৩। ধাতু চিহ্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) > (খ) < (গ) = (ঘ) √

০৪। কোনটি বাংলা ধাতু?
(ক) কাট্ (খ) কৃ (গ) মাগ্ (ঘ) গম্

০৫। কোন ধাতুগুলো মূলত এক-
(ক) সমধাতু ও প্রযোজক ধাতু (খ) প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতু
(গ) কর্মবাচ্যের ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু (ঘ) সংযোগমূলক ধাতু ও সাধিত ধাতু

০৬। ধাতু কয় প্রকার?
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

০৭। বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না তাদের কী বলে?
(ক) ণিজন্ত ধাতু (খ) অজ্ঞাতমূল ধাতু (গ) অসম্পূর্ণ ধাতু (ঘ) প্রযোজক ধাতু

০৮। কোনটি নাম ধাতুর উদাহরণ?
(ক) দেখায় (খ) পড়াচ্ছি (গ) মুচড়ানো (ঘ) শোনায়

০৯। 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু হতে গঠিত?
(ক) সংস্কৃত (খ) দেশি (গ) খাঁটি বাংলা (ঘ) বিদেশি

১০। কাজটি ভাল দেখায় না এই বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?
(ক) মৌলিক ধাতুর (খ) নাম ধাতুর (গ) কর্মবাচ্যের ধাতুর (ঘ) কোনোটি নয়

১১। খাঁটি বাংলা ধাতু কোনটি?
(ক) অঙ্ক (খ) আঁক (গ) ডর (ঘ) কৃৎ

১২। সংস্কৃত ধাতু-
(ক) গুন্ (খ) কহ্ (গ) আঁক (ঘ) হস্

১৩। মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে কী বলে?
(ক) সাধিত ধাতু (খ) সংযোগমূলক ধাতু (গ) নাম ধাতু (ঘ) প্রযোজক ধাতু/ণিজন্ত ধাতু

১৪। কোনটি অসম্পূর্ণ ধাতু?
(ক) রাখ্ (খ) উঠ্ (গ) বট্ (ঘ) কর্

১৫। ক্রিয়ার মূল অংশকে বলা হয়?
(ক) প্রত্যয় (খ) প্রকৃতি (গ) ধাতু (ঘ) বিভক্তি

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩		০৪	ক	০৫	খ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪		১৫	গ										

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্প্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

পদ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!' – বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) অনন্বয়ী অব্যয় (খ) অনুকার অব্যয় (গ) পদান্বয়ী অব্যয় (ঘ) অনুসর্গ অব্যয়

০২। নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) জাত (খ) গৈরিক (গ) উদ্ধত (ঘ) গাম্ভীর্য

০৩। 'এ যে আমাদের চেনা লোক'– বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) বিশেষ্য (খ) অব্যয় (গ) ক্রিয়া (ঘ) বিশেষণ

০৪। 'লবণ' শব্দের বিশেষ্য কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) নোনতা (খ) লবণাক্ত (গ) লাবণ্য (ঘ) ললিত
ব্যাখ্যা: 'লবণ' শব্দটি নিজেই বিশেষ্য এবং এর অর্থ: ক্ষারকযুক্ত দ্রব্য বা নুন। 'লবণ' -এর বিশেষণ 'লবণাক্ত'

০৫। 'এ মাটি সোনার বাড়া'-এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [২৭তম বিসিএস]
(ক) বিশেষণের অতিশায়ন (খ) রূপবাচক বিশেষণ (গ) উপাদান বাচক বিশেষণ (ঘ) বিধেয় বিশেষণ

০৬। 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।'— এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ? [২৪তম বিসিএস]
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ

০৭। 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া-বিশেষণ (ঘ) বিশেষ্যের-বিশেষণ

০৮। 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ'? —এই বাক্যে 'কী' কোন পদ? [২৪ তম বিসিএস]
(ক) বিশেষণ (খ) অব্যয় (গ) সর্বনাম (ঘ) ক্রিয়া

০৯। যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস]
(ক) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (খ) ক্রিয়াবিশেষণ (গ) ক্রিয়াবিশেষ্যজাত বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়াবিভক্তি

১০। ক্রিয়াপদ– [২১তম বিসিএস]
(ক) সবসময়ে বাক্যে থাকবে (খ) কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
(গ) শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় (ঘ) আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন

১১। 'পদ' বলতে কি বোঝায়? [২০তম বিসিএস]
(ক) কবিতার চরণ (খ) যে কোনো শব্দ (গ) প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু (ঘ) বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু

১২। 'মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ'- বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়? [১৮তম বিসিএস]
(ক) সমন্বয়ী (খ) অনন্বয়ী (গ) পদান্বয়ী (ঘ) অনুকার

১৩। 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন। [১৫তম বিসিএস]
(ক) ইচ্ছাময় (খ) ঐচ্ছিক (গ) ইচ্ছুক (ঘ) অনিচ্ছা

১৪। কোনটি বিশেষণ বাচক শব্দ? [১৪তম বিসিএস]
(ক) জীবন (খ) জীবনী (গ) জীবিকা (ঘ) জীবাণু

১৫। জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত– [১৪তম বিসিএস]
(ক) সমাজ (খ) পানি (গ) মিছিল (ঘ) নদী

১৬। কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]
(ক) ধন অপেক্ষা মান বড় (খ) তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না (গ) লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে (ঘ) ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে

১৭। কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]
(ক) আমি ভাত খাচ্ছি (খ) আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব (গ) আমি দুপুরে ভাত খাই (ঘ) তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ

১৮। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে– [১১তম বিসিএস]
(ক) শব্দ (খ) কারক (গ) পদ (ঘ) ক্রিয়াপদ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	-	০৫	ক	০৬	ক	০৭	ক	০৮	গ	০৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ,গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ				

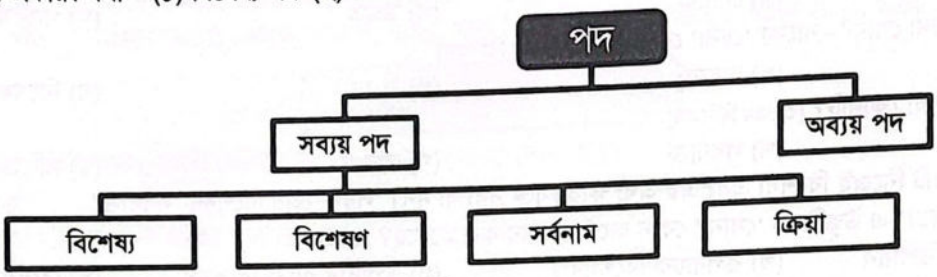
পদ

বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই পদ।

প্রকারভেদ: পদ প্রধানত ২ প্রকার। যথা – (১) সব্যয় পদ (২) অব্যয় পদ। (তবে ২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" অনুসারে গঠনগতভাবে পদ ২ প্রকার। যথা – ১. অলগ্নক পদ ২. সলগ্নক পদ। লগ্ন নির্ধারণকারী হলো– ক. বিভক্তি (করিমকে), খ. নির্দেশক (লোকটি), গ. বচন (লোকগুলো), ঘ. বলক (তখনই)। যেসব পদে উপর্যুক্ত লগ্ন নির্ধারক যুক্ত থাকে তাকে সলগ্নক বলে। আর যেসব পদে লগ্নক থাকে না তাকে অলগ্নক বলে।)

সব্যয় পদ ৪ প্রকার। যথা – (১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম (৪) ক্রিয়া

সুতরাং পদ মোট ৫ প্রকার। যথা – (১) বিশেষ্য পদ (২) বিশেষণ পদ (৩) সর্বনাম পদ (৪) অব্যয় পদ (৫) ক্রিয়া পদ



বিশেষ্য পদ

বাক্যে ব্যবহৃত যেসব পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। অর্থাৎ কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য সাধারণত ছয় প্রকার। যথা –

(১) নামবাচক (২) জাতিবাচক (৩) দ্রব্যবাচক (৪) সমষ্টিবাচক (৫) ভাববাচক (৬) গুণবাচক

নামবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝায় তাকে নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন – শামিম, সিলেট, অগ্নিবীণা ইত্যাদি।

জাতিবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা একই জাতীয় বস্তু বা প্রাণীর নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – মানুষ, ইংরেজ, পাখি, নদী ইত্যাদি।

দ্রব্যবাচক/বস্তুবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোনো উপাদান বাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে দ্রব্যবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – বই, মাটি ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: যে পদে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – দল, সভা, সমিতি ইত্যাদি।

ভাববাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – ভোজন (খাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), গমন (যাওয়ার কাজ) ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন – মধুরতা, সুখ, যৌবন ইত্যাদি।

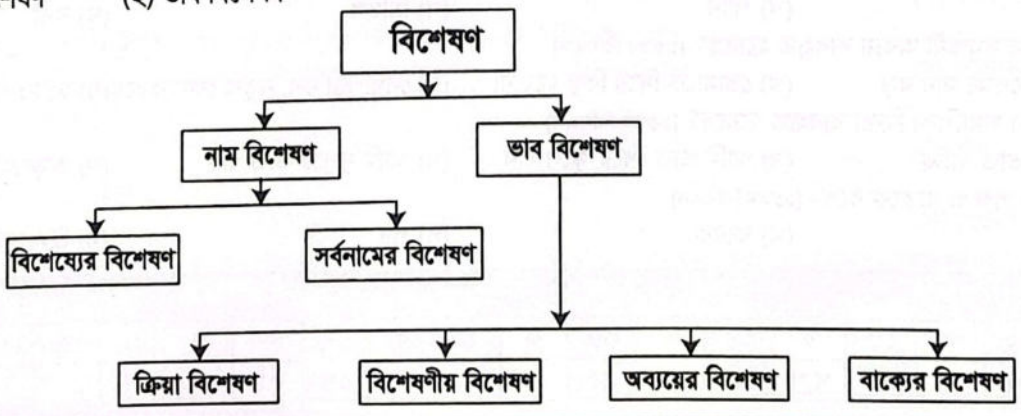
গুণবাচক বিশেষ্য চেনার উপায়: সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যের শেষে তা, ত্ব, য, য-ফলা ইত্যাদি থাকে।

বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন – চলন্ত গাড়ি = বিশেষ্যের বিশেষণ, দ্রুত চল = ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি।

প্রকারভেদ: বিশেষণ পদ দুই ধরনের।

যথা: (১) নাম বিশেষণ (২) ভাব বিশেষণ



১। নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

- বিশেষ্যের বিশেষণ: সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?
- সর্বনামের বিশেষণ: সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

ক. রূপবাচক	নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।	চ. পরিমাণবাচক	বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি।
খ. গুণবাচক	চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া।	ছ. অংশবাচক	অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
গ. অবস্থাবাচক	তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।	জ. উপাদানবাচক	বেলে মাটি, মেটে কলসী, পাথুরে মূর্তি।
ঘ. সংখ্যাবাচক	হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।	ঝ. প্রশ্নবাচক	কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
ঙ. ক্রমবাচক	দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।	ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক. ক্রিয়াজাত: হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
খ. অব্যয়জাত: আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
গ. সর্বনামজাত: কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
ঘ. সমাসসিদ্ধ: নিয়ম-বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
ঙ. বীপ্সামূলক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদ কাঁদ চেহারা।
চ. অনুকার অব্যয়জাত: কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, টসটসে ফল।
ছ. কৃদন্ত: কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ।
জ. তদ্ধিতান্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
ঝ. উপসর্গযুক্ত: নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
ঞ. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল।

২। ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে।

প্রকারভেদ: ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার। যথা – (১) ক্রিয়া বিশেষণ (২) বিশেষণীয় বিশেষণ (৩) অব্যয়ের বিশেষণ (৪) বাক্যের বিশেষণ

(১) ক্রিয়া বিশেষণ: যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে।

- ক্রিয়া সংঘটনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
- ক্রিয়া সংঘটনের কাল: পরে একবার এসো।

(২) বিশেষণীয় বিশেষণ: যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে।

- নাম বিশেষণের বিশেষণ: সামান্য একটু দুধ দাও।
- ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ: রকেট অতি দ্রুত চলে।

(৩) অব্যয়ের বিশেষণ: যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন – ধিক্ তারে শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

(৪) বাক্যের বিশেষণ: কোনো বিশেষণ পদ যখন কখনো কখনো একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন – বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

নির্ধারক বিশেষণ

দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তখন তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন –

০১. রাশি রাশি ভারা ভারা ধান।
০২. লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের চেয়ে অন্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন – যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু সুরমা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন: বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাতে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বুঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন – গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি। বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন: অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন – সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা – পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন – এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন: গুরু- গুরুতর-গুরুতম, দীর্ঘ- দীর্ঘতর-দীর্ঘতম। কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন – অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন – মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ঠ

বাংলায় ব্যবহার নেই

৪. 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন–ভূয়সী প্রশংসা।

বিশেষণ খোঁজার সহজ উপায়

কৌশল:

(১) বিশেষ্যের অতিরিক্ত তথ্যগুলোই বিশেষণ।

(২) বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত বিশেষ্য যা পরের বিশেষ্যকে বিশেষিত করে। সেক্ষেত্রে আগের বিশেষ্যটি বিশেষণ বলে গণ্য হবে। যেমন – গদ্য ও ভাষা দুটিই বিশেষ্য। এক্ষেত্রে 'গদ্য ভাষা' এমন হলে 'গদ্য' বিশেষণ হবে।

(৩) শব্দের শেষে ঈন, কুল, শীল, স্পর্শী, ইক, হীন, পূর্ণ, ইত, নিপুণ, মতী, ব্রতী, ময়, ধর্মী, অনীয়, ইষ্ট, গত, বদ্ধ, মান, অন্ত, তর, তম, বান, প্রবণ ইত্যাদি যুক্ত থাকলে বিশেষণ হয়।

(৪) কেমন/কয়টি প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই বিশেষণ।

বিশেষ্য ও বিশেষণ চেনার উপায়

০১. কী প্রশ্নের উত্তর- বিশেষ্য।
০২. বহুবচন হলে- বিশেষ্য।
০৩. পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হলে- বিশেষ্য।
০৪. বিভক্তি যুক্ত হলে- বিশেষ্য।
০৫. কাউকে বিশেষিত না করলে- বিশেষ্য।
০৬. কাউকে বিশেষিত করলে- বিশেষণ।
০৭. কেমন প্রশ্নের উত্তর- বিশেষণ।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

ভালো : বিশেষণ রূপে : ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
বিশেষ্য রূপে : আপন ভালো সবাই চায়।

মন্দ : বিশেষণ রূপে : মন্দ কথা বলতে নেই।
বিশেষ্য রূপে : এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?

পুণ্য : বিশেষণ রূপে : তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
বিশেষ্য রূপে : পুণ্যে মতি হোক।

নিশীথ : বিশেষণ রূপে : নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
বিশেষ্য রূপে : গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।

সত্য : বিশেষণ রূপে : সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
বিশেষ্য রূপে : এ এক বিরাট সত্য।

ধনী : বিশেষণ রূপে : ধনী লোকের খয়ের খাঁর অভাব হয় না।
বিশেষ্য রূপে : ধনীকেও একদিন মরতে হবে।

বুদ্ধিমান : বিশেষণ রূপে : বুদ্ধিমান লোক কম কথা বলেন।
বিশেষ্য রূপে : বুদ্ধিমানরাই উপদেশের মর্ম বুঝেন।

কুশল : বিশেষণ রূপে : তিনি রাজনীতিতে কুশল।
বিশেষ্য রূপে : মাতাপিতা সন্তানের কুশল কামনা করেন।

সাধু : বিশেষণ রূপে : সে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।
বিশেষ্য রূপে : সাধুগণ কখনো অন্যের ক্ষতি করেন না।

আপন : বিশেষণ রূপে : আপন ভালো পাগলেও বুঝে।
বিশেষ্য রূপে : আপনকে কেউ ভোলে না।

চেনা : বিশেষণ রূপে : এ যে আমাদের চেনা লোক।
বিশেষ্য রূপে : মানুষ চেনা কঠিন।

শেষ : বিশেষণ রূপে : এটাই কি তোমার শেষ কথা?
বিশেষ্য রূপে : এ তর্কের শেষ নেই।

মিথ্যা : বিশেষণ রূপে : মিথ্যা কথা বিপদ ডেকে আনে।
বিশেষ্য রূপে : মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে জীবনে ঠকতে হয়।

নীল : বিশেষণ রূপে : নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে।
বিশেষ্য রূপে : নীল একটি রঙের নাম।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ বা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন – তাঁর শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণিবিভাগ	ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক	আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, ও, ওরা ইত্যাদি।
	আত্মবাচক	স্বয়ং, নিজে, আপনি, খোদ ইত্যাদি।
	দূরত্ববাচক	ঐ, ঐসব ইত্যাদি।
	সামীপ্যবাচক	এ, এই, ইনি, ইহারা ইত্যাদি।
	প্রশ্নবাচক	কি, কী, কে, কাহার, কার ইত্যাদি।
	ব্যতিহারিক	নিজে নিজে, আপনা-আপনি, পরস্পর ইত্যাদি।
	সংযোগজ্ঞাপক	যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি।
	অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	কেউ, কোথাও, কোনো, কিছু ইত্যাদি।
	সাকুল্যবাচক	সব, সর্ব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
	অন্যাদিবাচক	অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার।

১. **উত্তম পুরুষ :** স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।

২. **মধ্যম পুরুষ :** প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. **নাম পুরুষ :** অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ)।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা: 'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে'।

২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমরা' স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন – 'কে বুঝিবে ব্যথা মম'। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'।

৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন – (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।

৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

সাপেক্ষ বা প্রতিনির্দেশক সর্বনাম

যত...তত, যিনি...তিনি, যার...তার ইত্যাদি জোড়া জোড়া সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বা প্রতিনির্দেশক সর্বনাম বলে।

এসব সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে। যেমন –

যত চাও, তত লও।

যত চেষ্টা করবে, ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।

অব্যয় পদ

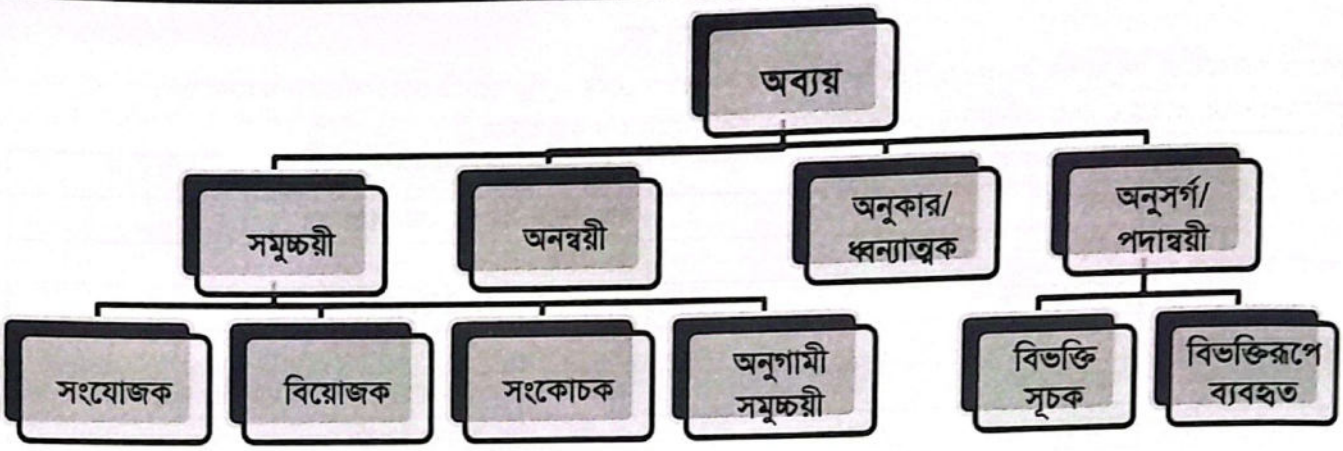
ব্যয় অর্থ পরিবর্তন, যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় তাই অব্যয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটায় তাকে অব্যয় পদ বলে।

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষায় ৩ প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা–

(১) বাংলা অব্যয় ⇒ আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না।

(২) তৎসম অব্যয় ⇒ যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত।

(৩) বিদেশি অব্যয় ⇒ আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা।



সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে অব্যয় শব্দের সাথে শব্দের বা বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে।

সমুচ্চয়ী অব্যয়ের প্রকারভেদ

(১) সংযোজক: যে অব্যয় পদের সাথে পদের বা বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন ঘটায়, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। ও, এবং, আর, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়। যেমন: তিনি সৎ, তাই সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।

(২) বিয়োজক: যে অব্যয় বাক্যের অর্থের বিয়োজন ঘটায়, তাকে বিয়োজক অব্যয় বলে। কিংবা, নতুবা, অথবা, ইত্যাদি বিয়োজক অব্যয়। যেমন – ইরফান কিংবা শরীফ এর জন্য দায়ী। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

(৩) সংকোচক: যে অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে ভাবের সংকোচন ঘটায়, তাকে সংকোচক অব্যয় বলে। কিন্তু, অথচ, বরং ইত্যাদি সংকোচক অব্যয়। যেমন – তিনি বিদ্বান অথচ চরিত্রবান নন।

(৪) অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে, তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন– তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

অনন্বয়ী অব্যয়: যে সব অব্যয় বাক্যের অন্যান্য পদের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। 'অন্বয়' শব্দের অর্থ সম্পর্ক, আর 'অনন্বয়ী' শব্দের অর্থ সম্পর্কহীন।যেমন –

ক. উচ্ছাস প্রকাশে	: মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে	: হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে	: আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।
ঘ. অনুমোদনবাচকতায়	: আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।
ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে	: আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে	: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	: ছি ছি, তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে	: 'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
ঝ. সম্ভাবনায়	: 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/পাছে লোকে কিছু বলে।'

ঞ. বাক্যালংকার অব্যয়: কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন – 'হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়: যে সকল অব্যয় অব্যক্ত, রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয় সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন – শীতে শরীর কনকন করে উঠল। ঝমঝম করে বৃষ্টি পরছে।

☞ অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যেমন: ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক)।

পদান্বয়ী/অনুসর্গ অব্যয়: যে সকল অব্যয় সূচক শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সাথে বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাদের অনুসর্গ বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। দ্বারা, দিয়ে, হতে, চেয়ে ইত্যাদি পদান্বয়ী/অনুসর্গ। যেমন– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার: (১) বিভক্তিসূচক অব্যয় (২) বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

বিভিন্ন অর্থে একই অব্যয়ের প্রয়োগ

০১. না : এখন যেও না। (নিষেধ অর্থে)
তিনি যাবেন, না হয় আমি যাবো। (বিকল্প প্রকাশে)
কী করেই না দিন কাটাচ্ছি! (বিস্ময় প্রকাশে)

০২. যেন : মুখ যেন পদ্মফুল (উপমায়)
তাই যেন হয়। (কামনা)
সাবধানে চলো যেন পা পিছলে না পড়ে। (সতর্কীকরণে)
ইস্, ঠাণ্ডা যেন বরফ (তুলনায়)

০৩. ও : তুমি ও আমি যাব। (সংযোগ)
আজ বৃষ্টি হতেও পারে। (সম্ভাবনা)
ওকে বলাও যা না বলাও তা। (তুলনায়)

০৪. আর : ওদিকে আর যাবো না। (পুনরাবৃত্তি)
আর কি বাজবে বাঁশি? (বাক্যালংকার)
এ দিন কি আর আসবে? (নিরাশায়)

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন – নিলয় বই পড়ে।

বৈশিষ্ট্য: ১. বাক্য গঠনের জন্য ক্রিয়াপদ অপরিহার্য। তবে কখনো কখনো ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। একে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বলে। যেমন:
ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।

প্রকারভেদ:

(ক) ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা: ১. সমাপিকা ক্রিয়া ২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

(১) সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন –
আল-আমিন বই পড়ছে।
আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব ইত্যাদি।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না, আরও কিছু জানার আগ্রহ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন – তোমার চিঠি পেয়ে.....
আমি ভাত খেয়ে.....ইত্যাদি।

(খ) কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়া ৩ প্রকার। যথা: ১. সকর্মক ক্রিয়া ২. অকর্মক ক্রিয়া ৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

(১) সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন: বাবা আমাকে একটি বই দিলেন। এখানে

- প্রশ্ন : কী দিলেন? উত্তর: বই (কর্মপদ)
- প্রশ্ন: কাকে দিলেন? উত্তর: আমাকে (কর্মপদ)

☞ ক্রিয়ার সাথে কী কাকে প্রশ্ন করলে যা উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্মপদ।

(২) অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদের কোনো কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন – হামিদ ঘুমায়। এখানে 'ঘুমায়' ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই।

(৩) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদের একটি প্রাণিবাচক এবং আরেকটি অপ্রাণিবাচক কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন – বাবা আমাকে একটি বই দিলেন। এখানে, ক্রিয়ার কর্ম ২টি।
(১) আমাকে → প্রাণিবাচক কর্ম
(২) বই → বস্তুবাচক কর্ম।

বি.দ্র. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম এবং অপ্রাণিবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে।

অন্যান্য ক্রিয়া

প্রযোজক/ণিজন্ত ক্রিয়া: যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে একে 'ণিজন্ত' ক্রিয়া বলে।

প্রযোজক কর্তা: যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা: যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক / ণিজন্ত ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন
শিক্ষক	ছাত্রকে	পড়াচ্ছেন

যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন –

(১) ঘটনাটি শুনে রাখ।

(২) ছেলে মেয়েরা শুয়ে পড়ল ইত্যাদি।

মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ধর্, মার্ প্রভৃতি ধাতু যোগ গঠিত ক্রিয়াপদকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন –

(১) আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।

(২) তোমাকে দেখে প্রীত হলাম ইত্যাদি।

সমধাতুজ কর্ম: বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে বা গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন –

(১) এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

(২) সে খুব আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে।

(৩) আর কত খেলা খেলবে? ইত্যাদি।

নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয় সেগুলোকে নামধাতু এবং নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া বিভক্তি যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে নাম ধাতুর ক্রিয়া বলে। যেমন –

"শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন" (নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ)

বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)

বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু) যথা: কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর। (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য → বিশেষণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অঙ্গ	আঙ্গিক	ক্ষীণতা	ক্ষীণ, ক্ষীয়মাণ	অরণ্য	আরণ্যক
অগ্নি	আগ্নেয়	ক্ষুধা	ক্ষুধার্ত	অরুণ	অরুণিম
অত্যয়	অতীত	ক্ষুন্নিবারণ, ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্ত	অর্থ	আর্থিক
অধিবাস	অধিবাসী	উদ্যোগ	উদ্যোগী	আকর্ষণ	আকর্ষিত, আকৃষ্ট
অনভ্যাস	অনভ্যস্ত	ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ, ক্ষোভিত	আনুগত্য	অনুগত
অনাদর	অনাদৃত	খণ্ড, খণ্ডন	খণ্ডিত, খণ্ডনীয়	আবশ্যকতা	আবশ্যক
অনুগমন	অনুগত	খনন	খদিত, খনক	আশ্বাস	আশ্বস্ত
অনুবাদ	অনূদিত	খাদন	খাদক, খাদিত	আসন	আসীন
অনুপ্রবেশ	অনুপ্রবিষ্ট	খাদ্য	খাদিত	আসক্তি	আসক্ত
অবধান	অবধেয়	খুন	খুনে	আহরণ	আহৃত
অবসান	অবসিত	খেয়াল	খেয়ালী	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক, ইচ্ছু, ইচ্ছুক
অবসাদ	অবসন্ন	গঙ্গা	গাঙ্গেয়	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক
অভিধান	আভিধানিক	গরিমা	গৌরবিত, গৌরবান্বিত	ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা	ঈর্ষান্বিত
অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ,আভ্যন্তরীণ	গ্রন্থ	গ্রন্থিত, গ্রথিত	ঈশ্বর	ঐশ্বরিক
অভিষেক	অভিষিক্ত	গ্রহণ	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়	উগ্রতা	উগ্র
অভিযোগ	অভিযুক্ত	গাঁ	গেঁয়ো	উচ্চতা	উচ্চ
অভিশাপ	অভিশপ্ত	গাছ	গেছো	উচ্চারণ	উচ্চারিত, উচ্চার্য, উচ্চারণীয়
অভ্যুদয়	অভ্যুত্থান	গান	গীত, গেয়, গায়ক	উচ্ছৃঙ্খলতা	উচ্ছৃঙ্খল
উক্তি	উক্ত	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাসিত, উচ্ছ্বসিত
কর্ম	কর্মঠ	গিরি	গৈরিক	কৈশোর	কিশোর

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
কাঠ	কাষ্ঠল	গুরুত্ব	গুরু (দায়িত্বপূর্ণ)	আদর	আদরণীয়, আদৃত
কামনা	কাম্য, কামনীয়	গৃহ	গৃহী	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট
উজ্জীবন	উজ্জীবিত	ন্যায়	ন্যায্য	উত্তাপ	উত্তপ্ত
উজ্জ্বলতা	উজ্জ্বল	ন্যাকামি	ন্যাকা	উত্তোলন	উত্তোলিত
উড্ডয়ন	উড্ডীন, উড্ডীয়মান	নাস্তিকতা	নাস্তিক	উত্থান	উত্থিত
আত্মীয়তা	আত্মীয়	নীলিমা	নীল	লোক	লৌকিক
উদ্দামতা	উদ্দাম	নৌ	নাব্য	বর্ষ	বার্ষিক
উদ্দেশ্য	উদ্দিষ্ট	পঙ্‌ক্তি	পাঙ্‌ক্তেয়	লঘিমা	লঘু, লঘিষ্ঠ
উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	পঙ্ক	পঙ্কিল	লজ্জা/লাজ	লজ্জিত, লাজুক
উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন	পরাভব	পরাভূত	লবণ	লবণাক্ত
উদ্যম	উদ্যমী	পরিচয়	পরিচিতি	বেহায়াপনা	বেহায়া
উন্নয়ন	উন্নীত	পর্বত	পার্বত্য	বৈদগ্ধ	বিদগ্ধ
উর্ধ্ব	উর্ধ্বতন	পাঠ	পাঠ্য,পঠিত,পঠিতব্য	ভাত	ভেতো
ঋণ	ঋণী	ধীরতা	ধীর	ভূত	ভৌতিক
একাগ্রতা	একাগ্র	ধূর্তামি	ধূর্ত	ভেদ	ভিন্ন
ঐতিহ্য	ঐতিহ্যশালী	ডিম্ব	ডিম্বজ	মঙ্গল	মাঙ্গলিক
ঐশ্বর্য	ঐশ্বর্যশালী, ঐশ্বর্যিক	ঢাকা (স্থান)	ঢাকাই	মদ	মত্ত
ওজস্বিতা	ওজস্বী	তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	মন	মানসিক
ওষ্ঠ	ওষ্ঠাগত, ওষ্ঠ্য	তালু	তালব্য	মাংস	মাংসল
ঔজ্জ্বলতা/ঔজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল	প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ	শ্যামলী	শ্যামল
ঔৎসুক	উৎসুক	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত	জল	জলীয়, জলো
ঔদার্য	উদার	প্রত্যয়	প্রতীত	জাতি	জাতীয়
ঔদাসীন্য, ঔদাস্য	উদাসীন	প্রতীচী	প্রতীচ্য	জীবন	জীবন্ত
ঔদ্ধত্য	উদ্ধত	প্রমাণ	প্রমাণিত	ঝগড়া	ঝগড়াটে
ঔপম্য/ঔপমিক	উপমা	প্রাচী	প্রাচ্য	ঝঙ্কার	ঝঙ্কৃত
কৌটিল্য	কুটিল	লালিমা	লাল	ঝড়	ঝড়ো
রোগ	রুগ্‌ণ	কৌতূহল	কৌতূহলী	গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ
বস্তু	বাস্তব	ক্ষমা	ক্ষমার্হ	দেশ	দেশীয়, দৈশিক
বাক	বাগ্মী/বাচাল	গৌরব	গৌরবান্বিত	দেহ	দৈহিক
বাবু	বাবুয়ানা, বাবুগিরি	ঘনত্ব	ঘন	দৈন্য, দীনতা	দীন
বায়ু	বায়বীয়, বায়ব্য	ঘর	ঘরোয়া	ধর্ম	ধর্মীয়, ধার্মিক
বিদ্যা	বিদ্বান	চক্ষু	চাক্ষুষ	ধাতু	ধাতব
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক	চন্দ্র	চান্দ্র	ধান	ধেনো
শীত, শৈত্য	শীতল	চতুরালি	চতুর	ধ্যান	ধ্যেয়, ধ্যানী
রঙ	রঙিন, রঞ্জিত	চরিত্র	চারিত্রিক	সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত
রক্ত	রক্তিম	মাঠ	মেঠো	সংজ্ঞা	সংজ্ঞায়িত, সংজ্ঞক
রক্ষা	রক্ষিত	জন্তু	জান্তব	লাভ	লব্ধ, লভ্য
রেশম	রেশমী	জন্ম	জাত	সংগ্রাম	সংগ্রামী
শক্তি	শক্ত, শক্তিশালী	দৃঢ়তা	দৃঢ়	মৃৎ	মৃন্ময়

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
শখ	শৌখিন	ফল	ফলিত	মৃদুতা	মৃদু
শঙ্কা	শঙ্কিত	ফেন	ফেনিল	মোহ	মুগ্ধ
শঠতা, শাঠ্য	শঠ	বন	বুনো	যশ	যশস্বী
শত্রু	শত্রুতা	শহর	শহুরে	সমুদ্র	সামুদ্রিক
সামর্থ্য	সমর্থ	শব্দ	শাব্দিক, শব্দায়ন	সমগ্রতা	সমগ্র
স্নায়ু	স্নায়বিক	শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়	সর্বাঙ্গ	সর্বাঙ্গীণ
সিন্ধু	সৈন্ধব	শিল্প	শৈল্পিক	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	শিলা	শৈল	স্পর্শ	স্পৃষ্ট
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	জীবন	জীবনী		

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন'- এখানে কোন ধরনের অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) সংকোচক (খ) বিয়োজক (গ) সংযোজক (ঘ) অনন্বয়ী

০২। ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ মোট কয় প্রকার?
(ক) ৩ প্রকার (খ) ৭ প্রকার (গ) ৫ প্রকার (ঘ) ৯ প্রকার

০৩। 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা। এখানে 'রাশি রাশি–
(ক) সাপেক্ষ সর্বনাম (খ) নির্ধারক বিশেষণ (গ) অনুকার অব্যয় (ঘ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

০৪। 'সে সকাল থেকেই খাই খাই করছে'- এ বাক্যে 'খাই খাই'কোন ধরনের পদ?
(ক) ক্রিয়াপদ (খ) ক্রিয়া বিশেষ্য (গ) দ্বিত্ব বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

০৫। 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ-
(ক) চতুরতা (খ) চতুরালি (গ) চতুর (ঘ) চৈতন্য

০৬। 'আপনার ভালো সবাই চায়' –এখানে ভালো কোন পদ?
(ক) বিশেষণ (খ) বিশেষ্য (গ) অব্যয় (ঘ) সর্বনাম

০৭। সাইরেন বেজে উঠলো। 'বেজে উঠলো' কী ধরনের ক্রিয়া পদ?
(ক) মিশ্র (খ) যৌগিক (গ) প্রযোজক (ঘ) সমধাতুজ

০৮। কোনটি অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ?
(ক) ভারা ভারা (খ) ছম ছম (গ) হাতে নাতে (ঘ) নেই নেই

০৯। 'এ এক বিরাট সত্য'–এখানে 'সত্য'কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) অব্যয় (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ

১০। কোনটি বিশেষণ?
(ক) সততা (খ) সৎ (গ) দর্শন (ঘ) জনতা

১১। 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে (খ) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে (গ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে (ঘ) বিশেষণের পরে

১২। 'দশম শ্রেণি'- এখানে দশম কী ধরনের নাম বিশেষণ?
(ক) সংখ্যাবাচক (খ) পরিমাণবাচক (গ) ক্রমবাচক (ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক

১৩। 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন' –বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' কোন ক্রিয়াপদের উদাহরণ?
(ক) ণিজন্ত (খ) দ্বিকর্মক (গ) ধন্যাত্মক (ঘ) যৌগিক

১৪। 'পুণ্যে মতি হোক' বাক্যে পুণ্য কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) বিশেষণের বিশেষণ (ঘ) সর্বনাম

১৫। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'।– এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন পদ?
(ক) বিশেষ্য (খ) ক্রিয়া (গ) অব্যয় (ঘ) সর্বনাম

১৬। ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নয় কোনটি?
(ক) শির শির (খ) ধড়ফড় (গ) মড় মড় (ঘ) তির তির

১৭। 'হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা'- বাক্যটিতে অব্যয় পদের কী অর্থ প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) যন্ত্রণা (খ) বিরক্তি (গ) সংশয় (ঘ) নিরর্থকতা

১৮। নিচের কোনটি একটি সর্বনাম পদ?
(ক) সে (খ) পড়া (গ) যদি (ঘ) লাল

১৯। সর্বজন এর বিশেষণ-
(ক) সর্বগ্রাহ্য (খ) সর্বজনীন (গ) সার্বিক (ঘ) সার্বজনীন

২০। নিচের কোনটি বিশেষ্য?
(ক) দরিদ্র (খ) এক (গ) দরিদ্রতা (ঘ) সমর্থ

২১। 'সন্ধ্যা' শব্দের বিশেষণটি নির্দেশ করুন।
(ক) সাঁঝ (খ) সন্ধ্যা (গ) সন্দা (ঘ) সান্ধ্য

২২। জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?
(ক) সমাজ (খ) নদী (গ) পানি (ঘ) মিছিল

২৩। 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ?
(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ (খ) বিশেষ্য (গ) বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

২৪। বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?
(ক) বিশেষণ (খ) অব্যয় (গ) সর্বনাম (ঘ) বিশেষ্য

২৫। 'যত গর্জে তত বর্ষে না'–বাক্যটিতে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
(ক) পরিণাম (খ) বৈপরীত্য (গ) তুলনা (ঘ) নিশ্চিত

২৬। বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে?
(ক) শেষে (খ) প্রথমে (গ) কর্মের আগে (ঘ) অব্যয় পদের পরে

২৭। কোন বাক্যটিতে নামধাতুর ক্রিয়াপদ রয়েছে?
(ক) মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন (খ) আমি বাড়ি যাই (গ) গোল্লায় যাও (ঘ) শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন

২৮। যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে কী পদ বলে?
(ক) ক্রিয়ার বিশেষণ (খ) বিশেষ্যের বিশেষণ (গ) নাম বিশেষণ (ঘ) সর্বনামের বিশেষণ

২৯। ব্যতিহারিক সর্বনাম কোনটি?
(ক) ইহার (খ) যিনি (গ) নিজে নিজে (ঘ) কেহ

৩০। 'ভূগোল' শব্দটির বিশেষণ পদ কোনটি?
(ক) ভূগোলক (খ) ভৌগোলিক (গ) ভৌগলিক (ঘ) ভূগোলিক

৩১। বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রকেই কী বলা হয়?
(ক) বাক্য (খ) পদ (গ) সমাস (ঘ) সন্ধি

৩২। নিসর্গ শব্দের বিশেষণ কী?
(ক) নিসর্গত (খ) নৈসর্গিক (গ) নিসর্গীক (ঘ) নিসর্গণ

৩৩। কোনটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য?
(ক) পর্বত (খ) মাটি (গ) মানুষ (ঘ) জনতা

৩৪। ক্রিয়া পদের মূল অংশকে কী বলা হয়?
(ক) যতি (খ) ধাতু (গ) উক্তি (ঘ) প্রকৃতি

৩৫। বিশেষণ থেকে বিশেষ্য-সাধিত শব্দটি হলো-
(ক) অগ্রিম (খ) জটিল (গ) গ্রাম্য (ঘ) ঘনত্ব

৩৬। 'দহন' শব্দের বিশেষণ কোনটি?
(ক) দাহ্য (খ) দগ্ধ (গ) দহনকারী (ঘ) দহনীয়

৩৭। 'শৈত্য' শব্দের বিশেষণ পদ কোনটি?
(ক) শীতার্ত (খ) শীত (গ) শীতাতপ (ঘ) কোনোটিই নয়

৩৮। 'মরি মরি!' কী সুন্দর প্রভাতের রূপ। এ বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়?
(ক) সমুচ্চয়ী (খ) অনন্বয়ী (গ) পদান্বয়ী (ঘ) অনুকার

৩৯। 'নিশীথ' রাতে বাজছে বাঁশি। এখানে 'নিশীথ' কোন পদ?
(ক) ক্রিয়া বিশেষণ (খ) বিশেষণ (গ) বিশেষ্যের বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া

৪০। কোন বাক্যে সমধাতুজ ক্রিয়া রয়েছে-
(ক) সে হাসিয়া উঠিল (খ) সে বিস্ময়ের হাসি হাসিল (গ) সে হাসিতেছিল (ঘ) তার হাসিতে বিস্ময় ছিল।

৪১। 'সুন্দর' শব্দটির বিশেষ্য রূপ কোনটি?
(ক) সুন্দরী (খ) সুন্দর (গ) সান্দর (ঘ) সৌন্দর্য

৪২। নিচের কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) মাথা ঝিমঝিম করছে। (খ) শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (গ) তিনি বলতে লাগলেন (ঘ) খোকাকে কাঁদিও না

৪৩। কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য?
(ক) সৌরভ (খ) চিনি (গ) জনতা (ঘ) ভোজন

৪৪। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটিকে কী বলা হয়?
(ক) অপ্রধান কর্ম (খ) গৌণ কর্ম (গ) ধাত্বর্থক কর্ম (ঘ) মুখ্য কর্ম

৪৫। এ, এই, এরা কোন জাতীয় সর্বনামের উদাহরণ?
(ক) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (খ) ব্যতিহারিক (গ) সামীপ্যবাচক (ঘ) সংযোগজ্ঞাপক

উত্তরমালা

০১	ক	০২	▢	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	▢	২০	গ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	খ	২৪	▢	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	▢	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	ক	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	গ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

দ্বিরুক্ত শব্দ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি- এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে?[৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) অসহায়ত্ব (খ) বিরক্তি (গ) কালের বিস্তার (ঘ) পৌনঃপুনিকতা

০২। আমার জ্বর জ্বর লাগছে- এ বাক্যে 'জ্বর জ্বর' দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে।[৪২তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) দ্বিরুক্ত শব্দ (খ) সমার্থক শব্দ (গ) যুদ্মশব্দ (ঘ) শব্দবিত্ত

০৩। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান' এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) অবস্থাবাচক শব্দ (খ) বাক্যালঙ্কার অব্যয় (গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (ঘ) দ্বিরুক্ত শব্দ

০৪। কোন দ্বিরুক্তি শব্দ দুটি বহুবচন নির্দেশ করে? [১০তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) পাকা পাকা আম (খ) ছি ছি ! তুমি কী করেছো? (গ) নরম নরম হাত (ঘ) উড়ু উড়ু মন

দ্বিরুক্ত শব্দ

একটি শব্দ পরপর দুবার উক্ত বা বলা বা ব্যবহার হলে, তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন – দিন দিন, বারে বারে ইত্যাদি।

প্রকারভেদ: দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েক প্রকারের। যথা –

১. শব্দের দ্বিরুক্তি ২. পদের দ্বিরুক্তি ৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

১. শব্দের দ্বিরুক্তি

১। একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যথা – ভালো ভালো ফল, বড় বড় বই ইত্যাদি।
২। একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা – ধন–দৌলত, খেলা–ধুলা, খোঁজ–খবর ইত্যাদি।
৩। দ্বিরুক্ত শব্দ– জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যথা – মিট–মাট, ফিট–ফাট, বকা–ঝকা ইত্যাদি।
৪। সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যথা – লেন–দেন, দেনা–পাওনা, ধনী–গরীব, আসা–যাওয়া ইত্যাদি।

২. পদের দ্বিরুক্তি

১. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন – ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কাথাই ভেবেছি।
২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ–বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন – চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার
১. আধিক্য বুঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বুঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। দেখেছ তার কবি কবি ভাব।
৩. পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বুঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বুঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বুঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার
১. আধিক্য বুঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বুঝাতে: গরম গরম জিলাপি। নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বুঝাতে : উঁড়ু– উঁড়ু ভাব। কালো কালো চেহারা।

(গ) সর্বনাম শব্দ: বহুবচন বা আধিক্য বুঝাতে: সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ
১. বিশেষণরূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বুঝাতে: দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বুঝাতে: ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিরুক্তি
১. ভাবের গভীরতা বুঝাতে: তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. পৌনঃপুনিকতা বুঝাতে: বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বুঝাতে: ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বুঝাতে: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
৫. ধ্বনি-ব্যঞ্জনা: ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ কয়েক উপায়ে গঠিত হয়। যেমন –

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার: ভেউ ভেউ– মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি।
২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি)।
৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)।
৪। অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার: ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য)

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন

১. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ: ধবধব, ঝনঝন, পটপট।
২. প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে : গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।
৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে : ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।
৪. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিচিরমিচির (পাখির বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টির শব্দ), হাপুস হুপুস (গোগ্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।
৫. আনি প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্তি গঠিত হয়। যেমন— পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ বিভিন্ন পদরূপে ব্যবহৃত হয়

১. বিশেষ্য: বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।
২. বিশেষণ: 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'
৩. ক্রিয়া: 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।'
৪. ক্রিয়া বিশেষণ: 'চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা।'

দ্রষ্টব্য: কতগুলো শব্দ ধ্বন্যাত্মক 'একক' কিংবা দ্বিরুক্ত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার, ভ্রমরের গুঞ্জন, নূপুরের নিক্কন, পাখির কূজন- কাকলি, পাতার মর্মর, সমুদ্রের কল্লোল, ময়ূরের কেকা, অশ্বের হ্রেষা, বীরের হুঙ্কার।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'কলকল রবে নদীর শ্রোত বইছে'- এখানে 'কলকল' কোন অব্যয়?
(ক) সমুচ্চরিত (খ) অনুসর্গ (গ) অনন্বয়ী (ঘ) অনুকার

০২। 'পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির' কোন অর্থে দ্বিরুক্তি?
(ক) ভাবের গভীরতা (খ) বিশেষণ বোঝাতে (গ) সামান্যতা (ঘ) অনুভূতি বোঝাতে

০৩। কোনটির দ্বারা ভাবের 'আধিক্য' ও 'স্বল্পতা' দুটিই দেখানো হয়েছে?
(ক) চোখে চোখে (খ) বাচা বাছা (গ) ভাবতে ভাবেতে (ঘ) হাড়ে হাড়ে

০৪। 'কবি কবি ভাব কিন্তু ছন্দের অভাব'- 'কবি কবি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) পৌনঃপুনিকতা অর্থে (খ) ভালো অর্থে (গ) পুনরাবৃত্তি অর্থে (ঘ) উপহাস অর্থে

০৫। 'হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ'- এ বাক্যে কোন দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) যুগ্মরীতি (খ) অব্যয়ের (গ) ধ্বন্যাত্মক (ঘ) পদাত্মক

০৬। 'কৃষক হলেও তার রাশি রাশি ধন'- এ বাক্যে 'রাশি রাশি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) সামান্য (খ) গভীরতা (গ) আধিক্য (ঘ) তীব্রতা

০৭। 'শিশুটি মা মা বলে কাঁদছে'- এখানে 'মা মা' দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) স্বল্পকাল স্থায়ী (খ) আগ্রহ (গ) আধিক্য (ঘ) তীব্রতা

০৮। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে- এখানে 'খাঁ খাঁ' হলো-
(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (খ) মিশ্র শব্দ (গ) অব্যয় শব্দ (ঘ) শব্দদ্বৈত

০৯। কোনটি অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ?
(ক) ভারা ভারা (খ) ছম ছম (গ) হাতে হাতে (ঘ) নেই নেই

১০। 'চিকচিক করে বালি কোথা নেই কাদা'- এখানে দ্বিরুক্ত শব্দ 'চিকচিক' কোন ধরনের শব্দ?
(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ (খ) অব্যয়ের বিশেষণ (গ) বিশেষণের বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ক	০৪		০৫	ঘ	০৬	গ	০৭		০৮	ক	০৯	খ	১০	ঘ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

ক্রিয়ার কাল

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) করছিলাম (খ) করেছি (গ) করছি (ঘ) করব

০২। কোনটি অনুজ্ঞা? [২১তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) তুমি গিয়েছিলে (খ) তুমি যাও (গ) তুমি যাচ্ছিলে (ঘ) তুমি যাচ্ছ

০৩। কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে? [১৩তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) ওরা কি করে (খ) আপনি আসবেন (গ) আমরা যাচ্ছি (ঘ) তোরা খাসনে

কাল

কাল: ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

কালের প্রকারভেদ:



বর্তমান কাল

যে ক্রিয়ার কাজ এখন ঘটছে বা স্বভাবত ঘটে থাকে বা কিছুক্ষণ পূর্বে ঘটলেও তার ফল বিদ্যামান বোঝালে তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন – পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

বর্তমান কাল তিন প্রকার:

ক. **সাধারণ বর্তমান কাল:** যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন – সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

সাধারণ বর্তমান কাল চেনার উপায়

নিম্নোক্ত ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যকল্পটি আত্মস্থ করুন

থাকে যদি প্রাচীন লেখকের বর্ণনা
নিজের বর্ণনা আর অনুমতি প্রার্থনা
নি নেই নাই
সাধারণ বর্তমান হবে তাই।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) প্রাচীন লেখকের বর্ণনা:
চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।
রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি'।
(২) বর্ণনীয় বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে): আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।
(৩) অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎকালের অর্থে): এখন তবে আসি।
(৪) নি, নেই, নাই- শব্দযোগে অতীতকালের ক্রিয়ায়:
তিনি গতকাল হাটে যাননি।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা –
সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)
আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

নিত্যবৃত্ত বর্তমান চেনার উপায়

প্রকাশ করে যদি স্থায়ী সত্য কিংবা অভ্যস্ততা, ঐতিহাসিকতা অথবা কাব্যের ভণিতা,
আর অনিশ্চয়তা যদি যেন যখন, নিত্যবৃত্ত বর্তমান হবে তখন।

৬ নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) স্থায়ী সত্য: • সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। চার আর তিনে সাত হয়। সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

(২) অভ্যাসগত কর্ম: • আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। আবির সর্বদা সত্যকথা বলে।

(৩) ঐতিহাসিক বর্তমান: • বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ শহিদ হয়।

(৪) কাব্যের ভণিতায়: • মহাভারতের কথা অমৃত সমান । কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।

(৫) অনিশ্চয়তা: • কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না। এমন করে আর কি বাজবে বাঁশি?

(৬) যদি, যেন, যখন: • বৃষ্টি যদি আসে আমরা বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন সভায় উপস্থিত থাকে। বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করে আসে।

খ. **ঘটমান বর্তমান কাল:** যে কাল শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাল বুঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা- হাসান বই পড়ছে। বীণা গান গাইছে।

৬ ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা- বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।'

(২) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে: চিন্তা করো না, কালই আসছি।

গ. **পুরাঘটিত বর্তমান কাল:** ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন – এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

অতীত কাল

যে ক্রিয়া সাধারণভাবে অতীত সময়ে সংঘটিত হয়েছে, তার কালকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন – আমি সেদিন গিয়েছিলাম।

অতীত কাল চার প্রকার:

ক. **সাধারণ অতীত:** বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংগঠন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন – প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

৬ সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

(১) পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে: 'এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।'

(২) বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে: তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় হলাম।

খ. **নিত্যবৃত্ত অতীত:** অতীতকালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন – আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম।

৬ নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

(১) কামনা প্রকাশে: আজ যদি সুমন আসতো, কেমন মজা হতো।

(২) অসম্ভব কল্পনায়: 'সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ।'

(৩) সম্ভাবনা প্রকাশে: তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো।

গ. **ঘটমান অতীত কাল:** অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বুঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন – কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল, আমরা তখন বই পড়ছিলাম। বাবা আমাদের পড়াশুনা দেখছিলেন।

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত কাল:** যে ক্রিয়া অতীতে বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন –
সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি তুমি করেছিলে।

(১) অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায়: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ মারাঠা সৈন্য মারা গিয়েছিল। আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ দিয়েছিলাম।

(২) অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বুঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন – বৃষ্টি শেষ হবার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আগামীকাল আমাদের পরীক্ষা শুরু হবে।

ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার:

ক. **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল:** যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন – আমরা মাঠে খেলতে যাব। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

ঙ. সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন – কে জানতো, আমার ভাগ্য এমন হবে? সেদিন কে জানতো যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি বাজবে?

(২) অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন – ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়ত 'বিশ্বনবী' পড়ে থাকবে।

খ. **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল:** যে কোনো কাজ ভবিষ্যৎকালে চলতে থাকবে এমন ভাব বোঝালে, তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে।

(১) মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইতে/তে যোগ করে যে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়, তা ঘটমান ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন – আমরা বাজারে যাইতে থাকিবো।

গ. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল:** যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়াছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বুঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

এ ক্রিয়ার রূপ: পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি-ইয়া/এ যোগ করে এবং √থাক্ ও √গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা- গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

পুরুষ

শব্দের যে রূপ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা বক্তা, শ্রোতা বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়, তাকে শব্দের পক্ষ বা পুরুষ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়ার রূপভেদ গঠিত হয় তাই পুরুষ।

প্রকারভেদ: পুরুষ তিন প্রকার। যথা: (১) উত্তম পুরুষ (২) মধ্যম পুরুষ (৩) নাম পুরুষ

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
উত্তম পুরুষ	বক্তা নিজেই উত্তম পুরুষ	আমি, আমরা
মধ্যম পুরুষ	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাকেই বলা হয় মধ্যম পুরুষ	তুমি, তোমরা
নাম পুরুষ	অনুপস্থিত যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকেই নাম পুরুষ বলে	সে, তিনি, এগুলো, ওরা ইত্যাদি

বাংলা অনুজ্ঞা

অনুজ্ঞা: আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয়, তাকে অনুজ্ঞা বলে।

অনুজ্ঞা বিশেষভাবে প্রযোজ্য- দুইটি কালে। যথা: (১) বর্তমান কাল (২) ভবিষ্যৎ কাল

অনুজ্ঞা পদের গঠন:

(১) প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন – করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।

(২) উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হয় না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

(৩) অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না।

মধ্যম ও নাম পুরুষে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার রূপ

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ
সম্মানসূচক	আপনি, আপনারা, তিনি, তারা	উন, ন	যাউন, যান
সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	করো, যাও
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর, যা
সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য:

- নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্মানসূচক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি হলো 'এন'। যেমন – আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। সম্মানসূচক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি 'উন'। যেমন – আপনারা সবাই বসুন।
- আবার চলিত ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ-কারান্ত বা ও-কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন – নেন> লন, নিন > লউন।

মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		উদাহরণ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সম্মানসূচক	আপনি, আপনার	-ইবেন	-বেন	করিবেন	করবেন
সাধারণ	তুমি, তোমরা	-ইও	-ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	-ইস	-স	করিস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	-ইবে	-বে	করিবে	করবে

অনুজ্ঞা বাক্য গঠন

বর্তমান কালের অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা
১. আদেশ: কাজটি করে ফেল।	১. আদেশ: সদা সত্য কথা বলবে।
২. উপদেশ: সত্য কথা গোপন করো না।	২. সম্ভাবনা: চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
৩. অনুরোধ: অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।	৩. বিধান অর্থে: রোগ হলে ওষুধ খাবে।
৪. প্রার্থনা: আমার চিঠিটি পড়ুন।	৪. অনুরোধ: কাল একবার আসিও।
৫. অভিশাপ: মর, পাপিষ্ঠা।	৫. উপদেশ: জীবনে সৎ পথে চলার চেষ্টা করবে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'প্রদীপ নিভে গেল' বাক্যটি কোন কালের?
(ক) নিত্যবৃত্ত অতীত (খ) সাধারণ অতীত (গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) ঘটমান অতীত

০২। 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি'- বাক্যটি কোন কালের?
(ক) সাধারণ অতীত (খ) নিত্যবৃত্ত অতীত (গ) ঘটমান বর্তমান (ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান

০৩। 'তোমার চোখ তুলে তাকাও' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) নির্দেশাত্মক (খ) প্রার্থনাসূচক (গ) অনুজ্ঞাবাচক (ঘ) কার্যকারণাত্মক

০৪। বাক্যের অনুজ্ঞা পদগুলো হচ্ছে-
(ক) বিশেষ্য পদের রূপ (খ) বিশেষণ পদের রূপ (গ) সর্বনাম পদের রূপ (ঘ) ক্রিয়া পদের রূপ

০৫। 'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম' উক্ত বাক্যটি কোন অতীত কাল?
(ক) সাধারণ অতীত (খ) নিত্যবৃত্ত অতীত (গ) ঘটমান অতীত (ঘ) পুরাঘটিত অতীত

০৬। 'কে জানত আমার ভাগ্যে এমন হবে' এ বাক্যটি নিচের কোন কালের উদাহরণ?
(ক) ঘটমান বর্তমান (খ) সাধারণ বর্তমান (গ) সাধারণ ভবিষ্যৎ (ঘ) সাধারণ অতীত

০৭। 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।' এ বাক্যটি-
(ক) নিত্যবৃত্ত অতীত (খ) ঘটমান অতীত (গ) বর্তমান অনুজ্ঞা (ঘ) ভবিষ্যত অনুজ্ঞা

০৮। 'সে' কোন পুরুষ?
(ক) নামপুরুষ (খ) উত্তম পুরুষ (গ) মধ্যম পুরুষ (ঘ) কোনোটিই নয়

০৯। 'তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো' বাক্যটিতে 'যেতে' শব্দটি ক্রিয়ার কোন কাল?
(ক) সাধারণ অতীত (খ) ঘটমান অতীত (গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত

১০। 'অনুজ্ঞা' কোন কালে ব্যবহৃত হয়?
(ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (খ) বর্তমান ও অতীত (গ) ভবিষ্যৎ ও অতীত (ঘ) নিত্যবৃত্ত ও ঘটমান অতীত

১১। 'ভোরে সূর্য উদয় হয়' উদাহরণটি কোন বর্তমান কালের?
(ক) সাধারণ (খ) ঘটমান (গ) নিত্যবৃত্ত (ঘ) পুরাঘটিত

১২। কোনটি উত্তম পুরুষ?
(ক) সে (খ) তারা (গ) আমরা (ঘ) তোমরা

১৩। 'সদা সত্য কথা বলবে' বাক্যটি-
(ক) অনুজ্ঞাসূচক (খ) আদেশসূচক (গ) আশীর্বাদসূচক (ঘ) অনুরোধসূচক

১৪। "খোদা আপনার মঙ্গল করুন" । কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
(ক) আদেশ (খ) প্রার্থনা (গ) উপদেশ (ঘ) অনুরোধ

১৫। অনুরোধ প্রকাশ পেয়েছে কোন বাক্যে?
(ক) 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেও নাকো তুমি'। (খ) 'আরমান, আমার চিঠিটা দিয়ে এসো তো'।
(গ) আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে। (ঘ) দোয়া করি, ধনী নয়, মানুষের মত মানুষ হও।

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক										

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

কারক ও বিভক্তি

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) বিভক্তি (খ) কারক (গ) প্রত্যয় (ঘ) অনুসর্গ

০২। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক- বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? [৪০তম বিসিএস]
(ক) তৃতীয়া বিভক্তি (খ) প্রথমা বিভক্তি (গ) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ঘ) শূন্য বিভক্তি

০৩। বিভক্তিহীন নাম-শব্দকে কী বলে? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) প্রাতিপদিক (খ) নাম-পদ (গ) মৌলিক শব্দ (ঘ) কৃদন্ত শব্দ

০৪। কোনটি অপাদান কারক? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) গৃহহীনে গৃহ দাও (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে (গ) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) বনে বাঘ আছে

০৫। 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা'-এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? [২৫তম বিসিএস]
(ক) কর্ম কারকে শূন্য (খ) সম্প্রদানে সপ্তমী (গ) অধিকরণে শূন্য (ঘ) কর্তৃকারকে শূন্য

০৬। 'আকাশে তো আমি রাখিনাই মোর উড়িবার ইতিহাস।' [২৪তম বিসিএস]
— এই বাক্য 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?
(ক) কর্তৃকারকে সপ্তমী (খ) কর্মকারকে সপ্তমী (গ) অপাদান কারকে তৃতীয়া (ঘ) অধিকরণ কারকে সপ্তমী

০৭। নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? [১২তম বিসিএস]
(ক) ঘোড়াকে চাবুক মার (খ) ডাক্তার ডাক (গ) গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে

উত্তরমালা													
০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	ক

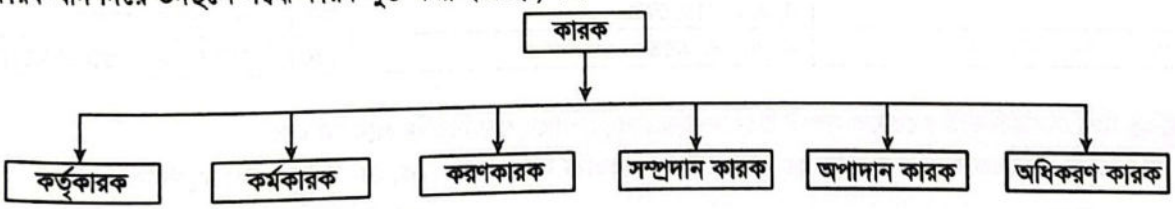
কারক

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য নাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। কারক = √কৃ + ণক। কৃ ধাতুর অর্থ 'করা'। কারক শব্দটির অর্থ- যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

কারক সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা –

ক্রিয়াপদের সাথে নাম পদের সম্পর্ক থাকলে সেটি কারক হবে। অর্থাৎ কোনো পদ কারক হওয়া বা না হওয়া ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্ক থাকা বা না থাকার উপর নির্ভরশীল। ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব/শব্দতত্ত্ব অংশে কারক সম্পর্কে আলোচনা করা হয় (২০১৮ সালের বই অনুসারে)। তবে ২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির নতুন বাংলা ব্যাকরণ বই অনুসারে কারক বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। সংস্কৃত হতে 'কারক' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন রাজা রামমোহন রায়।

প্রকারভেদ: কারক ৬ প্রকার। (২০২১ সালের নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড বই "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ে কারকের প্রকারভেদে সম্প্রদান কারক বাদ দিয়ে তদস্থলে সম্বন্ধ কারক যুক্ত করা হয়েছে।) যথা –



৬টি কারকের উদাহরণ এক বাক্যে দেখানো হলো

জনাব শরীফ সাহেব তাঁর প্রাপ্য পুরস্কারের অর্থমূল্য থেকে স্বহস্তে তাঁর নিজ অঞ্চলে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় অর্থদান করলেন।

প্রশ্ন	উত্তর	কারক
কে (দান করলেন)	জনাব শরীফ সাহেব	কর্তৃকারক
কী (দান করলেন)	অর্থ (টাকা)	কর্মকারক
কীভাবে/কী দিয়ে/ কী দ্বারা (দান করলেন)	স্বহস্তে (নিজের হাতে)	করণকারক
কাকে (দান করলেন)	করোনায় আক্রান্ত রোগীদের	সম্প্রদান কারক
কোথা হতে (দান করলেন)	পুরস্কারের অর্থমূল্য থেকে	অপাদান কারক
কোথায় (দান করলেন)	তাঁর নিজ অঞ্চলে	অধিকরণ কারক

কারক নির্ণয়ের কৌশল

সাধারণত ক্রিয়ার সঙ্গে একেক ধরনের প্রশ্ন করে একেকটা কারক নির্ণয় করা হয়। যেমন: নিচের ছকটি লক্ষ করা যাক –

যে-প্রশ্ন করে কারক চেনা যায়	ব্যাখ্যা	বাক্যের ধরন	সচরাচর যে বিভক্তি যুক্ত হয়
কে/কারা/+ক্রিয়া	ক্রিয়াপদকে 'কে' বা 'কারা' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্তৃ কারক।	বাক্যের কর্তা প্রধান	শূন্য (প্রথমা)
কী/কাকে+ক্রিয়া	'কী /কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম কারক।	কর্তার কাজ বোঝাবে	দ্বিতীয়া
কী উপায়ে/কীসের দ্বারা+ক্রিয়া	'কীসের দ্বারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই করণ কারক।	মাধ্যম বা উপায় বোঝাবে	তৃতীয়া
কাকে দান করা হলো	'কাকে, কার জন্য' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই সম্প্রদান কারক।	স্বত্ব ত্যাগ বোঝাবে	চতুর্থী
কীসের/ কোথা থেকে + ক্রিয়া	কোথা হতে, কোথা থেকে, কার চেয়ে, প্রশ্নের উত্তরে অথবা ভয়-ভীতি শঙ্কা প্রকাশ পেলে অপাদান কারক।	গৃহীত, উৎপন্ন, ভীত, চলিত, পতিত বোঝাবে	পঞ্চমী
কখন/কোথায়/ কী বিষয়ে + ক্রিয়া	কোথায়/কখন/কী বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অধিকরণ কারক। স্থান-কাল-পাত্র-সময়-বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হবে।	স্থান, কাল, বিষয়, ভাব বোঝাবে	সপ্তমী

বিভক্তি

বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন: মাকে > এখানে 'কে' বিভক্তি।

প্রকারভেদ: বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার। যথা – (১) শব্দ বিভক্তি (২) ক্রিয়া বিভক্তি

বাংলা শব্দ বিভক্তি

শূন্য (০) বা অ বিভক্তি, এ (য়), তে, কে, রে, র (এরা) এ কয়টিই খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তি। এছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন – দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার: যথা – প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

বিভক্তিসমূহ	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বা শূন্য	অ, শূন্য	রা, এরা, গুলি, সমূহ, গণ, সকল
দ্বিতীয়া	কে, রে	দিগে, দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগ দ্বারা, দিগদিয়া, দিগ কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে	দিগে, দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী	হইতে, থেকে, চেয়ে	দিগকে, দিগ থেকে, দিগ চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর, কার, কের	দিগের, দের, গুলির, গণের
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে, গণে, গুলোর মধ্যে

বি.দ্র.

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তির কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় না, সেখানে শূন্য বিভক্তি প্রযোজ্য হবে।
- যে বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয় তাকে 'তীর্যক' বিভক্তি বলে। যেমন: কে, রে- দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী বিভক্তি।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

(ক) অপ্রাণি বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা' যুক্ত হয় না; গুলি, গুলা, গুলো যুক্ত হয়। যেমন – পাথরগুলি, গরুগুলো ইত্যাদি।

(খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের পর কে, রে বিভক্তি হয় না। শূন্য (০) বিভক্তি হয়। যথা – বই দাও।

(গ) স্বরান্ত শব্দের পর 'এ' বিভক্তির রূপ হয়- 'য়' বা 'য়ে' এ স্থানে 'তে' বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।
যথা – মা+এ = মায়ে, পানি+তে = পানিতে।

(ঘ) অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পর প্রায়ই 'রা' স্থানে 'এরা' এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্থলে 'এর' হয়।
যেমন – লোক + রা = লোকেরা, বিদ্বান + রা = বিদ্বানেরা, লোক + এর = লোকের, কিন্তু অ-কারান্ত; আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণত 'র' যুক্ত হয় 'এর' যুক্ত হয় না। যেমন – বড়র, মামার, ছেলের ইত্যাদি।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে 'কে/কারা' দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে কর্তৃকারক পাওয়া যাবে। যেমন – আমরা স্কুলে যাব। কারা যাবে? আমরা।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ: বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার। যথা –

(১) **মুখ্য কর্তা:** যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমন – পলাশ ফুটবল খেলছে।

(২) **প্রযোজক কর্তা:** মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। (শিক্ষক নিজে পড়ছেন না, ছাত্রদের পড়াচ্ছেন)

(৩) **প্রযোজ্য কর্তা:** মূল কর্তার করণীয় কাজ যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন – রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়।

(৪) **ব্যতিহার কর্তা:** কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন – বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

আবার বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশ ভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন প্রকারের। যথা:

(১) কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক): যেমন – পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।

(২) ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক) যেমন – আমার যাওয়া হবে না।

(৩) কর্ম-কর্তাবাচ্যের কর্তা (কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকের কতিপয় উদাহরণ

মানুষ ভাবে এক হয় আরেক- কর্তায় শূন্য/১মা।
পাতা নড়ে- কর্তায় শূন্য/১মা।
তার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন- কর্তায় ৩য়া।
পাছে লোকে কিছু বলে- কর্তায় ৭মী।
চণ্ডীদাসে কয়, শোন পরিচয়- কর্তায় ৭মী।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি = কর্তৃ কারকে শূন্য
ঘোড়ায় ঘাস খায়- কর্তায় ৭মী।
পাখি সব করে রব- কর্তায় শূন্য/প্রথমা।
সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা- কর্তায় শূন্য/১মা।
পণ্ডিতে মূর্খ হয় দুই বিবাহে- কর্তায় ৭মী।
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়- কর্তায় ১মা।
দাদি যে তোমার কত খুশি হত = কর্তৃকারকে শূন্য

কর্মকারক

কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্মকারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে কর্মকারক পাওয়া যায়। যেমন: আমি বই পড়ি। কী পড়ি? বই।

প্রকারভেদ: কর্ম ২ প্রকার। যথা – (১) মুখ্য কর্ম (২) গৌণ কর্ম

(১) **মুখ্য কর্ম:** বস্তুবাচক কর্মটিকে মুখ্য কর্ম বলে। যেমন – আমাকে একটি গান শোনাও।

(২) **গৌণ কর্ম:** ব্যক্তিবাচক বা প্রাণিবাচক কর্মটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন – বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

☞ সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় কিন্তু মুখ্য কর্মে হয় না।

বাক্যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম

১. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : অনন্যা ফুল তুলছে। [এখানে 'অনন্যা' কর্তা, আর 'ফুল' কর্ম]

২. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটি কে বিছানায় শোয়াও। [এখানে যে শোয়াচ্ছে সে কর্তা এবং ছেলেটি কর্ম]

৩. সমধাতুজ কর্ম : ক্রিয়া ও কর্ম যখন একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তা সমধাতুজ কর্ম। খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি। [যে ঘুমিয়েছে সে কর্তা আর ঘুম হচ্ছে কর্ম]

৪. উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম : যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং যা বলা হয় তা বিধেয় কর্ম। যেমন: দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার			
১মা/শূন্য বিভক্তি	ডাক্তার ডাক।	৬ষ্ঠী বিভক্তি	তোমার দেখা পেলাম না।
২য়া বিভক্তি	আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।	৭মী বিভক্তি	জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।
শূন্য বিভক্তি	শুক্রবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।		

কর্ম কারকের কতিপয় উদাহরণ

গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়- কর্মে শূন্য।
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা- কর্মে শূন্য।
জিজ্ঞাসিবে জনে জনে- কর্মে ৭মী।
ঈদের চাঁদ উঠেছে- কর্মে শূন্য।
মশা মারতে কামান দাগা- কর্মে শূন্য।
এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা = কর্মে শূন্য
আমি চিনি গো চিনি তোমারে- কর্মে ২য়া।
বাজিল কাহার বীণা- কর্মে শূন্য।
অভিমানে আজ কেন ত্যজিলা পরাণ- কর্মে শূন্য।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে- কর্মে শূন্য।
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি = কর্ম কারকে শূন্য
সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল = কর্মে শূন্য

করণ কারক

করণ শব্দটির অর্থ: যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তাই করণ কারক। যেমন – প্রমোদ কলম দিয়ে লেখে।

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার			
শূন্য বিভক্তি	তাস খেলে পড়া নষ্ট কর না।	পঞ্চমী বিভক্তি	খারাপ রং থেকে ভালো ছবি হয় না।
প্রথমা বিভক্তি	ছাত্ররা বল খেলে।	সপ্তমী বিভক্তি	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

করণ কারকের কতিপয় উদাহরণ

আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি- করণে ৭মী।
শরতে ধরাতল শিশিরে টলমল- করণে ৭মী।
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত রাত- করণে ৭মী।
এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক রোধ হইয়া গেল = করণে ৭মী
ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে = করণে ৭মী
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব – করণে ৭মী।
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদ- করণে ৭মী।
ব্যবহারে বংশের পরিচয়- করণে ৭মী।
কেঁদে মরি আঁখিজলে = করণকারকে ৭মী
তেষ্টায় বুক ফেটে গেল = করণে ৭মী

- খেলার নাম বোঝালে হবে কর্ম কারক। আর খেলার উপকরণ বোঝালে হবে করণ কারক। যেমন: ছেলেরা বল খেলে। এখানে 'বল' হলো উপকরণ তাই করণ কারক। ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। ক্রিকেট হলো খেলার নাম, তাই ক্রিকেট কর্মকারক।
- অনেক সময় কর্মকারক ও করণ কারকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুটির উত্তর প্রথমে অন্বেষণ করতে হবে:
  (ক) কাজটি কোনো বস্তুর দ্বারা হয় কি না? উত্তর 'হ্যাঁ' বোধক হলে তা করণ কারক। আর 'না' বোধক হলে কর্ম কারক।
  (খ) এর মধ্যে মানুষের তৈরি নিয়ম আছে কি না? উত্তর 'হ্যাঁ' বোধক হলে করণ আর 'না' বোধক হলে কর্ম কারক।
  এবার কারক নির্ণয়ের জন্য আমরা দুটি উদাহরণ বেছে নিই।

উদাহরণ: ১. ছেলেরা বল খেলে। ২. ছেলেরা তাস খেলে।
(ক) কাজটি কোনো বস্তুর দ্বারা হয় কিনা? হ্যাঁ। ফুটবল ও তাস দু'টি বস্তু।
(খ) এর মধ্যে মানুষের তৈরি নিয়ম অর্থাৎ তাস ও বল খেলায় নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সুতরাং এটি করণ কারক।

সম্প্রদান কারক

যাকে বা যাদের স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয় ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক। যেমন – ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি প্রমুখ সম্প্রদান কারককে বাদ দিতে চেয়েছেন, তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক বাদ দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন)

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার			
প্রথমা বিভক্তি	দিব তোমা শ্রদ্ধা-ভক্তি।	সপ্তমী বিভক্তি	সৎপাত্রে কন্যা দাও।
চতুর্থী বিভক্তি	শীতার্তকে বস্ত্র দাও।		

সম্প্রদান কারকের কতিপয় উদাহরণ

সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়- সম্প্রদানে ৭মী।
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু- সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
মৃতজনকে প্রাণ দাও- সম্প্রদানে ৪র্থী।
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে- সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে- সম্প্রদানে ৭মী।
বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল- সম্প্রদানে ৪র্থী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর- সম্প্রদানে ৭মী।

নোট: স্বত্ব ত্যাগ করে দান করলে সম্প্রদান কারক। যেমন – গরীবকে দান করো।
আর স্বত্ব ত্যাগ না করে দিলে কর্মকারক। যেমন ধোপাকে কাপড় দাও। কারণ ধোপা আবার কাপড় ফেরত দিবে।

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, উৎপন্ন, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় অথবা যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন – দুধ থেকে দই হয়। অপাদান কারক নির্ণয়ের জন্যে ক্রিয়াপদ ধরে 'কোথা থেকে', 'কীসের থেকে'এসব প্রশ্ন করতে হয় এবং তার উত্তরে অপাদান কারক জানতে পারা যায়। যেমন – বিপদে মোরে রক্ষা করো। কোথা থেকে? বিপদে (= বিপদ থেকে), তাই 'বিপদে' অপাদান কারক।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার			
শূন্য বিভক্তি	স্কুল পালিয়ে পণ্ডিত হওয়া যায় না।	পঞ্চমী বিভক্তি	ছাদ থেকে পানি পড়ে।
প্রথমা বিভক্তি	গাড়ি ঢাকা ছাড়ল।	ষষ্ঠী বিভক্তি	যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় ।
দ্বিতীয়া বিভক্তি	বাবাকে ভয় করি না।	সপ্তমী বিভক্তি	বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।

অপাদান কারকের কতিপয় উদাহরণ

এ মেঘে বৃষ্টি হয় না- অপাদানে ৭মী।
তিলে তৈল হয়- অপাদানে ৭মী।
ধর্ম থেকে বিচলিত হতে নেই- অপাদানে ৫মী।
স্বর্গে জন্ম মাতৃভূমি- অপাদানে ৭মী।
হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত- অপাদানে ৫মী।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু- অপাদানে ৭মী।
অনা বৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে = অপাদানে ৫মী

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন – আধার (স্থান): আমরা রোজ স্কুলে যাই। কাল (সময়): প্রভাতে সূর্য ওঠে। ক্রিয়ার সঙ্গে কোথায়/কীসে/কখন যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকরণ কারক। অধিকরণ কারকে 'এ', 'য়ে', 'তে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন – বিলে জল থৈ থৈ করছে, ঐসব ধূলিকণাতে জীবাণু আছে।

অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ: অধিকরণ কারক ৩ প্রকার। যথা – (১) কালাধিকরণ (২) আধারাধিকরণ (৩) ভাবাধিকরণ

(১) ভাবাধিকরণ: যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। যেমন – কান্নায় সুখ মন্দীভূত হয়।

(২) কালাধিকরণ: ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কাল বা সময়কে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন – বসন্তে ফুল ফোটে। কখন ফোটে? বসন্তে।

(৩) আধারাধিকরণ: যে অধিকরণে ক্রিয়ার আধার বা স্থান বোঝায় তাকে আধারাধিকরণ বলে। যেমন – পুকুরে মাছ আছে। কোথায় আছে? পুকুরে।

আধারাধিকরণকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা – ১. ঐকদেশিক ২. অভিব্যাপক ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক আধারাধিকরণ: বিরাট স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘঠিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন – বনে বাঘ আছে।

২. অভিব্যাপক আধারাধিকরণ: বস্তু যদি সমগ্র আধার (স্থান) ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন – সাগরে জল আছে, তিলে তৈল আছে।

৩. বৈষয়িক আধারাধিকরণ: বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে তাকে বৈষয়িক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন – আকতার অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার			
শূন্য বিভক্তি	ভোর বেলা সূর্য ওঠে।	তৃতীয়া বিভক্তি	বড় রাস্তা দিয়ে যেও না।
প্রথমা বিভক্তি	এহসান গোপালগঞ্জ যাবে।	পঞ্চমী বিভক্তি	মন্ত্রীসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন।
দ্বিতীয়া বিভক্তি	আজকে আমার যাওয়া হবে না।	সপ্তমী বিভক্তি	আকাশে তো রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।

অধিকরণ কারকের কতিপয় উদাহরণ

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে।
১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলা হয়।
আমারে দেখিতে যাইবে কিন্তু উজান তলির গাঁ = অধিকরণে শূন্য
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় = অধিকরণে ১মা/শূন্য
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
চোখে আসে জল ভরে = অধিকরণ কারকে ৭মী
সারাদিন সমানভাবে অগ্নিশীলা চলল = অধিকরণে শূন্য

সম্বন্ধ পদ: ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন – মতিনের ভাই বাড়ি যাবে। এখানে মতিনের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক আছে কিন্তু যাবে ক্রিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই।

সম্বন্ধ কারক (ক্রিয়াসম্পর্কহীন কারক)

বাংলায় সম্বন্ধ বিভক্তি –র/-এর এবং বহুবচন –দের (অ-মানব প্রাণীর ক্ষেত্রে - গুলোর) এবং, এছাড়াও, সম্বন্ধে কাল ও স্থানবাচক শব্দের সঙ্গে –কার/-কের বিভক্তির যোগ হয়। যেমন: কবেকার, এখানকার, কালকের, আজকের। এইসব বিভক্তি যোগে শব্দে শব্দে যে অন্বয় সম্বন্ধ তৈরি হয় তার সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াটির কোনো যোগ ঘটে না। যেমন: আমার চাচার ছোট জামাই দুবাইয়ে চাকরি করে।

সম্বন্ধ কারকের প্রয়োগ

১. অধিকার সম্বন্ধ : রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
২. জন্ম-জনক সম্বন্ধ : গাছের ফল, বনের কাঠ।
৩. কার্যকারণ সম্বন্ধ : সূর্যের উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
৪. উপাদান সম্বন্ধ : সোনার বাটি, রূপার কাঠি।
৫. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
৬. বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।
৭. কর্তৃসম্বন্ধ : রাজার হুকুম।
৮. কর্মসম্বন্ধ : সাধুর দর্শন।
৯. করণসম্বন্ধ : হাতের লাঠি।
১০. অপাদানসম্বন্ধ : বাঘের ভয়।
১১. অধিকরণসম্বন্ধ : দেশের লোক।

গুরুত্বপূর্ণ কারক নির্ণয়

অ

অহংকারে পতন ঘটে = করণে ৭মী
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী = কর্মে শূন্য
অর্থ অনর্থ ঘটায় = কর্তায় শূন্য
অন্ধজনে দেহ আলো = সম্প্রদানে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ = অধিকরণে ৭মী
অণুতে গঠিত হিমালয় = করণে ৭মী
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই = অপাদানে ৭মী
অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর = করণে ৭মী
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ = অধিকরণে ৭মী

আ

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয় = অধিকরণে ৭মী
আজকে নগদ কালকে ধার = অধিকরণে ২য়া
আজ হবে না, কাল এসো = অধিকরণে শূন্য
আকাশে চাঁদ উঠেছে = অধিকরণে ৭মী
আমাকে একখানা বই দাও = কর্মে শূন্য
আমাকে যেতে হবে = কর্তায় ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে = অপাদানে ৭মী
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ = অধিকরণে ৭মী
আমি ঢাকা যাবো = অধিকরণে শূন্য
আমাদের একটি গল্প বলুন = কর্মে ৬ষ্ঠী
আমরা রোজ স্কুলে যাই = অধিকরণে ৭মী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি = করণে ৭মী
আত্মার সম্পর্ক হলো আত্মীয় = কর্মে শূন্য
আমায় একটু আশ্রয় দিন = সম্প্রদানে ৭মী
আচার ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায় = অপাদানে ৭মী
আলোয় আধাঁর কাটিয়া যায় = করণে ৭মী

এ ঐ

এ দেহে প্রাণ নেই = অধিকরণে ৭মী
এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না = করণে ৫মী
এ সুতায় কাপড় হয় না = করণে ৭মী
এ জমিতে সোনা ফলে = অধিকরণে ৭মী
এক যে ছিল রাজা = কর্তায় শূন্য
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না = অপাদানে ৭মী
এ কলমে ভালো লেখা হয় = করণে ৭মী
এর অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন = কর্মে ৭মী
এ বাড়িতে কেউ নেই = অধিকরণে ৭মী
এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা = করণে ৭মী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম = নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
এই বনে বাঘের ভয় নেই = অপাদানে ৬ষ্ঠী
ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ = কর্মে শূন্য
এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি = অধিকরণে ৭মী

ক

কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না = কর্মে শূন্য
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয় = ভাবাধিকরণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল = অধিকরণে ৭মী
কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে = কর্মে শূন্য
কাঁথায় শীত মানে না = করণে ৭মী
কী সাহসে এমন কথা বললে = কর্মে প্রথমা/শূন্য
কবিগুরু গীতাঞ্জলি লিখেছেন = কর্মে শূন্য
কী করি আজ ভেবে না পাই = অধিকরণে শূন্য
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ = অপাদানে শূন্য

কত ধানে কত চাল তা আমি জানি = অপাদানে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন = অধিকরণে ৬ষ্ঠী
কথায় কথা বাড়ে = করণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল = কর্মে শূন্য
কূলে একা বসি আছি নাহি ভরসা = অধিকরণে ৭মী
কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা = কর্তায় ৬ষ্ঠী
কথায় চিড়ে ভেজে না = করণে ৭মী, কর্মে ৭মী
কাজে মন দাও = অধিকরণে ৭মী
কাজের বেলা গল্প করো না = অধিকরণে শূন্য

খ

খড়গে ছাগে কাটে = কর্মে ৭মী
খুব ঘুম ঘুমিয়েছি = কর্মে শূন্য
খেঁদু বাবুর এদোপুকুর মাছে গেছে ভরে = করণে ৭মী
খেঁদু বাবুর এদোপুকুর মাছে গেছে ভরে = অধিকরণে শূন্য
খিলিপান দিয়ে সে ঔষধ খাবে = অধিকরণে তৃতীয়া
খেজুর-রসে গুড় হয় = অপাদানে ৭মী

গ

গরু গাড়ি টানে = কর্তায় শূন্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল = অধিকরণে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা = অধিকরণে ৭মী
গাধায় খায় পাকা কলা = কর্তায় ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দাও = সম্প্রদানে ৭মী
গুণহীনে ত্যাগ কর = কর্মে ৭মী
গরুতে ঘাস খায় = কর্তায় ৭মী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল = কর্তায় ৭মী
গুণ্ডারা পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে = অধিকরণে ৭মী
গুণহীন চিরদিন থাকে পরাধীন = কর্তায় শূন্য
গুরুজনে কর নতি = সম্প্রদানে ৭মী
গানে গানে মন ভরেছে = করণে ৭মী

ঘ

ঘোড়াকে চাবুক মার = করণে শূন্য
ঘোড়ায় গাড়ি টানে = কর্তায় ৭মী
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল = অধিকরণে ৭মী
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল = অধিকরণে ৭মী

চ ছ

চাঁদ বুঝি তা জানে = কর্তায় শূন্য
চিন্তা রোগের ওষুধ নেই = কর্মে শূন্য
চেষ্টায় সব হয় = করণে ৭মী
চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি = কর্তায় ৭মী
ছাগলে কি না খায় = কর্তায় ৭মী
ছাদে পানি পড়ে = অধিকরণে ৭মী (ছাদ থেকে)
ছাদ থেকে পানি পড়ে = অপাদানে ৫মী
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ সেথা শির = কর্মে শূন্য
চোর ধৃত হয়েছে = কর্মে শূন্য
চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয় = কর্তায় ৭মী
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী = অধিকরণে শূন্য
ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে = কর্মে শূন্য
ছাত্ররা বল খেলে = করণে শূন্য

জ ঝ

জগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায় = অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী
জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো = কর্মে শূন্য, কর্মে শূন্য
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি = করণে ৭মী
ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো = কর্মে ২য়া

ট ড

ট্রেন ঢাকা পৌঁছল = অধিকরণে শূন্য
টাকায় কি না হয় = করণে ৭মী
ডাক্তার ডাক = কর্মে শূন্য
টাকায় টাকা হয় = অপাদানে ৭মী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল = অপাদানে শূন্য
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে = করণে শূন্য

ত থ

থানায় এজাহার দাও = অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে = করণে ৭মী
তোমার মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা = করণে ৭মী
তোমার দেখা পেলাম না = কর্মে ৬ষ্ঠী
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে = সম্প্রদানে ৭মী
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
তিনি শুক্রবার আসবেন = অধিকরণে শূন্য/১মা

তিলে তৈল আছে = অধিকরণে ৭মী
তোমার দ্বারা একাজ হইবে না সাধন = কর্তায় ৩য়া
তাকে বল = কর্মে ২য়া
তোমায় দেখলেও পাপ = কর্মে ৭মী
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মতো = অধিকরণে ৬ষ্ঠী

দ ধ

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক = অধিকরণে ৭মী
দীনে দয়া কর = সম্প্রদানে ৭মী
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে = কর্মে শূন্য, অধিকরণে ৭মী
দরিদ্রকে ধন দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী
দুধে ছানা হয় = অপাদানে ৭মী
দশে মিলে করি কাজ = কর্তায় ৭মী
ধোপাকে কাপড় দাও = কর্মে ২য়া
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে = করণে ৭মী
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা = অধিকরণে ৭মী
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে = কর্মে ২য়া
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে = অপাদানে ৫মী
দাসত্ব চিত্তকে সংকীর্ণ করে = কর্মে ২য়া
দেশের জন্য প্রাণ দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই = অপাদানে ৭মী

ন প ফ

নিজের চেষ্টায় বড় হও = করণে ৭মী
নাইবা তুমি এলে = কর্তায় শূন্য
পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল = কর্তায় শূন্য
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ = অধিকরণে ৭মী
পুলিশে খবর দাও = কর্মে ৭মী
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে = কর্তায় ৭মী
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক = অপাদানে ৫মী
পাছে লোকে কিছু বলে = কর্তায় ৭মী
পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে জল ঝরে = অপাদানে ৭মী
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে = কর্মে ৭মী; সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
ফুলে ফুলে সাজিয়েছে ঘর = করণে ৭মী
নদীতে এখন জোয়ার আসিবে = অধিকরণে ৭মী
ফুটেছে বাগানে আজ অজস্র গোলাপ = অধিকরণে ৭মী
পাপী পশুর অধম = অপাদানে ৬ষ্ঠী
পরাজয়ে ডরে না বীর = অপাদানে ৭মী
পুলিশ চোর ধরেছে = কর্তায় শূন্য
পরের মুখে শেখা বুলি = অপাদানে ৭মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর = কর্মে শূন্য
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির = অধিকরণে ৭মী
প্রাসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম = অধিকরণে শূন্য
ফলে না বৃক্ষে সুমধুর ফল = অধিকরণে ৭মী
ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয় = কর্তায় ৩য়া

ব ভ

বসন্তে কোকিল ডাকে = অধিকরণে ৭মী
বিপদ যেন করিতে পারি জয় = কর্মে ৭মী
বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খায় = কর্তায় ৭মী
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে = অধিকরণে ৭মী
বসিরকে যেতে হবে = কর্তায় ২য়া
ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায় = করণে ৭মী
বাবা বাড়ি নেই = অধিকরণে শূন্য
বাবাকে বড্ড ভয় পাই = অপাদানে ২য়া
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে = কর্তায় ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর = অপাদানে ৭মী
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে = কর্তায় ৭মী
বিনা জ্বালে ভাত হয় না = করণে ৭মী
বড় হও নিজের চেষ্টায় = করণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না = অধিকরণে ৭মী
বাজনা বাজে = কর্মে শূন্য
বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায় = কর্মে ২য়া
ভূতকে আবার কীসের ভয় = অপাদানে ২য়া
ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক = সম্প্রদানে শূন্য

স

সকলকে মরিতে হইবে = কর্তায় ২য়া
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় = কর্তায় শূন্য
সরিষা হইতে তৈল হয় = অপাদানে ৫মী
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না = অপাদানে ৭মী
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় = অধিকরণে ৭মী (ভাবে ৭মী)
সর্বভূতে ধন দাও = সম্প্রদানে ৭মী

হ

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে = অধিকরণে ২য়া
হারি জিতি নাহি লাজ = কর্মে শূন্য

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?
(ক) বিশেষণ পদের (খ) অব্যয় পদের (গ) নাম পদের (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ পদের

০২। ব্যাকরণের কোন অংশে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) অর্থতত্ত্বে (গ) বাক্যতত্ত্বে (ঘ) রূপতত্ত্বে

০৩। বিভক্তি স্পষ্ট না হলে সেখানে কোন বিভক্তি হয়?
(ক) শূন্য বিভক্তি (খ) প্রথমা বিভক্তি (গ) সপ্তমী বিভক্তি (ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তি

০৪। 'কারক' শব্দের বিশ্লেষণ করলে হয়-
(ক) √কৃ+ ণক (খ) কৃ + অক (গ) ক +আরক (ঘ) কার +অক

০৫। যে বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে-
(ক) বহুধা বিভক্তি (খ) ক্রিয়া বিভক্তি (গ) তির্যক বিভক্তি (ঘ) তিঙন্ত বিভক্তি

০৬। বিভক্তি কত প্রকার?
(ক) ৫ প্রকার (খ) ২ প্রকার (গ) ৭ প্রকার (ঘ) ৩ প্রকার

০৭। বাক্যের প্রতিটি শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য যে সব বর্ণ যুক্ত হয় তাদের বলে-
(ক) সন্ধি (খ) প্রত্যয় (গ) বিভক্তি (ঘ) অনুসর্গ

০৮। 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল' এর কারক ও বিভক্তি-
(ক) কর্তায় ৭মী (খ) কর্মে ৭মী (গ) অপদানে ৭মী (ঘ) অধিকরণে ৭মী

০৯। ব্যতিহার কর্তার উদাহরণ কোনটি?
(ক) ছেলেরা ফুটবল খেলছে (খ) মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে
(গ) বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায় (ঘ) শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন

১০। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'- এখানের 'জল ও পাতা' কোন কারক কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় প্রথমা (খ) কর্তায় সপ্তমী (গ) কর্তায় চতুর্থী (ঘ) কর্তায় তৃতীয়া

১১। 'ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় ১মা (খ) কর্তায় ২য়া (গ) কর্তায় ৭মী (ঘ) কর্তায় শূন্য

১২। কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?
(ক) ছাগলে কিনা খায় (খ) টাকায় টাকা আনে (গ) আরেফ বই পড়ে (ঘ) ডাক্তার ডাক

১৩। 'মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তৃকারকে সপ্তমী (খ) কর্মকারকে সপ্তমী (গ) অপাদান কারকে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণ কারকে সপ্তমী

১৪। 'কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।'এই পঙক্তিতে 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ৬ষ্ঠী (খ) কর্তায় ৬ষ্ঠী (গ) অপাদানে ৬ষ্ঠী (ঘ) করণে ৬ষ্ঠী

১৫। 'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান।' 'আজকে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?
(ক) অধিকরণে ২য়া (খ) অপাদানে ২য়া (গ) করনে ৭মী (ঘ) কর্মে ৫মী

১৬। 'সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা।' এ বাক্যে 'নাগবালা' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে শূন্য (খ) কর্তায় শূন্য (গ) করণে শূন্য (ঘ) অপাদানে শূন্য

১৭। 'শিক্ষক ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন' বাক্যটিতে শিক্ষক-
(ক) মুখ্য কর্তা (খ) প্রযোজক কর্তা (গ) কর্মবাচ্যের কর্তা (ঘ) ব্যতিহার কর্তা

১৮। কত ধানে কত চাল? এই বাক্যে কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) কর্মে প্রথমা (গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) কর্তায় প্রথমা

১৯। 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় সপ্তমী (খ) অপাদানে তৃতীয়া (গ) অধিকরণে তৃতীয়া (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

২০। 'ডাক্তার ডাক' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তৃকারকে শূন্য (খ) কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া (গ) কর্মকারকে শূন্য (ঘ) অপাদান কারকে শূন্য

২১। 'রেখো মা দাসেরে মনে।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) করণে ২য়া (খ) কর্মে ২য়া (গ) অপাদানে ৩য়া (ঘ) অধিকরণে ২য়া

২২। 'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মকারকে তৃতীয়া (খ) করণ কারকে পঞ্চমী (গ) অপাদান কারকে ৭মী (ঘ) অধিকরণ কারকে সপ্তমী

২৩। যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে-
(ক) কর্তৃকারক (খ) সম্প্রদান কারক (গ) করণ কারক (ঘ) কর্মকারক

২৪। 'শুক্রবার স্কুল বন্ধ'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) অপাদানে শূন্য (ঘ) অধিকরণে শূন্য

২৫। 'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তৃকারকে শূন্য (খ) কর্মকারকে শূন্য (গ) করণকারকে শূন্য (ঘ) অপাদান কারকে শূন্য

২৬। 'প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অধিকরণে প্রথমা (খ) কর্মে সপ্তমী (গ) অপদানে ৭মী (ঘ) সম্প্রদানে সপ্তমী

২৭। 'গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠান্ডায় বাঁচাও' বাক্যটির 'ঠান্ডা' শব্দের কারক বিভক্তি?
(ক) কর্মে সপ্তমী (খ) করণে সপ্তমী (গ) অপাদানে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

২৮। 'না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।' 'বরে'শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ৭মী (খ) সম্প্রদানে ৭মী (গ) অধিকরণে ২য় (ঘ) অধিকরণে ৭মী

২৯। 'বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।'বাক্যে নিম্নলেখা শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় সপ্তমী (খ) অধিকরণে পঞ্চমী (গ) কর্মে দ্বিতীয়া (ঘ) অপাদানে শূন্য

৩০। 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।' পাতায় পাতায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অধিকরণে ষষ্ঠী (খ) অধিকরণে ৭মী (গ) অপাদানে ষষ্ঠী (ঘ) অপাদানে ৭মী

৩১। ব্যায়ামে শরীর ভালো হয়... বাক্যে 'ব্যায়ামে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ৭মী (খ) করণে ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) অধিকরণে ৭মী

৩২। অপাদান কারক কোনটি?
(ক) বনে বাঘ আছে (খ) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে (গ) গৃহহীনে গৃহ দাও (ঘ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে

৩৩। 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা।' এ বাক্যে 'মধুতে' কোন কারক?
(ক) কর্মে সপ্তমী (খ) অপাদানে সপ্তমী (গ) করণে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

৩৪। 'জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় ৭মী (খ) কর্মে ২য়া (গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) করণে ৭মী

৩৫। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা-'সন্ধ্যারাগে' কোন কারক?
(ক) কর্ম (খ) করণ (গ) অধিকরণ (ঘ) অপাদান

৩৬। 'নেহাল অঙ্কে খুব কাঁচা।' বাক্যে চিহ্নিত শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ৭মী (খ) করণে ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) অধিকরণে ৭মী

৩৭। 'টাকায় অসাধ্য সাধন হয়' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মকারকে সপ্তমী (খ) করণ কারকে সপ্তমী (গ) অধিকরণ কারকে সপ্তমী (ঘ) অপদান কারকে সপ্তমী

৩৮। 'মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।' এখানে 'পাঠশালা' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে শূন্য (খ) অপাদানে প্রথমা (গ) অধিকরণে শূন্য (ঘ) করণে প্রথমা

৩৯। 'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে শূন্য (খ) করণে শূন্য (গ) অপাদানে শূন্য (ঘ) সম্প্রদানে শূন্য

৪০। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।'বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মকারকে দ্বিতীয়া (খ) করণ কারকে ষষ্ঠী (গ) অপাদানে কারকে ষষ্ঠী (ঘ) অধিকরণ কারকে ষষ্ঠী

৪১। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) করণে সপ্তমী (খ) অপাদানে পঞ্চমী (গ) অপাদানে সপ্তমী (ঘ) কর্তায় শূন্য

৪২। 'কান্নায় শোক কমে' বাক্যে 'কান্নায়' কোন কারকে?
(ক) করণ কারক (খ) অপাদান কারক (গ) সম্প্রদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক

৪৩। 'ভোরবেলা সজীবের ঘুম ভেঙে গেল' এখানে 'ভোরবেলা' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তৃকারকে ৭মী (খ) করণে ১মা (গ) অধিকরণে ১মা (ঘ) অপাদানে ৭মী

৪৪। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। রেখাঙ্কিত শব্দটি কোন কারক?
(ক) কর্ম (খ) করণ (গ) অপদান (ঘ) অধিকরণ

৪৫। 'চারদিক ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন হলো' এ বাক্যে 'ধোঁয়াতে'-
(ক) উপাদানবাচক করণ কারক (খ) উপাদানবাচক বিশেষণ (গ) উপাদান সম্বন্ধ (ঘ) উপায়াত্মক করণ কারক

৪৬। 'স্কুল পালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।' এখানে 'স্কুল' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় শূন্য (খ) অপাদানে শূন্য (গ) করণে শূন্য (ঘ) অধিকরণে শূন্য

৪৭। 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে? বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ২য়া (খ) অপাদানে ৭মী (গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৫মী

৪৮। 'রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা'- 'দুয়ারে' পদটি কোন কারক?
(ক) করণ (খ) সম্প্রদান (গ) অপাদান (ঘ) অধিকরণ

৪৯। এই কলমে ভালো লেখা হয়। এই বাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?
(ক) কর্তায় সপ্তমী (খ) কর্মে সপ্তমী (গ) করণে সপ্তমী (ঘ) অপাদানে সপ্তমী

৫০। 'দেশের জন সেবা কর' 'দেশের' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) কর্মে ষষ্ঠী (ঘ) সম্প্রদানে ষষ্ঠী

৫১। 'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা'- এখানে 'দাসে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) করণে সপ্তমী (খ) কর্মে সপ্তমী (গ) অধিকরণে পঞ্চমী (ঘ) সম্প্রদানে সপ্তমী

৫২। 'তিলে তৈল হয়' এখানে 'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অপাদানে ৭মী (খ) অধিকরণে শূন্য (গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) কোনোটিই নয়

৫৩। 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।' এই বাক্যে 'কাননে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে সপ্তমী (খ) করণে শূন্য (গ) অপদানের সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

৫৪। বাংলা কোন কারকের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে করা হয়?
(ক) সম্প্রদান (খ) অপাদান (গ) করণ (ঘ) কর্তৃ

৫৫। 'সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়' এটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় ৭মী (খ) সম্প্রদানে ৭মী (গ) অপাদানে ৭মী (ঘ) কর্মে ৭মী

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	ক
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ঘ
৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

পদাশ্রিত নির্দেশক

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

[উত্তর: ক]

০১। টা, টি, খানা ইত্যাদি- [২৬তম বিসিএস]
(ক) পদাশ্রিত নির্দেশক (খ) প্রকৃতি (গ) বিভক্তি (ঘ) উপসর্গ

পদাশ্রিত নির্দেশক

- পদাশ্রিত নির্দেশকের অপর নাম পদাশ্রিত অব্যয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।
(ক) একবচনে- টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন – কাপড়খানা, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।
(খ) বহুবচনে- গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন – মানুষগুলি, লোকগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।
- পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো নিম্নোক্ত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয় –

(১) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: 'এক' এর সাথে টা, টি, খানা, খানি যুক্ত হলে সর্বদা অনির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন – একটি ফটোগ্রাফ, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, একটি দেশ। কিন্তু: 'এক' ব্যতীত অন্য সংখ্যার সাথে টা, টি, যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন – তিনটি বছর, দশটা টাকা।

(২) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: বিশেষ অর্থে- কেতা, তা পাটি নির্দিষ্টতাজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কেতা- এ তিনকেতা জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র। দশ টাকার পাঁচকেতা নোট। তা- দশ তা কাগজ দাও। পাটি- আমার একপাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে।

(৩) সুনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: নির্দেশক সর্বনামের (এ, ও, সেই) পরে টা, টি যুক্ত হলে সর্বদা সুনির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন – এটা নয়, ওটা। সেইটিই ছিল আমার প্রিয় কলম।

(৪) নিরর্থকতাজ্ঞাপক: কখনো কখনো টা, টি যুক্ত হলে নিরর্থকতা বুঝায়। যেমন – সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখো।

এছাড়া, কিছু পদাশ্রিত নির্দেশক আছে যা নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় বুঝায়।
(ক) গোটা- 'গোটা পদাশ্রিত নির্দেশকটি শব্দের আগে বসে নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয়ই বুঝাতে পারে। যেমন – গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। গোটাদুই কমলালেবু আছে। (অনির্দিষ্টতা বুঝায়), গোটাসাতেক আম এনো। (অনির্দিষ্টতা বুঝায়)
(খ) খানা, খানি নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয়ই বুঝায়। ১. দুখানা কম্বল চেয়েছিলাম। (নির্দিষ্টতা) ২. একখানা বই কিনে নিও। (অনির্দিষ্টতা)
(গ) টাক/টুক, টুকু, টো ইত্যাদি নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয়ই বুঝায়।
১.এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ। (অনির্দিষ্টতা), ২. সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো। (নির্দিষ্টতা)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'একটু' শব্দের 'টু' কী?
(ক) প্রত্যয় (খ) অনুসর্গ (গ) পদাশ্রিত নির্দেশক (ঘ) অব্যয়

০২। কোন পদাশ্রিত নির্দেশকটি শব্দের আগে বসে?
(ক) টি (খ) টুকু (গ) গোটা (ঘ) তা

০৩। 'দুধ টুকু খেয়ে নাও' এ বাক্যে 'দুধ' এর সাথে 'টুকু'র ভাষিক নাম-
(ক) প্রত্যয় (খ) বিভক্তি (গ) পদাশ্রিত নির্দেশক (ঘ) ধাতু

০৪। 'একটা গল্প বল।'এখানে 'একটা' শব্দটি-
(ক) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (খ) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (গ) গুণবাচক (ঘ) পরিমাণবাচক

০৫। পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়-
(ক) প্রত্যয়ের মত (খ) বিভক্তির মতো (গ) ধাতুর মতো (ঘ) সমাসের মতো

উত্তরমালা									
০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	খ

লিঙ্গ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) সমাস দ্বারা (খ) লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা (গ) উপসর্গ যোগে (ঘ) ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয়

০২। লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? [১৮তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) সাহেব (খ) বেয়াই (গ) সঙ্গী (ঘ) কবিরাজ

০৩। দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? [১৮তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) ননদ (খ) প্রিয়া (গ) শিষ্যা (ঘ) আয়া

০৪। কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে? [১৩তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) ওরা কি করে? (খ) আপনি আসবেন (গ) আমরা যাচ্ছি (ঘ) তোরা খাসনে

লিঙ্গ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ- চিহ্ন বা লক্ষণ। পুরুষ, স্ত্রী, জড় পদার্থ ও উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি বোঝাতে যে চিহ্ন, লক্ষণ বা সংকেত ব্যবহার করা হয় তাকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো √লিঙ্গ্+অ। পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে, স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে বা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর করা হয়।

লিঙ্গের প্রকারভেদ: লিঙ্গ প্রধানত চার প্রকার। যথা –

পুংলিঙ্গ: যা দ্বারা শুধু পুরুষ জাতি বোঝায়। যেমন – বাবা, ছেলে, দাদা, কিশোর, ভাই, মামা ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ: যা দ্বারা শুধু স্ত্রী জাতি বুঝায়। যেমন – মা, বোন, খালা, ফুফু, চাচি, নানি ইত্যাদি।

উভয়লিঙ্গ: যা দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই বুঝায়। যেমন – কবি, পাখি, শিশু, সন্তান ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ: যা দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী জাতির কোনোটিই বুঝায় না। যেমন – ফুল, বই, টেবিল, পর্বত ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতকগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো: ঈ, নী, আনী, ইনী, ন।

০১. **ঈ-প্রত্যয়:** বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে-ভাগনী।

০২. **নী-প্রত্যয়:** কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী ইত্যাদি।
কোনো কোনো সময় নী-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হলে অবজ্ঞার ভাবও প্রকাশ পায়। যেমন – ডাক্তার-ডাক্তারনী, জমিদার-জমিদারনী, মাস্টার-মাস্টারনী। পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ, ই হয়। যেমন – ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী।

০৩. **আনী-প্রত্যয় :** ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি।

০৪. **ইনী-প্রত্যয়:** কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী ইত্যাদি।

০৫. **আইন-প্রত্যয়:** নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – দুলহান-দুলহাইন, হুজুর-হুজুরাইন।

দ্রষ্টব্য: বাংলায় কতকগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – অভাগী-অভাগিনী। এরূপ – ননদিনী, গোপিনী ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনা, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন –

০১. **আ-যোগে:**

(ক) **সাধারণ অর্থে:** মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা ইত্যাদি।

(খ) **জাতি বা শ্রেণিবাচক:** অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা ইত্যাদি।

০২. ঈ-প্রত্যয় যোগে:

(ক) সাধারণ অর্থে: নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক: সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দে 'য' ফলা লোপ পায়। যেমন – মৎসী ও মনুষী।

০৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে:

(ক) স্ত্রী বাচকতা অর্থে- ব্যক্তিবাচক যেসব শব্দে 'অক' রয়েছে সেসব শব্দে অক-এর স্থলে ইকা হয়। (যেমন – বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি) কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাকতী, রজক-রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে- ইকা যোগ হয়। (যেমন – নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি)।

০৪. আনী যোগে:

(ক) স্ত্রী বাচকতা অর্থে- ব্যক্তিবাচক শব্দ + আনী (যেমন – ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী)।

(খ) বৃহদার্থে- বস্তু বাচক শব্দ + আনী (যেমন – অরণ্যানী, হিমানী)।

০৫. নী, ঈনী যোগে: যেমন – মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: (ক) কতকগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বুঝায়। যেমন – জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলো শব্দ কেবল পুরুষ বুঝায়। যেমন – কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।

(গ) কতকগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন – সতীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।

(ঘ) কিছু পুরুষ বাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা – দেবর-ননদ (দেবরের বোন) এবং জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী); বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধু-পত্নী (বন্ধুর স্ত্রী); দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বউদি (দাদার স্ত্রী)।

(ঙ) খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন – সুন্দর বলদ-সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে-সুন্দর মেয়ে,দুষ্ট ছোঁড়া-দুষ্ট ছুঁড়ি, মেজ খুড়ো-মেজ খুড়ি ইত্যাদি।

(চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন – মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলী হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।

(ছ) কুল- উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন – ঘোষ (পুরুষ)-ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)। কিন্তু আধুনিক মহিলারা নিজ পরিচয়ে প্রায়ই স্ত্রীবাচকতা ব্যবহার করেন না। যেমন – নীলিমা ঘোষ, আনোয়ারা চৌধুরী, মনিকা গুহ, রাজিয়া খান ইত্যাদি।

(জ) কিছু ব্যতিক্রম লিঙ্গান্তর: শুক – সারী, কুলি – কামিন।

নিত্য পুরুষবাচক শব্দ	যে শব্দগুলোর কোনো স্ত্রীবাচক শব্দ হয় না সেগুলোকে-নিত্য পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন – রাষ্ট্রপতি, কাজি, কুস্তিগির, কবিরাজ, পুরোহিত, জামাতা, অকৃতদার, কৃতদার, যোদ্ধা, ঢাকি, বিচারপতি, সেনাপতি প্রভৃতি।
নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ	নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে-শুধু স্ত্রীবাচক শব্দকে বোঝায়। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের কখনো পুরুষবাচক শব্দ হয় না। যেমন – সতিন, সপত্নী, ললনা, কুলটা, বিমাতা, রূপসী, কমলা, লক্ষ্মী, সজনি, সুজলা, সুফলা, অঙ্গনা, অন্তঃসত্ত্বা, অধীরা, দাই, সধবা, বিধবা, ডাইনি, বাইজি, সৎমা, কলঙ্কিনী, এয়ো, শাখিনী প্রভৃতি।
বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ	(ক) যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বুঝাতে যে সব শব্দ 'ত্রী' হয়। যেমন – নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী। (খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বা, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা – সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী। (গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন – সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শাশুড়ী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।
বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ	খান-খানম, বালেগ-বালেগা, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা, বীর-বীরাঙ্গনা।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটির আগে স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর করতে হয়?
(ক) নেতা (খ) কবি (গ) দাতা (ঘ) বাদশাহ

০২। নিচের কোন শব্দটির কোনো লিঙ্গান্তর হয় না?
(ক) ঢাকী (খ) সেবিকা (গ) মালী (ঘ) সুন্দর

০৩। পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) রজকী (খ) মায়াবী (গ) বৈষ্ণবী (ঘ) শ্রোত্রী

০৪। নিচের কোনটিতে ক্লীবলিঙ্গ বুঝায়?
(ক) ছেলে (খ) বর (গ) খাতা (ঘ) মালি

০৫। 'কবিরাজ'এর স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) কাবিরাজি (খ) মহিলা কবিরাজ (গ) কবিরাজনী (ঘ) কোনোটিই নয়

০৬। কোনটি উভয় লিঙ্গের উদাহরণ?
(ক) মানুষ (খ) কবিরাজ (গ) সধবা (ঘ) দাই

০৭। 'দালান' শব্দটি কোন লিঙ্গ?
(ক) উভয়লিঙ্গ (খ) স্ত্রীলিঙ্গ (গ) ক্লীবলিঙ্গ (ঘ) কোনোটিই নয়

০৮। 'সমিতি'কোন লিঙ্গ?
(ক) ক্লীবলিঙ্গ (খ) পুংলিঙ্গ (গ) স্ত্রীলিঙ্গ (ঘ) উভয়লিঙ্গ

০৯। 'পাখি'কোন লিঙ্গ?
(ক) পুংলিঙ্গ (খ) স্ত্রীলিঙ্গ (গ) উভয়লিঙ্গ (ঘ) ক্লীবলিঙ্গ

১০। নিচের কোনটির পুরুষবাচক শব্দ নেই?
(ক) ঠাকুরানি (খ) এয়ো (গ) দুলাইন (ঘ) জেনানা

১১। 'শিশু' শব্দটি কোন লিঙ্গ?
(ক) উভয়লিঙ্গ (খ) স্ত্রীলিঙ্গ (গ) ক্লীবলিঙ্গ (ঘ) পুংলিঙ্গ

১২। নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) ঢাকী (খ) সধবা (গ) কবি (ঘ) এয়ো

১৩। ঈ-প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) জেলেনী (খ) বেদেনী (গ) বাঘিনী (ঘ) সতী

১৪। নিচের কোনটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা?
(ক) সতিন (খ) ননদি (গ) সৎমা (ঘ) দাইমা

১৫। 'মলিন' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) মলিনি (খ) মলিনী (গ) মলিণী (ঘ) মলিনা

১৬। কোন শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ দুটি?
(ক) শ্রীমান (খ) শিক্ষক (গ) রজক (ঘ) বুদ্ধিমান

১৭। 'গণক' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) গণিকা (খ) গণকী (গ) গণকিনী (ঘ) গণকা

১৮। কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ?
(ক) মায়াবি (খ) যোগী (গ) দুঃখী (ঘ) বৈষ্ণবী

১৯। 'মরদ' এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
(ক) মর্দ (খ) জেনানা (গ) জেনানী (ঘ) মরদী

২০। বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) বাঁদী-বাঁদিনী (খ) ধাত্রা-ধাত্রী (গ) মালি-মালিনী (ঘ) নর-নারী

২১। নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
(ক) বাঁদী (খ) সভানেত্রী (গ) জেলেনী (ঘ) পেত্নী

২২। 'মালী' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) মালা (খ) মালিকা (গ) মালিনী (ঘ) কোনটিই নয়

২৩। কোনটির স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দ?
(ক) বিদ্বান (খ) গায়ক (গ) কোকিল (ঘ) দাদা

২৪। 'দেবর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) নন্দাই (খ) ননদ (গ) ভাবী (ঘ) দেবী

২৫। 'বীর' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
(ক) তেজস্বিনী (খ) বীরাঙ্গী (গ) বীরাঙ্গনা (ঘ) বিদুষী

২৬। 'ঈ'-প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে নিম্নের কোনটি?
(ক) জেলেনী (খ) অনাথিনী (গ) ছাত্রী (ঘ) মেছোনী

২৭। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ কোনটি?
(ক) গোপিনী (খ) সধবা (গ) মালিনী (ঘ) কাঙ্গালিনী

২৮। 'সেবক' শব্দের শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) সেবকা (খ) সেবোকি (গ) সেবিকি (ঘ) সেবিকা

২৯। 'অরণ্য' এর লিঙ্গান্তর কোনটি?
(ক) আরণ্য (খ) অরণী (গ) অরণ্য (ঘ) অরণ্যানী

৩০। 'গরিয়সী' এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
(ক) মহৎ (খ) মহান (গ) গরীয়ান (ঘ) মহীয়ান

৩১। ঘোষজায়া কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
(ক) ভগ্নী অর্থে (খ) পত্নী অর্থে (গ) কন্যা অর্থে (ঘ) ননদ অর্থে

৩২। 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
(ক) মালিকা (খ) মালী (গ) মালীনী (ঘ) মালিনী

৩৩। কুলি শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) মহিলা কুলি (খ) কুলিনী (গ) কামিন (ঘ) কামিনী

৩৪। 'পুস্তিকা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
(ক) স্ত্রীলিঙ্গ (খ) উভয়লিঙ্গ (গ) ক্ষুদ্রার্থে (ঘ) বৃহদার্থে

৩৫। 'আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান' এই বাক্যে কোন ধরনের ভুল আছে?
(ক) কালগত (খ) বচনগত (গ) বিশেষণের (ঘ) লিঙ্গগত

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩		০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১		১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮		১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫		২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	ঘ										

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সক্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

বচন

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বচন' অর্থ কি? [১৮তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) সংখ্যার ধারণা (খ) গণনার ধারণা (গ) ক্রমের ধারণা (ঘ) পরিমাপের ধারণা

০২। কোনটি অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়? [১৮তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) বৃন্দ (খ) কুল (গ) বর্গ (ঘ) গ্রাম

০৩। কোন দ্বিরুক্ত শব্দ দুটি বহুবচন সংকেত করে? [১০ম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) পাকা পাকা আম (খ) ছি ছি কি করছ? (গ) নরম নরম হাত (ঘ) উড়ু উড়ু মন

বচন

- বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। বচন দু'প্রকার- একবচন ও বহুবচন।
  একবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন – সে এল। মেয়েটি স্কুলে যায়নি।
  বহুবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন – তাঁরা গেল। মেয়েরা এখনও আসেনি।
- কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়।
- বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়।
- সমষ্টিবাচক শব্দগুলোর বেশির ভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

(১) কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন – ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে। তাঁরা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকরা জ্ঞান দান করেন।

(২) গুলা, গুলি, গুলো ইতর প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – অতগুলো টমেটো দিয়ে কী হবে? আমগুলি টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। ময়ূরগুলো পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে। দ্রষ্টব্য: 'গুলি' কেবল সাধুরীতিতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) কেবল উন্নত মনুষ্য প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

গণ	মণ্ডলী	বর্গ	বৃন্দ

যেমন – দেবগণ, নরগণ, জনগণ, শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী, পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রীবর্গ, সুধীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।

(৪) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

কুল	সকল	সব	সমূহ

যেমন – কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, পর্বতসকল, মনুষ্যসকল, ভাইসব, নথিসব, পাখিসব, বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ, কুসুমনিচয়, পর্বতনিচয় ইত্যাদি।

(৫) কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ:

আবলি	গুচ্ছ	দাম	নিকর	পুঞ্জ	মালা	রাজি	রাশি	গ্রাম।

যেমন – গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘকুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।
দ্রষ্টব্য: পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুদের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন – রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। হস্তিযূথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

(ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন – সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বুঝায়)। পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)।

(খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুবচনবাচক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন – অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, ঢের খরচ, অঢেল টাকা পয়সা ইত্যাদি।

(গ) অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন – হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। লাল লাল ফুল।

(ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-
বহুবচনবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য- মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

(ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন – আন যোগে- বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান।
বিঃদ্রঃ- একই সঙ্গে দুবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন – সব মানুষই অথবা সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)। মানুষেরা মরণশীল (শুদ্ধ)।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'হস্তি' শব্দটির পর কোন বহুবচনবোধক শব্দটি বসবে?
(ক) যূথ (খ) গণ (গ) মালা (ঘ) রাজি

০২। কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ হলো-
(ক) আবলি (খ) গণ (গ) সকল (ঘ) পাল

০৩। কোন শব্দটি প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
(ক) রাশি (খ) রাজি (গ) পুঞ্জ (ঘ) যূথ

০৪। 'সাহেব' শব্দের বহুবচন কোনটি?
(ক) সাহেবগণ (খ) সাহেবমণ্ডলী (গ) সাহেবকুল (ঘ) সাহেবান

০৫। 'ডালে ডালে কুসুম ভার' এখানে ভার কোন অর্থ প্রকাশ করছে?
(ক) সমূহ (খ) বোঝা (গ) গুরুত্ব (ঘ) বিষাদ

০৬। কোন দুটি পদের বচনভেদ হয়?
(ক) বিশেষ্য ও সর্বনাম (খ) বিশেষ্য ও বিশেষণ (গ) সর্বনাম ও অব্যয় (ঘ) ক্রিয়া ও অব্যয়

০৭। নিচের কোনটি একবচনের উদাহরণ?
(ক) মানুষ মরণশীল (খ) লোকে বলে (গ) ডাক্তার রুগী দেখছে (ঘ) বনে বাঘ বাস করে

০৮। নিচের কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচনের উদাহরণ?
(ক) সিংহ বনে থাকে (খ) বাগানে ফুল ফুটেছে (গ) মানুষ মরণশীল (ঘ) এটাই করিমদের বাড়ি

০৯। নিচের কোনটি বহুবচন নির্দেশক শব্দ নয়?
(ক) আবলি (খ) মহল (গ) পাল (ঘ) জন

১০। নিচের কোনটি বহুবচনের অপপ্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) সমুদয় পরীক্ষার্থীকে অভিনন্দন (খ) ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মালী তরুবরে?
(গ) ছেলেরা ফুটবল খেলছে (ঘ) সকল পণ্ডিতেরা অহংকারী হন না

১১। নিচের কোনটি একবচনবাচক নির্দেশক?
(ক) গুলি (খ) রা (গ) টা (ঘ) দিগ

১২। 'বনে বনে ফুল ফুটছে।' এখানে 'ফুল'-
(ক) একবচন (খ) বহুবচন (গ) একবচন ও বহুবচন দুটোই (ঘ) কোনোটিই নয়

১৩। কীসের ভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না?
(ক) উপস্থাপন (খ) বচন (গ) অর্থ (ঘ) প্রয়োগ

১৪। 'কাগজ' এর বহুবচন কোনটি?
(ক) কাগজাত (খ) কাগজগুলো (গ) কাগজসমূহ (ঘ) কাগজাদী

১৫। বচন, পুরুষ, লিঙ্গ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
(ক) রূপতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে (গ) স্বরবর্ণে (ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণে

১৬। ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে কী যুক্ত হয়?
(ক) রাশি (খ) এবং (গ) বচন (ঘ) গুলো

১৭। 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?
(ক) বানান (খ) পদ (গ) বচন (ঘ) বিভক্তি

১৮। নিচের কোনটি প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
(ক) রাশি (খ) দল (গ) নিকর (ঘ) সবগুলো

১৯। কোন পদের সামনে 'অজস্র' শব্দটি বসালে বহুবচন হয়?
(ক) সর্বনাম (খ) অব্যয় (গ) বিশেষ্য (ঘ) ক্রিয়া

২০। শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় শব্দের কী হয়?
(ক) ভাষাভেদ (খ) বচনভেদ (গ) লিঙ্গভেদ (ঘ) পদভেদ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩		০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	ঘ	১০	ঘ
১১		১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭		১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

অধ্যায় ০৪ বাক্যতত্ত্ব

বাক্য

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। (খ) তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।
(গ) মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন। (ঘ) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।

০২। 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।' - এটি কোন ধরনের বাক্য? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) খণ্ড বাক্য

০৩। 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' -এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে (খ) তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে (গ) তাতে না সমাজজীবন চলে। (ঘ) তাতে সমাজজীবন চলে

০৪। বাক্যের দুটি অংশ থাকে- [৪২তম বিসিএস]
(ক) প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ (খ) উপমা, অলংকার (গ) উদ্দেশ্য, বিধেয় (ঘ) সাধু, চলিত

০৫। 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'- এ বাক্য কোন ধরনের? [৪১তম বিসিএস]
(ক) অনুজ্ঞাবাচক (খ) নির্দেশাত্মক (গ) বিস্ময়বোধক (ঘ) প্রশ্নবোধক

০৬। কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়? [৩৮, ৩৫,২৯তম বিসিএস]
(ক) আকাঙ্ক্ষা (খ) যোগ্যতা (গ) আসক্তি (ঘ) আসত্তি

০৭। 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে'– বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে (খ) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
(গ) মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না (ঘ) মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না

০৮। 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।' –এটি কোন বাক্য? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) সরল (খ) মিশ্র বা জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) সংযুক্ত

০৯। 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি- [৩২তম বিসিএস]
(ক) জটিল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) সরল বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

১০। 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।'-এটি কোন জাতীয় বাক্য? [২৬তম বিসিএস]
(ক) সরল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) মৌলিক বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

১১। 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য? [২৫তম বিসিএস]
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) অনুজ্ঞামূলক

১২। তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? — এখানে 'না'-এর ব্যবহার কি অর্থে? [২৪তম বিসিএস]
(ক) না-বাচক (খ) হ্যাঁ-বাচক (গ) প্রশ্নবোধক (ঘ) বিস্ময়সূচক

১৩। 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'- এই বাক্যের 'কী'- এর অর্থ- [২২তম বিসিএস]
(ক) ভয় (খ) রাগ (গ) বিরক্তি (ঘ) বিপদ

১৪। 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'- এটা কোন ধরনের বাক্য? [১৮তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক বাক্য (খ) সাধারণ বাক্য (গ) মিশ্র বাক্য (ঘ) সরল বাক্য

১৫। কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]
(ক) তুই বাড়ি যা (খ) ক্ষমা করো মোর অপরাধ (গ) কাল একবার এসো (ঘ) দূর হও

১৬। 'হজরত মুহম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি নিম্নোক্ত একটি শ্রেণির— [১৭তম বিসিএস]
(ক) মিশ্র (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) সরল

১৭। কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে? [১৫তম বিসিএস]
(ক) সে বই পড়ছে (খ) সে গভীর চিন্তায় মগ্ন
(গ) সে ঘুমিয়ে আছে (ঘ) সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না

১৮। যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কী? [১৪তম বিসিএস]
(ক) একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন (খ) একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
(গ) দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন (ঘ) দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

উত্তরমালা																			
০১	ঘ	০২	খ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	গ				

বাক্য

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এবং বাক্য হলো ভাষার বৃহত্তম একক। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো শব্দ। শব্দকে বাক্যের বাহন বলা হয়। যে সুবিন্যস্ত পদ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলা হয়। যেমন – সে স্কুলে যাবে, শুভ গান গায় ইত্যাদি।

❖ একটি আদর্শ বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা – (১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি/ নৈকট্য (৩) যোগ্যতা

১। আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা থাকে তাই আকাঙ্ক্ষা। যেমন – "তিনি বাড়ি গেলে আমি" — এইটুকুতেই একটি বাক্য সম্পূর্ণরূপে মনোভাব প্রকাশ করে না, আরো কিছু ইচ্ছা থেকে যায়। বাক্যটি যদি পূর্ণ করি তাহলে হবে "তিনি বাড়ি গেলে আমি একটু আশ্বস্ত হই" এখানে আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হয়েছে বলেই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২। আসত্তি: 'আসত্তি' অর্থ নৈকট্য, একে 'ক্রম' বলা হয়। আসত্তির মূল বিষয় হলো পদবিন্যাস। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যের শব্দগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মনের ভাব প্রকাশে বাধাগ্রস্ত না হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই হলো আসত্তি।

আসত্তিহীন বাক্য	আসত্তি সম্পন্ন বাক্য
কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত।	কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

৩। যোগ্যতা: বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলোর মধ্যে অর্থগত বা ভাবগত সঙ্গতি রক্ষার নাম যোগ্যতা। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদগুলোকে কেবল পাশাপাশি সাজালেই বাক্য হবে না। বাক্য হতে হলে অর্থ, ভূয়োদর্শন, যুক্তি ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। সাধারণ গদ্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন –

যোগ্যতাহীন বাক্য	যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য
(২) বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।	(২) বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।
(৩) সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে।	(৩) সূর্য পূর্ব দিকে উঠে।

বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে যেসব বিষয় জড়িত থাকে–

(ক) **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা:** রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। তবে বেশিরভাগ শব্দই প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ

(খ) **দুর্বোধ্যতা:** অপরিচিত, অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে বাক্যের অর্থ বোঝা যেমন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে তেমনি বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। এটাই হচ্ছে দুর্বোধ্যতা, যা পরিহার আবশ্যক। যেমন –
অশুদ্ধ: তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। **শুদ্ধ:** তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো।

(গ) **উপমার ভুল:** যথাযথ স্থানে উপমা অলঙ্কারের ব্যবহার না করলে বাক্যে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন –
অশুদ্ধ: আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। **শুদ্ধ:** আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) **বাহুল্য-দোষ:** বাহুল্য শব্দের অর্থ হলো- বাড়াবাড়ি, আধিক্য, অতিরিক্ত, অনাবশ্যক ব্যাপার। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারই হল বাহুল্য দোষ। যেমন – **অশুদ্ধ:** সব পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে একমত। **শুদ্ধ:** সব পণ্ডিতই এ বিষয়ে একমত।

(ঙ) গুরুচণ্ডালী দোষ: গুরুচণ্ডালী দোষ মূলত মিশ্রণ জাতীয় দোষ। অর্থাৎ সাধু-চলিত মিশ্রণ, তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের মিশ্রণ। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন –

অশুদ্ধ: মড়াদাহ (দেশি+তৎসম) শুদ্ধ: মড়াপোড়া (দেশি+দেশি)

অশুদ্ধ: গরুর শকট (দেশি+তৎসম) শুদ্ধ: গরুর গাড়ি (দেশি+দেশি)

(চ) বাগ্‌ধারার ত্রুটি: বাগ্‌ধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। বাগ্‌ধারার অর্থ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। অরণ্যে রোদন (অর্থ: নিষ্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয় 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

৬ বাক্যের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। যথা – (১) উদ্দেশ্য (২) বিধেয়

১. উদ্দেশ্য: যার সম্পর্কে বা যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন – মুন্নি টেলিভিশন দেখছে। হাসিব ফুটবল খেলে। বাক্য দুটিতে মুন্নি ও হাসিব হলো উদ্দেশ্য।

২. বিধেয়: উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন –রহিম ফুটবল খেলছে। বাক্যটিতে **ফুটবল খেলছে** বিধেয়। বাক্যের বিধেয় অংশে অন্তত একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। বিধেয় সাধারণত উদ্দেশ্যের পরে বসে। যার সম্পর্কে বা যাকে লক্ষ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে।

বাক্যের প্রকারভেদ

৬ গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার। যথা – (১) সরল বাক্য (২) যৌগিক বাক্য (৩) জটিল বা মিশ্র বাক্য

১। সরল বাক্য: যে বাক্যের একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন – পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে, 'পদ্মফুল' হলো উদ্দেশ্য 'জন্মে' বিধেয়।

চেনার উপায়: একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া [অন্যভাবে, জটিল ও যৌগিকবাক্যের চিহ্ন না থাকলে সরল বাক্য]।

আরও কিছু উদাহরণ:

ক. দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

খ. পরিশ্রমীরাই সুখ লাভ করে।

গ. মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।

ঘ. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

ঙ. মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

২। যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন – এহসানের বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।

যৌগিক বাক্যের গঠন: যৌগিক বাক্য চারটি উপায়ে গঠিত হতে পারে। যেমন –

(ক) সরল বাক্য + সংযোজক + সরল বাক্য = তিনি শিক্ষক আর তার স্ত্রী শিক্ষিকা।

(খ) সরল বাক্য + সংযোজক + জটিল বাক্য = তিনি ডাক্তার, কিন্তু যে ছেলেটি তার সঙ্গে ছিল সে ছাত্র।

(গ) জটিলবাক্য + সংযোজক + সরল বাক্য = যে দোষ করেছে সে শাস্তি পেল না কিন্তু শাস্তি পেলাম আমি।

(ঘ) জটিলবাক্য + সংযোজক + জটিল বাক্য = যখন টাকা চেয়েছি, তখন পাইনি আর যদিও এখন আমি চাই না, তবুও দিতে এসেছো।

চেনার উপায়: যৌগিক বাক্যে এবং, ও, আর, আবার, কিন্তু, অথবা, নতুবা, অথচ, বরং, তথাপি, নচেৎ, নাহলে, তাই, ফলে, সুতরাং, এ কারণে, নয়তো, অতএব, কিংবা, তবেই/তবে, থাকে।

আরও কিছু উদাহরণ:

ক. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

খ. বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

গ. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

ঘ. আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ঙ. সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

চ. নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই মানুষের কারবার।

৩। জটিল/মিশ্র বাক্য: একটি পূর্ণবাক্যে যখন একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে এক/একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত থাকে, তখন তাকে জটিল/মিশ্র বাক্য বলে। যেমন –

আশ্রিত খণ্ডবাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
যে পরিশ্রম করে,	সেই সুখ লাভ করে।

চেনার উপায়: জটিল বা মিশ্র বাক্যে যে-সে, যা-তা, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, যেমন –তেমন, যদি-তবে/তাহলে, যদি না, যদিও-তথাপি, যিনি তিনি, যত-তত, যেহেতু-তাই/সেহেতু থাকে এবং বাক্যটি পরস্পর নির্ভরশীল (সাপেক্ষ) থাকে।

আরও কিছু উদাহরণ:

ক. যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানেই দিকচক্রবাল। [যেখানে-সেখানে]

খ. যে সকল পশু মাংস ভোজন করে তারা অত্যন্ত বলবান।

গ. যদি তুমি বল, তাহলে আমি আসতে পারি। [সাপেক্ষ পদ যুক্ত জটিল] (যদি-তাহলে)

ঘ. যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।[যিনি - তিনি]

ঙ. বার্ধক্য তাহাই- যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। [যাহা-তাহা]

চ. যত গর্জে, তত বর্ষে না। [যত-তত]

ছ. যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল। [যেমন –তেমন]

অর্থানুসারে বাক্যের প্রকারভেদ: অর্থানুসারে বাক্য ৫ প্রকার। যথা –

১. বিবৃতিমূলক বাক্য/নির্দেশাত্মক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা বোঝায়, তাকে বিবৃতিমূলক/বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন: হৈমন্তী চুপ করিয়া রইল।

বিবৃতিমূলক বাক্য প্রধানত ২ প্রকার। যথা – (১) অস্তিবাচক বাক্য (২) নেতিবাচক বাক্য

(ক) অস্তিবাচক বাক্য: লোকটি সৎ।
নেতিবাচক বাক্য: লোকটি অসৎ নয়।

(খ) অস্তিবাচক বাক্য: তাতে সমাজ জীবন চলে না।
নেতিবাচক বাক্য: তাতে সমাজ জীবন অচল হয়ে পড়ে।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য: যে বাক্যে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন: তুমি কোন শ্রেণিতে পড়?

৩. প্রার্থনাসূচক বাক্য: যে বাক্যে বক্তার কিছু প্রার্থনা বা কামনা প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন – খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

৪. আদেশসূচক বাক্য:

যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি নির্দেশ করা হয় তাকে আদেশসূচক বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন:

(ক) চুপটি করে বস। (খ) বল বীর বল উন্নত মম শির।

৫. আবেগসূচক বাক্য: যে বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ বা হর্ষবিষাদ, শোক, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন: (ক) ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!

(খ) হে সিন্ধু! বন্ধু মোর মজিনু তব রূপে।

বি.দ্র. গুরুত্বপূর্ণ আরও দুটি বাক্য হলো- (১) কার্যকারণাত্মক বাক্য (২) সংশয়বাচক বাক্য

(১) কার্যকারণাত্মক বাক্য: যে বাক্যে একটি বাক্যের উপরে অন্য কার্য বা ঘটনা নির্ভর করে তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন:

(ক) কষ্ট না করলে, কেষ্ট মেলে না। (খ) তোমরা এলেই, আমরা বাড়ি থেকে বের হব ইত্যাদি।

(২) সংশয়বাচক বাক্য: যে বাক্যে বক্তার সন্দেহ বা সংশয় বা সম্ভাব্যতা বা অনুমান প্রকাশ পায়, তাকে সংশয়বাচক বাক্য বলে। যেমন:

(ক) বোধ হয় ছেলেটি চাকরি পেয়ে যাবে। (খ) তোমরা বুঝি ফার্মগেটের তেজকুনি পাড়ায় থাকো? ইত্যাদি।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক প্রকার বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তরিত করাকে বাক্য পরিবর্তন বলে। সরল, জটিল এবং যৌগিক প্রত্যেক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারের বাক্যে পরিণত করা যায়।

বাক্য-রূপান্তর তিনভাবে ঘটতে পারে। যথা –

১. গঠনগত রূপান্তর, ২. ভাবগত রূপান্তর ও ৩. উক্তির পরিবর্তনগত রূপান্তর।

১. সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করার কিছু নিয়ম আছে:

(ক) সরল বাক্যের কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন না ঘটিয়ে সাধারণত জটিল বাক্যের খণ্ডবাক্য গঠন করতে হয়। তবে অনিবার্য প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে।

(খ) সরল বাক্যের বাকি অংশকে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয়।

(গ) অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে সাপেক্ষ সর্বনাম (যা-তা, যে-সে, যিনি-তিনি, যাহা-তাহা, যাহার-তাহার ইত্যাদি) কিংবা নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় (যখন-তখন, যদি-তবে, যদিও-তবুও, যেমন –তেমন, যেহেতু-সেহেতু, যেই না-অমনি ইত্যাদি) দিয়ে যুক্ত করতে হয়। নিচে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

১. সরল বাক্য : ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী।
জটিল বাক্য : যে ফরিয়াদি, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।
২. সরল বাক্য : আমি সাক্ষী চাই না।
জটিল বাক্য : যে সাক্ষী, তাকে আমি চাই না।
৩. সরল বাক্য : আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে।
জটিল বাক্য : আমার যে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা বিচিত্র।

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়:

(ক) বাক্য এমনভাবে পরিবর্তন করতে হয় যেন অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।
(খ) প্রধান খণ্ডবাক্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে অপ্রধান খণ্ডবাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ দিতে হয়।
(গ) প্রত্যয় যোগ করে, কিংবা সমাসবদ্ধ করে পুরো বাক্যটিকে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
(ঘ) জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় বর্জন করতে হয়। যেমন –

১। জটিল বাক্য : আমি যে গান গাই, তা যৌবনের গান।
সরল বাক্য : আমি যৌবনের গান গাই।
২। জটিল বাক্য : যে তাম্রশাসনে তাঁর নাম খোদাই করা আছে, সেটা আমার হৃদয়পট।
সরল বাক্য : আমার হৃদয়পটের তাম্রশাসনে তাঁর নাম খোদাই করা আছে।
৩। জটিল বাক্য : ফের যদি আসি, তবে সিঁধকাঠি সঙ্গে করে আসব।
সরল বাক্য : ফের আসলে সিঁধকাঠি সঙ্গে করে আসব।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের নিয়মগুলো হলো:

(ক) বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হবে।
(খ) সরল বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা করে স্বাধীন খণ্ডবাক্য গঠন করতে হয়।
(গ) সরল বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে আলাদা স্বাধীন বাক্য গঠন করতে হয়।
(ঘ) খণ্ডবাক্যগুলোকে সংযোজক অব্যয় (ও, এবং, আর) কিংবা বিয়োজক অব্যয় (অথবা, কিংবা) দিয়ে যুক্ত করতে হয়। যেমন –

১. সরল বাক্য : তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
২. সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
৩. সরল বাক্য : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলো হলো:

(ক) বাক্য পরিবর্তন করার সময় অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।
(খ) যৌগিক বাক্যের যেকোনো একটি স্বাধীন খণ্ডবাক্যকে অপরিবর্তিত আকারে নিয়ে সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় ক্রিয়াবিশিষ্ট মূল কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।
(গ) অন্য স্বাধীন খণ্ডবাক্য বা বাক্যগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে সরলবাক্যের অংশে পরিণত করতে হয়। তবে ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।
(ঘ) যৌগিক বাক্যের স্বাধীন খণ্ডবাক্যগুলোর সংযোগকারী অব্যয় বাদ দিতে হয়। যেমন–

১. যৌগিক বাক্য : মা ছিল না, সুতরাং কেউ তাঁর খোঁপা বেঁধে দেয়নি।
সরল বাক্য : মা ছিল না বলে কেউ তাঁর খোঁপা বেঁধে দেয়নি।
২. যৌগিক বাক্য : তিনি বেড়াতে গেলেন এবং কেনাকাটা করলেন।
সরল বাক্য : তিনি বেড়াতে গিয়ে কেনাকাটা করলেন।
৩. যৌগিক বাক্য : ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী।
সরল বাক্য : ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

১। জটিল বাক্য : যদিও আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছি, তথাপি কোনো ফল হয়নি।
যৌগিক বাক্য : আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

২। জটিল বাক্য : সে যেমন কৃপণ, তেমন চালাক।
যৌগিক বাক্য : সে কৃপণ এবং চালাক।

৩। জটিল বাক্য : আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন গাড়ি ছেড়ে দিল।
যৌগিক বাক্য : আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম আর গাড়ি ছেড়ে দিল।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর

১। যৌগিক বাক্য : তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু বড়ই দুর্বিনীত।
মিশ্র বা জটিল বাক্য : যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও বড়ই দুর্বিনীত।

২। যৌগিক বাক্য : বিদ্বান হও, তবে লোকে শ্রদ্ধা করবে।
মিশ্র বা জটিল বাক্য : যদি বিদ্বান হও, তবে লোকে শ্রদ্ধা করবে।

৩। যৌগিক বাক্য : তিনি দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রহীন নন।
মিশ্র বা জটিল বাক্য : তিনি যদিও দরিদ্র, তবুও চরিত্রহীন নন।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি। এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) নেতিবাচক

০২। কোনটি সরল বাক্য?
(ক) যা করবার তা করেছি (খ) তুমি যা বলবে তাই ঠিক
(গ) সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ (ঘ) তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?

০৩। 'তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) মিশ্র বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) বৈপরীত্যমূলক বাক্য

০৪। 'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সংযুক্ত বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) সরল বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

০৫। "বাজার শেষ করে বাড়ি"- বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে?
(ক) যোগ্যতা (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) আসত্তি (ঘ) মাধুর্য

০৬। 'ভিক্ষা দে' কোন ধরনের বাক্য?
(ক) বিস্ময়সূচক বাক্য (খ) বিবৃতিসূচক বাক্য (গ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (ঘ) অস্তিবাচক বাক্য

০৭। 'হে সিন্ধু! বন্ধু মোর-মজিনু তব রূপে। এটা কোন ধরনের বাক্য?
(ক) প্রার্থনাসূচক (খ) অনুজ্ঞাসূচক (গ) কার্যকারণাত্মক (ঘ) বিস্ময়সূচক

০৮। 'সে বলতে চায় তথাপি বলে না।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) নির্দেশাত্মক বাক্য

০৯। 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হব না'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) নির্দেশাত্মক বাক্য

১০। 'যতই পরিশ্রম করবে, ততই ফল পাবে'
(ক) নির্দেশক বাক্য (খ) সরল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) জটিল বাক্য

১১। 'ভাল ফলের জন্য চেষ্টা কর।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) ইচ্ছাবোধক (খ) নির্দেশাত্মক (গ) বিস্ময়বোধক (ঘ) অনুজ্ঞাবাচক

১২। "তুমি না সেদিন বাড়ি নিয়ে ছিলে?" এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) সন্দেহ (খ) বিস্ময় (গ) অনুমান (ঘ) নিশ্চয়তা

১৩। 'সে যেতে চায়, তথাপি বসে আছে'-এটি শ্রেণির বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) ব্যাসবাক্য

১৪। 'যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে'- বাকটির সরল রূপ কোনটি?
(ক) কাজ অনুযায়ী ফল পাবে (খ) যেমন কর্ম তেমন ফল (গ) কাজের উপর ফল নির্ভর করে (ঘ) ফলেই কর্মের পরিচয়

১৫। 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।' এটি কোন ধরনের বাক্য।
(ক) সরল (খ) যৌগিক (গ) জটিল (ঘ) সাধারণ

১৬। 'বাংলাদেশ যেন জয়লাভ করে।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) প্রার্থনাসূচক (খ) আবেগসূচক (গ) বর্ণনাত্মক (ঘ) অনুজ্ঞাসূচক

১৭। 'তিনি যখন চাঁদপুরে থাকতেন, তখন প্রত্যহ নদীর তীরে হাঁটতেন'- এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) ব্যাসবাক্য

১৮। 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছো, সুতরাং তুমি প্রথম হবে'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) অনুজ্ঞামূলক

১৯। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) ব্যাসবাক্য

২০। 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে'। বাক্যটি-
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) মিশ্র

২১। নিচের কোনটি জটিল বাক্য?
(ক) সত্য কথা না বলে বিপদে পরেছি (খ) যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকারের ধনী
(গ) জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী (ঘ) তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু সত্যবাদী

২২। 'নালিশটা অযৌক্তিক' কোন ধরনের বাক্য?
(ক) নেতিবাচক (খ) অস্তিবাচক (গ) অনুজ্ঞাবাচক (ঘ) প্রশ্নবাচক

২৩। কোনটি জটিল বাক্য?
(ক) মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (খ) তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।
(গ) স্টেশনে পৌঁছলাম, আর ট্রেনটিও ছেড়ে দিল। (ঘ) সে যে অপরাধ করেছে তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

২৪। 'সদা সত্য কথা বলবে।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) বিবৃতিমূলক (খ) প্রশ্নবোধক (গ) অনুজ্ঞাবাচক (ঘ) আবেগসূচক

২৫। 'তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ?
(ক) তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় (খ) অচিরেই তাদের ভুল ভাঙ্গে
(গ) তাদের ভুলটা দেরিতে ভাঙ্গে (ঘ) তাড়াতাড়ি তাহাদের ভুল ভাঙল

২৬। 'যদি সফল হই, তবে আইন বিভাগে ভর্তি হবো।'- কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?
(ক) কার্যকারণবাচক (খ) আবেগবাচক (গ) সংশয়বাচক (ঘ) অনুজ্ঞাবাচক

২৭। 'অনেক কষ্ট করে, অনেক আশা নিয়ে, ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছি।' কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) কার্যকারণবাচক

২৮। 'যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।' বাক্যটি-
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) খণ্ড

২৯। 'তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
(ক) বাহুল্য দোষে (খ) উপমার ভুল প্রয়োগ (গ) দুর্বোধ্যতা (ঘ) গুরুচণ্ডালী

৩০। নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?
(ক) ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী (খ) সে যেমন কৃপণ, তেমন চালাক (গ) তুমি আসার পরে আমি যাব (ঘ) ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী

৩১। বাক্যের মৌলিক উপাদান কোনটি?
(ক) ভাষা (খ) ধ্বনি (গ) বর্ণ (ঘ) শব্দ

৩২। 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন।' কী অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে?
(ক) উপকার (খ) প্রার্থনা (গ) বিধান (ঘ) কোনটিই নয়

৩৩। একটি আদর্শ বাক্যে কয়টি গুণ থাকা আবশ্যক?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩৪। বাক্যে এক পদের পরে অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে?
(ক) আসত্তি (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) যোগ্যতা (ঘ) আসক্তি

৩৫। বাক্যে রূপান্তর কত ভাবে ঘটতে পারে?
(ক) ২ ভাবে (খ) ৩ ভাবে (গ) ৪ ভাবে (ঘ) ৫ ভাবে

৩৬। কোনটি বাক্যের বাহন?
(ক) শব্দ (খ) পদ (গ) আশ্রিত খণ্ড বাক্য (ঘ) ধ্বনি

৩৭। 'সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
(ক) গুরুচণ্ডালী দোষে (খ) বাহুল্য দোষে (গ) দুর্বোধ্যতা দোষে (ঘ) বিদেশি শব্দ দোষে

৩৮। 'আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো' বাক্যটিতে কোন দোষ আছে?
(ক) বাগধারার দোষ (খ) গুরুচণ্ডালী দোষ (গ) উপমার ভুল প্রয়োগ (ঘ) বাহুল্য-দোষ

৩৯। 'বল বীর বল উন্নত মম শির।' বাক্যটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) ইচ্ছাসূচক (খ) প্রশ্নসূচক (গ) আদেশসূচক (ঘ) বিস্ময়সূচক

৪০। নির্দেশাত্মক বাক্য কোনটি?
(ক) লোকটি গরীব, কিন্তু কৃপন নয় (ক) এরা কি অন্য জাতের মানুষ নয়
(গ) এখান থেকে যাও (ঘ) কী দুষ্টু ছেলেগুলো

৪১। 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল'। বাক্যটি-
(ক) নেতিবাচক (খ) অস্তিবাচক (গ) নঞর্থক (ঘ) অনুজ্ঞা

৪২। যথাযথ উপায়ে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়?
(ক) শৃঙ্খলা (খ) আসত্তি (গ) আকাঙ্ক্ষা (ঘ) যোগ্যতা

৪৩। বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম কী?
(ক) আসত্তি (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) যোগ্যতা (ঘ) বিধেয়

৪৪। 'তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না' কোন ধরনের বাক্য?
(ক) খণ্ড (খ) যৌগিক (গ) জটিল (ঘ) সরল

৪৫। 'কর্ম করো, অনুরূপ ফল পাবে।' গঠন অনুসারে এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) কোনটিই নয়

৪৬। 'ছোট কিন্তু রসে ভরা' বাক্যটিকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে-
(ক) যদিও ছোট, তবুও রসে ভরা (খ) রসে ভরা ছোট চিঠি (গ) ছোট ও রসে ভরা (ঘ) ছোট হলেও রসে ভরা

৪৭। গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার (গ) চার প্রকার (ঘ) ছয় প্রকার

৪৮। 'আমি যাব, তবে কাল যাব।' এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
(ক) সরল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) জটিল বাক্য (ঘ) কোনটিই নয়

৪৯। 'সত্যি সেলুকাস! এ দেশ বড় বিচিত্র।' কোন বাক্য?
(ক) নির্দেশাত্মক (খ) বিস্ময়বোধক বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) জটিল বাক্য

৫০। 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হব না।' বাক্যটি কোন ধরনের?
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

বাচ্য

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'-কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর:খ]
(ক) কর্মবাচ্য (খ) ভাববাচ্য (গ) যৌগিক (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

বাচ্য

'বাচ্য' ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। বাচ্য শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। বাচ্য = √বচ্+ য; অতএব, বাচ্য শব্দটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ। বাচ্য শব্দের অর্থ বক্তব্য। বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলে।

বাচ্যের প্রকারভেদ: বাচ্য তিন প্রকার- (১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য (৩) ভাববাচ্য

	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য	ভাববাচ্য
প্রাধান্য	কর্তৃবাচ্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে।	কর্মবাচ্যে কর্মের প্রাধান্য থাকে।	ভাববাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে।
অনুসারী	কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ কর্তা অনুসারী হবে।	কর্মবাচ্যে ক্রিয়াপদ কর্ম অনুসারী হবে।	ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদ নাম পুরুষের অনুসারী হবে।
যা অবশ্যই থাকবে	কর্তৃবাচ্যে অবশ্যই কর্তা থাকতে হবে। কর্ম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।	কর্মবাচ্যে অবশ্যই কর্ম থাকতে হবে। কর্তা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।	ভাববাচ্যে অবশ্যই কর্ম থাকবে না। কর্তা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

বাচ্যে বিভক্তির ব্যবহার:

কর্তৃবাচ্য		কর্মবাচ্য		ভাববাচ্য	
কর্তা	কর্ম	কর্তা	কর্ম	কর্তা	কর্ম
শূন্য	শূন্য, ২য়া বা ৬ষ্ঠী হতে পারে	৩য়া→দ্বারা,দিয়া, কর্তৃক	শূন্য, ২য়া বিভক্তি হতে পারে	৩য়া → দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, ২য়া বা ৬ষ্ঠী বিভক্তি হতে পারে	ভাববাচ্যে কর্ম থাকে না

বাচ্যের উদাহরণ:

বাক্য	ব্যাখ্যা	বাচ্য
নিতু বই পড়ে।	কর্তা হিসেবে 'নিতু' আছে এবং নিতুর সাথে কোনো বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
নিতু কর্তৃক বই পড়া হয়।	কর্তার সাথে বিভক্তি আছে এবং কর্ম হিসেবে বই আছে।	কর্মবাচ্য
নিতু কর্তৃক পড়া হয়।	কর্তার সাথে বিভক্তি আছে কিন্তু কোনো কর্ম নেই।	ভাববাচ্য
নিতুর পড়া হয়।	কর্তার সাথে বিভক্তি আছে কিন্তু কোনো কর্ম নেই	ভাববাচ্য

কর্তৃবাচ্য: যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে।

কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ-

	বাক্য	ব্যাখ্যা	বাচ্য
০১	আমি বই পড়েছি।	কর্তা হিসেবে 'আমি এবং কর্তায় বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০২	বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	এখানে কর্তা কিন্তু 'সকলেই' এবং তার সাথে 'ই' কোনো বিভক্তি নয় অর্থাৎ কর্তা আছে এবং তার সাথে বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৩	খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	কর্তা হিসেবে 'খোদাতায়ালা' এবং কর্তায় বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৪	রোগী পথ্য সেবন করে।	কর্তা হিসেবে 'রোগী' এবং কর্তায় বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৫	করিম পুস্তক পাঠ করেছে।	কর্তা হিসেবে 'করিম'এবং কর্তায় বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৬	পুলিশ চোরটিকে ধরেছে।	কর্তা হিসেবে 'পুলিশ' এবং কর্তায় বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৭	মহাজনকে সুদ দিই।	এখানেও বাক্যে কর্তা হিসেবে আমি উহ্য আছে এবং কর্তায় কোনো বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য
০৮	অনুগ্রহ করে সবিস্তার বর্ণনা করুন।	এখানেও বাক্যে কর্তা হিসেবে তুমি উহ্য আছে এবং কর্তায় কোনো বিভক্তি নেই।	কর্তৃবাচ্য

কর্মবাচ্য: যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে।

কর্মবাচ্যের উদারহরণ:

বাক্য	ব্যাখ্যা	বাচ্য
আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়।	কর্তা 'আলেকজান্ডার' সাথে তৃতীয়া বিভক্তি আছে এবং কর্ম হিসেবে বিদ্বান আছে।	কর্মবাচ্য
বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে বা খোদাতায়ালা কর্তৃক বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে।	কর্তা খোদাতায়ালা এর সাথে কর্তৃক তৃতীয়া বিভক্তি আছে এবং কর্ম হিসেবে বিশ্বজগৎ আছে।	কর্মবাচ্য
আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।	কর্ম 'আসামি' এর সাথে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' আছে।	কর্মবাচ্য

ভাববাচ্যের উদাহরণ: প্রথমেই মনে রাখতে হবে, ভাববাচ্যে কিন্তু ক্রিয়াই প্রাধান্য থাকে এবং কর্ম থাকে না। বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য কীভাবে হয়, তা নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করলেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব।

হ্যাঁ বোধক	না বোধক
করা হোক, বলা হোক, চলা হোক, যাওয়া হোক	করা যাবে না, বলা যাবে না, চলা যাবে না, যাওয়া যাবে না
করা যাক, বলা যাক, চলা যাক, যাওয়া যাক	
করা হবে, বলা হবে, চলা হবে, যাওয়া হবে	করা হবে না, বলা হবে না, চলা হবে না, যাওয়া হবে না
করতে হবে, বলতে হবে, চলতে হবে, যেতে হবে	করতে হবে না, বলতে হবে না, চলতে হবে না, যেতে হবে না
করা হলো, বলা হলো, চলা হলো, যাওয়া হলো	করা হলো না, বলা হলো না, চলা হলো না, যাওয়া হলো না
করা হয়, বলা হয়, চলা হয়, যাওয়া হয়	করা হয় না, বলা হয় না, চলা হয় না, যাওয়া হয় না
করা হয়েছে, বলা হয়েছে, চলা হয়েছে, যাওয়া হয়েছে	করা হয়নি, বলা হয়নি, চলা হয়নি, যাওয়া হয়নি

উপরের এই ক্রিয়াগুলো বাক্যে থাকলে বাক্যটি অবশ্যই ভাববাচ্যের হবে।

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

আমার যাওয়া হলো না।	আমার খাওয়া হয়েছে।	তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।
তার যেন আসা হয়।	অনুগ্রহপূর্বক সবিস্তার বর্ণনা করা হোক।	তবে যাওয়া হোক।
তোমার বেড়ানো হলো।	আমাদের সেদিন পাহাড় থেকে নেমে আসা হলো।	তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

কর্মকর্তৃবাচ্য: যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে।

কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ:

	বাক্য	ব্যাখ্যা	বাচ্য
১	কাজটা ভালো দেখায় না।	কে কাজটি করে সেই কর্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা কর্ম হিসেবে কাজটিকেই গুরুত্ব দেই।	কর্মকর্তৃবাচ্য
২	সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে।	কে সুতি কাপড় তৈরি করল সেই কর্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা কর্ম হিসেবে সুতি কাপড়কেই গুরুত্ব দেই।	কর্মকর্তৃবাচ্য

বাচ্য পরিবর্তনের উদাহরণ:

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য	কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য	কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য	ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য
কর্তৃ: বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	কর্ম: দস্যু দল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	কর্তৃ: আমি যাব না।	ভাব: তোমাকে হাঁটতে হবে।
কর্ম: বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।	কর্তৃ: দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।	ভাব: আমার যাওয়া হবে না।	কর্তৃ: তুমি হাঁটবে।
কর্তৃ: কামাল পুস্তক পাঠ করছে।	কর্ম: হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হয়।	কর্তৃ: তোমরা কখন এলে?	ভাব: তার যেন আসা হয়।
কর্ম: কামাল কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।	কর্তৃ: হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করেন।	ভাব: তোমাদের কখন আসা হল?	কর্তৃ: সে যেন আসে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'কোথায় থাকা হয়'–এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) ক্রিয়া বাচ্য

০২। কোন বাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়-
(ক) কর্তৃবাচ্যে (খ) কর্মবাচ্যে (গ) ভাববাচ্যে (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যে

০৩। কর্মবাচ্যের উদাহরণ কোনটি?
(ক) তা, আপনার কী করা হয় (খ) দূর থেকে পাহাড় নিচু মনে হয় (গ) আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে (ঘ) কেমন শীত শীত করছে

০৪। 'তোমার কখন আসা হলো'–এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) ভাববাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) কর্তৃবাচ্য (ঘ) কোনোটিই নয়

০৫। নিচের কোনটি ভাব বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) আমি আর গেলাম না (খ) এবার মাছ ধরা যাক (গ) আম বোধ হয় পেকেছে (ঘ) কুকুর লোকটিকে কামড়ালো

০৬। যে বাচ্যের কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কোন বাচ্য বলে?
(ক) কর্ম-কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্তৃবাচ্য

০৭। 'আমার বই পড়া হয়েছে' –বাক্যটির কর্তৃবাচ্য রূপ হচ্ছে-
(ক) আমি বই পড়ছি (খ) আমরা বই পড়েছি (গ) আমি বই পড়তে যাচ্ছি (ঘ) আমি বই পড়েছি

০৮। 'কাজটা ভালো দেখায় না' কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্মকর্তৃবাচ্য (খ) কর্তৃবাচ্য (গ) কর্মবাচ (ঘ) ভাববাচ্য

০৯। 'বাঁশি বাজে ওই দূরে'- কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) ভাববাচ্যের (খ) কর্তৃবাচ্যের (গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের (ঘ) কর্মবাচ্যের

১০। নিচের কোন বাক্যটি ভাববাচ্যের?
(ক) আমি ভাত খেয়েছি (খ) আমার ভাত খাওয়া হয়নি (গ) আমাকে ভাত দেওয়া হয়নি (ঘ) তোরা সব ভাতের যোগাড় কর

১১। 'চাঁদ দেখা যাচ্ছে' এই বাক্যে কোন বাচ্যের প্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

১২। 'বাবার শরীর খারাপ, শোয়া হয়নি' কোন বাচ্য?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ)ভাববাচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

১৩। 'শিক্ষককে সকলেই সম্মান করে'- এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪। ভাববাচ্য কোনটি?
(ক) সাহেবের কোথায় থাকা হয়? (খ) তাকে নিশ্চয়ই ধরা হবে (গ) তার দ্বারা কাজটি করা হচ্ছে (ঘ) সে বেজায় ঘুমাচ্ছে

১৫। 'নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) ভাববাচ্য (খ) কর্মবাচ্য (গ) কর্তৃবাচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	গ	০৪	ক	০৫	□	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	ঘ	১২	□	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

উক্তি

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন'- এই পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে: [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) বাবা ছেলেকে বললেন, বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হও
(খ) বাবা ছেলেকে বললেন যে, তোমার দীর্ঘায়ু হোক
(গ) বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'
(ঘ) বাবা ছেলেকে বললেন যে, আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি

উক্তি

সংজ্ঞা: কোন কিছু বলার নামই উক্তি। উক্তি দু প্রকার। যথা –

(ক) প্রত্যক্ষ উক্তি: যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা – তিনি বললেন, 'বইটা আমার দরকার'।

(খ) পরোক্ষ উক্তি: যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা – তিনি বললেন যে, বইটা তাঁর দরকার।

উক্তি পরিবর্তনের সূত্র:

(১) প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করতে হলে প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধরণ চিহ্নকে বাদ দিয়ে সেই স্থানে 'যে' সংযোজক অব্যয় বসাতে হবে।

(২) বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হবে।

(৩) অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হবে।

(৪) অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য কালের পরিবর্তন করতে হবে।

(৫) অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ার পরিবর্তন করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মনে রাখতে হবে, আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কাল সবসময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না।

যেমন – প্রত্যক্ষ: ছেলে লিখেছিল, "শহরে খুব গরম পড়েছে"। পরোক্ষ: ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংগঠিত হয়:

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আজ	সেদিন	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	এখানে	সেখানে	গতকাল	আগেরদিন
ওখানে	ঐখানে	গতকল্য	পূর্বদিন	এখন	তখন

কয়েকটি উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ উক্তি- সে আমাকে বলল, "আমি তোমাকে চিনি না।" — পরোক্ষ উক্তি- সে আমাকে বলল যে সে আমাকে চেনে না।

প্রত্যক্ষ উক্তি- শিক্ষক বললেন, "সদা সত্য কথা বলবে।" — পরোক্ষ উক্তি- শিক্ষক সদা সত্য কথা বলতে উপদেশ দিলেন।

প্রত্যক্ষ উক্তি- "বন্ধুগণ, আজ তবে বিদায়।" — পরোক্ষ উক্তি- তিনি বন্ধুগণের নিকট থেকে সেদিন বিদায় নিলেন।

প্রত্যক্ষ উক্তি- "হায়! আমার কী হলো?" পরোক্ষ উক্তি- তিনি তাঁর কী হলো বলে আক্ষেপ করলেন।

প্রত্যক্ষ উক্তি- আমি বললাম, "আজ স্কুলে যাবে?" পরোক্ষ উক্তি- আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সেদিন স্কুলে যাবে কিনা।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। যে বাক্যে বক্তার বক্তব্য অবিকল উদ্ধৃত হয় তাকে কী বলে?

(ক) পরোক্ষ উক্তি (খ) প্রত্যক্ষ উক্তি (গ) কর্তৃবাচ্য উক্তি (ঘ) কর্মবাচ্য উক্তি

০২। "তিনি বললেন যে, বইটি তার দরকার।" বাক্যটি কিসের উদাহরণ?

(ক) প্রত্যক্ষ উক্তির (খ) কর্মবাচ্যের (গ) কর্তৃবাচ্যের (ঘ) পরোক্ষ উক্তির

০৩। বশির আমাকে বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি" পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যটি কী হয়?

(ক) বশির আমাকে বলল যে আমি এক্ষনি আসছি (খ) বশির আমাকে বলল যে সে এক্ষনি আসছে

(গ) বশির আমাকে বলল যে, সে তক্ষুনি যাচ্ছে (ঘ) বশির আমাকে বলল যে তুমি তক্ষুনি যাচ্ছ

০৪। সে বলল, "আমি ভালো আছি"–বাক্যটির পরোক্ষ উক্তি কোনটি?

(ক) সে বলল, সে ভালো আছে (খ) সে বলল, আমি ভালো আছি

(গ) সে বলল যে, আমি ভালো আছি (ঘ) সে বলল যে, সে ভালো আছে

০৫। রাহাত বলল, "আমি বইটা কিনেছি" পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যটি কী হবে?

(ক) রাহাত বলল, আমি বইটা কিনেছি (খ) রাহাত বলল যে, সে বইটা কিনেছে

(গ) রাহাত বলল, সে বইটা কিনেছে (ঘ) রাহাত বলল যে আমি বইটা কিনেছি

০৬। তিনি বললেন, "দয়া করে ভিতরে আসুন" বাক্যটি কিসের উদাহরণ?

(ক) কর্মবাচ্যের (খ) পরোক্ষ উক্তির (গ) প্রত্যক্ষ উক্তির (ঘ) কর্তৃবাচ্যের

০৭। ইসরাত বলল, "আমি এখন বেশ সুস্থ আছি।"–এর উক্তি পরিবর্তন-

(ক) ইসরাত বলল সে এখন বেশ সুস্থ আছে। (খ) ইসরাত বলল সে বেশ সুস্থ ছিল।

(গ) ইসরাত বলল এখন সে বেশ সুস্থ আছে। (ঘ) ইসরাত বলল যে, সে তখন বেশ সুস্থ ছিল।

০৮। 'উক্তি' কয় ভাগে বিভক্ত?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ২ (ঘ) ১

০৯। 'উক্তি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) বাক্যতত্ত্বে (গ) শব্দতত্ত্বে (ঘ) অর্থতত্ত্বে

১০। "বন্ধুগণ, আজ তবে বিদায়।" এই বাক্যের পরোক্ষ উক্তিটি কী?

(ক) তিনি বন্ধুগণের নিকট থেকে বিদায় নিলেন (খ) বন্ধুগণের নিকট থেকে আজ বিদায় নিলেন

(গ) তিনি বন্ধুগণের নিকট থেকে সেদিন বিদায় নিলেন (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি 'কোলন'? [৩৩তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) ; (খ) : (গ) = (ঘ) " "

০২। নিচের কোনটিতে বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি? [২৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ (খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (গ) ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (ঘ) পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশো সাত

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি, বিরাম বা ছেদচিহ্ন।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম ১৮৪৭ সালে বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন।
- যতি বা ছেদ চিহ্নের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতি বা বিরাম চিহ্ন ১৩ টি। ['বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই অনুযায়ী ১২ টি]
- প্রান্তিক চিহ্ন তিনটি: দাঁড়ি, প্রশ্ন চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন।

যতি বা বিরাম চিহ্নের পরিচয়

ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	১ সেকেন্ড
প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of interrogation	?	ঐ
কোলন	ছেদ বা দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of exclamation	!	ঐ
কোলন-ড্যাস	ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Colondash	:-	ঐ
ড্যাস	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	–	ঐ
হ্যাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted commas	" "	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation mark	' '	১ সেকেন্ড
ইলেক চিহ্ন	লোপ চিহ্ন	Apostrophe	'	থামার প্রয়োজন নেই
প্রথম বন্ধনী	প্রথম বন্ধনী চিহ্ন	First bracket	( )	ঐ
দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্ন	দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্ন	Second bracket	{}	ঐ
তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন	তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন	Third bracket	[ ]	ঐ
সংক্ষেপণ চিহ্ন	বিন্দু চিহ্ন	Dot	.	ঐ
বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	ঐ
সমান চিহ্ন	সমান চিহ্ন	Equal	=	ঐ

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

কমা (,)

লিখতে গিয়ে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য বিরামের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত নিয়মিত যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তার নাম কমা (,)। 'এক' উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে কমা'র স্থানে ঠিক ততটুকু বিরাম নিতে হয়। অল্প বিরাম বোঝাতে কমার ব্যবহার:

১. বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের মধ্যবর্তী একটি বা একাধিক কমা (,) ব্যবহার করে এক জাতীয় পদকে আলাদা করা হয়। কমা বসে দুই বা ততোধিক পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশে। যেমন – মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদ্‌দীন-তাঁরা বাংলা ভাষার প্রধান কবি।

২. সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন – ওহে মাঝি, আমায় একটু পার করে দাও।

৩. ঠিকানা লিখতে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন – শ্যামলী, ৩৯/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, গ্রাম: দিঘলদী, ডাকঘর: ফাউসা বাজার, উপজেলা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।

৪. নামের শেষে ডিগ্রি থাকলে কমা বসে। যেমন – ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম.এ. পি-এইচ.ডি।

৫. উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন – আমি বললাম, "আমি পাস করেছি।"

৬. ভাবান্তরমূলক বাক্যাংশের পর কমা দিতে হয়। যেমন – আমার মনে হয়, সে আর আসবে না।

৭. জটিল বা যৌগিক বাক্যের ছোট ছোট বাক্যকে কমা দিয়ে আলাদা দেখানো হয়। যেমন – যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, সেহেতু তোমার পাপ হবে।

৮. তারিখ লিখতে কমা বসে। যেমন – পহেলা বৈশাখ, ১৪০০ সাল।

সেমিকোলন (;)

কমার চেয়ে বেশি বিরতি প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। যথা- সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্ছেদ্য? একাধিক স্বাধীন বাক্যকে বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে লিখলে বাক্যের মাঝখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন – আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি; তুমি না এলে আমার সব আশা ডুবে যাবে অতল সমুদ্রে।

দাঁড়ি (।)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি (।) বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন – সে বই পড়ে। গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

দুই দাঁড়ি (।।)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় দুই দাঁড়ির প্রচলন ছিল। বিজোড় পঙ্‌ক্তির শেষে এক দাঁড়ি ও জোড় পঙ্‌ক্তির শেষে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। যেমন –

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ।।
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন।।
আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশি ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।।

১. পরিচিতি নির্দেশের সংক্ষেপণে দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যেমন – স্বদেশবার্তা-দ্বিতীয় বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা-প্রচ্ছদ আবদুর রউফ সরকার।।

২. নাটকের চরিত্রের নাম ও সংলাপের মাঝে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। যেমন –

নেতা।। কে?
হাফিজ।। সেই লাশটা।
নেতা।। লাশ? কোন লাশটা?
হাফিজ।। বুলেট খাওয়া। ছাত্র, খুলি নেই।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন – তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)

৬ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে বিস্ময় (!) চিহ্ন বসে। যেমন – আহা! কী চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

৬ কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধনের পরে কমা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

কোলন (:)

- একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন – সভায় সাব্যস্ত হলো: নব্বই দিন পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন – সমাস ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, দ্বিগু।

ড্যাস চিহ্ন (–)

ড্যাস ও হাইফেন দেখতে অনেকটা একই রকম। এদের পার্থক্য হচ্ছে ড্যাস হাইফেনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত লম্বা।

১. যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন – তোমরা দরিদ্রদের সাহায্য কর–এতে তোমাদের সম্মান কমবে না–বাড়বে।

২. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস উভয়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন – ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার – অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-):

হাইফেন ইংরেজি থেকে এসেছে। কিন্তু এর ব্যবহার ইংরেজির চেয়ে বাংলায় অনেক বেশি।

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্যে হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন – এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

লোপ চিহ্ন বা ইলেক (')

কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্যে (') লোপ চিহ্ন দেওয়া হয়। এর অপর নাম ইলেক। যেমন –

মাথার 'পরে জ্বলছে রবি ('পরে = ওপরে)

পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা= কাহারা)

- তবে প্রমতি বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে লোপ চিহ্ন বা উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন – বলে (বলিয়া), চাল (চাউল)।

উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”)

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে উদ্ধরণ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন – শিক্ষক বললেন, “আগামীকাল তোমাদের ইংরেজি পরীক্ষা নেব।”

২. অন্যের লেখা অবিকল উদ্ধৃতি বা উক্তির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বা উক্তির শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হয়। যেমন – সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী বলিল, “ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় একজোড়া তো আছে বটেই হয়তো বা বেশি থাকতে পারে।”

৩. উদ্ধৃতির মধ্যে উদ্ধৃতি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হয়। যেমন – “শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, ‘লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির’।

বন্ধনী চিহ্ন ( ), [ ]

সাহিত্যে সাধারণত প্রথম ( ) ও তৃতীয় [ ] বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় { } বন্ধনী চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রথম বন্ধনী ( )

বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন – ত্রিপুরায় (বর্তমান কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাকরণিক চিহ্ন (✓, <, > =)

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

১. ধাতু বোঝাতে ✓চিহ্ন: ✓স্থা = স্থা ধাতু।

২. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে < চিহ্ন: জাঁদরেল < জেনারেল।

৩. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে > চিহ্ন: গঙ্গা > গাঙ, গৃহিণী > গিন্নি।

৪. সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন: নর ও নারী = নরনারী।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) বসাতে হবে-
(ক) কমা (খ) কোলন (গ) কোলন ড্যাস (ঘ) হাইফেন

০২। লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য দেওয়া হয়-
(ক) ইলেক চিহ্ন (খ) উদ্ধরণ চিহ্ন (গ) ড্যাস- চিহ্ন (ঘ) সেমিকোলন

০৩। বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রচলন করেন কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৪। সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
(ক) বিন্দু (খ) কোলন (গ) সেমিকোলন (ঘ) কমা

০৫। চারটি বিরাম চিহ্নের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ড্যাশ (খ) হাইফেন (গ) সেমিকোলন (ঘ) দাঁড়ি

০৬। প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন কোনটি?
(ক) প্রশ্ন চিহ্ন (খ) হাইফেন (গ) ড্যাস (ঘ) কমা

০৭। কোন বিরামচিহ্নে বিরাম নিতে হয় না?
(ক) হাইফেন (খ) ড্যাশ (গ) সেমিকোলন (ঘ) কোলন

০৮। একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) ড্যাশ (খ) হাইফেন (গ) কোলন (ঘ) উদ্ধরণ চিহ্ন

০৯। বাক্যে দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়-
(ক) এক (১) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন
(খ) এক (১) বলতে যে সময় লাগে
(গ) এক (১) বলার দ্বিগুণ সময়
(ঘ) দুই (২) সেকেন্ড

১০। 'কমা'কোথায় বসে?
(ক) বাক্যের মাঝে কোনো পদ ব্যাখ্যা করার জন্য
(খ) প্রশ্ন বোঝানোর জন্য
(গ) সম্বোধন পদের পরে
(ঘ) কোনো অপূর্ণ বাক্যের পর

১১। বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট কয়টি?
(ক) ৯টি (খ) ১০টি (গ) ১১টি (ঘ) ১২টি

১২। বাড়ি বা রাস্তার নামের পরে কোন যতিচিহ্ন বসে?
(ক) সেমিকোলন (খ) কমা (গ) দাঁড়ি (ঘ) কোলন

১৩। বাক্যে সেমিকোলন(;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
(ক) ১ বলতে যে সময় (খ) এক সেকেন্ড (গ) ১ বলার দ্বিগুণ সময় (ঘ) থামার প্রয়োজন নেই

১৪। 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' কোথায় বসে?
(ক) বাক্যের শেষে (খ) শ্লেষাত্মক বাক্যের মাঝে (গ) সংলাপে (ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্যে

১৫। নিচের কোন বিরামচিহ্নকে পদসংযোগ চিহ্ন বলে?
(ক) ড্যাস (খ) হাইফেন (গ) কোলন (ঘ) সেমিকোলন

১৬। যৌগিক ও মিশ্রবাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) ড্যাস (খ) কোলন (গ) সেমিকোলন (ঘ) হাইফেন

১৭। দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
(ক) সেমিকোলন (খ) কোলন (গ) হাইফেন (ঘ) কমা

১৮। লেখার সময় বিশ্রামের জন্য আমরা যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোকে কী বলে?
(ক) বিশ্রাম চিহ্ন (খ) বিরামচিহ্ন (গ) বিভাজন চিহ্ন (ঘ) সাংস্কৃতিক চিহ্ন

১৯। প্রথম বন্ধনী সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
(ক) বর্ণনামূলক অর্থে (খ) প্রশ্নবোধক অর্থে (গ) বিরতি অর্থে (ঘ) ব্যাখ্যামূলক অর্থে

২০। কোন বাক্যটিতে যতিচিহ্নের ঠিক ব্যবহার রয়েছে?
(ক) ৮৩, নিউপলন্টন: আজিমপুর-ঢাকা
(খ) ৮৩, নিউপলন্টন, আজিমপুর, ঢাকা।
(গ) ৮৩ নিউপলন্টন, আজিমপুর; ঢাকা
(ঘ) ৮৩ নিউপলন্টন; আজিমপুর, ঢাকা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	▢	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ
১১	▢	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	▢	২০	খ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

এক কথায় প্রকাশ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) জানিবার ইচ্ছা (খ) জয় করিবার ইচ্ছা (গ) হনন করিবার ইচ্ছা (ঘ) যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা

০২। 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি'- কথাটি সংকোচন করলে হবে-[৪৪তম বিসিএস]
(ক) তন্ময় (খ) মন্ময় (গ) মৃন্ময় (ঘ) চিন্ময়

০৩। 'জিজীবিষা' শব্দটির অর্থ কী? [৪৩, ৪০তম বিসিএস]
(ক) জীবননাশের ইচ্ছা (খ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (গ) জীবনকে জানার ইচ্ছা (ঘ) জীবন-জীবিকার পথ

০৪। 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো- [৪২তম বিসিএস]
(ক) ন্যায়বাগীশ (খ) নৈয়ায়িক (গ) ন্যায়পাল (ঘ) ন্যায়ঋদ্ধ

০৫। 'কুসীদজীবী' বলতে কাদের বুঝায়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) চারণকবি (খ) সাপুড়ে (গ) সুদখোর (ঘ) কৃষিজীবী

০৬। 'প্রোষিতভর্তৃকা' – শব্দটির অর্থ কী? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত (খ) যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
(গ) ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল (ঘ) যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে

০৭। অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়– [৪০তম বিসিএস]
(ক) বেতসবৃত্তি (খ) পতঙ্গবৃত্তি (গ) জলৌকাবৃত্তি (ঘ) কুম্ভিলকবৃত্তি

০৮। 'নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার' এক কথায় হবে- [২৫তম বিসিএস]
(ক) নিদাঘ (খ) নশ্বর (গ) নষ্টমান (ঘ) বিনশ্বর

০৯। 'অক্ষির সমীপে' -এর সংক্ষেপণ হলো — [২৪, ১৭তম বিসিএস]
(ক) সমক্ষ (খ) পরোক্ষ (গ) প্রত্যক্ষ (ঘ) নিরপেক্ষ

১০। 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি? [২১তম বিসিএস]
(ক) ক্লান্তিহীন (খ) অক্লান্ত (গ) অক্লান্ত কর্মী (ঘ) অবিশ্রাম

১১। 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না' -এ বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি? [২০তম বিসিএস]
(ক) অনতিক্রম্য (খ) অলঙ্ঘ্য (গ) দুরতিক্রম্য (ঘ) দুর্গম

১২। যা চিরস্থায়ী নয়– [১৬তম বিসিএস]
(ক) অস্থায়ী (খ) ক্ষণিক (গ) ক্ষণস্থায়ী (ঘ) নশ্বর

১৩। যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না- [১৫তম বিসিএস]
(ক) পতিত (খ) অনুর্বর (গ) ঊষর (ঘ) বন্ধ্যা

১৪। 'যা পূর্বে ছিল এখন নেই'- এক কথায় কি হবে? [১৩তম বিসিএস]
(ক) অপূর্ব (খ) অদৃষ্টপূর্ব (গ) অভূতপূর্ব (ঘ) ভূতপূর্ব

১৫। এক কথায় প্রকাশ করুন- 'যা বলা হয়নি'- [১২তম বিসিএস]
(ক) অউক্ত (খ) অব্যক্ত (গ) অনুক্ত (ঘ) অব্যাক্ত

১৬। 'ক্ষমার যোগ্য'-এর বাক্য সংকোচন- [১১তম বিসিএস]
(ক) ক্ষমার্হ (খ) ক্ষমাপ্রার্থী (গ) ক্ষমা (ঘ) ক্ষমাপ্রদ

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক								

এক কথায় প্রকাশ

একটি সার্থক বাক্য যেমন পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করে, তেমনি একাধিক সার্থক বাক্য একটি ভাষাকে পূর্ণতা প্রদান করে। আর এই বাক্যকে শ্রুতিমধুর ও কারুকার্যময় করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে একটি শব্দে পরিণত করা হয়, তাকে বলা হয় বাক্য সংক্ষেপণ/বাক্য সংকোচন/এককথায় প্রকাশ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ নিচে আলোচনা করা হলো –

অ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
অন্য কোনো গতি নেই যার	অনন্যগতি
অতি বৃদ্ধ নারী	বড়াই
অতিশয় রমণীয়	সুরম্য
অত্যন্ত শৌখিন লোক	ফুলবাবু
অন্যায় গোঁড়ামিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান	অচলায়তন
অতিশয় কর্ম নিপুণ ব্যক্তি	ধুরন্ধর
অগ্নি উৎপাদনের কাঠ	অরণি
অগ্র পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী	আনুপূর্বিক
অনুকরণ করতে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষু
অকালে যে বোধন	অকালবোধন
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে	অবিবেচক
অদূর ভবিষ্যতে যা পাবার সম্ভাবনা নেই	সুদূরপরাহত
অভ্র লেহন করে যে	অভ্রংলেহ
অরণ্যে জাত অগ্নি	দাবানল
অশ্ব রাখার স্থান	মন্দুরা
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
অগ্রে বর্তমান থাকে যে ব্যক্তি	অগ্রবর্তী
অকালে যে পেকে গেছে	অকালপক্ব

আ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
আদি হতে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে	পণ্ডিতম্মন্য
আকারের সাথে বিদ্যমান	সাকার
আজন্ম শত্রু	জাতশত্রু
আঙ্গুর ফল	দ্রাক্ষা
আহারের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
আলো ও অন্ধকারে সন্ধিলগ্ন	গোধূলি
আকাশে গমন করে যে	বিহগ, বিহঙ্গ
আচরণের যোগ্য	আচরণীয়
আচারে যার নিষ্ঠা আছে	আচারনিষ্ঠ
আয় বুঝে ব্যয় করে না	অমিতব্যয়ী
আত্মার সম্বন্ধীয়	আধ্যাত্মিক
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল	রোদসী
আট বছর বয়সী কন্যা	গৌরী
আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্য

ই ঈ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ইন্দ্রকে জয় করে যে	ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করে যে	জিতেন্দ্রিয়
ইন্দ্রজিতের স্ত্রী	প্রমীলা
ইন্দ্রের বাগান	নন্দন কানন
ইহার তুল্য	ঈদৃশ
ইতিহাস লেখেন যিনি	ঐতিহাসিক
ইহলোকে যা সামান্য নয়	অলোকসামান্য
ইতিহাসের পূর্বে	প্রাগৈতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
ঈষৎ উষ্ণ	কবোষ্ণ
ঈষৎ পাংশু বর্ণ	কয়রা
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষটে
ঈষৎ উষ্ণ যা	ঈষদুষ্ণ
ঈষৎ শিক্ষিত	শিক্ষিতকল্প
ঈষৎ রুগ্ন	রোগাটে
ঈষৎ কম্পিত	আকম্পিত

উ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে	অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
উত্তর দিক সম্পর্কিত	উদীচী
উদ্ভিদের নতুন পাতা	পল্লব/কিশলয়
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
উপায় নেই যার	নিরুপায়
উপকার করতে ইচ্ছুক	উপচিকীর্ষু
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
উড়ে যাচ্ছে যা	উড্ডীয়মান

এ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
এক সঙ্গে পাঠ করে যে	সহপাঠী
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা	অধ্যাস
এক হতে আরম্ভ করে	একাদিক্রমে
একই স্বামীর পত্নী যারা	সপত্নী
এক বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত যার	একাগ্রচিত্ত
এ পর্যন্ত শত্রু নেই যার	অজাতশত্রু
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে	যাযাবর
একশত পঞ্চাশ বছর	সার্ধশতবর্ষ
এখন ভস্মে পরিণত হয়েছে	ভস্মীভূত
একই সময়ে	যুগপৎ
একই সময়ে বর্তমান	সামসময়িক
এ পর্যন্ত দাড়ি গোঁফ জন্মে নাই যার	অজাতশ্মশ্রু

ক

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি	ভাবমূর্তি
কবির পরিচয় জ্ঞাপক উক্তি	ভণিতা
কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত	অজিতেন্দ্রিয়
কষ্টি পাথরে ঘর্ষিত	নিকষিত
কাঁচের তৈরি ঘর	শীশমহল
কর্কশ ধ্বনি	ক্রেঙ্কার
কুকুরের ধ্বনি	বুক্কন
কর্মে অতিশয় কুশল	কর্মকুশল
কর্মে অতিশয় তৎপর	করিৎকর্মা
কষ্টে যা নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
কুমারীর পুত্র	কানীন
কণ্ঠের সমীপে	উপকণ্ঠ
কূলের সমীপে	উপকূল
কথায় যা বর্ণনা করা যায় না	অনির্বচনীয়,অবর্ণনীয়
কোকিলের ডাক	কুহু
করার ইচ্ছা	চিকীর্ষা
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
কী করতে হবে তা বুঝতে পারে না যে	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কোনোভাবে যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
কর্ম অবতার	অলস
কষার বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র	কষায়
ক্রমে যা এসেছে	ক্রমাগত
কামনা দূর হয়েছে যার	বীতকাম

খ ক্ষ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
খাওয়ার যোগ্য	খাদ্য
ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত	ক্ষুৎপীড়িত
ক্ষমা করার ইচ্ছা	চিক্ষমিষা/তিতিক্ষা
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
ক্ষুধার অল্পতা	অগ্নিমান্দ্য
ক্ষুদ্র জলাশয়	পল্বল

গ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
গাছের পাতায় তৈরি পাত্র	পত্রপুট
গৃহের প্রধান প্রবেশ পথ	দেউড়ি
গমন করতে পারে যে	জঙ্গম
গদ্যপদ্যময় কাব্য	চম্পূ
গোচারণের মাঠ	বাথান
গৃহহীন এমন	অনিকেত
গ্রন্থ রচনার জন্য টীকা	দীপিকা
গ্রীবা যার সুন্দর	সুগ্রীব
গঙ্গার অপত্য	গাঙ্গেয়
গাণ্ডীব ধনুক যার	গাণ্ডীবধন্য
গম্ভীর ধ্বনি	মন্দ্র
মাধুর্যহীন চিৎকার	গর্দভরাগিণী

ঘ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ঘোড়ার ধ্বনি	হ্রেষা
ঘ্রাণের যোগ্য	ঘ্রেয়
ঘৃতের অল্প গন্ধ যাতে	ঘৃতগন্ধি

চ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
চেটে খাওয়ার যোগ্য	লেহ্য
চোখের কোণ	অপাঙ্গ
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
চিবিয়ে খাবার যোগ্য	চর্ব্য
চামড়ার কাজ দ্বারা বৃত্তি অর্জন	চর্মকার
চতুর্দিকে প্রচার	সম্প্রচার
চক্ষু লজ্জা নেই যার	চশমখোর
চার রাস্তার মিলনস্থল	চৌরাস্তা
চোখের জল	অশ্রু
চুষে খেতে হয় এমন	চোষ্য
চক্ষুর আড়ালে	পরোক্ষ
চিরস্থায়ী নয় যা	নশ্বর
চিরকালব্যাপী স্থায়ী	চিরস্থায়ী

ছ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ছয় মাস অন্তর	ষাণ্মাসিক
ছল করে কান্না	মায়াকান্না
ছিন্ন বস্ত্র	চীর
ছেদনের যোগ্য	ছেদ্য
ছায়া প্রধান তরু	ছায়াতরু

জ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
জয়সূচক যে উৎসব	জয়ন্তী
জনবিরল বিশাল প্রান্তর	তেপান্তর
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
জানতে না পারে এমনভাবে	অজ্ঞাতসারে
জ্বলজ্বল করছে যা	জাজ্বল্যমান
জটা আছে যার	জটাধর
জলে জন্মে যা	জলজ
জলে চরে যে	জলচর
জন্ম থেকে অন্ধ	জন্মান্ধ
জায়া ও পতি	দম্পতি
জানতে ইচ্ছুক	জিজ্ঞাসু
জানা উচিত	জ্ঞাতব্য
জয় সূচনা করে এমন তিথি	শুভ তিথি
জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে	পরিবেদন

ঝ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ঝন ঝন শব্দ	ঝঙ্কার
ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন	মুক্তা

ট ঠ ড

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
টাকা ধার দেয়ার কাজ	মহাজনী
ঠান্ডা ও গরম	শীতোষ্ণ
ঠান্ডায় পীড়িত	শীতার্ত
ডাক বহন করে যে	ডাকহরকরা

ত

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
তপস্যার নিমিত্ত বন	তপোবন
তর্কের সঙ্গে বর্তমান	সতর্ক
তিন ভাগের এক ভাগ	তেহাই
তিন ফলের সমাহার	ত্রিফলা
তিন নয়ন যার	ত্রিনয়ন
তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা	তাচ্ছিল্য
ত্বরিত গমন করে যে	তুরগ
তরল অথচ গাঢ়	সান্দ্র
ত্যাগ করা হয়েছে যাকে	ত্যাজ্যমান
তোপের ধ্বনি	গুড়ুম
তন্তু থেকে জাত	তন্তুজ
ত্বরায় গমন করে যে	তুরঙ্গম
তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি	শাদ্বল

দ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার	দ্বৈপায়ন
দুইবার জন্মে যে	দ্বিজ
দামি জিনিসপত্র রাখার স্থান	তোশাখানা
দুগ্ধবতী গাভী	পয়স্বিনী
দিনের পূর্বভাগ	পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্যভাগ	মধ্যাহ্ন
দিনের শেষ ভাগ	সায়াহ্ন
দিনের অপর ভাগ	অপরাহ্ণ
দিন ও সন্ধ্যার মিলন	গোধূলি
দার পরিগ্রহ করেননি যিনি	অকৃতদার
দ্বারে থাকে যে	দৌবারিক
দুটি মাত্র দাঁত যার	দ্বিরদ (হাতি)
দেখিবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখে না যে	অদূরদর্শী
দ্বার রক্ষা করে যে	দ্বারী, দারোয়ান
দ্বারে দ্বারে ঘুরে যে	মাধুকরী (ভিক্ষুক)
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
দারুণ মানসিক দুঃখ	অন্তর্দাহ
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান	দোয়াব
দান করা উচিত	দাতব্য
দুই রথীর যুদ্ধ	দ্বৈরথ

ধ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
ধার করতে ইচ্ছুক	ঋণপ্রার্থী
ধূম উদগিরণ করছে যা	ধূমায়মান
ধোঁয়া ও কুয়াশার মিশ্রণ	ধোঁয়াশা
ধুলার মতো রং যার	পাংশুল

ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট	ধোঁয়াটে
ধন জয় করেন যিনি	ধনঞ্জয়
ধীরে যে গমন করে	ধীরগামী
ধী শক্তির অধিকারী	ধীমান
ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান	ধর্মিষ্ঠ
ধ্যানে যিনি মগ্ন	ধ্যানস্থ
ধানের মতো রং যার	ধানী

ন

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
নিন্দা করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
নৌকা চালায় যে	নাবিক
নীল বর্ণ পদ্ম	ইন্দিবর
নারীর কটিভূষণ	রশনা
নারীর কোমরবেষ্টনি ভূষণ	মেখলা
নিজেকে যে বড় মনে করে	হামবড়া
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়	নিদাঘ
নির্মাণ করার ইচ্ছা	নির্মিৎসা
নূপুরের ধ্বনি	নিক্কণ
নিন্দা করার অযোগ্য	অনিন্দ্য
নিয়মের অধীন	বিধিবদ্ধ
নিন্দা করার যোগ্য	নিন্দনীয়
নবোদিত সূর্য	বালার্ক
নিষ্কাশিত সারবস্তু	নির্যাস
নিজেকে সামলাতে পারে না যে	অসংযমী
নতুন বিবাহিত স্ত্রী	নবোঢ়া
নারীর লীলায়িত নৃত্য	লাস্য
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি	নৈয়ায়িক
ন্যায় বিচার	ইনসাফ
নিজেই পতি নির্বাচন করে যে	স্বয়ম্বরা
নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন যে	পণ্ডিতম্মন্য

প

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
পথিকদের আহারের গৃহ	পান্থশালা
পূর্ণিমার চাঁদ	রাকা
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য	তাণ্ডব
প্রবেশ করার ইচ্ছা	বিবিক্ষা
পাখির ধ্বনি	কাকলি
প্রমাণ করা যায় যা	প্রমেয়
পত্নী বর্তমান থাকা সত্তেও পুনর্বিবাহ	অধিবেদন
পুরুষের কটিবন্ধ	সরাসন
পথ চলার খরচ	পাথেয়
প্রিয় কথা বলে যে রমণী	প্রিয়ংবদা
পর্বতের কন্যা	পার্বতী
প্রবেশে ইচ্ছুক	বিবক্ষু
পুরুষের কর্ণভূষণ	বীরবৌলি
প্রাণ যায় তাও চেষ্টা করে	প্রাণপণে
পিতার ভ্রাতা	পিতৃব্য
পাখির কলরব	কূজন
পূর্বে যা চিন্তা করা হয়নি	অচিন্ত্যপূর্ব
পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
পায়ে হেটে যে গমন করে	পন্নগ
পুনঃপুন দীপ্ত হচ্ছে	দেদীপ্যমান
প্রত্যহ যা করতে হয়	প্রাত্যহিক
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	প্রতিবিধিৎসা
প্রতিবিধান করার ইচ্ছুক	প্রতিবিধিৎসু
পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যার	কমলাক্ষ
পরকে পালন করে যে	পরভৃৎ
পানের যোগ্য	পেয়
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
পরিমিত ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
পঙ্‌ক্তিতে বসার অযোগ্য	অপাঙ্‌ক্তেয়
পালকি বহন করে যারা	বেহারা
পাণ্ডুর পুত্র	পাণ্ডব
প্রতিকার করার ইচ্ছা	প্রতিচিকীর্ষা
প্রতিকার করার ইচ্ছুক	প্রতিচিকীর্ষু
প্রেম করবার ইচ্ছা	প্রেমীষা
পা ধুইবার জল	পাদ্য

ফ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ফল পাকলে যে উদ্ভিদ মরে যায়	ওষধি
ফাঁস দিয়ে মানুষ মারে যে	ফাঁসুরে
ফিটফাট গোছের তরুণ যুবক	ফটিকচাঁদ
ফৌজদারি উচ্চ আদালত	দায়রা
ফেনাসহ বর্তমান	সফেন

ব

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
বরণ করার যোগ্য	বরণীয়
বিজয় লাভের ইচ্ছা	বিজিগীষা
বেঁচে থাকার ইচ্ছা	জিজীবিষা
বাস করার ইচ্ছা	বিবৎসা
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে	পরিবেদন
বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী	বীরপ্রসূ
বাস্তু হতে উৎখাত যারা	উদ্বাস্তু

বাঘের চামড়া	কৃত্তি
বিহঙ্গের ধ্বনি	কাকলি
বপন করা হয়েছে যা	উপ্ত
বমি করার ইচ্ছা	বিবমিষা
বিনা যত্নে উৎপন্ন হয় যা	অযত্নসম্ভূত
ব্যাঙের ছানা	ব্যাঙাচি
বীরের ধ্বনি	হুঙ্কার
বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
বন্দনা করবার যোগ্য	বন্দ্য
বিষ্ণুর উপাসক	বৈষ্ণব
বেদের শেষ ভাগ	বেদান্ত
বয়স্ক লোকের ভাব	জ্যাঠামি
বস্ত্র কিংবা পত্রের শব্দ	মর্মর
বর্ষের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন	সালতামামি
বহু প্রচলিত উক্তি	প্রবচন
বাহুতে ভর করে চলে যে	ভুজঙ্গ
বাতাসে উড়ে যায় এমন	উদ্বায়ী
ব্যাকরণ জানেন যিনি	বৈয়াকরণ
বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নাই যার	কূপমণ্ডূক
বিভিন্ন দিক জয় করেছেন যিনি	দিগ্বিজয়ী
বিধিকে অতিক্রম না করে	যথাবিধি
বুকে হেঁটে চলে যে	উরগ
বলার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বিশ্ব জনের নিমিত্ত হিত	বিশ্বজনীন
বেলাকে অতিক্রান্ত	উদ্বেল
বিনাশ নেই যার	অবিনশ্বর

ভ

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
ভোজনের ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
ভবিষ্যতের চিন্তা করে না যে	অপরিণামদর্শী
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা	ভস্মীভূত
ভবিষ্যতে যা ঘটবে	ভবিতব্য
ভাবা যায় না যা	অভাবনীয়
ভ্রমরের ধ্বনি	গুঞ্জন
ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ	নির্বাণ
ভোরের শিশির	শবনম
ভবিষ্যতে হবে এমন	ভাবী

ম

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
মেঘের ধ্বনি	জীমূতমন্দ্র
মুক্তি পেতে ইচ্ছা	মুমুক্ষা
মাথার খুলি	করোটি
মাটি দিয়ে তৈরি	মৃন্ময়
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
মুগ্ধ করে যে	মোহিনী
মীনের/মৎস্যের ন্যায় অক্ষি যার (স্ত্রী)	মীনাক্ষী
মোটাও নয় রোগাও নয়	দোহারা
মাছি প্রবেশ করতে পারে না যেখানে	নির্মক্ষিক
মর্মে পীড়া দেয় যে	মর্মন্তুদ
মরার মতো অবস্থা	মুমূর্ষু
ময়ূরের ডাক	কেকা
মুষ্টি দ্বারা যার পরিমাণ করা যায়	মুষ্টিমেয়
মূর্তির ন্যায় যা	প্রতিমূর্তি
মরার মতো	মৃতবৎ
ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় রং যার	ময়ূরকণ্ঠী
মনকে মন্থর করে যে	মন্মথ
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন	উপাবৃত্ত
মস্তকের আচ্ছাদন	মাথাল
মৃগ চলাচলের রাস্তা	মার্গ
মাতার বৎস যে	মাতৃবৎসল

য

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
যার কিছু নেই/ নিঃস্ব	অকিঞ্চন
যার মনে কামনা/ আকাঙ্ক্ষা আছে	আকিঞ্চন
যা কুঁচকে/ সংকুচিত হচ্ছে	আকুঞ্চন
যা উচ্চারণ করা যায় না	অনুচ্চার্য
যা উচ্চারণ করা কষ্টকর	দুরুচ্চার্য
যার স্পৃহা দূর হয়েছে	বীতস্পৃহ
যা বার বার দুলছে	দোদুল্যমান
যা বার বার দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যা বার বার রোদন করছে	রোরুদ্যমান
যা কোনোভাবেই নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
যা নিবারণ করা কষ্টকর	দুর্নিবার
যা কোনোভাবেই দমন করা যায় না	অদম্য
যা দমন করা কষ্টকর	দুর্দমনীয়
যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
যা ডাকা হয় নি	অনাহূত
যা জানা কঠিন	দুর্জ্ঞেয়
যার অন্য উপায় নেই	অনন্যোপায়
যার কিছু নেই	হৃতসর্বস্ব
যার আকার কুৎসিত	কদাকার
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যার কোনো উপায় নেই	নিরুপায়
যার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
যা পূর্বে ঘটেনি	অভূতপূর্ব
যা পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
যা কষ্টে লাভ করা যায়	দুর্লভ
যা পূর্বে দেখা যায়নি	অদৃষ্টপূর্ব

যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে	জাতিস্মর
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যে সকল অত্যাচার সহ্য করে	সর্বংসহা
যে রব শুনে এসেছে	রবাহুত
যে নারী আজীবন সধবা	চিরায়ুষ্মতী
কারো গর্ভে জাত নয় এমন	অজ
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই	অবীরা
যে ব্যক্তি শুধু নিজের বিষয়ে চিন্তা করে	আত্মকেন্দ্রিক
যেখানে মৃত গরু ফেলা হয়	ভাগাড়
যিনি যুদ্ধ হতে পলায়ন করেন না	সংশপ্তক
যিনি স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত	স্মার্ত
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন	কৃতবিদ্য
যিনি অনেক দেখেছেন	ভূয়োদর্শী
যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন	বৈয়াকরণিক
যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন	ব্যাকরণবিদ
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর
যার স্ত্রী মারা গিয়েছে	বিপত্নীক
যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না	ক্ষণপ্রভা
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
যা জয় করা যায় না	অজয়
যা নিন্দার যোগ্য নয়	অনিন্দ্য
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউ জানে না	অজ্ঞাতকুলশীল
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
যা গতিশীল	জঙ্গম
যা সহজে হজম করা যায় না	দুষ্পাচ্য
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে	হৃতসর্বস্ব, সর্বহারা
যা লাফিয়ে চলে	প্লবগ
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	অনন্যসাধারণ
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে	হাতুড়ে
যে নারীর হাসি পবিত্র অথবা নির্মল	শুচিস্মিতা
যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষুধি
যে গাছ হতে ঔষধ তৈরি করা হয়	ঔষধি
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যে গাছ অন্য গাছের উপর বাঁচে	পরগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
যে পুরুষ বিয়ে করেনি	অকৃতদার
যে মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে	নবোঢ়া
যে নারীর সন্তান হয় না	বন্ধ্যা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যে নারীর একটিমাত্র সন্তান হয়	কাকবন্ধ্যা
যে নারীর বিয়ে হয় না	অনূঢ়া
যে নারী পূর্বে অপরের বাগদত্তা ছিল	অন্যপূর্বা
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে	প্রোষিতপত্নীক
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না	অপরিণামদর্শী
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে	দূরদর্শী
যে অন্যের গৃহ হতে ভিক্ষা করে	মাধুকরী
যে অন্যের লেখা চুরি করে	কুম্ভীলক
যে অন্য দিকে মন দেয়	অন্যমনা, বিমনা
যে অন্য দিকে মন দেয় না	অনন্যমনা
যে স্ত্রীর বশীভূত	স্ত্রৈণ
যে বহু বিষয় জানে	বহুজ্ঞ
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই	অবিসংবাদিত
যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না	সংশপ্তক
যার আকার কুৎসিত	কদাকার
যাকে অপসারণ করা হচ্ছে	অপস্রিয়মাণ

র

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
রাত্রির সূচনা কাল	প্রদোষ
রাত ও দিনের সংযোগ সময়	সুবেহসাদিক
রাত্রির প্রথম ভাগ	পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্যভাগ	মহানিশা
রাত্রির শেষভাগ	পররাত্র
রাত্রির সবভাগ একত্রে	ত্রিযামা
রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা	রসনা
রসের কথা	রসিকতা
রীতিকে অতিক্রম না করে	যথারীতি
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যূষ
রাজপথে যে ডাকাতি করে	রাহাজানি
রঙ্গ পরিহাসে নিপুণা নারী	রঙ্গিলা

ল

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা	লীন
লবণ কম হয়েছে এমন	আলুনি
লক্ষ করার যোগ্য	লক্ষণীয়
লাভের ইচ্ছা	লিপ্সা
লাফিয়ে চলে যা	প্লবগ
লিখিত খসড়া	পাণ্ডুলিপি

(শ)

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
শুভ ক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
শোক দূর হয়েছে যার	বীতশোক
শত অব্দের সমাহার	শতাব্দী
শত পাপড়িযুক্ত ফুল	শতদল
শতবর্ষ পূর্তির জন্য অনুষ্ঠান	শতবার্ষিক
শুনলেই যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
শিবের উপাসক	শৈব
শিবের বাদ্যযন্ত্র	ডমরু
শক্তিকে অতিক্রম না করে	যথাশক্তি
শত্রুকে পীড়া দেয় যে	অরিন্দম
শত্রুকে হনন করে যে	শত্রুঘ্ন

(ষ)

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
ষাট বছর পূর্তির অনুষ্ঠান	হীরকজয়ন্তী
ষোল বছর বয়স যে মেয়ের	ষোড়শী

(স)

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
সকলের জন্য প্রযোজ্য/ হিতকার	সর্বজনীন
সেবা করার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদগমন
সমৃদ্ধ গ্রাম	কসবা
সুন্দর হাতের লেখা যার	খোশনবিশ
সুদে টাকা খাটানো	তেজারতি
সতর্কতাজনিত অগভীর নিদ্রা	কাকনিদ্রা
স্বর্গের গঙ্গা	মন্দাকিনী
সূর্যের উপাসক	সৌর
সুন্দরী রমনী	রমা
সরোবরে জন্মায় যা	সরোজ
সুন্দর প্রভা যার	সুপ্রভা
সবসময় হরিৎ যে কান্তার	চিরহরিৎ
সব কিছু জানে যে	সবজান্তা
সঙ্গে চরে যে	সহচর
স্বয়ং যে হয়েছে	স্বয়ম্ভূ
সিংহের ধ্বনি	নাদ/সিংহনাদ
সুরের ধ্বনি	তান
সাধ্যকে না ছাড়িয়ে	যথাসাধ্য
সময়ের পক্ষে সমীচীন	যুগোপযোগী
সমুদ্র হতে হিমালয় পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
সর্বভূমির অধীশ্বর	সার্বভৌম
সুহৃদের ভাব	সৌহার্দ্য
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান	সস্ত্রীক
সম্মুখের কুঞ্চিত কেশ	অলক
সম্পূর্ণ বিপরীত	বিপ্রতীপ
সৎকুলে জাত	কুলীন
সংস্কার বিহীন ব্যক্তি	ব্রাত্য
সব কিছু সহ্য করে যে	সর্বংসহা
সন্ধি করতে ইচ্ছুক	সন্ধিৎসু
সূর্যের পুত্র	সৌরি

(হ)

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
হাতির ধ্বনি	বৃংহিত
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
হস্তী আরোহী সৈন্যদল	গজানীক
হিত কামনা করে যে	হিতাকাঙ্ক্ষী
হিত সাধনে ইচ্ছুক	হিতৈষী
হস্তীর শাবক	করভ
হস্তী রাখার স্থান	পিলখানা
হত্যা করে যে	হন্তারক
হত্যা করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
হত্যা করার ইচ্ছুক	জিঘাংসু
হরিণের চামড়া	অজিন
হরেক রকম কণ্ঠস্বর সহ বলে যে	হরবোলা
হর্ষের সঙ্গে বর্তমান	সহর্ষ
হিত সাধন করে যে	হিতকর
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা
হরণ করিতে ইচ্ছুক	জিহীর্ষু
হিরণ্য দ্বারা নির্মিত	হিরন্ময়
হৃদয় বিদারণ করে যে	হৃদয়বিদারক

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। বাক্য সংকোচন কী?
(ক) অসম্পূর্ণ বাক্য
(খ) ক্ষুদ্রতম বাক্য
(গ) একটি মাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা
(ঘ) ইঙ্গিতময় শব্দ ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করা

০২। 'অনূঢ়া' কোনটির বাক্য সংকোচন?
(ক) যে নারীর কোনো সন্তান হয় না
(খ) যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে
(গ) যে নারীর সন্তান বাঁচে না
(ঘ) যে নারীর বিয়ে হয়নি

০৩। কোনটি অশ্বের ডাক?
(ক) বৃংহিত (খ) হ্রেষা (গ) ক্রেকার (ঘ) বুক্কন

০৪। এক কথায় প্রকাশ করুন: 'অনুকরণ করার ইচ্ছা'-
(ক) অনুচিকীর্ষু (খ) অপচিকীর্ষা (গ) অনুচিকীর্ষা (ঘ) উপচিকীর্ষু

০৫। 'বৃংহিত' হলো-
(ক) ভেড়ার ডাক (খ) ঘোড়ার ডাক (গ) হাতির ডাক (ঘ) সিংহের ডাক

০৬। 'অনেকের মধ্যে একজন' এক কথায় কী বলে?
(ক) অনন্য (খ) শ্রেষ্ঠ (গ) শীর্ষমণি (ঘ) অন্যতম

০৭। 'অশ্ব-রথ-হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার' এক কথায় কী হবে?
(ক) শারপ্রাংশু (খ) চতুরঙ্গ (গ) সংশপ্তক (ঘ) কুশীলব

০৮। 'অনুকরণ করতে ইচ্ছুক' এক কথায় কী বলে?
(ক) আনুপূর্বিক (খ) অবীরা (গ) অনিন্দ্য (ঘ) অনুচিকীর্ষু

০৯। 'অশ্ব রাখার স্থান' এক কথায় কী বলে?
(ক) শিঞ্জন (খ) কুটির (গ) মন্দুরা (ঘ) আখড়া

১০। 'হনন করার ইচ্ছা' এক কথায় কী হবে?
(ক) জিগীষা (খ) জিঘাংসা (গ) জুগুপ্সা (ঘ) জিগমিষা

১১। 'অব্যক্ত মধুর ধ্বনি' কে এক কথায় বলে?
(ক) রিনিঝিনি (খ) শিঞ্জন (গ) কলতান (ঘ) নিক্বণ

১২। অরণ্যে ঋষির আশ্রমকে বলে-
(ক) তপোবন (খ) শান্তিনিকেতন (গ) আখড়া (ঘ) কুটির

১৩। 'আবক্ষ জলে নেমে স্নান।' এক কথায় কী হবে?
(ক) স্নান (খ) প্রক্ষালন (গ) অবগাহন (ঘ) পদধৌত

১৪। এক কথায় প্রকাশ করুন: 'আজীবন সধবা যে নারী'-
(ক) আসধবা (খ) অন্নপূর্ণা (গ) বৈজয়ন্তী (ঘ) চিরায়ুষ্মতী

১৫। এক কথায় প্রকাশ কর-'আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত'।
(ক) আদ্যন্ত (খ) আদ্যোপান্ত (গ) ক ও খ উভয়ই (ঘ) অনন্ত

১৬। 'আট বছর বয়সী কন্যাকে' কী বলা হয়?
(ক) রোহিনী (খ) গৌরী (গ) কুমারি (ঘ) অষ্টাদশী

১৭। 'আকাশ ও পৃথিবী' এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে?
(ক) ক্রন্দসী (খ) স্বর্গ-মর্ত্য (গ) মর্ত্য-স্বর্গ (ঘ) কোনোটিই নয়

১৮। 'অজিন' হচ্ছে-
(ক) সাপের খোলস (খ) হরিণের চামড়া (গ) বাঘের চামড়া (ঘ) কোনোটিই নয়

১৯। 'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি' এর এক কথায় প্রকাশ-
(ক) ঐতিহাসিক (খ) ঐতিহাসবেত্তা (গ) ইতিহাসবেত্তা (ঘ) ইতিহাসিক

২০। এক কথায় প্রকাশ করুন: 'ঈষৎ কম্পিত'-
(ক) আকম্পিত (খ) কম্পাস (গ) কম্পমান (ঘ) আধুত

২১। 'ইহলোকে যা সামান্য নয়'-
(ক) অলোকসামান্য (খ) অনন্যসাধারন (গ) অনন্যা (ঘ) আলোকসামান

২২। 'ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার'-
(ক) আঁষটে (খ) ঈদৃশ (গ) আকণ্ঠ (ঘ) পীত

২৩। ইতিহাসের পূর্বের এক কথায় প্রকাশ করলে হবে-
(ক) ইতিহাস পূর্ব (খ) প্রাক-ঐতিহাসিক (গ) প্রাগৈতিহাসিক (ঘ) প্রাগ-ঐতিহাসিক

২৪। ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এককথায় বলে-
(ক) হীরক জয়ন্তী (খ) সুবর্ণ জয়ন্তী (গ) রজত জয়ন্তী (ঘ) প্লাটিনাম জয়ন্তী

২৫। 'উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে'-
(ক) উপচিকির্ষা (খ) অকৃতজ্ঞ (গ) কৃতঘ্ন (ঘ) কোনোটিই নয়

২৬। 'উপকারীর অপকার করে যে' -
(ক) কৃতঘ্ন (খ) নিমকহারাম (গ) বেঈমান (ঘ) কৃতগ্ন

২৭। 'একই সময়ে বর্তমান' এ বাক্যের এক কথায় প্রকাশ হলো-
(ক) সামসময়িক (খ) যুগপৎ (গ) সতীর্থ (ঘ) যুগল

২৮। 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই' বাক্য সংকোচন কী হয়?
(ক) বিধবা (খ) অনূঢ়া (গ) অবীরা (ঘ) অনুসূয়া

২৯। এক কথায় প্রকাশ করুন: একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়-
(ক) ঔষধি (খ) ওষুধি (গ) ঔষধী (ঘ) একবর্ষী

৩০। 'এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত' একে এককথায় প্রকাশ করলে হবে-
(ক) ক্রমান্বয়ে (খ) ধারাবাহিকভাবে (গ) ক্রমানুসারে (ঘ) একাদিক্রমে

৩১। 'এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে জীবন-যাপন করে যে' কথাটিকে এক কথায় প্রকাশ করুন।
(ক) যাযাবর (খ) পর্যটক (গ) পথিক (ঘ) অভিযাত্রী

৩২। 'কথায় বর্ণনা করা যা না যা'- এ বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
(ক) অনির্বচনীয় (খ) অবর্ণনীয় (গ) নির্বাচনীয় (ঘ) বর্ণনাতীত

৩৩। কী করতে হবে যে ভেবে পায় না তার এই অবস্থাকে বলা হয়-
(ক) অবুঝ (খ) অমনোনিবেশ (গ) কিংকর্তব্যঅনুঢ় (ঘ) কিংকর্তব্যবিমূঢ়

৩৪। 'খেয়া পার করে যে তাকে বলা হয়'-
(ক) মাঝি (খ) ঘাটাল (গ) পাটনি (ঘ) কর্ণধার

৩৫। 'কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী' কোনটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ?
(ক) কর্মনিষ্ঠ (খ) কর্মোদ্যমী (গ) কর্মঠ (ঘ) কর্মী

৩৬। 'সাপের খোলসকে' এক কথায় বলা হয়-
(ক) অজিন (খ) নির্মোক (গ) আঁইশ (ঘ) ছলম

৩৭। 'কষ্টে যা নিবারণ করা যায়' এক কথায় প্রকাশ করলে হবে-
(ক) কষ্ট সাধ্য (খ) কষ্টকর (গ) ধুঃসাধ্য (ঘ) দুর্নিবার

৩৮। 'কোনোভাবে যা নিবারণ করা যায় না'-
(ক) দুর্নিবার (খ) অনিবার্য (গ) অবিসংবাদিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৩৯। 'সকলের জন্য প্রয়োজ্য' এক কথায় কী হবে?
(ক) সর্বজনীন (খ) সার্বজনীন (গ) সর্বজস্বীকৃত (ঘ) সর্বজনগ্রাহ্য

৪০। 'খাতাপত্র রাখার ঘর' এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি?
(ক) মহাফেজখানা (খ) দপ্তরখানা (গ) গ্রন্থাগার (ঘ) বিদ্যায়তন

৪১। 'কর্ম অবতার' বলতে বোঝায়-
(ক) মহৎ (খ) অসহায় (গ) অকর্মণ্য (ঘ) অলস

৪২। 'শোক দূর হয়েছে যার' বাক্যটিকে সংকোচন করলে হবে-
(ক) অশোক (খ) বীতশোক (গ) হৃতশোক (ঘ) শোকাতীত

৪৩। চেটে খাওয়া যায় যা-
(ক) চাটনি (খ) চোষ্য (গ) লেহ্য (ঘ) চর্ব

৪৪। 'গোপন করার ইচ্ছাকে' এক কথায় কী বলে?
(ক) জিঘাংসা (খ) জিগাষা (গ) দিদৃক্ষা (ঘ) জুগুপ্সা

৪৫। 'গাছের পাতায় তৈরি পাত্রকে' কী বলা হয়?
(ক) গাছপাত্র (খ) পত্রপুট (গ) পাত্রপুট (ঘ) পত্রপাত্র

৪৬। 'গর্দভরাগিণী' বলতে বোঝায়-
(ক) গাধার গান (খ) সুরের গান (গ) মাধুর্যহীণ চিৎকার (ঘ) চিৎকার

৪৭। 'যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন' এক কথায়-
(ক) বিদ্বান (খ) বিদুষী (গ) কৃতবিদ্য (ঘ) বিদ্যাধর

৪৮। 'যা জানা কঠিন' তা হলো-
(ক) দুর্জ্ঞেয় (খ) অরোধ্য (গ) অজ্ঞাত (ঘ) সুর্বোধ্য

৪৯। 'জয় সূচনা করে এরূপ তিথি'
(ক) শুভ তিথি (খ) জয়োৎসব (গ) জয়তিথি (ঘ) জয়ন্তী

৫০। 'জয়ের জন্য যে উৎসব' এক কথায় কী হবে?
(ক) বিজয়জয়ন্তী (খ) জয়ন্তী (গ) জয়ান্তী (ঘ) বিজয় উৎসব

৫১। 'জয় করিবার ইচ্ছা' এক কথায়-
(ক) জিগীষা (খ) জুগুপ্সা (গ) জয়ন্ত (ঘ) জিঘাংসা

৫২। 'জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে' কে একশব্দে বলে-
(ক) পরিবেদন (খ) পরিবন্ধন (গ) পরিচালণ (ঘ) পরিণয়ন

৫৩। 'নিন্দা করার ইচ্ছা' এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে?
(ক) নিন্দার্হ্য (খ) নিন্দিচ্ছা (গ) জুগুপ্সা (ঘ) নিন্দনীয়

৫৪। 'তিতিক্ষা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ক্ষমা করার ইচ্ছা (খ) দান করার ইচ্ছা (গ) সেবা করার ইচ্ছা (ঘ) ধৈর্য ধরার ইচ্ছা

৫৫। 'শকুনিবাদ' এর সম্প্রসারিত রূপ হলো-
(ক) বাঘের ডাক (খ) রাজহাঁসের ডাক (গ) বিহঙ্গের ধ্বনি (ঘ) মোরগের ডাক

৫৬। 'দুইবার জন্মে যে'এক কথায় প্রকাশটির সঠিক কোনটি?
(ক) পুনর্জন্ম (খ) প্রত্যাবর্তন (গ) দ্বিজ (ঘ) অগ্রজ

৫৭। 'দেখবার ইচ্ছা'র এক কথায় প্রকাশ-
(ক) বিবক্ষা (খ) তিতিক্ষা (গ) দীক্ষা (ঘ) দিদৃক্ষা

৫৮। 'পা ধুইবার জল' সংকোচন করলে কী হয়?
(ক) পঙ্কজ (খ) প্রিয়ংবদা (গ) পাদপ (ঘ) পাদ্য

৫৯। পর-কে পালন করে যে-
(ক) পরজীবী (খ) পরভৃৎ (গ) পরোপকারী (ঘ) পরাশ্রয়ী

৬০। 'পথ চলার খরচ' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ-
(ক) খোরাকি (খ) হাত খরচ (গ) পাথেয় (ঘ) পার্থিব

৬১। 'প্রিয় বাক্য বলে যে নারী' এক কথায় প্রকাশ করলে হবে
(ক) প্রিয়ভাষিণী (খ) সুবাষিণী (গ) মিতভাষিণী (ঘ) প্রিয়ংবদা

৬২। 'পাখির ডাক' এক কথায় প্রকাশ করুন-
(ক) কেকা (খ) হ্রেসা (গ) কূজন (ঘ) অজিন

৬৩। 'বিনা যত্নে উৎপন্ন হয় যা' এর বাক্য সংকোচন কী?
(ক) অনায়াসলব্ধ (খ) অযত্নসম্ভূত (গ) অযত্নজাত (ঘ) অযত্নলব্ধ

৬৪। 'বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী' এক কথায় তাকে কী বলে?
(ক) বীরপুত্র (খ) রত্নগর্ভা (গ) স্বর্ণমাতা (ঘ) বীরপ্রসূ

৬৫। 'লাভ করার ইচ্ছা' এক কথায় কী বলে?
(ক) লোভ (খ) লিপ্সা (গ) লোভী (ঘ) বুভুক্ষা

৬৬। 'বাহুতে ভর করে চলে যে' এর বাক্য সংকোচন-
(ক) সব্যসাচী (খ) ভুজঙ্গ (গ) বুভুক্ষা (ঘ) বাহুঙ্গ

৬৭। 'বিশ্বজনের হিতকর' এক কথায় কী হবে?
(ক) বিশ্বজনীন (খ) সর্বজনীন (গ) সার্বজনীন (ঘ) হিতৈষী

৬৮। 'ভোজন করার ইচ্ছা'- এক কথায় কী হবে?
(ক) পেটুক (খ) ভোজনবিলাসী (গ) বুভুক্ষা (ঘ) খাদক

৬৯। 'বলার ইচ্ছা' কে এক কথায় কী বলে?
(ক) বিলেচ্ছা (খ) বলেচ্ছা (গ) বলব (ঘ) বিবক্ষা

৭০। 'বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছে যে' কথাটির এক কথায় প্রকাশ-
(ক) উদ্বাস্তু (খ) শরণার্থী (গ) উন্মুলিত (ঘ) ছিন্নমূল

৭১। 'বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিকে' বলা হয়-
(ক) মূর্খ (খ) কূপমণ্ডুক (গ) ক্ষুদ্রমনা (ঘ) বর্বর

৭২। 'ভ্রমরের ধ্বনি' এক কথায় কী বলে?
(ক) অজ্ঞান (খ) গুঞ্জন (গ) অধম (ঘ) অশিক্ষিত

৭৩। 'ময়ূরের ডাক' এক কথায় কী বলে?
(ক) নাদ (খ) গর্জন (গ) কুহু (ঘ) কেকা

৭৪। 'মৃতের মতো অবস্থা যার' তাকে এক কথায় কী বলা হয়?
(ক) মুমুর্ষূ (খ) মুমূর্ষু (গ) মুমুর্ষু (ঘ) মূমুর্ষূ

৭৫। 'যার তল স্পর্শ করা যায় না' বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ করুন।
(ক) অতলস্পর্শী (খ) স্পর্শহীন (গ) তলাহীন (ঘ) অতল

৭৬। 'মোটাও নয় রোগাও নয়' এক কথায় কী বলে?
(ক) দোহারা (খ) কোবারা (গ) দোমালা (ঘ) দোপাট্টা

৭৭। 'মুষ্টি দ্বারা যার পরিমাণ করা যায়' তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) মুষ্টি যোগ (খ) মুষ্টি পরিমাণ (গ) মুষ্টিমেয় (ঘ) মুষ্টিসম

৭৮। 'যা জল দেয়' এর এককথায় প্রকাশ কী?
(ক) পাটোয়ারী (খ) জলদ (গ) জলাধার (ঘ) জলধি

৭৯। 'যে পুরুষ বিয়ে করেছে' এর এককথায় প্রকাশ কী?
(ক) অকৃতদার (খ) অনূঢ়া (গ) কৃতদার (ঘ) কুন্ডীলক

৮০। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না- তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) অনির্বাণ (খ) অনির্দেশ্য (গ) অনির্বচনীয় (ঘ) অনির্ণেয়

৮১। 'যা কষ্টে লাভ করা যায়' এর এক কথায় প্রকাশ-
(ক) দুর্জেয় (খ) দুর্লভ (গ) দুর্জয় (ঘ) ক,খ,গ উভয়ই

৮২। 'যার দুই হাত সমান চলে' তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) সমান তালী (খ) সব্যচাষি (গ) সব্যসাচী (ঘ) দু'হাতি

৮৩। যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাকে বলে-
(ক) ক্ষণপ্রভা (খ) রগ (গ) ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি (ঘ) অনুসূয়া

৮৪। 'শত্রুকে ধ্বংস করে যে' এক কথায় কী বলে?
(ক) জিঘাংসা (খ) শকুহ্ন (গ) শত্রুঘ্ন (ঘ) অরিন্দম

৮৫। 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এক কথায়-
(ক) পঠিত (খ) অধিত (গ) অধীত (ঘ) অধ্যায়িত

৮৬। 'যিনি সর্বত্র গমন করেন' তাকে এক কথায় বলা হয়-
(ক) সর্বত্রগামী (খ) সর্বগ (গ) সর্বগম্য (ঘ) সর্বগামি

৮৭। 'যা কখনো নষ্ট হয় না' বাক্যটির সংকোচিত রূপ-
(ক) অনষ্টভাব (খ) অবিনশ্বর (গ) অবিনষ্ট (ঘ) অনাহত

৮৮। এক কথায় প্রকাশ করুন 'যা লফিয়ে চলে'-
(ক) উল্লম্ফ (খ) লাফবাজ (গ) দড়াবাজ (ঘ) প্লবগ

৮৯। 'যা নিন্দার যোগ্য নয়'-
(ক) নিন্দনীয় (খ) প্রশংসনীয় (গ) অনিন্দ্য (ঘ) প্রশংসার যোগ্য

৯০। 'যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে'-
(ক) অচিন্তনীয় (খ) ভূতপূর্ব (গ) অবিমৃষ্যকারী (ঘ) অভাবনীয়

৯১। 'যার অন্য কোনো উপায় নেই' এক কথায় কী হবে?
(ক) নিরুপায় (খ) নাচার (গ) অনন্যোপায় (ঘ) উপায়হীন

৯২। 'যে নারী পূর্বে অপরের বাগদত্তা ছিল'তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) অভিসারিণী (খ) অন্যপূর্বা (গ) প্রিয়ংবদা (ঘ) অনূঢ়া

৯৩। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে'-
(ক) লব্ধপ্রতিষ্ঠ (খ) জাতিস্মর (গ) ভজঙ্গম (ঘ) প্রত্যুৎপন্নমতি

৯৪। 'যার চক্ষু লজ্জা নেই'-
(ক) চশমখোর (খ) নির্লজ্জ (গ) চাক্ষুষ (ঘ) চোষা

৯৫। 'যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে' এক কথায় কী বলে?
(ক) অবিমৃষ্যকারী (খ) প্রত্যুৎপন্নমতি (গ) বর্ণলোভা (ঘ) প্রত্যুদ্গমনে

৯৬। 'যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না' বাক্যটির এক কথায় প্রকাশ নিচের কোন শব্দটি দ্বারা?
(ক) বর্ণহীন (খ) বর্ণচোরা (গ) বর্ণলোভা (ঘ) বর্ণক্ষীণ

৯৭। 'যেসব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়' এককথায় প্রকাশ হবে-
(ক) ওষধি (খ) ঔষধি (গ) গাছান্তর (ঘ) গুল্ম

৯৮। এক কথায় প্রকাশ করুন: যার স্ত্রী মারা গিয়েছে'-
(ক) বিধবা (খ) বিপত্নীক (গ) সপত্নীক (ঘ) বিপদাত্মক

৯৯। 'যিনি ব্যাকরণ ভালো জানেন' এক কথায় কী হয়?
(ক) ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ (খ) ব্যাকরণবিদ (গ) বৈয়াকরণিক (ঘ) বৈয়াকরনিক

১০০। 'যাকে অপসারণ করা হচ্ছে' এর সংকুচিত রূপ কী?
(ক) অপসৃয়মাণ (খ) অপস্রিয়মাণ (গ) অপস্রুত (ঘ) অপসারণমান

১০১। 'যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন' তাঁকে কী বলে?
(ক) ব্যাকরণ লেখক (খ) ব্যাকরণবিদ (গ) বৈয়াকরণিক (ঘ) ব্যাকরণ সংকলক

১০২। 'যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউ জানে না' এক কথায় কী বলে?
(ক) মাধুকরী (খ) অজ্ঞাতনামা (গ) অজ্ঞাতকুলশীল (ঘ) পরঞ্জয়

১০৩। 'যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না' তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) পরগাছা (খ) আগাছা (গ) বর্ণচোরা (ঘ) বনস্পতি

১০৪। 'যে ব্যক্তি কেবল নিজের বিষয়েই চিন্তা করে' তাকে বলা হয়-
(ক) আত্মভোলা (খ) আত্মকেন্দ্রিক (গ) আস্তিক (ঘ) আত্মসর্বস্ব

১০৫। 'যে নারীর সন্তান বাঁচে না' এক কথায় কী বলে?
(ক) মৃতমা (খ) মৃত জননী (গ) মৃতবৎসা (ঘ) কাক বন্ধ্যা

১০৬। যে বহু বিষয় জানে তাকে এক কথায় বলা হয়-
(ক) সর্বজ্ঞ (খ) সবজান্তা (গ) বহুজ্ঞ (ঘ) কোনোটিই নয়

১০৭। 'যে ব্যক্তি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায়' এক কথায় কী বলে?
(ক) মাধুকরী (খ) মধুকর (গ) অর্বাচীন (ঘ) অবিমৃষ্যকারী

১০৮। 'যিনি অনেক দেখেছেন' এক কথায় বলে:
(ক) দার্শনিক (খ) দূরদর্শী (গ) পর্যটক (ঘ) ভূয়োদর্শী

১০৯। 'যার কিছু নেই' এক কথায় প্রকাশ করলে হবে-
(ক) ভিখারী (খ) দরিদ্র (গ) অসংবৃত (ঘ) হৃতসর্বস্ব

১১০। 'যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না' বাক্যটির এক কথায় কী হবে?
(ক) সাহসী যোদ্ধা (খ) বীল (গ) সংশপ্তক (ঘ) পরঞ্জয়

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	□	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক
২১	ক	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	□	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	□	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	গ	৬৯	□	৭০	ক
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	ঘ	৭৪	খ	৭৫	ক	৭৬	ক	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	গ	৮০	গ
৮১	খ	৮২	গ	৮৩	ক	৮৪	গ	৮৫	গ	৮৬	খ	৮৭	খ	৮৮	ঘ	৮৯	গ	৯০	গ
৯১	গ	৯২	খ	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	খ	৯৬	খ	৯৭	খ	৯৮	খ	৯৯	খ	১০০	খ
১০১	গ	১০২	গ	১০৩	ঘ	১০৪	খ	১০৫	গ	১০৬	গ	১০৭	□	১০৮	ঘ	১০৯	ঘ	১১০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

বাগ্‌ধারা

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায়- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) দুর্বৃত্ত (খ) চালাকি (গ) পার্থক্য (ঘ) অপদার্থ

০২। 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) অমাবস্যা (খ) গলাধাক্কা দেওয়া (গ) কাছে টানা (ঘ) কাস্তে

০৩। 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) রামায়ণের সাত পর্ব (খ) রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ (গ) রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র (ঘ) বৃহৎ বিষয়

০৪। শরতের শিশির— বাগ্‌ধারা শব্দটির অর্থ কী? [৪০তম বিসিএস]
(ক) সুসময়ের বন্ধু (খ) সুসময়ের সঞ্চয় (গ) শরতের শোভা (ঘ) শরতের শিউলি ফুল

০৫। শিব রাত্রির সলতে— বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [৪০তম বিসিএস]
(ক) শিবরাত্রির আলো (খ) একমাত্র সঞ্চয় (গ) একমাত্র সন্তান (ঘ) শিবরাত্রির গুরুত্ব

০৬। কোনটি বাগ্‌ধারা বোঝায়? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) চৈত্র সংক্রান্তি (খ) পৌষ সংক্রান্তি (গ) শিরে সংক্রান্তি (ঘ) শিব-সংক্রান্তি

০৭। 'ঢাকের কাঠি' বাগ্‌ধারার অর্থ কি? [৩৩, ২২তম বিসিএস]
(ক) কপট ব্যক্তি (খ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (গ) হতভাগ্য (ঘ) মোসাহেব

০৮। 'গাছপাথর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [৩২তম বিসিএস]
(ক) ভূমিকা করা (খ) হিসাব-নিকাশ (গ) অসম্ভব বস্তু (ঘ) বাড়াবাড়ি করা

০৯। 'হাত-ভারি' বাগ্‌ধারার অর্থ — [২৪তম বিসিএস]
(ক) দাতা (খ) কম খরচে (গ) দরিদ্র (ঘ) কৃপণ

১০ 'রাবণের চিতা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কি? [২৪তম বিসিএস]
(ক) অনিষ্টে ইষ্ট লাভ (খ) চির অশান্তি (গ) সামান্য কিছু নিয়ে ঝগড়া বাধানো (ঘ) অরাজক দেশ

১১। 'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ- [২৩তম বিসিএস]
(ক) কাল্পনিক জন্তু (খ) গোমড়ামুখো লোক (গ) মুরগি (ঘ) পুরাণোক্ত পাখি

১২। 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ- [২৩তম বিসিএস]
(ক) তীরে পৌঁছার ঝক্কি (খ) সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি (গ) মুমূর্ষু অবস্থা (ঘ) আসন্ন বিপদ

১৩। 'চাঁদের হাট'- অর্থ কী? [২১তম বিসিএস]
(ক) বন্ধুদের সমাগম (খ) আত্মীয় সমাগম (গ) প্রিয়জন সমাগম (ঘ) গণ্যমান্যদের সমাগম

১৪। ঠোঁট-কাটা বলতে কি বুঝায়? [২০তম বিসিএস]
(ক) অহংকার (খ) স্পষ্টভাষী (গ) মিথ্যাবাদী (ঘ) পক্ষপাতদুষ্ট

১৫। ভূষণ্ডির কাক অর্থ কি? [২০তম বিসিএস]
(ক) ষড়যন্ত্রকারী (খ) বাকসর্বস্ব (গ) দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণ (ঘ) দীর্ঘায়ু ব্যক্তি

১৬। 'ব্যাঙের সর্দি' -অর্থ কি? [২০তম বিসিএস]
(ক) রোগ বিশেষ (খ) সম্ভাব্য ঘটনা (গ) অসম্ভব ঘটনা (ঘ) প্রতারণা

১৭। 'একাদশে বৃহস্পতি' এর অর্থ কি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) আশার কথা (খ) সৌভাগ্যের বিষয় (গ) মজা পাওয়া (ঘ) আনন্দের বিষয়

১৮। 'কৌশলে কার্যোদ্ধার'- কোনটির অর্থ [১৮তম বিসিএস]
(ক) গাছ তুলে মই কাড়া (খ) এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো (গ) ধরি মাছ না ছুঁই পানি (ঘ) আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া

১৯। কোন প্রবচনটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত? [১৪তম বিসিএস]
(ক) আট কপালে (খ) উড়নচণ্ডী (গ) ছা-পোষা (ঘ) ভূষণ্ডির কাক

২০। যার কোনো মূল্য নেই, তাকে বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কোনটি হয়? [১৪তম বিসিএস]
(ক) ডাকাবুকা (খ) তুলসী বনের বাঘ (গ) তামার বিষ (ঘ) ঢাকের বাঁয়া

২১। 'গোঁফ- খেজুরে' – এই বাগ্‌ধারাটির অর্থ কি? [১৩তম বিসিএস]
(ক) আরামপ্রিয় (খ) উদাসীন (গ) নিতান্ত অলস (ঘ) পরমুখাপেক্ষী

২২। বাগ্‌ধারা যুগলদের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক? [১২তম বিসিএস]
(ক) অমাবস্যার চাঁদ; আকাশ কুসুম (খ) বক ধার্মিক; বিড়াল তপস্বী (গ) রুই-কাতলা; কেউ কেটা (ঘ) বক ধার্মিক; ভিজে বেড়াল

২৩। 'অর্ধচন্দ্র'-এর অর্থ- [১১তম বিসিএস]
(ক) গলাধাক্কা দেয়া (খ) অমাবস্যা (গ) দ্বিতীয়ত (ঘ) কাস্তে

২৪। 'উভয়কূল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি? [১০তম বিসিএস]
(ক) কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (খ) চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো (গ) সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে (ঘ) বোঝার উপর, শাকের আঁটি

২৫। কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক? [১০তম বিসিএস]
(ক) যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না (খ) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
(গ) নাচতে না জানলে উঠোন ভাঙ্গা (ঘ) যেখানে বাঘের ভয় সেখানে বিপদ হয়

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	খ										

বাগ্‌ধারা

অ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
অকট বিকট	ছটফটানি
অজগর বৃত্তি	আলসেমি
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে
অকাল বোধন	অসময়ে আবির্ভাব
অন্নজল ওঠা	শেষ সময় আসা
অক্ষয় বট	প্রাচীন মানুষ
অন্তর টিপুনি	গোপন ব্যথা
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহংকারের পতন
অষ্টব্রজ সম্মেলন	প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সম্মেলন
অকাল কুষ্মাণ্ড	অনিষ্টকারী ব্যক্তি/ অপদার্থ
অগ্নি পরীক্ষা	চরম পরীক্ষা/কঠিন পরীক্ষা
অন্ধের যষ্টি/নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
অগাধ জলের মাছ	অত্যন্ত কৌশলী/সুচতুর ব্যক্তি
অর্ধচন্দ্র	গলাধাক্কা দেয়া
অগ্নিশর্মা হওয়া	অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়া
অকূলে কূল পাওয়া	নিরূপায় অবস্থা হতে উদ্ধার
অনুরোধে ঢেকিঁ গেলা	অনুরোধে অসম্ভবকার্য সম্পাদন করা
অন্ধকার দেখা	হতাশ হওয়া
অকালপক্ব	ইঁচরে পাকা
অকূল পাথার	সীমাহীন বিপদ
অকূলে ভাসা	দিশাহারা হওয়া
অগড়-বগড়	অর্থহীন বা আবোলতাবোল কথা
অগতির গতি	নিরুপায়ের সহায়
অমৃতে অরুচি	ভালো জিনিসে অনিচ্ছা
অল্পের উপর দিয়ে যাওয়া	সামান্য কষ্ট/ক্ষতিতেই রেহাই পাওয়া
অষ্টকপাল	আটকপালে/হতভাগ্য
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা/কিছুই না/ফাঁকি
অসূর্যম্পশ্যা	বাড়ির বাইরে বেরোয় না এমন

আ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
আকাশকুসুম	অসম্ভব কল্পনা
আগুন লাগা সংসার	ক্ষয়িষ্ণু সংসার
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
আকাশ থেকে পড়া	মিথ্যা হতভম্ব হওয়া
আদার বেপারী	সামান্য বিষয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি
আহ্লাদে আটখানা	অত্যন্ত খুশি
আসরে নামা	কাজে অবতীর্ণ হওয়া
আদা-জল খেয়ে নামা	কোমর বেঁধে নামা
আঁতে ঘা	মনে ব্যথা দেয়া
আপন পায়ে কুড়াল মারা	নিজের অনিষ্ট করা
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আওয়াজ তোলা	দাবিমূলক
আঁকুপাঁকু	ব্যস্ততার ভাব
আঁজলপাঁজল করা	গা ঝাড়া দেয়া/ঝাঁকুনি দেয়া
আঁতকে ওঠা	ভয়ে শিউরে ওঠা
আকার ইঙ্গিত	ভাবভঙ্গি

আক্কেল গুড়ুম	স্তম্ভিত ভাব/হতবুদ্ধি/বুদ্ধিলোপ
আখের গোছানো	ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা
আগল ভাঙা	বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করা
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া
আচার-বিচার	সদ্বিবেচনা
আটপৌরে	সারাদিন পরা
আচাভুয়ার বোম্বাচাক	অসম্ভব ব্যাপার
আমি আমি করা	আত্ম প্রশংসা
আঠারো আনা	বাড়াবাড়ি
আমড়াগাছি করা	অযথা প্রশংসা/তোষামোদ করা
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প
আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু লাভ করা

ই

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির বিদায়/মৃত্যু
ইঁদুর কপালে	মন্দভাগ্য
ইতর বিশেষ	প্রভেদ বা পার্থক্য
ইতস্তত করা	সংকোচ করা
ইনিয়ে বিনিয়ে	ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
ইয়ারবকসি	বন্ধু বান্ধব
ইল্লতি কাণ্ড	নোংরা ব্যাপার

ঈ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ঈষৎ উষ্ণ যা	ঈষদুষ্ণ
ঈশ্বরের বরপুত্র	সৌভাগ্যবান ব্যক্তি
ঈষৎ শিক্ষিত	শিক্ষিতকল্প

উ ঊ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক
উত্তম-মধ্যম	প্রহার/মারধর করা
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
উচ্ছন্নে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া
উনিশ-বিশ	সামান্য তফাত
উস্তন খুস্তন করা	জ্বালাতন করা
উজানের কৈ	সহজলভ্য
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	একের অপরাধে অপরকে দায়ী করা
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	অপাত্রে যোগ্য বস্তু দান
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
উনপাঁজুরে	দুর্বল
উনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ
উনো বর্ষা দুনো শীত	যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর শীত বেশি পড়ে।
উপোস ছারপোকা	অভাবগ্রস্থ লোক

এ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
এক হাত লওয়া	প্রতিশোধ
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
একচোখা	পক্ষপাত দুষ্ট
এক ঢিলে দুই পাখি মারা	এক প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্য সাধন করা
এসপার ওসপার	মীমাংসা
এক মাঘে শীত যায় না	পুনরায় বিপদ ঘটার সম্ভাবনা
এলেবেলে	বাজে/নিকৃষ্ট
এক খুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের
এলোপাতাড়ি/এলোপাথাড়ি	বিশৃঙ্খল

ও ঔ

ওজন বুঝে চলা	আত্ম সম্মান রক্ষা করা
ওঝার ঘাড়ে ভূত	বিপদগ্রস্থ
ঔষধে ধরা	ফল লাভ
ওঁৎপাতা	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা

ক

বাগ্‌ধারা	অর্থ
কাছাখোলা	অসাবধান
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
কাছা ঢিলা	অসাবধান
কানাকানি পড়িয়া যাওয়া	গোপন নিন্দা করা
কচু বনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
কেষ্ট বিষ্টু	বিশিষ্ট ব্যক্তি
কড়ায় গণ্ডায়	পুরোপুরি
কানাকড়ি	কপর্দক
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	শত্রু দ্বারা শত্রু নাশ
কানে খাটো	যে কম শুনতে পায়
কেউকেটা	বিশিষ্ট ব্যক্তি/সামান্য
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
কচুপোড়া	অখাদ্য
কলুর বলদ	বেগার খাটে যে
কাঠের পুতুল	ব্যক্তিত্বহীন লোক
কাকচক্ষু জল	কাকের চোখের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি
কাহারি ঘর করা	দুর্ভোগ জেনেও মামলা মোকাদ্দমা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া

খ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
খাঁদা নাকে তিলক	অশোভন সজ্জা
খড়ের দেবতা	অলস
খণ্ডপ্রলয়	ভীষণ ব্যাপার/তুমুল কাণ্ড
খয়ের খাঁ	চাটুকার
খোদার খাসি	ভাবনা চিন্তাহীন
খাল কেটে কুমির আনা	স্বীয় দোষে বিপদে পড়া
খরচের হাত	হাতখুলে খরচ করা
খাবি খাওয়া	বিপদে হাঁসফাঁস করা/ছটফট করা
খুটির জোর	উর্ধ্বতনস্তরে যোগাযোগ
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা

গ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
গদাই লস্করী চাল	ধীরগতি
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
গৌরীসেনের টাকা	অফুরন্ত অর্থ
গা টেপাটেপি করা	অন্যকে লুকিয়ে কোনো ইঙ্গিত
গরিবের ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
গলগ্রহ	পরের বোঝা হয়ে থাকা
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
গোঁয়ার গোবিন্দ	কাণ্ডজ্ঞানহীন
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা/ভণিতা
গো বৈদ্য	আনাড়ি চিকিৎসক
গজ কচ্ছপের যুদ্ধ	শক্তিমানের বিবাদ
গরু মেরে জুতো দান	গুরুতর ক্ষতি করে কিঞ্চিত সাহায্য দান
গোবরে পদ্মফুল	নীচকুলে মহৎ ব্যক্তি
গাছ পাথর	হিসাব নিকাশ
গণ্ডগ্রাম	অজপাড়া গ্রাম
গায়ে পড়া	অনধিকার চর্চা
গায়ে ফুঁ দেওয়া	কোনো কাজের দায়িত্ব না নেওয়া
গজেন্দ্র গমন	মৃদু মন্থর গমন
গুরুচণ্ডালি	উচু নিচুর সহাবস্থান/সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ
গাঁটকাটা	পকেটমার
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী/ভবঘুরে
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ত্রুটি

ঘ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ঘর থাকতে বাবুই ভেজা	সুযোগ থাকতে নষ্ট
ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর	অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা
ঘর পোড়া গরু	বেদনা দায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি
ঘোড়া দেখে খোঁড়া	সুযোগ সন্ধানী
ঘোড়ার ডিম	অলীক পদার্থ/অবাস্তব
ঘটিরাম	অপদার্থ
ঘা খাওয়া	দুঃখ পাওয়া
ঘুঘু চড়ানো	সর্বনাশ সাধন
ঘর ভাঙা	কু পরামর্শ দেওয়া
ঘোড়ার ঘাস কাটা	বাজে কাজ করা/ অকাজে সময় নষ্ট করা
ঘরভেদী বিভীষণ	কপট স্বজন

চ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
চিচিং ফাঁক	স্বার্থ লাভের সহজ পথ/ রহস্য উদঘাটিত
চক্ষুস্থির	ভয়ে হতবাক
চুলায় দেয়া	গোল্লায় দেয়া
চিত্রগুপ্তের খাতা	সবকিছু লিখিত খাতা/নির্ভুল হিসাব
চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি
চক্ষুদান করা	চুরি করা
চৌদ্দকুড়ি	প্রচুর
চক্ষু চড়ক গাছ	বিস্ময়ে হতবুদ্ধি
চশমখোর	লজ্জাহীন
চাঁদের হাট	আত্মীয় বা প্রিয়জনের সমাগম
চিনির বলদ	যে খাটে অথচ ফল ভোগ করতে পারে না
চোখের বালি	চক্ষুশূল/পীড়াদায়ক
চোখে ধুলি দেয়া	প্রতারণা করা
চোরাবালি	প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ/অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা
চোখে অন্ধকার দেখা	নিরাশ হওয়া
চোখের মাথা খাওয়া	কানা বা অন্ধ
চোখে ধোঁয়া দেখা	হতভম্ব হওয়া
চোখের চামড়া	নির্লজ্জ
চোখে সরষে ফুল দেখা	হতবুদ্ধি
চুনোপুঁটি	সামান্য লোক

ছ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ছক্কা পাঞ্জা করা	বড় বড় কথা বলা
ছুঁচোর কেত্তন	অবিরাম কলহ
ছ'কড়া ন'কড়া	সস্তা
ছিচকাঁদুনে	অল্পতেই কাঁদে এমন
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরিব
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা	বৃথা চেষ্টা
ছাই চাপা আগুন	সুপ্ত প্রতিভা
ছেলে হাতের মোয়া	অতি সহজ ব্যাপার
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তির খোঁজ করা

জ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
জলের দাগ	ক্ষণস্থায়ী
জগদ্দল পাথর	ওরুভার
জো হুকুম	চাটুকের দল
জলযোগ	হালকা খাবার
জলপানি	বৃত্তি
জলাঞ্জলি দেওয়া	বিসর্জন দেওয়া
জালপাতা	ফাঁদ পাতা
জোর-কপাল	সুপ্রসন্ন ভাগ্য
জাহান্নামে যাওয়া	কুপথে যাওয়া
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা
জড়ভরত	নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি/অলস
জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ	উভয় সংকট

ঝ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ঝাঁকের কৈ	একই দলভুক্ত
ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো	আভাসে শিক্ষা দেওয়া
ঝড়ো কাক	বিপর্যস্ত
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগের সদ্ব্যবহার
ঝিঙ্গে ফুল ফোটা	আয়ু ফুরিয়ে আসা/সন্ধ্যা হওয়া
ঝোলে অম্বলে এক করা	মিশিয়ে ফেলা

ট

বাগ্‌ধারা	অর্থ
টুপ ভুজঙ্গ	নেশাগ্রস্ত
টীকা ভাষ্য	দীর্ঘ আলোচনা/ বিস্তারিত আলোচনা
টক্কর দেওয়া	প্রতিযোগিতা করা
টনক নড়া	সজাগ হওয়া
ট্যাঁক ভারী করা	অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন
টেকে গোঁজা	আত্মসাৎ করা
টাকার কুমির	ধনী ব্যক্তি
টিম টিম করা	শেষ অবস্থা
টপ্পা মারা	দায়িত্বহীন

ঠ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য
ঠেলার নাম বাবাজি	সংকটে পড়লেই কাবু
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
ঠান্ডা লড়াই	গোপনে বিরোধিতা
ঠাঁট বজায় রাখা	চাল-চলন ঠিক রাখা
ঠেলাপাতি	বনভোজন
ঠক বাছতে গাঁ উজাড়	আদর্শহীনতার প্রাচুর্য

ড

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ডানায় ভর দিয়ে থাকা	শূন্যলোকে অবস্থান
ডামাডোল	গোলযোগ
ডকে ওঠা	নষ্ট হওয়া
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী
ডানাকাটা পরী	ব্যঙ্গার্থে: পরমা সুন্দরী
ডুমুরের ফুল	অদৃশ্য বস্তু/দুর্লভ বস্তু
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কুকাজ করা
ডাকাবুকো	নির্ভীক

ঢ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ঢিমে তেতালা	অতিশয় মন্থর
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে	দুর্ভাগ্য সর্বত্রগামী/স্বভাব বদলায় না
ঢেঁকির কচকচি	ঝগড়া, কলহ, বিবাদ
ঢেঁকি অবতার	নির্বোধ লোক
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়
ঢাকের কাঠি	তোষামোদকারী
ঢাক ঢাক গুড় গুড়	গোপন করার চেষ্টা/লুকোচুরি
ঢলাঢলি	পরস্পর কেলেঙ্কারি
ঢাকে কাঠি পড়া	সূচনা হওয়া
ঢাক পেটানো	প্রচার করা
ঢক্কা নিনাদ	উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ

ত

বাগ্‌ধারা	অর্থ
তেল-নুন-লাকড়ি	মৌলিক প্রয়োজন
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত ব্যক্তি
তুর্কি নাচন	নাজেহাল অবস্থা
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত/ভণ্ড
তক্কে তক্কে থাকা	গোপনে সতর্ক থাকা
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী বস্তু
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব
তেলে বেগুনে জ্বলা	রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া
ত-খরচ	বাজে খরচ
তাল কানা	বেতাল হওয়া
তাল পাতার সেপাই	অতিশয় দুর্বল
তিলকে তাল করা	অতিরঞ্জিত করা
তেলো হাঁড়ি	গম্ভীর
তাল সামলানো	বিপদ থেকে বাঁচা
তেলও কম ভাজাও মচমচে	অল্প উপকরণে ভালো ব্যবস্থা
তয়নাত করা	স্থির করা/নিযুক্ত করা
তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা

থ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
থই পাওয়া	সীমা বা অন্ত পাওয়া
থ-বনে যাওয়া	স্তম্ভিত হওয়া
থানা পুলিশ করা	নালিশ করা
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা
থরথরি	ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা

দ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
দক্ষযজ্ঞ	ব্যাপক আয়োজন
দক্ষিণার জোরে	টাকা পয়সা
দা-কুমড়া	শত্রুতা
দাঁও মারা	মোটা অঙ্ক লাভ করা
দুমুখো সাপ	দুদিক থেকে ক্ষতিকর
দহরম মহরম	অন্তরঙ্গতা
দাঁড়কাকের ময়ুর পুচ্ছ	অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা
দস্ত-ব-দস্ত	হাতে-নাতে
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
দু'কান কাটা	বেহায়া
দু নৌকায় পা	উভয় সংকট
দেঁতো হাসি	কৃত্রিম হাসি

ধ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী/স্বার্থপর
ধর্মের কল	বিশ্বাস/ সত্য
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	সত্য কখনো চাপা থাকে না
ধোপার গাধা	পরের জন্য খাটা
ধর লক্ষণ	অতি অনুগত
ধুন্ধুমার কাণ্ড	তুমুলকাণ্ড
ধনুর্ভঙ্গ পণ	কঠিন প্রতিজ্ঞা
ধন্বন্তরি	অব্যর্থ ঔষধ
ধোপে টেকা	নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে টেকা
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কাজ করা
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	পাপ গোপন না থাকা
ধরা কে সরা জ্ঞান করা	অহংকারে সবকিছু তুচ্ছ মনে করা
ধনুক ভাঙ্গা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা

ন

বাগ্‌ধারা	অর্থ
নয়-দুয়ারি	দ্বারে দ্বারে
নাচতে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানা	কৃত্রিম লজ্জা
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
নগদ নারায়ণ	কাঁচা টাকা
নজর দেয়া	খারাপ দৃষ্টি
নেই আকড়া	এক স্বভাবের/একগুঁয়ে
নারদের ঢেঁকি	বিবাদের বিষয়
নোলা বাড়ানো	লোভ করা
নয়-ছয় হওয়া	নষ্ট/অপচয়
নাটের গুরু	মূল নায়ক
নখদর্পণে থাকা	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে থাকা
ননির পুতুল	শ্রম বিমুখ
নাকে খত দেওয়া	প্রতিশ্রুতি দেওয়া
নামকরা	প্রশংসা করা
নদের চাঁদ	সুন্দর অথচ অপদার্থ
নবমীর দশা	মূর্ছা যাওয়া
নিশিকুটুম্ব	চোর
নুন আনতে পান্তা ফুরায়	অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা

প

বাগ্‌ধারা	অর্থ
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত	মারা যাওয়া
পর্বতের মূষিক প্রসব	বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি
পৃষ্ঠ প্রদর্শন	পালানো
পঞ্চমুখ	প্রশংসামুখর
পুকুর চুরি	বড় রকমের চুরি
পগার পার হওয়া	পলায়ন করা
পেটে ভাতে	আহার্যে
পুঁটি মাছের প্রাণ	অল্প প্রাণ
পরশুরামের কুঠার	সর্বসংহারক অস্ত্র
পরের ধনে পোদ্দারি	অপরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয়
পান্তাভাতে ঘি	অপব্যবহার
পত্র পাঠ	অবিলম্বে/ সঙ্গে-সঙ্গে
পাথরে পাঁচ কিল	সুখের সময়
পান থেকে চুন খসা	সামান্য ত্রুটি হওয়া
পোয়া বারো	সুসময়
পালের গোদা	দলপতি
পায়া ভারী	অহংকার
প্রজাপতির নির্বন্ধ	ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা
পটের বিবি	নিষ্কর্মা মেয়ে/সেজেগুজে বসে থাকা
পশ্চিমে সূর্য ওঠা	অভাবনীয় ব্যাপার ঘটা
পাটোয়ারি বুদ্ধি	অত্যন্ত হিসেবি বুদ্ধি

ফ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ফেকলু পার্টি	কদরহীন লোক
ফতো নবাব	সম্বলহীনের বড়লোকিভাব
ফোঁস মনসা	ক্রোধী লোক
ফ্যা ফ্যা করা	অনর্থক ঘোরা
ফপর দালালি	অনাবশ্যক মাতব্বরি
ফাঁদে পা দেওয়া	চক্রান্ত না বুঝে বিপদে পা দেওয়া
ফাঁকা আওয়াজ	অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য
ফাঁপিয়া ওঠা	ধনবান হওয়া
ফুলের আঘাত	সামান্যতম দুঃখ কষ্ট
ফুলটুসি	সহজে আহত বোধ করে যে
ফুলবাবু	বিলাসী
ফাঁপা ঢেঁকি	সামর্থ্যহীন
ফেউ লাগা	ক্রমাগত বিরক্ত করা
ফুটো পয়সার বড়াই	সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ

ব

বাগ্‌ধারা	অর্থ
বিড়ালের আড়াই পা	বেহায়াপনা/ক্ষণস্থায়ী অভিমান
বাঘের মাসি	আরাম প্রিয় মানুষ
বচনবাগীশ	কথায় পটু
বুকের মাঝে ঢেঁকির পাড়	অর্ন্তবেদনা
ব্যাঙের লাথি	নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ব্যাপার
বাঘে মহিষে একঘাটে জল খাওয়া	বিপদে সবাই সমান
বারো সতেরো	খুঁটি নাটি
বাহাত্তরে ধরা	মতিচ্ছিন্ন হওয়া/মতিচ্ছন্ন
বাজারে কাটা	বিক্রি হওয়া
বেদবাক্য	অভ্রান্ত বাক্য
বারোভূত	আত্মীয় স্বজন
বিন্দু বিসর্গ	সামান্যতম অংশ
বাঘের চোখ/বাঘের দুধ	দুঃসাধ্যবস্তু
বাঘের আড়ি	নির্ভীক/নাছোড়বান্দা
বারো মাস ত্রিশ দিন	প্রতিদিন
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ
বাড়া ভাতে ছাই	আশাভঙ্গ/উৎকৃষ্ট বস্তু নষ্ট
বেগার ঠেলা	বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা
বিড়ালের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
বিন্দেদূতী	যে পরস্পরের মধ্যে কথা চালায়
বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ

ভ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
ভেরেন্ডা ভাজা	অকাজে সময় নষ্ট করা
ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	উস্কানি দেওয়া
ভাঁড়ে মা ভবানী	ভান্ডার শূন্য
ভূষণ্ডীর কাক	দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
ভুতের বেগার খাটা	অনর্থক কাজ করা
ভস্মে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ
ভালুক জ্বর	ক্ষণস্থায়ী ক্ষতি
ভেজা বিড়াল	কপটাচারী
ভূতের ভয়	অজানা আশঙ্কা
ভাদ্র মাসের তাল	প্রচণ্ড কিল
ভূঁইফোড়	নতুন আগমন
ভরাডুবি	সর্বনাশ
ভানুমতির খেল	যাদুবিদ্যা
ভাড়ের কলসী	স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রস্বরূপ

ম

বাগ্‌ধারা	অর্থ
মাথা খাওয়া	সর্বনাশ করা
মনপাওয়া	সম্মতি পাওয়া
মাছি-মারা-কেরানি	বিচারবোধহীন নকলনবিশ
মগজ দৌড়ানো	বুদ্ধি খাটানো
মণি কাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
ম্যাও ধরা	গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া
মারে ঠাকুর না মরে কুকুর	সবলকে সমীহ ও দুর্বলকে অত্যাচার
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন	লক্ষ্য অর্জনে প্রাণপণ চেষ্টা
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
মীনক্ষোভাকুল কুবলয়	মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিছে
মান্ধাতার আমল	অতি প্রাচীন কাল
মামদোবাজি	প্রতারণা
মাছের মার পুত্রশোক	মিথ্যা শোক
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া	বয়স বাড়া
মাথায় রাখা	সম্মান করা
মাথার মণি	পরম শ্রদ্ধেয়
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য
মাটির মানুষ	শান্তশিষ্ট ব্যক্তি
মিছরির ছুরি	মধুর অথচ তীক্ষ্ন
মাছের মা	নিষ্ঠুর

য

বাগ্‌ধারা	অর্থ
যমের অরুচি	যা সহজে মরে না
যত দোষ নন্দ ঘোষ	দুর্বলের প্রতি সর্বদা দোষারোপ
যো হুকুমের দল	মোসাহেব
যক্ষের ধন	কৃপণের ধন
যত গর্জে তত বর্ষে না	আশানুরূপ হয় না
যখন তখন অবস্থা	মুমূর্ষু অবস্থা
যমের ভুল	যার মরণ হয় না
যবনিকাপাত	অবসান
যম-যন্ত্রণা	খুব কষ্ট
যার লাঠি তার মাটি	জোর যার মুল্লুক তার
যাহা বাহান্ন তাহাই তেপ্পান্ন	খুব সামান্য তফাত
যশোরে কই	মাথামোটা ব্যক্তি

র

বাগ্‌ধারা	অর্থ
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
রাঙা শুক্রবার	অনির্দিষ্ট/কোনো দিনই নয়
রুই কাতলা	পদস্থ ব্যক্তি, ক্ষমতাশীল ব্যক্তি
রক্তের টান	স্বজনপ্রীতি
রাবণের গোষ্ঠী	বড় পরিবার
রাশভারী	গম্ভীর
রাঘব বোয়াল	অতিলোভী/সর্বগ্রাসী ব্যক্তি
রাঙা মুলো	প্রিয় দর্শন কিন্তু গুণহীন
রাজযোটক	চমৎকার মিল
রাহুর দশা	বিপদাপন্ন অবস্থা
রাম রাজত্ব	শান্তি শৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য

ল

বাগ্‌ধারা	অর্থ
লোটা কম্বল	সামান্য সংগতি
লেজে পা পড়া	স্বার্থহানি হওয়া
লক্কা পায়রা	ফুল বাবু
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি
লম্বা দেওয়া	পলায়ন করা
লবেজান করা	নাজেহাল করা
লেজে গোবরে করা	বিশৃঙ্খলা করা
লাল বাতি জ্বলা	দেউলিয়া হওয়া

শ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান
শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ
শ্যাম রাখি না কুল রাখি	উভয় সংকট
শকুনি মামা	কুচক্রী লোক
শিকেয় তোলা	মুলতবি রাখা
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু
শেষ রক্ষা	শুভ সমাপ্তি
শত্রুর মুখে ছাই	কুদৃষ্টি এড়ানো
শাপে বর	অকল্যাণে কল্যাণ
শাখের করাত	উভয় সংকট
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা করা
শর্বরীর প্রতীক্ষা	দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা

স

বাগ্‌ধারা	অর্থ
সরস্বতীর বরপুত্র	বিদ্বান লোক
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
সাতকাহন	প্রচুর পরিমাণ
সপ্তমে চড়া	প্রচণ্ড উত্তেজনা
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
সাপের ছুঁচো গেলা	উভয় সঙ্কটে পড়া
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়
সবেধন নীলমণি	একমাত্র সম্বল
সুখের পায়রা	সুদিনের বন্ধু
সাত সতেরো	বিচিত্র রকমের
সাতেও নয় পাঁচেও নয়	নির্লিপ্ত
সোনায় সোহাগা	সুন্দর মিল
সাপে নেউলে	ভীষণ শত্রুতা
সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্য ধরলে ফল পাওয়া যায়
সের দরে	নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়
সব শেয়ালের এক রা	ঐকমত্য

হ

বাগ্‌ধারা	অর্থ
হাই মানা	নজির দেখানো
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা পাওয়া
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য
হাড়ে বাতাস লাগা	শান্তি পাওয়া
হলুদের গুঁড়ো	সবক্ষেত্রে বিরাজমান
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধু
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	সুযোগ নষ্ট করা
হাড়হদ্দ	নাড়ি নক্ষত্র
হাড়ে দুর্বা গজানো	অত্যন্ত কুড়ে

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'অষ্টরম্ভা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) সম্পূর্ণভাবে (খ) ফাঁকি (গ) অপদার্থ (ঘ) অলস

০২। 'অরণ্যে রোদন' কথাঠির অর্থ কী?
(ক) অবিরাম কান্না (খ) ছিঁদকাদুনে (গ) বৃথা চেষ্টা (ঘ) বারংবার চেষ্টা করা

০৩। 'অমাবস্যার চাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) সহজলভ্য (খ) দুর্লভ বস্তু (গ) লুকিয়ে থাকা (ঘ) অমাবস্যার রাতে চাঁদ

০৪। নিচের বাগ্‌ধারা যুগলদের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক?
(ক) অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম
(খ) আকাশে তোলা, আষাঢ়ে গল্প
(গ) অহি-নকুল সম্বন্ধ, আদায় কাঁচকলায়
(ঘ) অগ্নি পরীক্ষা, অদৃষ্টের পরিহাস

০৫। 'কুঁড়ে স্বভাব' কোন বাগ্‌ধারা দ্বারা বোঝানো হয়?
(ক) উনপঞ্চাশ বায়ু (খ) আঠারো মাসে বছর (গ) অকাল কুষ্মাণ্ড (ঘ) অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

০৬। 'হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ (খ) সুযোগসন্ধানী (গ) সংকটে পড়া (ঘ) কুকাজে পটুত্ব

০৭। 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) অকর্মা (খ) কর্মবিমুখ (গ) বোকা (ঘ) বিরক্ত

০৮। কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ ভিন্ন?
(ক) অহিনকুল সম্বন্ধ (খ) আদায় কাঁচকলায় (গ) সাপে নেউলে (ঘ) তাসের ঘর

০৯। 'আঠারো আনা'- বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) বাড়াবাড়ি (খ) দীর্ঘসূত্রিতা (গ) বেখাপ্পা (ঘ) অসম্ভব ব্যাপার

১০। 'আগড়ম বাগড়ম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) সুন্দর কথা (খ) প্রচুর কথা (গ) রাগের কথা (ঘ) অর্থহীন কথা

১১। 'আমড়াগাছি করা' বলতে বোঝায়-
(ক) টালবাহানা করা (খ) ছটফট করা (গ) বিশৃঙ্খল করা (ঘ) তোষামোদ করা

১২। 'উজানের কৈ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) দুরন্ত ব্যক্তি (খ) একই স্বভাবের লোক (গ) ক্ষণস্থায়ী (ঘ) সহজলভ্য

১৩। উড়নচণ্ডী অর্থ–
(ক) অমিতব্যয়ী (খ) উচ্ছৃঙ্খল (গ) অবাধ্য (ঘ) কাটা ঘুড়ি

১৪। 'উনকোটি চৌষট্টি' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো-
(ক) অপদার্থ (খ) পাগলামি (গ) অপব্যয়ী (ঘ) প্রায় সম্পূর্ণ

১৫। 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' এর সঠিক অর্থ-
(ক) অজায়গায় গমন করা (খ) অপাত্রে সম্প্রদান করা (গ) অস্থানে যোগাযোগ করা (ঘ) অপাত্রে অনুসন্ধান করা

১৬। 'ওজন বুঝে চলা' বাগ্‌ধারার অর্থ-
(ক) আত্মসম্মান রক্ষা করা (খ) পক্ষপাতদুষ্ট (গ) পৃষ্ঠপোষককে সমর্থন (ঘ) অন্যের অনুকরণ

১৭। বাগ্‌ধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'একচোখা'-
(ক) ধার্মিক (খ) ভণ্ড সাধু (গ) প্রাচীনপন্থী (ঘ) পক্ষপাতদুষ্ট

১৮। 'এলাহি কাণ্ড'বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
(ক) অসম্ভব (খ) বিরাট ব্যাপার (গ) নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার (ঘ) মারাত্মক ব্যাপার

১৯। 'কচুবনের কাঁলাচাদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) অপদার্থ (খ) সাদাসিধা লোক (গ) সৌখিন ব্যক্তি (ঘ) নিরীহ ব্যক্তি

২০। 'কেতাদুরস্ত' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) অলস (খ) পরিশ্রমী (গ) পরিপাটি (ঘ) দীর্ঘজীবী

২১। 'কাকনিদ্রা' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) কাকের নিদ্রার ন্যায় (খ) অগভীর সতর্ক নিদ্রা (গ) অনিষ্ট চিন্তা (ঘ) পাখি ডাকা নিদ্রা

২২। 'কূপমণ্ডুক' বাগ্‌ধারাটি দ্বারা কী বোঝায়?
(ক) সীমিত জ্ঞানের মানুষ (খ) সাধারণ মানুষ (গ) বিশ্বাসপ্রবণ (ঘ) অলস

২৩। 'কেঁচে গণ্ডূষ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) পুনরায় (খ) নতুন করে শুরু (গ) অভিষেক (ঘ) ভূমিকা করা

২৪। 'কান ভারী করা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কানে পানি দেয়া (খ) কানে ভার দেয়া (গ) কুপরামর্শ দেওয়া (ঘ) ক্ষতি করা

২৫। 'কান কাটা' অর্থ কী?
(ক) ধার্মিক (খ) ভণ্ড সাধু (গ) বেহায়া (ঘ) পক্ষপাতদুষ্ট

২৬। 'কান পাতলা' অর্থ কী?
(ক) অবিশ্বাসী (খ) সহজে বিশ্বাসপ্রবণ (গ) বিশ্বাসী (ঘ) বিশ্বাসহীন

২৭। 'কচ্ছপের কামড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে-
(ক) কঠিন কামড় (খ) অলসতা (গ) সফলতা (ঘ) নাছোড়বান্দা

২৮। 'কাঁচা পয়সা' বাগ্‌ধারাটি যে অর্থ প্রকাশ করে-
(ক) কালো টাকা (খ) ধাতব মুদ্রা (গ) নগদ উপার্জন (ঘ) বিত্তের অহঙ্কার

২৯। বাংলা বাগ্‌ধারায় 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'-
(ক) বেমানান সজ্জা (খ) অসম্ভব ব্যাপার (গ) বাজে কথা (ঘ) নাছোড়বান্দা

৩০। 'গোবর গণেশ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) আবর্জনা (খ) প্রতারক (গ) চালাক (ঘ) মূর্খ

৩১। 'যার অনেক বুদ্ধি আছে' তাকে বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কী দাঁড়ায়?
(ক) বুদ্ধির ঢেঁকি (খ) বিড়াল তপস্বী (গ) গভীর জলের মাছ (ঘ) ভূষণ্ডির কাক

৩২। 'গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) আপন মনে বাদশাহী করা (খ) কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা (গ) বোকার মতো চলা (ঘ) দাংগাবাজি করা

৩৩। 'গা করা' দ্বারা নিচের কোনটি বুঝায়?
(ক) আঘাত করা (খ) উপেক্ষা করা (গ) উদ্যোগী হওয়া (ঘ) অবহেলা করা

৩৪। 'গোকুলের ষাঁড়' বলতে বোঝায়-
(ক) নিষ্কর্মা ও ভবঘুরে (খ) হৃষ্টপুষ্ঠ (গ) ব্যক্তিত্বহীন (ঘ) মান্যগণ্য ব্যক্তি

৩৫। 'ঘাটের মরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) দৃঢ় পণ (খ) অকাজে সময় নষ্ট (গ) অতি বৃদ্ধ (ঘ) ভারবাহী

৩৬। 'ঘোড়া রোগ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) নাছোড়বান্দা (খ) ঘোড়াবাহিত সংক্রামক ব্যাধি
(গ) সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ (ঘ) মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা

৩৭। 'চোখের বালি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
(ক) শত্রু (খ) চক্ষুরোগ (গ) চক্ষুশূল (ঘ) চোখের কাঁটা

৩৮। 'চক্ষুদান' এর ব্যাঙ্গার্থ কোনটি?
(ক) চুরি (খ) চক্ষু লজ্জা (গ) পরের উপকার (ঘ) দৃষ্টিদান

৩৯। 'চিনির পুতুল' এর অর্থ কি?
(ক) পরিশ্রম-কাতর (খ) পরিশ্রমী (গ) কর্মবিমুখ (ঘ) দক্ষ কর্মী

৪০। 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ-
(ক) পরিত্যাগ করা (খ) সর্বনাশ করা (গ) নিশ্চিহ্ন করা (ঘ) পোড়ানো

৪১। 'ছ কড়া ন কড়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) সস্তা দর (খ) নষ্ট করা (গ) দুর্লভ বস্তু (ঘ) আশায় নৈরাশ্য

৪২। 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো' বাক্যটির অর্থ কী?
(ক) বৌ ও ঝিকে একই সাথে মারা (খ) কাজের মেয়েকে শাস্তি দিয়ে স্ত্রীকে শেখানো
(গ) একজনকে বকা অপরজনকে শিক্ষা দেয়া (ঘ) স্ত্রীকে কিছু না বলে মেয়েকে মারা

৪৩। 'ঝড়ো কাক' কথাটির অর্থ-
(ক) ঝগড়াটে ব্যক্তি (খ) দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি (গ) বেগবান পুরুষ (ঘ) তেড়ে আসা

৪৪। 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগ্‌ধারার অর্থ কি?
(ক) জীর্ণশীর্ণ লোক (খ) মিশিয়ে ফেলা (গ) সব পক্ষের মন যুগিয়ে চলা (ঘ) পুঁথিগত বিদ্যা

৪৫। 'টীকাভাষ্য' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) সদালাপ (খ) অর্থহীন কথা (গ) দীর্ঘ আলোচনা (ঘ) কোনোটিই নয়

৪৬। 'ঢেঁকে গোঁজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) পকেট ভারী করা (খ) ক্ষমতা পরীক্ষা করা (গ) অবহেলা করা (ঘ) সহজে কাবু করা

৪৭। 'টুপ ভুজঙ্গ' বাগ্‌ধারার অর্থ-
(ক) জল-সাপ (খ) নির্লজ্জ (গ) নেশাগ্রস্ত (ঘ) গোসাপ

৪৮। 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) ষড়যন্ত্র (খ) সন্দেহজনক আচরণ (গ) ঢাক জোরে বাজানো (ঘ) লুকোচুরি

৪৯। 'ঢাকের কাঠি' এ বাগ্‌ধারাটির সাথে কোন বাগ্‌ধারাটির মিল আছে?
(ক) তাসের ঘর (খ) চোখের বালি (গ) গুড়ে বালি (ঘ) খয়ের খাঁ/তোষামদকারি

৫০। 'ডুমুরের ফুল' কথাটির অর্থ কী?
(ক) আনন্দ (খ) কপট (গ) অস্থায়ী (ঘ) অদৃশ্য বস্তু

৫১। 'ঢেঁকির কুমির' অর্থ-
(ক) অসহায় (খ) অপদার্থ (গ) ধনী (ঘ) নাছোড়বান্দা

৫২। 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির সঠিক অর্থ হচ্ছে-
(ক) হৈ চৈ (খ) চিৎকার (গ) গোলযোগ (ঘ) যুদ্ধ

৫৩। 'ব্যাঙের আধুলি, এ বাগ্‌ধারাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো-
(ক) সামান্য ধনে অহংকার (খ) অসম্ভব ঘটনা (গ) কৃপনের ধন (ঘ) যার কোন মূল্য নেই

৫৪। 'তাল পাতার সেপাই' এর অর্থ কোনটি?
(ক) অত্যন্ত ভদ্র (খ) পক্ষপাতদুষ্ট (গ) অতিশয় দুর্বল (ঘ) অত্যন্ত আদুরে

৫৫। 'তাল ঠোকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) অহঙ্কার করা (খ) সগর্ব উক্তি (গ) কার্পণ্য করা (ঘ) ব্যঙ্গ উক্তি

৫৬। 'ত্রিশঙ্কু দশা'-
(ক) বিপর্যস্ত হওয়া (খ) অবাক হওয়া (গ) দোটানা অবস্থা হওয়া (ঘ) মাত্রজ্ঞানহীন হওয়া

৫৭। 'দহরম মহরম' এর বিপরীত বাগ্‌ধারা কোনটি?
(ক) জিলাপির প্যাঁচ (খ) অহি-নকুল (গ) দুধের মাছি (ঘ) বসন্তের কোকিল

৫৮। 'দোহাই মানা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) লজ্জায় মাথা নত করা (খ) প্রশংসা মুখর হওয়া (গ) স্তব্ধ হয়ে পড়া (ঘ) নজির দেখানো

৫৯। 'নজর লাগা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) পছন্দ হওয়া (খ) অশুভ দৃষ্টিতে পড়া (গ) মেনে ধরা (ঘ) সুদৃষ্টিতে আসা

৬০। 'নদের চাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (খ) অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি (গ) অদৃষ্টের পরিহাস (ঘ) বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি

৬১। 'নাটের গুরু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) খল নায়ক (খ) নাট্য গুরু (গ) মূল নায়ক (ঘ) গুরু

৬২। 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) তীরে পৌঁছার ঝক্কি (খ) সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি (গ) মুমূর্ষু অবস্থা (ঘ) আসন্ন বিপদ

৬৩। 'নথ নাড়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) ক্ষোভ প্রকাশ (খ) নিন্দা করা (গ) তুষ্ট করা (ঘ) অহংকার প্রকাশ

৬৪। 'নিরর্থক অপব্যয়' প্রকাশ করে কোনটি?
(ক) মশা মারতে কামান দাগা (খ) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (গ) ভস্মে ঘি ঢালা (ঘ) জুতা মেরে গরু দান

৬৫। 'পালের গোদা' অর্থ কী?
(ক) নিরীহ ব্যক্তি (খ) কর্মী ব্যক্তি (গ) অচল ব্যক্তি (ঘ) সর্দার

৬৬। 'পায়াভারী' কথাটির অর্থ কী?
(ক) অহংকার (খ) বেকায়দা (গ) বেহায়া (ঘ) নির্দয়

৬৭। 'ফাঁকা আওয়াজে কাজ আদায়' এর সমার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি?
(ক) কলকাঠি নাড়া (খ) কুপোকাৎ (গ) কালে ভদ্রে (ঘ) কথায় চিড়া ভেজা

৬৮। 'ফেকলু পার্টি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) ক্ষমতাসীন পার্টি (খ) বিরোধী পার্টি (গ) কদরহীন লোক (ঘ) নিকৃষ্ট লোক

৬৯। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল' বলতে বোঝায়-
(ক) পরের ক্ষতি করে আত্মস্বার্থ হাসিল (খ) অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা
(গ) আবদারহীন নগদ কারবার (ঘ) স্বাভাবিক ক্ষমতার বাইরে প্রতিপত্তি

৭০। 'বক দেখানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) মামলার ভয় (খ) অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা (গ) ভয়ানক প্রতারণা (ঘ) সুকঠিন প্রতিজ্ঞা করা

৭১। 'বিড়াল তপস্বী' কথাটির অর্থ কী?
(ক) দেখতে সাধু হলেও ভণ্ড (খ) অপদার্থ (গ) অজানা থাকা (ঘ) কাল্পনিক কাহিনি

৭২। 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
(ক) যার কোনো প্রকার ক্ষমতা নেই (খ) অন্তঃসারশূন্য অবস্থা
(গ) ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ (ঘ) অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন

৭৩। 'বাপের ঠাকুর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) খুব পড়ুয়া (খ) শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (গ) অসম্ভব কিছু (ঘ) উচ্ছন্নে যাওয়া

৭৪। 'বিড়ালের আড়াই পা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) লাফালাফি (খ) লম্ফঝাপ (গ) বেহায়াপনা (ঘ) লজ্জা

৭৫। 'বাঘের মাসি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) ভয়াতুর (খ) ধনী ব্যক্তি (গ) গরিব মানুষ (ঘ) আরাম প্রিয় ব্যক্তি

৭৬। 'বর্ণচোরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো-
(ক) পাকা আম (খ) কপটাচারী (গ) কপটহীন ব্যক্তি (ঘ) ভণ্ডসাধু

৭৭। 'বালির বাঁধ' বাগ্‌ধারার প্রকৃত অর্থ কোনটি?
(ক) বালি দ্বারা নির্মিত বাঁধ (খ) ক্ষণস্থায়ী বস্তু (গ) খেলনা (ঘ) প্রতিবন্ধ

৭৮। 'ভানুমতির খেল' প্রবচনটি বোঝায়-
(ক) চালবাজি (খ) ভেলকিবাজি (গ) ফটকাবাজি (ঘ) ফেরেববাজি

৭৯। 'মন না মতি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) চালবাজি (খ) অস্থির মানব মন (গ) অরাজক পরিস্থিতি (ঘ) অমূল্য সম্পদ

৮০। 'গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই' এ বাক্যে 'মাছের মায়ের পুত্রশোক' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) নিষ্ঠুর (খ) মিথ্যা শোক (গ) মমত্ববোধ (ঘ) মোকে পাথর

৮১। 'মাছরাঙার কলঙ্ক' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) গোপনে অপরাধ করা (খ) প্রাণী হত্যাই যার বাঁচার অবলম্বন
(গ) অনেক অপরাধীর মধ্যে কেবল একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা (ঘ) ডুবে ডুবে জল খাওয়া

৮২। 'মিছরির ছুরি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) ধারালো অস্ত্র (খ) উভয় সংকট (গ) মিষ্টি কথা (ঘ) মুখে মধু অন্তরে বিষ

৮৩। 'মগজ দৌড়ানো' বাগদারার অর্থ-
(ক) বুদ্ধি শানানো (খ) কোকামি (গ) বুদ্ধির ঢেঁকি (ঘ) ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া

৮৪। 'মুখে খই ফোটা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) খই ভাজা (খ) অনবরত বক্ বক্ করা (গ) বিরক্ত করা (ঘ) মুখে আঘাত করা

৮৫। 'ম-ম করা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) দুর্গন্ধে ভরে যাওয়া (খ) মাছি বসা (গ) সুগন্ধে ভরে যাওয়া (ঘ) পূর্ণ হওয়া

৮৬। 'দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ'কে কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়?
(ক) বসন্তের কোকিল (খ) অহিনকুল (গ) রাবণের চিতা (ঘ) রাহুর দশা

৮৭। 'রাজযোটক' বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয় কোন অর্থে-
(ক) অন্তঃ সারশূন্য (খ) পণ্ডশ্রম (গ) চমৎকার মিল (ঘ) বড়লোক

৮৮। 'রুই কাতলা' বলতে বোঝায়-
(ক) ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (খ) সম্মানিত ব্যক্তি (গ) পদস্থ ব্যক্তি (ঘ) জ্ঞানী ব্যাক্তি

৮৯। 'রাজা উজির মারা' এর সঠিক অর্থ কী?
(ক) রাজা উকিরকে মেরে ফেলা (খ) এদিক ওদিক বলা (গ) যা নয় তাই বলা (ঘ) লম্বা চওড়া কথা বলা

৯০। 'লক্কা পায়রা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
(ক) পলায়ন করা (খ) ফুলবাবু (গ) উল্টাফল (ঘ) কুচক্রী

৯১। 'যারা বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলে' এর অর্থ প্রকাশ 'বাগ্‌ধারা' কোনটি?
(ক) ব্যাঙের আধুলি (খ) রাশভারী (গ) লেফাফা দুরস্ত (ঘ) ভিজে বেড়াল

৯২। 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' অর্থ
(ক) হাতের কাছে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া (খ) হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলা (গ) কিছু হারিয়ে ফেলা (ঘ) গোপন বিষয় প্রকাশ করা

৯৩। 'হাতেখড়ি' কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) স্বহস্তে (খ) বিদ্যারম্ভ (গ) অবিলম্বে (ঘ) শেষ সম্বল

৯৪। 'অনিষ্ট করতে গিয়ে ভালো করা' কে কী বলে?
(ক) ভিজে বেড়াল (খ) শাপে বর (গ) কপাল ফেরা (ঘ) অদৃষ্টের পরিহাস

৯৫। 'শিঙে ফোঁকা' এর সমার্থক বাগ্‌ধারা-
(ক) অক্কা পাওয়া (খ) ঘটি উল্টানো (গ) লালবাতি জ্বলা (ঘ) রক্তগঙ্গা করা

৯৬। 'সৌভাগ্যের বিষয়' কোন বাগ্‌ধারাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
(ক) কেউকেটা (খ) গোঁফখেজুরে (গ) একাদশে বৃহস্পতি (ঘ) এলাহী কাণ্ড

৯৭। 'সাক্ষী গোপাল' অর্থ কী?
(ক) সক্রিয় দর্শক (খ) নিষ্ক্রিয় দর্শক (গ) কর্তব্যবিমুখ (ঘ) কর্তব্যপরায়ণ

৯৮। 'হাতে আসা' এর যথার্থ অর্থ-
(ক) আয়ত্তে আসা (খ) প্রভাবাধীন (গ) দক্ষতা (ঘ) বোধগম্যতা

৯৯। 'হাত ধুয়ে বসা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) খেতে বসা (খ) শুরু করা (গ) ভণ্ডামি করা (ঘ) দায়িত্বে না থাকা

১০০। 'হাতটান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে-
(ক) টাকা-পয়সার অভাব (খ) চুরির অভ্যাস (গ) খুব কৃপণ (ঘ) কোনটিই নয়

১০১। 'হাতের পাঁচ'এর অর্থ কোনটি?
(ক) নিকট জন (খ) পরমাত্মীয় (গ) বন্ধু (ঘ) শেষ সম্বল

১০২। 'হাতির পাঁচ পা দেখা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি?
(ক) ধনী হওয়া (খ) সুখী হওয়া (গ) আশ্বাস পাওয়া (ঘ) অহংকার বোধ করা

১০৩। 'হাততোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী?
(ক) নিজের হাত উপরে তোলা (খ) অপরের হাত তুলে নেওয়া (গ) প্রহার করা (ঘ) আদর করা

১০৪। 'হাড় জুড়ানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) স্বস্তি লাভ করা (খ) মারা যাওয়া (গ) বিশ্রাম নেওয়া (ঘ) আরোগ্য লাভ করা

১০৫। 'হাত জোড়ো থাকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) কর্মব্যস্ত থাকা (খ) অলস থাকা (গ) নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া (ঘ) চিন্তায় পড়া

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	ঘ	৫০	ঘ
৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	গ	৫৭	খ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ঘ	৬৪	ক	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	ঘ	৬৮	গ	৬৯	গ	৭০	খ
৭১	ক	৭২	ঘ	৭৩	ক	৭৪	গ	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	গ	৮২	ঘ	৮৩	ক	৮৪	খ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	গ	৮৮	ক	৮৯	ক	৯০	খ
৯১	গ	৯২	ঘ	৯৩	খ	৯৪	খ	৯৫	ঘ	৯৬	গ	৯৭	খ	৯৮	ক	৯৯	ঘ	১০০	খ
১০১	ঘ	১০২	ক	১০৩	গ	১০৪	ক	১০৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

প্রবাদ-প্রবচন

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে- [৪২তম বিসিএস]
(ক) প্রবাদ-প্রবচন (খ) এককথায় প্রকাশ (গ) ভাবসম্প্রসারণ (ঘ) বাক্য সংকোচন

০২। 'খনার বচন' এর মূলভাব কী? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) লৌকিক প্রণয়সংগীত (খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি (গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ (ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

০৩। কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে ঠিক? [২১তম বিসিএস]
(ক) যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না (খ) অধিক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট
(গ) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা (ঘ) যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়

০৪। 'কৌশলে কার্যোদ্ধার' কোনটি অর্থ? [১৮তম বিসিএস]
(ক) গাছে তুলে মই কাড়া (খ) এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো (গ) ধরি মাছ না ছুই পানি (ঘ) আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া

০৫। 'শৈবাল দিঘিরে কহে উচ্চ করি শির; লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির' এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়- [১৪তম বিসিএস]
(ক) প্রতিদান (খ) প্রত্যুপকার (গ) অকৃতজ্ঞতা (ঘ) সহিষ্ণুতা

০৬। কোন বাক্যে 'ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' প্রবাদটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? [১৩তম বিসিএস]
(ক) ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' করে কি লাভ, কাজে লেগে যাও (খ) ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' করে কি লাভ, আসল কথাটি বল
(গ) ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' করে কি লাভ, কি খাবে বল (ঘ) ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' করে কি লাভ, নিজের পায়ে দাঁড়াও

০৭। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে- [১৩তম বিসিএস]
(ক) বনের পশু বনে থাকতেই ভালবাসে (খ) আদিবাসী মানুষ অরণ্য জনপদে বাস করে
(গ) জীবমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর (ঘ) প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য আদি ও অকৃত্রিম

০৮। 'উভয় কুল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি? [১০তম বিসিএস]
(ক) চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো (খ) কারো পৌষ মাস, কারোও সর্বনাশ
(গ) বোঝার উপর শাকের আঁটি (ঘ) সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে

উত্তরমালা															
০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	ঘ

প্রবাদ-প্রবচন

প্র-মানে বিশিষ্ট এবং বাদ বা বচন মানে কথন। অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বিশিষ্ট কথা। লোক সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রবাদ বা প্রবচন। লোক সমাজে মানুষের দীর্ঘ দিনের আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ঐ সমাজের কিছু সৃষ্টিশীল ব্যক্তি যে চৌকশ অভিব্যক্তি বাণীবদ্ধ করে, তাই কালে কালে প্রবাদে পরিণত হয়।

আর এ প্রবাদ নির্মাণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় পরিবেশ, কৃষিশিল্প, খাদ্যাভ্যাস, ঋতুপর্ব, বিয়ে শাদি, আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম, মানব চরিত্র, প্রেম ভালোবাসা, নারী পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি।

অশোক মুখোপাধ্যায় প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন যে, অনেক দিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি, যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোনো গভীর সত্য প্রকাশ পায় তাকে বলে প্রবাদ বা প্রবচন।

লোক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় – বিস্তৃততম জীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সাহিত্যিক প্রয়াসই হলো প্রবাদ-প্রবচন।

প্রবাদের শ্রেণিকরণ:

অর্থ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন – অভিজ্ঞতামূলক, নীতিকথামূলক, ইতিকথামূলক, ঐতিহাসিক, মানবচরিত্রের সমালোচনা, সমাজের রীতিনীতি, প্রসিদ্ধ ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ক অসংখ্য বিষয়ক প্রবাদ হয়ে থাকে।

যেমন – 'উচিৎ কথায় মামা বেজার' এই প্রবাদে সমালোচনা প্রকাশ পায়। তাই এটি সমালোচনামূলক প্রবাদ।

মোট কথা প্রবাদের অর্থ অনুযায়ী প্রবাদের শ্রেণিকরণ নির্ণয় করতে হয়।

অ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
অভাবে স্বভাব নষ্ট	অভাব হলে ভালো মানুষও অসৎ হয়।
অতি দর্পে হত লংকা	অহংকার করলে পতন অনিবার্য।
অতি মেঘে অনাবৃষ্টি	মেঘের আড়ম্বর হলেই বৃষ্টি হয় না।
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকি করে অপরকে ঠকালে নিজেকেও বিপদগ্রস্ত হতে হয়।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	ভক্তির আতিশয্যে গোপন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভে আসলই হারাতে হয়।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরুদ্ধ হয়ে অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।
অনেক/ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অকারণে অনেক লোকের অংশগ্রহণে কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়	ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না।
অর্থই অনর্থের মূল	অর্থ দ্বারাই যত রকমের হাঙ্গামার সৃষ্টি।
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর	বেশি দুঃখে স্তব্ধ হওয়া।
অসারের তর্জন গর্জন সার	গুণহীন ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন করা।

আ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
আঙুল ফুলে কলাগাছ	অবৈধ পথে দ্রুত উন্নতি লাভ।
আটে পিঠে দড় তবে ঘোড়ায় চড়	দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে যাওয়া উচিত।
আঠারো মাসে বছর	অতিশয় দীর্ঘসূত্রিতা।
আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর	নিজের অধিকারের বাইরে যাওয়া।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম	নিজের স্বার্থ দেখা।
আপনি ভালো তো জগৎ ভালো	নিজে ভালো হলে অন্যরাও ভালো হয়।
আমও গেল ছালাও গেল	লাভ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারানো।
আলালের ঘরের দুলাল	ধনী ঘরের অতি আদরের ও আবদারের ছেলে।
আকাশ কুসুম চিন্তা	যে চিন্তা কোনো দিন বাস্তবায়ন হবে না।

ই

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়	অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।

উ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	অযোগ্য পাত্রে দান করা।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষী ব্যক্তির অপরাধ পতিত হওয়া।
উঠন্তি বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায়	কাজের আরম্ভটা দেখে কাজের শেষটা বুঝতে পারা।
উলটা বুঝলি রাম	ভালো কথার মন্দ ব্যাখ্যা করা।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অযাচিতভাবে (বিনা অধিকারে) হঠাৎ এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসা।

ঊ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঊনো ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল	পরিমিত আহারে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, অপরিমিত আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

এ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
এঁটোপাত না যায় স্বর্গে	পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো	একইরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া।
এক ঢিলে দুই পাখি মারা	একবারের চেষ্টাতেই একাধিক স্বার্থসিদ্ধি করা।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদাপদ একবারই আসে না।
এক হাতে তালি বাজে না	এক পক্ষের দোষে বিবাদ হয় না।
একে নাচনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি	ইন্ধন যোগানো।

ক

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
কইয়ের তেলে কই ভাজা	যার কাজ তাকে দিয়েই কাজ হাসিল করা।
কত ধানে কত চাল (হয়)	কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বা খবর।
কপালগুণে গোপাল ঠাকুর	ভাগ্য ভালো থাকলে অযোগ্য ব্যক্তিও বড়ো হয়।
কপালের লিখন যায় না খণ্ডন	ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে	অর্থে দুষ্প্রাপ্য বস্তুও সুলভ হয়।
কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না	পরিশ্রম না-করলে সফলতা পাওয়া যায় না।
কয়লা ধুলে ময়লা যায় না	স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া কঠিন।
কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে	খারাপ লোক সহজে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।
কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ঠাস ঠাস	সময় থাকতে কাজে না-লাগালে অসময়ে আর কাজ হয় না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক দুষ্টের বিরুদ্ধে অন্য দুষ্টকে লেলিয়ে দিয়ে উভয়ের বিনাশ সাধন করা।
কাকের মাংস কাকে খায় না	স্বজন বা স্বগোত্রের প্রতি অনুরাগ।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা	ব্যথার উপরে আরও ব্যথা দেওয়া।
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	কুৎসিতকে বেমানানভাবে সজ্জিত করা হাস্যকর ব্যাপার।
কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ	কারো বিরাট লাভের পাশাপাশি অন্য কারো বিরাট ক্ষতি হওয়া।

কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে পানিতে বাস	যার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তার সাথে বিবাদ করে বাস করা যায় না।
কুল রাখি না শ্যাম রাখি	উভয় সঙ্কটে পড়া।
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ	একের পরিশ্রমে অন্যের বিলাসিতা।
কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা	অল্প বয়সে বিগড়ানো।

খ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি	মূলকাজের চেয়ে অনাবশ্যক আড়ম্বর বেশি করা।
খাল কেটে কুমির আনা	নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা।
খালি কলসি বাজে বেশি	অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি বা বস্তুর বাহ্যিকভাবে তর্জন-গর্জন করা।
খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে	শক্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অযোগ্য ব্যক্তিরও উন্নতি সম্ভব।
খিদে পেলে বাঘেও ধান খায়	প্রয়োজন নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না।
খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা	আয়ত্তে এনে অত্যাচার করা।
খাস তালুকের প্রজা	খুব অনুগত ব্যক্তি

গ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
গরু মেরে জুতো দান	জঘন্য অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সামান্য প্রতিদান দেওয়া।
গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন	অধ্যবসায়ের ফলে দক্ষতা আসে।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির নিজে নিজেই নেতা সাজা।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন।
গাছে তুলে মই কাড়া	কাজে নামিয়ে সরে পড়া।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে ফলের প্রত্যাশা করা।
গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়	সম্পদের সবটুকুই ভোগ করা।
গাল টিপলে দুধ বেরোয়	একেবারে অবোধ।
গোড়া কেটে আগায় পানি দেয়া	দোষ শুধরানোর চেষ্টা।

ঘ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজের খরচায় অপরের স্বার্থ দেখা।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে শত্রু আপনজন।
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি	চতুর ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্ত শাস্তির ইঙ্গিত।
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ।
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	অন্যকে ডিঙিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা।
ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ	লজ্জার ভাব, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ।

চ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তারপর অন্য কথা।
চোখে সর্ষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশেহারা হওয়া।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে	সুযোগ হাতছাড়া হলে মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির আসে।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি	অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেও সে সৎ হয় না।
চোরের ধন বাটপাড়ে খায়	অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন নিজে ভোগ করতে না-পারা।

ছ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি।
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা	সামর্থ্য নেই অথচ প্রাচুর্যের প্রত্যাশা।

জ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদে পড়া।
জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ	পরাক্রমশালীর এলাকায় গিয়ে পরাক্রমশালীর সাথেই বিবাদে জড়িয়ে পড়া।
জাতে মাতাল তালে ঠিক	দেখতে বেহিসাবি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজে হিসাবি।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	ছোট-বড় যাবতীয় কাজ।
জোর যার মুল্লুক তার	শক্তি থাকলে সবকিছু জয় করা যায়।

ঝ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো	পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা।

ঠ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।
ঠেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু হওয়া।

ড

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ডুবে ডুবে পানি খাওয়া	লোকচক্ষুর অগোচরে কার্যসিদ্ধি করা।
ডোবা দেখলে ব্যাঙ লাফায়	আকাঙ্ক্ষার বস্তু দেখলেই মন আন্দোলিত হয়।

ঢ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার	শূন্য হাতেই বাহাদুরি করা।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে	অভ্যাস কখনও বদলায় না।
ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	অপরের ক্ষতি চাইলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
ঢাকের বাদ্য থামলে মিষ্টি	যা অসহ্য তা থামলেই ভালো।

ত

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরো দেওয়া।
তীরে এসে তরী ডোবা	শেষ পর্যায়ে কাজ পণ্ড হওয়া।
তেলে বেগুনে জ্বলা	অতিরিক্ত উত্তেজিত হওয়া।
তালপাতার সেপাই	শক্তিহীন লোক।

দ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ	সকলে মিলেমিশে কাজ করে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা নেই।
দশের লাঠি একের বোঝা	কোনো কাজ একার পক্ষে করা কঠিন, কিন্তু দশজনের পক্ষে খুব সহজ।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না	সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা।
দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা	সযত্নে দুশমনকে প্রতিপালন করা।
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো	খারাপ জিনিস থাকার চেয়ে না থাকা ভালো।
দশচক্রে ভগবান ভূত	অনেকের চেষ্টায় সত্যকে মিথ্যা বানানো।
দশ দিন চোরের একদিন সাধুর	কুকর্মের ফল একদিন অনিবার্য ফলে।

ধ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	কাউকে গ্রাহ্য না করা।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	বিন্দুমাত্র বেগ না পেতে হয় এমন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	শেষ অবধি সত্য উদঘাটিত হয়।
ধারে না কাটলে ভারে কাটে	কোনো না কোনো উপায়ে কার্যসিদ্ধি।
ধেনো হাটে ওল নামানো	না বুঝে অকাজ করা।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক/সত্যবাদী।

ন

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?	বিপদে সবার ক্ষতি।
নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো	একেবারে না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো।
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা	অকর্মণ্যতার ফলে ব্যর্থতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা।
নানা মুনির নানা মত	বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত।
নুন খাই যার গুণ গাই তার	উপকারীর উপকার করা।
নিজের পায়ে কুড়াল মারা	নিজের ক্ষতি নিজেই করা।

প

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা।
পরের মুখে ঝাল খাওয়া	নিজে না বুঝে অন্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।
পাকা ধানে মই দেওয়া	সুসম্পাদিত কাজ পণ্ড করা।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদ, রক্ষার কোনো পথ নেই। (উভয়সংকট)
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথে উপার্জিত ধন কুপথে নষ্ট হয়।
পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে	ধ্বংসের আগে অনেকের স্পর্ধা বাড়ে।
পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে	বিপদে পড়ে কাজ করা।
পুরনো চাল ভাতে বাড়ে	অভিজ্ঞ লোকের বৈশিষ্ট্য।

ফ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া।

ব

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	ছোটখাট ব্যাপারে নিয়মের বাড়াবাড়ি কিন্তু বড় বিষয়ে উদাসীন।
বাঁদরের/ বানরের গলায় মুক্তার মালা	যে ভালো জিনিসের কদর বা দাম বোঝে না তাকে ভালো বা দামি জিনিস দেওয়া।
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর	উপযুক্ত তদারকির অভাবে নিযুক্ত কর্মীদের কাজে অবহেলা করা।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ উপস্থিত।
বিষ নাই কুলোপনা চক্কর	ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মৌখিক আস্ফালন।
বুদ্ধি যার যশ তার	গায়ের জোরের চেয়ে মেধার জোর বেশি।
বেল পাকলে কাকের কী	উপভোগ করতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল।
বোঝার ওপর শাকের আঁটি	অনেক বোঝার উপর আরও কিছু চাপানো।

ভ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ভাঙবে তবু মচকাবে না	মনের জোর থাকলে সংকল্প টলে না।
ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া	বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।
ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করা।

ভূতের মুখে রামনাম	স্বভাব বিরুদ্ধ কথা বা বাক্য, অসম্ভব ব্যাপার।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	বিপদে প্রতিকারের চেষ্টা নেই অথচ কোলাহল করা হচ্ছে।
ভস্মে ঘি ঢালা	অর্থহীন অপব্যয়।
ভানুমতির খেল	ভেলকিবাজি।

ম

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
মরা হাতি লাখ টাকা	শক্তিমানদের পতন ঘটলেও তাদের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা বহন করে।
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বড় আয়োজন।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	নিজে খরচপত্র না করে অন্যের উপর দিয়ে স্বার্থরক্ষা করা।
মাছের মায়ের পুত্রশোক	মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার পুত্রশোক অস্বাভাবিক।

য

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
যত গর্জে তত বর্ষে না	আড়ম্বর অনুসারে কার্য হয় না।
যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন	মিলে মিশে কাজ করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।
যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা	যাকে অপছন্দ তার প্রত্যেক কাজই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।
যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে	যার যে-কাজ সে কাজ তাকেই মানায়, অন্য কেউ করতে গেলে নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়।
যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই	অকারণে অতিউৎসাহ প্রদর্শন।
যার লাঠি তার মাটি	যার শক্তি আছে সে-ই দখল পায়।
যে করে চক্ষুদান, তারেই কর অপমান	উপকারীর উপকার স্বীকার করার পরিবর্তে তাকেই অপদস্থ করা।
যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ	ক্ষমতা লাভ করলে সবাই এক রকম হয়।
যে সয় সে রয়	কষ্ট করলে বিনাশ নেই।
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়	বিপদের আসঙ্কাস্থলে বিপদ নেমে আসে।
যেমন কর্ম, তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল ভোগ করে।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল	যেমন কঠিন রোগ, তেমনি তীব্র ঔষধ।

র

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
রথ দেখা কলা বেচা	একসাথে দুইটি কাজ করা।

ল

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	চাহিবামাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায় তার সম্পর্কে বলা।
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না	পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি চড় খেয়েও কাজ করে না বা লঘু শাসন মানে না।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	বেশি লোভ করলে পাপ হয় এবং পাপ করলে ধ্বংস অনিবার্য।
লোম বাছতে কম্বল উজাড়	ভালো কিছু নির্বাচন করা কঠিন।

শ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
শক্তের ভক্ত নরমের যম	শক্তিমান লোকের কাছে বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে এমন।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	জঘন্য অপরাধ গোপনের হাস্যকর চেষ্টা করা।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল	দুষ্টের সহায়ক দুষ্ট লোক।
শুভংকরের ফাঁকি	আসল কথা গোপন রেখে ছলনা করা।

স

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেবো কোথা?	সর্বত্র গলদ থাকলে দূর করা যায় না।
সস্তার তিন অবস্থা	অল্পমূল্যের জিনিস খারাপ হয়।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারে স্ফিত হয়ে ওঠা।
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে	প্রকৃত চরিত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারে।
সুখে থাকতে ভূতে কিলায়	সুখের মর্যাদা না বুঝে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা।
সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্য ধারণ করলে ফল পাওয়া যায়।

হ

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	অকর্মণ্য ব্যক্তির ততোধিক অযোগ্য দোসর।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাঢ্য ব্যক্তির ধনাধিক্যের নিদর্শন।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার চেষ্টা করা।
হাতে নয় ভাতে মারা	প্রহার না করে কেবল উপবাস রেখে দুর্বল করা।
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারী ব্যক্তির দাম্ভিক আচরণ।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	সাথে সাথে প্রমাণ।
হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে	একূল ওকূল উভয় কূল হারানো।
হায়রে আমড়া কেবল আঁটি আর চামড়া	বাইরে চাকচিক্য ভেতরে শূন্যতা।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। পল্লি সাহিত্যের কোন বিষয় নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ বলে পণ্ডিত সমাজ মনে করছেন?
(ক) রূপকথা (খ) উপকথা (গ) প্রবাদ (ঘ) লোকসঙ্গীত

০২। 'উচিত কথায় মামা বেজার'- এটি যে শ্রেণির প্রবাদ-
(ক) সমালোচনামূলক (খ) অভিজ্ঞতাবাচক (গ) নীতিমূলক (ঘ) ব্যঙ্গাত্মক

০৩। 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?
(ক) কৃষি (খ) শিল্প (গ) ব্যবসা (ঘ) রাজনীতি

০৪। 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি' প্রবচনটির অর্থ-
(ক) ফাঁদে আটকানোর কৌশল (খ) বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখানো (গ) অভিজ্ঞতার অভাব (ঘ) শাস্তির কথা বলা

০৫। 'সাপের পাঁচ পা দেখা'প্রবাদের অর্থ-
(ক) ভয় পাওয়া (খ)শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা (গ) অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা (ঘ) চোখে অন্ধকার দেখা

০৬। 'কাকের মাংস কাকে খায় না'প্রবাদটির অর্থ-
(ক) স্বজাতির ক্ষতি কেউ করে না (খ) আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না (গ) নিজের ক্ষতি কেউ করে না (ঘ) মিত্রতা বজায় রাখে

০৭। 'নিজের দেশের গুণের কদর নেই' এর অর্থ প্রকাশক প্রবাদ কোনটি?
(ক) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (খ) মুড়ি মিছরির এক দর (গ) গোঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (ঘ) ভাগের মা গঙ্গা পায় না

০৮। 'ভানুমতির খেল'প্রবচনটি বোঝায়-
(ক) চালবাজি (খ) ভেলকিবাজি (গ) ফটকবাজি (ঘ) কেরেববাজি

০৯। 'সময়ে কাজে না লাগালে অসময়ে পথে ফেরানো কঠিন' এই অর্থের সাথে প্রযোজ্য প্রবচন কোনটি?
(ক) নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মারমার (খ) উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়
(গ) নদী,নারী, শৃঙ্গধারী- এ তিনে না বিশ্বাস করি (ঘ) কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস

১০। 'গুণহীনের বৃথা আস্ফালন'এর অর্থ নিচের কোন প্রবাদের সাহায্যে বোঝানো যায়?
(ক) আসলে মুঘল নেই, ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (খ) অসারের তর্জন গর্জন সার
(গ) কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন (ঘ) ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি

১১। 'যত গর্জে তত বর্ষে না' বাক্যটিতে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
(ক) পরিণাম (খ) তুলনা (গ) বৈপরীত্য (ঘ) কোনোটিই নয়

১২। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রবচনটির যথার্থ অর্থ-
(ক) কষ্টের উপর আরো কষ্ট (খ) দুরারোগ্য ব্যাধি (গ) বুড়োর ভীমরতি (ঘ) নতুন যৌবনপ্রাপ্তি

১৩। 'যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ' এর অর্থ কী?
(ক) জোর যার মুল্লুক তার (খ) দুর্বল ব্যক্তি শক্তি লাভ (গ) যার শক্তি আছে সে-ই দখল পায় (ঘ) ক্ষমতা লাভ করলে সবাই এক হয়

১৪। 'অতি মেঘে অনাবৃষ্টি' প্রবচনটির অর্থ-
(ক) অকারণ অনাসৃষ্টি (খ) মেঘের আড়ম্বর হলেই বৃষ্টি হয় না (গ) অতি মেঘের কারণে বিপর্যয় (ঘ) অতি বৃষ্টির বিড়ম্বনা

১৫। 'ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ' প্রবচনটির অর্থ-
(ক) গোপন কাজ (খ) উৎকট স্বার্থপরতা (গ) লজ্জার ভাব, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ (ঘ) দুরভিসন্ধি

১৬। 'কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর' প্রবাদটির অর্থ-
(ক) অসুন্দরকে বেমানান ভাবে সজ্জিত করা (খ) অযোগ্যের ভাগ্যগুণে বড় হওয়া
(গ) ভালো কথার খারাপ ব্যাখ্যা (ঘ) নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করে দেয়া

১৭। 'খাস তালুকের প্রজা' প্রবাদটির অর্থ হলো-
(ক) নিঃস্ব ব্যক্তি (খ) সৎ ব্যক্তি (গ) তোষামোদকারী (ঘ) খুব অনুগত ব্যক্তি

১৮। 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' প্রবাদটি কী অর্থ নির্দেশ করে?
(ক) মিথ্যাবাদী (খ) সত্যবাদী (গ) সত্যবাদিতার ভান করা (ঘ) কপোটতা

১৯। 'ঘোড়ারোগ'প্রবাদটির অর্থ কী?
(ক) সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ (খ) অর্থের কুপ্রভাব (গ) কঠিন অসুখ (ঘ) অসম্ভব বস্তু

২০। 'যে সহে সে রহে' এর সমর্থক প্রবাদ কোনটি?
(ক) সবুরে মেওয়া ফলে (খ) যার লাঠি তার মাটি (গ) জোর যার মুল্লুক তার (ঘ) বুদ্ধি যার বল তার

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরট করতে পারবেন।]

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্যশুদ্ধি

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
(খ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
(ঘ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

০২। শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই
(খ) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম
(গ) অকারণে ঋণ করিও না
(ঘ) হয়তো সোহমা আসতে পারে

০৩। কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) জবাবদিহি (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) একত্রিত (ঘ) গৌরবিত

০৪। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(খ) তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।
(গ) তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ।
(ঘ) সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না।

০৫। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
(খ) দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
(গ) দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
(ঘ) দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়

০৬। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
(খ) দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
(গ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
(ঘ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।

০৭। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [২৫তম বিসিএস]
(ক) তাহার জীবন সংশয়পূর্ন (খ) তাহার জীবন সংশয়ময় (গ) তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ (ঘ) তাহার জীবন সংশয়ভরা

০৮। 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ? [২৪তম বিসিএস]
(ক) সন্ধিজনিত (খ) প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

০৯। শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন- [১২তম বিসিএস]
(ক) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
(খ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
(গ) বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
(ঘ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন

১০। কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [১১তম বিসিএস]
(ক) একটা গোপনীয় কথা বলি
(খ) একটি গোপন কথা বলি
(গ) একটি গোপন কথা বলি
(ঘ) একটি গুপ্ত কথা বলি

১১। শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [১০তম বিসিএস]
(ক) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়া
(খ) দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল
(গ) দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
(ঘ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

উত্তরমালা																					
০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক	১১	গ

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন – অশ্রুজল ।

অপপ্রয়োগ ঘটার কারণ: ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা – ➲ উচ্চারণজনিত ➲ শব্দ গঠনজনিত ➲ অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত	
অত্র-যত্র-তত্র	'অত্র' শব্দের অর্থ 'এখানে', 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। এই অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
অশ্রুজল	অশ্রু অর্থই চোখের জল। তাই অশ্রুজল ব্যবহার করা অপপ্রয়োগ।

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত	
অধীনস্ত	বহুল প্রচলিত হলেও শব্দটি ভুল। সঠিক শব্দ হবে অধীন।
ইদানীংকাল	'ইদানীং'বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং'শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত করে 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
আশ্চর্য/আশ্চর্যান্বিত	আশ্চর্য শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে 'বিস্ময়কর' বিস্মিত অর্থে এই শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত হলেও ভুল। যেমন: ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। সঠিক হবে- ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।
উর্বরা শক্তি	'উর্বরা শক্তি' কথাটার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটার প্রয়োগই যথার্থ।
দাহ্যশক্তি	দহন বা দাহ করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ । 'দাহ্য' শব্দের অর্থ: যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহন যোগ্য । তাই 'দাহ্যশক্তি' এর স্থলে লিখতে হবে দাহিকা শক্তি।
অতিপ্রথম/সর্বপ্রথম	'প্রথম'শব্দের সাথে কোনো তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এজন্য শব্দটি থেকে 'অতি' ও 'সর্ব' বাদ যাবে।
বমালসুদ্ধ	বমাল শব্দের অর্থই হচ্ছে মাল সহ। সুতরাং শেষে 'সুদ্ধ' শব্দটির প্রয়োগ ভুল।
কেবলমাত্র/শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে, সেখানে 'কেবলমাত্র'বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ শব্দটি বিশেষ্য। তাই এর সাথে পুনরায় 'তা' যোগ করলে অপপ্রয়োগ হবে।
কৃচ্ছ্রতা	'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ: শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
ফলশ্রুতি	'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
ভাষাভাষী	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষাই যথেষ্ট। তবে 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী'শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
পূর্বাহ্ন	'পূর্বাহ্ন' শব্দের অর্থ: দিনের প্রথম ভাগ। অনেকে পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির ব্যবহার করে, যা অপপ্রয়োগ।
সাম্প্রতিককাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে কাল যুক্ত। 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
প্রস্তাব/প্রস্তাবনা	'প্রস্তাব'ও 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আলোচ্য বিষয়' ও 'ভূমিকা'। তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
ঠিক/সঠিক	আধুনিক বাংলা অবিধান অনুযায়ী দুটোই শুদ্ধ। সঠিক-নির্ভুল, প্রকৃত। ঠিক- (১) সত্য, নির্ভুল (২) স্থিরীকৃত (৩) কম বা বেশি নয়।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ: উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো 'দাবদাহ'; যার অর্থ-দাবানলের তাপ।
অধঃস্তন/অধস্তন	অনেক জায়গায়ই লক্ষ করলে দেখা যায় লেখা আছে 'অধঃস্তন কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান' – এখানে অধঃস্তন শব্দের অর্থ 'নিম্নস্থ স্তন' যা ভুল। শুদ্ধ বানান হবে- অধস্তন।
ঝরণা/ঝর্ণা	যার জল ঝরে পড়ে তা-ই ঝরনা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয় এটি। তাই ঝরণা বা ঝর্ণা লেখা অনুচিত।
বৈদেহী/বিদেহী	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ঈ-প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
কৃতি/কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ: কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ: কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
স্ব/স	'স' অর্থ সহ/সহিত এবং 'স্ব' অর্থ নিজ। যেমন: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত (নিজ পরিবারে আমন্ত্রিত), না হয়ে আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত (পরিবারসহ আমন্ত্রিত) হবে।
সাক্ষর/স্বাক্ষর	দুটো বানানই শুদ্ধ। সাক্ষর শব্দের অর্থ 'অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন'। আর স্বাক্ষর শব্দের অর্থ সই বা দস্তখত। সুতরাং বানান দুটির ব্যবহারের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার না হলে তা অশুদ্ধ হবে।
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধ শব্দটি বিশেষণ। শব্দটির সাথে 'শালী' যোগ করে পুনরায় বিশেষণ করাটা অনর্থক। 'সমৃদ্ধ' শব্দটির বিশেষ্য হলো সমৃদ্ধি, সুতরাং শুদ্ধ রূপ হবে সমৃদ্ধ অথবা সমৃদ্ধিশালী।
লক্ষ/লক্ষ্য	দুটো বানানই ঠিক। লক্ষ শব্দের অর্থ দৃষ্টিপাত করা/১০০ হাজার। আর লক্ষ্য শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য/নজর। অর্থাৎ বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করলে য-ফলা হবে। সংখ্যা প্রকাশক বা ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করলে য-ফলা হবে না।

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত

শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ/অশুদ্ধি

যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অস্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
একত্রিত	একত্র	ঐক্যতা	ঐক্য
কেবলমাত্র	কেবল	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য/কৃপণতা
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য/সুন্দরতা	সুস্বাগত	স্বাগত
সৌজন্যতা	সৌজন্য/সুজনতা	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয় পূর্বক

সমার্থ শব্দের বাহুল্য জনিত অশুদ্ধি/অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র
সময়কাল	সময়/কাল	বিবিধপ্রকার	বিবিধ

ভুল অথচ প্রচলিত	সঠিক	ভুল অথচ প্রচলিত	সঠিক
সংস্কৃতিকবান	সংস্কৃতিমান	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	অহর্নিশি	অহর্নিশ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	স্বত্ত্ব	স্বত্ব
চলমান	চলন্ত	প্রবাহমান	প্রবহমান
মৌনতা	মৌন	একত্রিত	একত্র
সুবুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান	সুস্বাগত	স্বাগত

শব্দের মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ		সন্ধির মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	
অশুদ্ধ	রাজু ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম/তর।	অশুদ্ধ	এবারের নির্বাচনে করিম সাহেব খুব দুরাবস্থায় আছেন।
শুদ্ধ	রাজু ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ।	শুদ্ধ	এবারের নির্বাচনে করিম সাহেব খুব দুরবস্থায় আছেন।
অশুদ্ধ	ভালো ভালো ছেলেগুলোকে একত্রিত করো।	অশুদ্ধ	তিনি নিজেকে জগৎঈশ্বর মনে করছেন।
শুদ্ধ	ভালো ভালো ছেলেকে একত্র করো।	শুদ্ধ	তিনি নিজেকে জগদীশ্বর মনে করছেন।
অশুদ্ধ	সে সদাসর্বদা আমাদের মঙ্গল চেয়েছে।	অশুদ্ধ	পরশুদিন তিনি আদালতে সাক্ষী দিতে যাবেন।
শুদ্ধ	সে সর্বদা/সব সময় আমাদের মঙ্গল চেয়েছে।	শুদ্ধ	পরশুদিন তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাবেন।

সমাসের মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ		প্রত্যয়ের মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	
অশুদ্ধ	শহর ও গ্রামে এখন উৎসবের আমেজ।	অশুদ্ধ	দারিদ্র কাজী নজরুল ইসলামকে মহান করেছে।
শুদ্ধ	শহর-গ্রামে এখন উৎসবের আমেজ।	শুদ্ধ	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা কাজী নজরুল ইসলামকে মহান করেছে।
অশুদ্ধ	তিনি স্বসম্মানে পদত্যাগ করেছেন।	অশুদ্ধ	সে সকলের উপর কর্তৃ খাটানোর চেষ্টা করে।
শুদ্ধ	তিনি সসম্মানে পদত্যাগ করেছেন।	শুদ্ধ	সে সকলের উপর কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করে।
অশুদ্ধ	কুআকারের মানুষগুলো ভালো স্বভাবের হয়।	অশুদ্ধ	বিকার লোক সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
শুদ্ধ	কদাকারের মানুষগুলো ভালো স্বভাবের হয়।	শুদ্ধ	বিকৃত লোক সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

কারকের মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ		বিভক্তির মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	
অশুদ্ধ	সাপুড়ে সাপকে খেলায়।	অশুদ্ধ	আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যেরে।
শুদ্ধ	সাপুড়ে সাপ খেলায়।	শুদ্ধ	আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।
অশুদ্ধ	পাহাড়কে নাড়ায়, সাধ্য কার।	অশুদ্ধ	এই কলমকে দিয়ে লেখা হবে না।
শুদ্ধ	পাহাড় নাড়ায়, সাধ্য কার।	শুদ্ধ	এই কলম দিয়ে লেখা হবে না।
অশুদ্ধ	রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে পড়ো।	অশুদ্ধ	গরুকে দিয়ে শুধু লাঙ্গল নয় গাড়িও টানা হয়।
শুদ্ধ	রবীন্দ্রনাথ ভালো করে পড়ো।	শুদ্ধ	গরু দিয়ে শুধু লাঙ্গল নয়, গাড়িও টানা হয়।
অশুদ্ধ	বিপদে যেন করিতে পারি জয়।	অশুদ্ধ	মনকে দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।
শুদ্ধ	বিপদ যেন করিতে পারি জয়।	শুদ্ধ	মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অশুদ্ধি/অপপ্রয়োগ	অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
	কল্যান	কল্যাণ	কংকন	কঙ্কণ
	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
	সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ- অপপ্রয়োগের উদাহরণ			
অশুদ্ধ	একথা প্রমাণ হয়েছে।	অশুদ্ধ	অর্ধাঙ্গিনীর অশ্রুজল দেখে স্বামী শোকে মোহ্যমান হলেন।
শুদ্ধ	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।	শুদ্ধ	অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।
অশুদ্ধ	খাঁটি গরুর দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।	অশুদ্ধ	যে অপমান হয়েছে, এ ঘটনা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
শুদ্ধ	গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।	শুদ্ধ	সে অপমানিত হয়েছে, এ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।
অশুদ্ধ	সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	অশুদ্ধ	তাহার সৌজন্যতা ভুলতে পারবো না।
শুদ্ধ	সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়।	শুদ্ধ	তার সৌজন্য ভুলতে পারবো না।
অশুদ্ধ	ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করলো।	অশুদ্ধ	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ	নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করলো।	শুদ্ধ	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

বাক্যে প্রধানত ৩ ধরনের ভুল থাকে। যথা –

(১) সাধু ও চলিত রীতির ভুল : এ ভুলগুলো খুঁজে বের করা খুবই সহজ। বাক্যটি সাধুরীতির হলে বাক্যে উল্লিখিত চলিত রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলো ভুল বলে গণ্য হবে।
আবার, বাক্যটি চলিত রীতির হলে বাক্যে উল্লিখিত সাধুরীতির সর্বনাম ও চলিত রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলো ভুল বলে গণ্য হবে।

(২) বাহুল্যজনিত ভুল : বাক্যে আর একটি সাধারণ ভুল থাকে, তা হলো বাহুল্য জনিত ভুল। যেমন –

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ	সকল শিক্ষক/শিক্ষকগণ	আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম
অশ্রুজল	অশ্রু	বমালসহ	বমাল/মালসহ
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	সময়কাল	সময়/কাল
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত	সুস্বাগত	স্বাগত

(৩) বানানের ভুল: এ ধরনের বাক্যে সবচেয়ে বেশি ভুল থাকে বানানের ভুল। এজন্য শব্দের শুদ্ধি-অশুদ্ধি জানা আবশ্যক।

বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ

অশুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্রগণ আসিয়াছিল ।
শুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্র আসিয়াছিল/এসেছিল।
অশুদ্ধ : সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
শুদ্ধ : সকল দর্শককে স্বাগত জানাই/দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
অশুদ্ধ : সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে।
শুদ্ধ : সকল বন্যার্তকে ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে।
অশুদ্ধ : সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।
শুদ্ধ : সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
অশুদ্ধ : সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
শুদ্ধ : সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।
অশুদ্ধ : তিনি স্বস্ত্রীক খুলনায় থাকেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক খুলনায় থাকেন।
অশুদ্ধ : আসামির অনুপস্থিতে বিচার চলছে।
শুদ্ধ : আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার চলছে।
অশুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
অশুদ্ধ : অসুস্থবশত যে কলেজে আসতে পারেনি।
শুদ্ধ : অসুস্থতাবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।
অশুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।
শুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
অশুদ্ধ : তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
শুদ্ধ : তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
অশুদ্ধ : আমার সাবকাশ নাই।
শুদ্ধ : আমার অবকাশ নাই।
অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অশুদ্ধ : আগত শনিবারে তাঁহারা যাইবে।
শুদ্ধ : আগামী শনিবারে তাঁরা যাবে।
অশুদ্ধ : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ : আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
অশুদ্ধ : বিদেশী অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো।
শুদ্ধ : বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানানো হলো।
অশুদ্ধ : লেখাপড়ার পাশাপাশি সুস্থ্য রক্ষাও দরকার।
শুদ্ধ : লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।
অশুদ্ধ : সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।
শুদ্ধ : সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
অশুদ্ধ : এ কাজে স্বার্থকতা লাভ করিতে চাহিলে আরও মনোযোগ করিতে হইবে।
শুদ্ধ : এ কাজে সার্থকতা লাভ করিতে চাহিলে আরও মনোযোগ দিতে হইবে।
অশুদ্ধ : উহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
শুদ্ধ : তাহার উদ্ধত/ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
অশুদ্ধ : তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
শুদ্ধ : তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
অশুদ্ধ : সর্বশেষ ঘটনার ফলশ্রুতিতে ....।
শুদ্ধ : সর্বশেষ ঘটনার ফলে ...।
অশুদ্ধ : আগামীতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।
শুদ্ধ : ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।
অশুদ্ধ : পরবর্তীতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শুদ্ধ : পরবর্তীকালে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অশুদ্ধ : সে জার্মানে এ বিষয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
শুদ্ধ : সে জার্মানিতে এ বিষয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
অশুদ্ধ : কিছু মানুষদের দোষে সমাজের আজ এমন করুণ অবস্থা।
শুদ্ধ : কিছু মানুষের দোষে সমাজের আজ এমন করুণ অবস্থা।
অশুদ্ধ : সব আমগুলো খাওয়া শেষ।
শুদ্ধ : আমগুলো/সব আম খাওয়া শেষ।
অশুদ্ধ : অন্য দুজন সদস্যদ্বয় এখানে অনুপস্থিত।
শুদ্ধ : অন্য দুই সদস্য/অন্য সদস্যদ্বয় এখানে অনুপস্থিত।
অশুদ্ধ : অন্যান্যদের মতো তিনিও স্থান ত্যাগ করলেন।
শুদ্ধ : অন্যান্যের/অন্যদের মতো তিনিও স্থান ত্যাগ করলেন।
অশুদ্ধ : যেসব ছাত্রীরা এখানে উপস্থিত, তারা সবাই ঢাকাবাসী।
শুদ্ধ : যেসব ছাত্রী/যে ছাত্রীরা এখানে উপস্থিত তারা সবাই ঢাকাবাসী।
অশুদ্ধ : সব আরোহীরা অবতরণ করলেন।
শুদ্ধ : সব আরোহী/আরোহীরা অবতরণ করলেন।
অশুদ্ধ : অধিকাংশ/বেশির ভাগ পত্রিকাসমূহে এ ভূল পরিলক্ষিত হয়।
শুদ্ধ : অধিকাংশ/বেশির ভাগ পত্রিকায় এ ভুল পরিলক্ষিত হয়।
অশুদ্ধ : এসব পাখিদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য।
শুদ্ধ : এসব পাখি বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য।
অশুদ্ধ : শত শত আহতদের আর্তনাদে আকাশ ভারী হয়ে উঠল।
শুদ্ধ : শত শত আহতের আর্তনাদে আকাশ ভারী হয়ে উঠল।
অশুদ্ধ : একদল নতুন ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ হবে।
শুদ্ধ : একদল নতুন ছেলেমেয়ের প্রশিক্ষণ হবে।
অশুদ্ধ : তাকে চিকিৎসা করা হবে।
শুদ্ধ : তার চিকিৎসা করা হবে।
অশুদ্ধ : তাকে বিচার করা হবে।
শুদ্ধ : তার বিচার করা হবে।
অশুদ্ধ : ওরা দিন রাত মাকে সেবা করে।
শুদ্ধ : ওরা দিন রাত মায়ের সেবা করে।
অশুদ্ধ : ঈশ্বরকে আরাধনায় তার দিন কাটে।
শুদ্ধ : ঈশ্বরের আরাধনায় তার দিন কাটে।
অশুদ্ধ : সরস্বতীকে পূজা করলে বিদ্যা হয়।
শুদ্ধ : সরস্বতীর পূজা করলে বিদ্যা হয়।

অশুদ্ধ : কারখানার ধোঁয়া পরিবেশকে দূষণ করে।
শুদ্ধ : কারখানার ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে/পরিবেশকে দূষিত করে।
অশুদ্ধ : আমি বইকে যত্ন করি ।
শুদ্ধ : আমি বইয়ের যত্ন করি ।
অশুদ্ধ : আমাদের সকলকে একজোট হয়ে এ কাজে নামা দরকার ।
শুদ্ধ : আমাদের সকলের একজোট হয়ে এ কাজে নামা দরকার।
অশুদ্ধ : তিনি তার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।
অশুদ্ধ : সে শত্রুকে সন্ধান করে বেড়ায়।
শুদ্ধ : সে শত্রুর সন্ধান করে বেড়ায়।
অশুদ্ধ : সূর্য উদয় হয়েছে।
শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : পিতা তোমার প্রতি ক্রোধ হইয়াছেন।
শুদ্ধ : পিতা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।.
অশুদ্ধ : যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।
শুদ্ধ : যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
শুদ্ধ : সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
অশুদ্ধ : সে চমৎকার হইয়াছে।
শুদ্ধ : সে চমৎকৃত হইয়াছে।
অশুদ্ধ : এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।
শুদ্ধ : এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
অশুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
শুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : গৌরব লোপ পেয়েছে।
শুদ্ধ : গৌরব লুপ্ত হয়েছে।
অশুদ্ধ : ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।
শুদ্ধ : ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম ।
অশুদ্ধ : কথা শুনে সে বিস্ময় হয়েছে।
শুদ্ধ : কথা শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : তোমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।
শুদ্ধ : তোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : বর্তমানে বিদ্বান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ : বর্তমানে বিদুষী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
অশুদ্ধ : কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল ।
শুদ্ধ : কিশোরী বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল ।
অশুদ্ধ : পৃথিবী সবর্দা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণয়মান।
শুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান (যা ঘূর্ণমান)।
অশুদ্ধ : ডালিম ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।
শুদ্ধ : ডালিম ফুলের রক্তিমা চোখে পড়ার মতো।
অশুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষোড়স বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
অশুদ্ধ : এত পরিশ্রম আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।
শুদ্ধ : এত পরিশ্রম আমার সাধ্য নয়।
অশুদ্ধ : ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।
অশুদ্ধ : সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।
শুদ্ধ : সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
অশুদ্ধ : অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
অশুদ্ধ : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
অশুদ্ধ : আপনার সাথে গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ : আপনার সাথে গোপনীয় পরামর্শ আছে।
অশুদ্ধ : নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?
শুদ্ধ : নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
অশুদ্ধ : নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।
শুদ্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।
অশুদ্ধ : সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাজ।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
অশুদ্ধ : সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কথিতব্য নয়।
শুদ্ধ : সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কহতব্য (বা কথনীয়) নয়।
অশুদ্ধ : যৌথবদ্ধ হস্তীদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।
শুদ্ধ : যুথবদ্ধ হস্তীদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।
অশুদ্ধ : সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (সমৃদ্ধিমান) পরিবারে তার জন্ম।
অশুদ্ধ : এ পরিবারটি আমাদের এলাকার সম্ভ্রান্তশালী পরিবার।
শুদ্ধ : এ পরিবারটি আমাদের এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার।
অশুদ্ধ : আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ : আকণ্ঠ (কণ্ঠপর্যন্ত) ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
অশুদ্ধ : হীন চরিত্রবান লোক পশুরও অধম।
শুদ্ধ : হীনচরিত্র লোক পশুরও অধম।
অশুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলে (বা মূলসহ) উৎপাটিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : সশঙ্কিতচিত্তে সে কথাটা বলল ।
শুদ্ধ : সশঙ্কচিত্তে (বা শঙ্কিতচিত্তে) সে কথাটা বলল ।
অশুদ্ধ : সবিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে,..
শুদ্ধ : সবিনয় (বা বিনয়পূর্বক) নিবেদন এই যে,
অশুদ্ধ : শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
অশুদ্ধ : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়!
শুদ্ধ : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তে (বা অধীন) নয়।
অশুদ্ধ : আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশের অধীনস্থ ছিল।
শুদ্ধ : আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশের অধীন ছিল।
অশুদ্ধ : তকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়
শুদ্ধ : তৎকালে(বা সে সময়ে) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।

অশুদ্ধ : চোরটি বমালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
শুদ্ধ : চোরটি বমাল (বা মালশুদ্ধ) ধরা পড়েছে।
অশুদ্ধ : তিনি অদ্যাপিও নিরুদ্দেশ ।
শুদ্ধ : তিনি অদ্যাপি নিরুদ্দেশ।
অশুদ্ধ : তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল ।
শুদ্ধ : তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল ।
অশুদ্ধ : আলোচ্যমান অংশটুকু জীবনানন্দের কবিতা থেকে নেয়া।
শুদ্ধ : আলোচ্য অংশটুকু জীবনানন্দের কবিতা থেকে নেয়া।
অশুদ্ধ : আপনার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
শুদ্ধ : আপনার তথ্য গ্রাহ্য (বা গ্রহণযোগ্য) নয়।
অশুদ্ধ : যদ্যাপিও ইহা আদেশ তথাপিও ইহা পালন করা কঠিন।
শুদ্ধ : যদ্যপি ইহা আদেশ, তথাপি ইহা পালন করা কঠিন।
অশুদ্ধ : আমি কারো সাতেও নেই সতেরোতেও নেই।
শুদ্ধ : আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
অশুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
শুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
অশুদ্ধ : তাদের কাছে দু সপ্তাহের বড়জোর রসদ ছিল ।
শুদ্ধ : তাদের কাছে বড়জোর দু'সপ্তাহের রসদ ছিল ।
অশুদ্ধ : সপ্তাহব্যাপী কলেজে বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়েছে।
শুদ্ধ : কলেজে সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়েছে।
অশুদ্ধ : তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
শুদ্ধ : তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
অশুদ্ধ : অধ্যক্ষকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।
শুদ্ধ : টেলিফোনে যোগাযোগ করেও অধ্যক্ষকে পাওয়া যায়নি।
অশুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।
অশুদ্ধ : যিনি কাজটা করেছে তিনি ভালো লোক নয়।
শুদ্ধ : যিনি কাজটা করেছেন তিনি ভালো লোক নন।
অশুদ্ধ : ক্লাসের কয়েকজন বাড়ি থেকে তার খাবার নিয়ে আসে।
শুদ্ধ : ক্লাসের কয়েকজন বাড়ি থেকে তাদের খাবার নিয়ে আসে।
অশুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।
শুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।
অশুদ্ধ : দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।
শুদ্ধ : দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।
অশুদ্ধ : এমন কিছু লোকদের জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত।
শুদ্ধ : এমন কিছু লোককে জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত।
অশুদ্ধ : সভায় এ মর্মে প্রস্তাবনা গৃহীত হয় যে ....।
শুদ্ধ : সভায় এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ....।
অশুদ্ধ : রাষ্ট্রপতি আজ কূটনীতিকদের সম্মানে এক ইফতারের আয়োজন করেন।
শুদ্ধ : রাষ্ট্রপতি আজ কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করেন।
অশুদ্ধ : কুরবানীর এক গরুর হাট বসবে শহীদ পার্কে।
শুদ্ধ : কুরবানীর গরুর হাট বসবে শহীদ পার্কে।
অশুদ্ধ : এক অন্ধকার রাত, শীতে আমার এক করুণ অবস্থা।
শুদ্ধ : অন্ধকার রাত, শীতে আমার করুণ অবস্থা।
অশুদ্ধ : কি যে এক দুর্ভোগের কথা!
শুদ্ধ : কী যে দুর্ভোগের কথা!
অশুদ্ধ : আমাদের গ্রামের এক নদীর ধারে এক পৌষালী মেলা কাল থেকে।
শুদ্ধ : আমাদের গ্রামের নদীর ধারে পৌষালী মেলা কাল থেকে।
অশুদ্ধ : বিভিন্ন মিছিলগুলো এদিকে আসছে।
শুদ্ধ : বিভিন্ন মিছিল এদিকে আসছে।
অশুদ্ধ : এসব নেতৃবৃন্দ এই কাজ করেছে।
শুদ্ধ : এসব নেতা/এ নেতৃবৃন্দ এ কাজ করেছে।
অশুদ্ধ : দেশের বিভিন্ন পরিবারগুলোতে এই আদর্শ প্রচলিত আছে।
শুদ্ধ : দেশের বিভিন্ন পরিবারে/পরিবারগুলোতে এ আদর্শ প্রচলিত আছে।
অশুদ্ধ : এক শ্রেণীর কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।
শুদ্ধ : এক শ্রেণির কর্মকর্তা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।
অশুদ্ধ : বহু ঘরে-ঘরে ভাত নেই।
শুদ্ধ : বহু ঘরে/ঘরে ঘরে ভাত নেই।
অশুদ্ধ : সে যেসব দাবি করেছে সেগুলোকে পূরণ করতে হবে ।
শুদ্ধ : সে যেসব দাবি করেছে, সেগুলো পূরণ করতে হবে।
অশুদ্ধ : নাইম নতুন প্রসঙ্গকে অবতারণা করল ।
শুদ্ধ : নাইম নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করল ।
অশুদ্ধ : আমরা এ সমস্যাটাকে সমাধান করব।
শুদ্ধ : আমরা এ সমস্যার সমাধান করব।
অশুদ্ধ : গল্পটাকে অনুবাদ করতে হবে।
শুদ্ধ : গল্পটার অনুবাদ করতে হবে।
অশুদ্ধ : পুলিশ বাহিনীকে নবায়ন করতে হবে।
শুদ্ধ : পুলিশ বাহিনীর নবায়ন করতে হবে।
অশুদ্ধ : শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে।
শুদ্ধ : শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে ।
অশুদ্ধ : আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।
শুদ্ধ : আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : অনিল বাবু এ কাজে জড়িত ছিলেন।
শুদ্ধ : অনিল বাবু এ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।
অশুদ্ধ : সে ঐ অপরাধে যুক্ত ছিল।
শুদ্ধ : সে ঐ অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।
অশুদ্ধ : সমস্যা দূরীকরণ করা হবে।
শুদ্ধ : সমস্যা দূর করা হবে।
অশুদ্ধ : সংযোগ বিচ্যুতকরণ করা হবে।
শুদ্ধ : সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) অশ্রুজল (খ) অঞ্জলি (গ) কিংশুক (ঘ) প্রদীপ

০২। 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?
(ক) বানান (খ) পদ (গ) বচন (ঘ) বিভক্তি

০৩। শুদ্ধ বাক্য কোনটি?
(ক) হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম (খ) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য (গ) যার লাঠি, তার ঘাটি (ঘ) হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল

০৪। কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) উপর্যুক্ত (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) ধসপ্রাপ্ত (ঘ) একত্রিত

০৫। কোনটি অপপ্রয়োগ এর উদাহরণ?
(ক) একত্র (খ) অধীনস্থ (গ) চিন্তিত (ঘ) প্রত্যাশিত

০৬। শুদ্ধ বাক্য কোনটি?
(ক) তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ (খ) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ (গ) তাহার জীবন সংশয়ময় (ঘ) তাহার জীবন সংশয়ে ভরা

০৭। নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) আপনি স্বস্ত্রীক আমন্ত্রিত (খ) আপনি স্বস্ত্রীকে আমন্ত্রিত (গ) আপনি সস্ত্রীক আমন্ত্রিত (ঘ) আপনি স্বস্ত্রীসহ আমন্ত্রিত

০৮। 'অংক করতে ভূল করও না' চলিত রীতির বাক্যটিতে অশুদ্ধ সংখ্যা?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ১টি (ঘ) ৪টি

০৯। অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয় -
(ক) সুগন্ধফুল (খ) বিষাদ মণ্ডিত (গ) সংযতবাক (ঘ) সুনীল আকাশ

১০। 'সে এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে' বাক্যটিতে কী জনিত ভুল আছে?
(ক) বাচ্য প্রয়োগ (খ) বাহুল্য (গ) শব্দের অপপ্রয়োগ (ঘ) প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ

১১। ঠিক শব্দটি বের করুন-
(ক) চলাকালীন সময়ে (খ) চলাকালে (গ) চলাকালের সময়ে (ঘ) চলাকালিন সময়ে

১২। প্রমিত বানানে লেখা শব্দটি হলো-
(ক) বৈপরিত্ব (খ) আয়ত্তীকরণ (গ) একত্রিত (ঘ) ধূলিকণা

১৩। কোনটি শুদ্ধ?
(ক) সৌজন্যতা (খ) সৌজন্নতা (গ) সৌজন্য (ঘ) সৌজন্ন

১৪। 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি?
(ক) শুনদোর (খ) শুনদর (গ) সুনদর (ঘ) শোনদর

১৫। 'অপ্রতুল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ?
(ক) ওপ্প্রোতুল (খ) অপ্রোতুল (গ) অপ্প্রোতুল্ (ঘ) অপোপরতুল

১৬। শুদ্ধ বাক্য কোনটি?
(ক) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে। (খ) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে
(গ) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র আমাদের মুগ্ধ করে (ঘ) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রগুণ আমাদের মূগ্ধ করে

১৭। কোন বাক্যটি ঠিক?
(ক) আমার কথাই প্রমাণ হলো (খ) আমার কথাই প্রমাণিত হলো (গ) আমার কথা প্রমাণ হলো (ঘ) আমার কথাই প্রমাণীত হলো

১৮। নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) সূর্য উদয় হয়েছে? (খ) তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি
(গ) যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি (ঘ) বিধি লঙ্ঘন হয়েছে

১৯। কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
(ক) বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে (খ) তোমার সাথে গোপন পরামর্শ আছে
(গ) মেয়েটি দারুণ সবুদ্ধিমতী (ঘ) আজকাল বিদ্বান মহিলার অভাব নেই

২০। কোন বাক্যটি ঠিক?
(ক) অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা (খ) অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা (গ) অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা (ঘ) অধ্যাপনা ছাত্রদের তপস্যা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	ঘ	০৪		০৫	খ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯		১০	ঘ
১১		১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

অধ্যায় ০৫ অর্থতত্ত্ব

সমার্থক শব্দ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) বহ্নি (খ) আবীর (গ) বায়ুসখা (ঘ) বৈশ্বানর

০২। 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) স্রোত (খ) ভেড়া (গ) একত্র (ঘ) ভাসা

০৩। 'উদ্বাসন' শব্দের অর্থ কী? [৪২তম বিসিএস]
(ক) বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া (খ) বাসভূমির সম্মুখস্থ ভূমি
(গ) অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা (ঘ) বিকাশ

০৪। 'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বুঝায়- [৪০তম বিসিএস]
(ক) টিকটিকি (খ) তেলাপোকা (গ) উইপোকা (ঘ) মাকড়সা

০৫। 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী? [৪০তম বিসিএস]
(ক) বিরামহীন (খ) বালিশ (গ) চলন (ঘ) সুন্দর

০৬। 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) তামসিক (খ) বারুই (গ) পান-ব্যবসায়ী (ঘ) পর্ণকার

০৭। 'আগুন'- এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) ভাতি (খ) অনল (গ) অংশু (ঘ) জ্যোতি

০৮। 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) অর্ণব (খ) অর্ক (গ) প্রসূন (ঘ) পল্লব

০৯। 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) একাগ্রতায় (খ) সমান ব্যবহারে (গ) সম ভাবনায় (ঘ) একযোগে

১০। 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) উৎকর্ষতা (খ) অপকর্ষ (গ) উৎকর্ষ (ঘ) অপকর্ষতা

১১। 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) সলিল (খ) উদক (গ) জলধি (ঘ) নীর

১২। 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) পরশু (খ) পরের ধন (গ) কোকিল (ঘ) পার্শ্ববর্তী

১৩। কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) পাবক (খ) বহ্নি (গ) হুতাশন (ঘ) প্রজ্বলিত

১৪। 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) কলাপী (খ) নীরধি (গ) বিটপী (ঘ) অবনি

১৫। কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়? [৩২তম বিসিএস]
(ক) পাবক (খ) মারুত (গ) পবন (ঘ) অনিল

১৬। 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [৩১তম বিসিএস]
(ক) পৃথ্বী (খ) নীর (গ) ক্ষিতি (ঘ) অবনী

১৭। 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? [৩১তম বিসিএস]
(ক) কবুতর (খ) কোকিল (গ) খরগোশ (ঘ) ময়ূর

১৮। 'অনীক' শব্দের অর্থ– [৩০তম বিসিএস]
(ক) সূর্য (খ) সমুদ্র (গ) যুদ্ধক্ষেত্র (ঘ) সৈনিক

১৯। 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩০তম বিসিএস]
(ক) অর্ণব (খ) রাতুল (গ) অর্ক (ঘ) জলধি

২০। 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) প্রতিরোধ (খ) উপস্থাপন (গ) অনুরোধ (ঘ) উপযোগী

২১। কোনটির অর্থ 'পক্ব' অর্থে প্রকাশ পায়? [২৬তম বিসিএস]
(ক) পাকা বাড়ি (খ) পাকা রং (গ) পাকা কাজ (ঘ) পাকা আম

২২। 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছ' এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ– [২৪তম বিসিএস]
(ক) স্বভাব নষ্ট করা (খ) স্পর্ধা বাড়া (গ) ফাঁকি দেওয়া (ঘ) কোনো উপায়ে

২৩। সমার্থক শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন- [২৩তম বিসিএস]
(ক) দীর্ঘিকা, নদী, প্রণালী (খ) শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, সরিৎ (গ) গাঙ, তটিনী, অর্ণব (ঘ) স্রোতস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিন্ধু

২৪। 'বামেতর' শব্দটির অর্থ- [২৩তম বিসিএস]
(ক) বামচোখ (খ) ডান (গ) ইতর (ঘ) বাম দিক

২৫। 'অপলাপ' শব্দের অর্থ কি? [২২তম বিসিএস]
(ক) অস্বীকার (খ) মিথ্যা (গ) প্রলাপ (ঘ) অসদালাপ

২৬। 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী? [২১তম বিসিএস]
(ক) উদাসীন (খ) প্রতিকূল (গ) রাগহীন (ঘ) বিশেষভাবে রুষ্ট

২৭। 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা'- এখানে 'মুখ' বলতে কী বোঝাচ্ছে? [২১তম বিসিএস]
(ক) অনুভূতি (খ) গালি (গ) প্রত্যঙ্গ (ঘ) শক্তি

২৮। 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ- [১১তম বিসিএস]
(ক) সুধাংশু (খ) শশাঙ্ক (গ) বিধু (ঘ) আদিত্য

২৯। 'শিষ্টাচার'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১১তম বিসিএস]
(ক) নিষ্ঠা (খ) সদাচার (গ) সততা (ঘ) সংযম

৩০। কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত? [১০তম বিসিএস]
(ক) তিনিই সমাজের মাথা (খ) মাথা খাটিয়ে কাজ করবে (গ) লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল (ঘ) মাথা নেই তার মাথা ব্যথা

উত্তরমালা

১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	গ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ

সমার্থক শব্দ

ব্যুৎপত্তি – সমার্থ = সম্ + অর্থ = সমান অর্থে বা একই অর্থে যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদেরকে সমার্থক বা প্রতিশব্দ বলে। রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে যার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আর সেই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই সমার্থক শব্দের জন্ম। সমার্থক শব্দ বাক্যে নতুন নতুন শব্দের অবতারণা করে একাধারে যেমন শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি বাক্যের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমার্থক শব্দের উদাহরণ –

অন্ধকার: আঁধার, তমসা, তিমির, তমিস্র, তমঃ, আঁধিয়ার।
অন্ন : ভাত, ওদন, কাঞ্জিকা, আমানি, কুল্ল, তণ্ডুল।
অনুরোধ: প্রার্থনা, আবেদন, আবদার, বায়না, নিবেদন, উপরোধ, মিনতি, বিনতি, সাধ্যসাধনা।
অশ্রু : নয়নজল, চোখের জল, নেত্রবারি, নেত্রনীর।
অশ্ব : তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, হয়, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক।
আকাশ : অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, শূন্য, ছায়ালোক, দ্যু, আসমান, বিমান, খ, অভ্র।

আগুন : অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, হুতাশ, বিভাবসু, দহন, হোমাগ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, সর্বভুক, শিখা, হুতভুক, শুচি, পিঙ্গল।
আনন্দ : সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, পুলক, সুখ, আহ্লাদ, উল্লাস, আমোদ, পরিতোষ।
আলো : কর, অংশু, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, উদ্ভাস, আভা, বিভা, দ্যুতি, ভাতি, ঔজ্জ্বল্য, জেল্লা, জৌলুস, চাকচিক্য, রওশন, নুর, আলোক, রশ্মি, কিরণ।
ইচ্ছা : আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, বাসনা, অভিলাষ, সাধ, অভিরুচি, স্পৃহা, কামনা, প্রবৃত্তি, লালসা।
ইতি : সমাপ্তি, শেষ, অবসান, রফা, যবনিকা, উপসংহার।
ঈশ্বর : আল্লাহ্, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, জগৎপতি, জগদ্‌বিধাতা, জগন্নাথ, পরমেশ্বর, বিশ্বপতি, পরমাত্মা, ঈশ, প্রজাপতি, বিভু, বিধি।
ঊর্মি : কল্লোল, হিল্লোল, ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি, লহরী।
ঊষর : অনুর্বর, ক্ষার, নোনতা।
ঋজু : সোজা, অকপট, সরল, অবক্র, সহজ।
ঋত্বিক : হোমক, হোমী, যজ্ঞকর্তা, যজমান।
কাক : বৃক, বায়স, পরভৃৎ।
কোকিল: পরভৃত, পিক, অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, মধুসখা, মধুস্বর।
কন্যা : মেয়ে, নন্দিনী, তনয়া, দুহিতা, আত্মজা, দুলালী, পুত্রী, কুমারি, ঝি, তনুজা, ঝিয়ারি।
কান : কর্ণ, শ্রবণ, শ্রবণেন্দ্রিয়।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, অলিক, বরাত।
কুল : বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, কৌলীন্য, বংশমর্যাদা, সমাজ, আভিজাত্য, কুলধর্ম, জাতি, বর্ণ।
কুহক : মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছলনা, ছল।
খড়্গ : তরবারি, তলোয়ার, অসি, কৃপাণ।
খবর : বার্তা, সংবাদ, তত্ত্ব, সন্ধান, সমাচার, সন্দেশ, তথ্য।
গরু : গো, গাভী, ধেনু, ঋষভ, কপিলা, ষাঁড়, পয়স্বিনী।
গৃহ : ঘর, আবাস, আলয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, নিবাস, আশ্রয়, বাসস্থান, আগার।
চরিত্র : চরিত, আচরণ, ব্যবহার, জীবনচরিত।
চুল : অলক, কুন্তল, কেশ, চিকুর, কেশদাম।
চোখ : অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন, আঁখি, দৃক্, ঈক্ষণ, দৃষ্টি।
চাঁদ : চন্দ্র, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, ইন্দু, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, কলাধর, কলাভৃৎ, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত, রাকেশ, কলানিধি।
জল : অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল, বারি, পয়ঃ, উদক, জীবন, অপ্, তোয়, প্রাণদ, অম্ভঃ।
জ্যোৎস্না: কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ।
ঠোঁট : চঞ্চু, ওষ্ঠ, অধর, ওষ্ঠাধর, উত্তরাধর, অধোরষ্ঠ।
তীর : কূল, তট, সৈকত, কিনারা, পুলিন, বেলাভূমি, বালুকাবেলা, পাড়।
দোকান: বিপণি, আপণ, পণ্যগৃহ, পণ্যশালা, পণ্যবিচিত্রা।
দিন : দিবস, দিবা, দিনমান, অহ্ন, অহঃ, অহন, বাসর, অষ্টপ্রহর, অযামিনী, তমসতাড়িনী।
দীন : দরিদ্র, কাতর, হীন, অভাবযুক্ত, গরিব, করুণ।
দেবতা : অমর, দেব, সুর, ত্রিদশ, অজর।
দেহ : গাত্র, গা, তনু, শরীর, কায়, কায়া, কলেবর।
ধন : অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদ, নিধি, ঐশ্বর্য।
নদী : তটিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, গাঙ, সরিৎ, নির্ঝরিণী, মন্দাকিনী।
নর : পুরুষ, মানব, মানুষ, জন, মরদ, মর্দ, মদ্দা।
নারী : কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী, অঙ্গনা, বনিতা, ললনা, কান্তা, জেনানা, বালা।
পাখি : বিহঙ্গ, বিহগ, খেচর, পক্ষী, খগ, শকুন্ত, বিহঙ্গম, দ্বিজ, চিড়িয়া।
পতাকা : নিশান, ঝাণ্ডা, কেতন, ধ্বজা, বৈজয়ন্তী।
পিতা : আব্বা, জনক, বাবা, জন্মদাতা।
পর্বত : অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল, নড়, শৃঙ্গী, শিখরী, মহীধর, শৃঙ্গধর।
পৃথিবী : অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, বসুমতী, অখিল, ভূলোক, মেদিনী, ক্ষিতি, ভূমণ্ডল, মর্ত্য, ভুবন।

পাথর : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, অশ্ম, উপল, মণি।
পদ্ম : পঙ্কজ, সরোজ, সরসিজ, কমল, নলিন, উৎপল, শতদল, কুবলয়, তামরস, অরবিন্দ, সরোরুহ, ইন্দীবর, কোকনদ, কুমুদ, পুষ্কর, রাজীব, কৈরব, নীরজ।
পুষ্প : ফুল, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন, সুমন।
পুত্র : ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত, দুলাল, আত্মজ, অঙ্গজ, সূনু।
বাতাস : বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, প্রভঞ্জন, বাত।
বিদ্যুৎ : তড়িৎ, চপলা, অশনি, ক্ষণপ্রভা, অনুপ্রভা, সৌদামিনী, দামিনী, বিজলি, শম্পা, চঞ্চলা, চপলা।
বন : অরণ্য, কুঞ্জ, কান্তার, বিপিন, অটবী, জঙ্গল, বনানী, কানন।
বৃক্ষ : অটবী, বিটপী, গাছ, পল্লবী, তরু, দ্রুম, শাখী, পাদপ, মহীরুহ, উদ্ভিদ, পণী।
বজ্র : বাজ, অশনি, কুলিশ, দম্ভোলি।
ভ্রমর : মধুপ, মধুকর, অলি, মধুলিহ, ভোমরা, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা, ভৃঙ্গ, ষটপদ, মধুভৃৎ, মধুপায়ী।
মেঘ : ঘন, বারিদ, জলদ, জলধর, জীমূত, অম্বুদ, তোয়দ, পয়োধর, নীরদ, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর, অভ্র, কাদম্বিনী।
মাতা : গর্ভধারিণী, প্রসূতি, মা, জননী, অনিত্রী, জনয়িত্রী।
মৃত্যু : ইন্তেকাল, ইহলীলা, সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্নাতবাসীহওয়া, দেহত্যাগ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তর গমন, স্বর্গলাভ, বিনাশ, নিধন, মহাপ্রস্থান।
ময়ূর : কেকা, শিখণ্ডী, শিখী, কলাপী।
মেষ : ভেড়া, গড্ডল, গাড়ল।
যুদ্ধ : সমর, আহব, রণ, সংগ্রাম, লড়াই, বিগ্রহ, জঙ্গ, দ্বন্দ্ব।
রাত : অমানিশা, নিশি, রাত্র, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা, নিশা।
রক্ত : শোণিত, রুধির, রাঙা, লাল, রঞ্জিত।
রাজা : নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, নরেশ, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, নরেন্দ্র, ক্ষিতীশ, অধিপতি, প্রজানাথ, মহীশ, রাজেন্দ্র, রাজশেখর।
শত্রু : অরি, বৈরী, রিপু, অরাতি, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, দুশমন, বিদ্বেষী।
স্বর্গ : দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, সুরলোক, ত্রিদিব।
স্বর্ণ : সোনা, কনক, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম।
সাপ : অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গ, সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গম, বায়ুভুক, উরগ।
সমুদ্র : অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু, নীলাম্বু, অম্বুধি, পয়োধি, বারীশ, পয়োনিধি, বারীন্দ্র, অম্বুনিধি, উদধি।
সমূহ : আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, নিচয়, রাজি, রাশি, মালা, পুঞ্জ, কুল, সব, সকল, সমুদয়।
সিংহ : মৃগরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, পশুরাজ, হরি, হর্যক্ষ, বনরাজ, পারীন্দ্র।
স্ত্রী : পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, দার, অর্ধাঙ্গিনী, বণিতা, ভার্যা, মহামনস্বিনী, সিদ্ধাঙ্গনা, বেগম, রমনী, আওরত।
সূর্য : আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, অর্ক, মিহির, পুষা, বিবস্বান, সূর, দিনপতি, বালার্ক, প্রভাকর, অরুণ, দিনমণি, কিরণমালী, বিভাকর, বিভাবসু।
হরিণ : মৃগ, সারঙ্গ, কুরঙ্গ, সুনয়ন, শম্বর।
হাত : কর, বাহু, ভুজ, হস্ত, পাণি।
হাতি : কুঞ্জর, করী, গজ, মাতঙ্গ, হস্তী, দ্বিরদ, দন্তী, দ্বিপ, বারণ, ঐরাবত।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমার্থক শব্দ

শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ
অম্বু	পানি	কুমুদ	পদ্ম	শ্মশ্রু	গোঁফ-দাড়ি	প্রাচী	পূর্বদিক
অম্বুদ	মেঘ	কুমুদীনাথ	চাঁদ	শ্মশ্রু	শাশুড়ি	প্রতীচী	পশ্চিম দিক
অম্বুধি/অম্বুরি	সমুদ্র/সাগর	কৌমুদী	জ্যোৎস্না	সর্গ	অধ্যায়	উদীচী	উত্তর দিক
অম্বর	আকাশ	কাদম্বিনী	মেঘমালা	স্বর্গ	জান্নাত	পরশ্ব	পরের দিন
অদিতি	পৃথিবী	কুক্কুট	মোরগ	সর্প	সাপ	পরস্ব	পরের ধন
আদিত্য	সূর্য	কুক্কুর	কুকুর	সর্বশুচি	আগুন	পারাবার	সমুদ্র
অলক	চুল	কপোল	গাল	সর্বভূক	আগুন	পারাবত	কবুতর
অলিক	কপাল	কপাল	ললাট	শীত	ঋতুর নাম	পবন	বাতাস

শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ
অলীক	মিথ্যা	কবরী	চুল	সিত	সাদা	পাবন	আগুন
অরুণ	সূর্য	করবী	ফুল	সিতকর	চাঁদ	পানি	জল
অরুন্তুদ	মর্মান্তিক/ মর্মভেদী	কেশরী	সিংহ	বিভাবরী	রাত্রি	পাণি	হাত
অটবী	বন	শিখরী	পর্বত	বিভাবসু	সূর্য	পাণিপ্রার্থী	বিবাহপ্রার্থী
বিটপী	বৃক্ষ	রোদসী	পৃথিবী ও স্বর্গ	বিভাকর	সূর্য	নাগ	সাপ
আত্মজ	পুত্র	ক্রন্দসী	আকাশ ও পৃথিবী	বিজন	নির্জন	নগ	পাহাড়
আত্মজা	কন্যা						
আভরণ	অলঙ্কার	নিকুঞ্জ	বাগান	বীজন	পাখা	মৃগ	হরিণ
আবরণ	ঢাকনা	কুঞ্জ	বন	বায়ু	বাতাস	শাখামৃগ	বানর
আড়ং	মেলা	কুঞ্জর	হাতি	বায়ুসখা	আগুন	মাজার	আরাধনার স্থান
আরংঘাটা	নৌকার ঘাট	কুরঙ্গ	হরিণ	বয়স	বয়ঃক্রম	মার্জার	বিড়াল
আকর	মূল	মাতঙ্গ	হাতি	বায়স	কাক	নীর	জল
অশ্ম	পাথর	মার্তণ্ড	সূর্য	বধূ	বউ	নীড়	পাখির বাসা
অশ্ব	ঘোড়া	খ	আকাশ	বঁধু	বন্ধু	নগেন্দ্র	হিমালয়
অংশু	আলো	খগ	পানি	বাতুল	পাগল	নরেন্দ্র	রাজা
প্রাংশু	দীর্ঘকায়	খক্ষ	তরবারি	মাতুল	মামা	নারী	স্ত্রী লোক
আষাঢ়	মাসের নাম	জুলমাত	অন্ধকার	রাতুল	লালরং	নারি	পারি না
আসার	জলকণা	জুলুম	অত্যাচার	বানি	মজুরি	নাড়ী	শিরা
উদর	পেট	শিখণ্ডী	ময়ূর	বাণী	কথা	দীপ	বাতি
উদক	পানি	শিখণ্ডিক	মোরগ	বারিদ	মেঘ	দ্বীপ	স্থলবেষ্টিত স্থান
উদধি	সমুদ্র	শশাঙ্ক	চাঁদ	বারিধি	সমুদ্র	দ্বিপ	হাতি
উপাধান	বালিশ	মৃগাঙ্ক	চাঁদ	দ্বিজ	পাখি	যামিনী	রাত্রি
উপাদান	উপকরণ	মৃগয়া	হরিণ শিকার	দ্বিজরাজ	চাঁদ	দামিনী	বিদ্যুৎ
লস্কর	সৈনিক	রজনী	রাত্রি	ভাস্কর	সূর্য	কামিনী	নারী
তস্কর	চোর	রজনীকান্ত	চাঁদ	ভাস্বর	উজ্জ্বল	মন্দাকিনী	নদী

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'কপোল' এর প্রতিশব্দ কী?
(ক) ভাগ্য (খ) গাল (গ) ললাট (ঘ) কপাল

০২। সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের-
(ক) শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় (খ) শব্দার্থ পরিবর্তিত হয় (গ) শব্দার্থের অবনতি ঘটে (ঘ) শব্দ ভাণ্ডার হ্রাস পায়

০৩। সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের-
(ক) অর্থ পরিবর্তিত হয় (খ) অর্থের অবনতি ঘটে (গ) সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় (ঘ) সৌন্দর্য হ্রাস পায়

০৪। 'সিডর' শব্দের অর্থ-
(ক) চোখ (খ) বন্যা (গ) ঝড় (ঘ) সূর্য

০৫। 'পাণি গ্রহণ' কথাটি যা থেকে এসেছে-
(ক) মালা (খ) ফুল (গ) বীণা (ঘ) হাত

০৬। 'হরিণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) শম্বর (খ) দ্বিপ (গ) করী (ঘ) কেশরী

০৭। 'সারমেয়' শব্দের অর্থ-
(ক) হরিণ (খ) খরগোশ (গ) কুকুর (ঘ) সারস

০৮। 'মাতঙ্গ' কার সমার্থক?
(ক) হাতি (খ) বাঘ (গ) হরিণ (ঘ) কুমির

০৯। 'ঘোটক' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ঘটক (খ) ঘোড়া (গ) উপদেশ (ঘ) গতি

১০। 'কুঞ্জর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) হরিণ (খ) খরগোশ (গ) বাঘ (ঘ) হাতি

১১। সমার্থক নয় এমন শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন-
(ক) কুক্কুর, কুক্কুট, সারমেয় (খ) জায়া, ভার্যা, সহধর্মিনী (গ) অরবিন্দ, কুবলয়, কোকনদ (ঘ) মার্গ, সরণি, সড়ক

১২। নিচের কোন জোড় সমার্থক শব্দের দৃষ্টান্ত?
(ক) হয়, বাজী (খ) রওশন, আসমান (গ) সওদা, জবান (ঘ) লোচন, চিকুন

১৩। কোনটি 'হস্তী' শব্দের প্রতিশব্দ নয়?
(ক) কুঞ্জর (খ) করী (গ) পয়োধি (ঘ) দ্বিপ

১৪। 'আশীবিষ' এর অর্থ কী?
(ক) ভুজঙ্গ (খ) মার্তণ্ড (গ) হুতাশন (ঘ) মাতঙ্গ

১৫। 'বাতুল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) নির্বোধ (খ) উন্মাদ (গ) বেকুব (ঘ) বাতিল

১৬। 'সেতারা' শব্দের অর্থ হলো:
(ক) তারকা (খ) বাদ্যযন্ত্র (গ) সূর্যোদয় (ঘ) দ্বাদশীর চাঁদ

১৭। 'পরাহত' এর সমার্থক শব্দ-
(ক) নিহিত (খ) আহত (গ) পরাজিত (ঘ) অপরাজিত

১৮। 'পঞ্চম স্বর'এর অর্থ কী?
(ক) কোকিলের সুরলহরী (খ) দেবতার আরাধনা (গ) পায়ের পাতা (ঘ) পল্লব

১৯। 'কোকিল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অসূয়া (খ) নিশাকর (গ) তিলক (ঘ) কাকপুষ্ট

২০। 'খগ' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) ঘোড়া (খ) বাঘ (গ) পাখি (ঘ) মানুষ

২১। 'পরভৃত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কাক (খ) কোকিল (গ) বক (ঘ) আম্র

২২। 'বায়স' শব্দের অর্থ কী?
(ক) শিয়াল (খ) বৃদ্ধ (গ) কাক (ঘ) বুদ্ধিমান

২৩। কোনটি 'নারী' শব্দের সমার্থক শব্দ?
(ক) ধ্বনি (খ) লারা (গ) সখি (ঘ) বালা

২৪। 'কন্যা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) চাঁদনি (খ) আত্মজা (গ) শিখরী (ঘ) সারিকা

২৫। 'পুত্র' এর সমার্থক শব্দ–
(ক) পতি (খ) তনু (গ) তনয় (ঘ) কোনোটিই নয়

২৬। 'নরেন্দ্র' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
(ক) রাজা (খ) ভূপাল (গ) কিরণময়ী (ঘ) নৃপ

২৭। 'সুতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) কর্ণ (খ) ঘন (গ) দুহিতা (ঘ) বিভা

২৮। 'অঙ্গজ'এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অলংকার (খ) পুত্র (গ) কারুকার্যময় শাড়ি (ঘ) চারুকর্ম

২৯। 'মার্তণ্ড' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) নিষ্ঠুর (খ) সূর্য (গ) কঠোর (ঘ) সাধু

৩০। কোনটি 'বিধু' শব্দের সমার্থক?
(ক) সূর্য (খ) নক্ষত্র (গ) গ্রহ (ঘ) চাঁদ

৩১। 'পৃথিবী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) সলিল (খ) হিমাংশু (গ) দ্যুলোক (ঘ) বসুন্ধরা

৩২। 'সুধাকর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) চন্দ্র (খ) সূর্য (গ) মধু (ঘ) মিষ্টি

৩৩। 'সওগাত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) উপহার (খ) তিরস্কার (গ) শেষ চাঁদ (ঘ) মেঘ

৩৪। 'মেদিনী' শব্দের সমার্থক শব্দ নিচের কোনটি?
(ক) আকাশ (খ) পৃথিবী (গ) সমুদ্র (ঘ) চাঁদ

৩৫। 'ক্ষিতিতল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কেঁচো (খ) লাঙ্গল (গ) ভূতল (ঘ) নভোতল

৩৬। 'বসুমতী' শব্দটির একার্থক কোনটি?
(ক) পত্রিকা (খ) পার্থিব (গ) সুমতি (ঘ) মেদিনী

৩৭। 'শশাঙ্ক' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?
(ক) খরগোশ (খ) সমুদ্র (গ) সূর্য (ঘ) চাঁদ

৩৮। 'মৃগাঙ্ক' শব্দটির অর্থ হলো-
(ক) হরিণ শিশু (খ) চন্দ্র (গ) চিত্রা হরিণ (ঘ) হরিণ শিকার

৩৯। 'মহী' শব্দের অর্থ-
(ক) রাত (খ) মাতা (গ) ধরা (ঘ) শিলা

৪০। 'আহব' শব্দের অর্থ কী?
(ক) আহবান (খ) আগমন (গ) অস্ত্রশস্ত্র (ঘ) যুদ্ধ

৪১। 'তক্ষক' শব্দের অর্থ-
(ক) চোর (খ) কাঠুরে (গ) প্রবঞ্চক (ঘ) ছুতার

৪২। 'ভিষক' শব্দের ঠিক অর্থ কোনটি?
(ক) দরবেশ (খ) চিকিৎসক (গ) ওঝা (ঘ) কবিরাজ

৪৩। 'কারকিত' শব্দের অর্থ-
(ক) কৃষিজমি (খ) কৃষিকর্ম (গ) নিষ্কর জমি (ঘ) ভূমিজীবী

৪৪। 'তত্ত্ব'এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ কী?
(ক) মতবাদ (খ) আলোচনা (গ) খবর (ঘ) দর্শন

৪৫। 'ঋত্বিক' শব্দটির প্রতিশব্দ-
(ক) বৃষভ (খ) এলানো (গ) ঋজু (ঘ) হোমক

৪৬। 'কিণাঙ্ক' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ক্ষত (খ) আঁচিল (গ) কড়া (ঘ) রক্ত

৪৭। 'পদ্ম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) মনসিক (খ) জলধর (গ) অরবিন্দ (ঘ) অঞ্জন

৪৮। 'নিকুঞ্জ' শব্দের ঠিক অর্থ কোনটি?
(ক) খেলার মাঠ (খ) পাখির বাসা (গ) খড়ের ঘর (ঘ) বাগান

৪৯। 'রাজীব' শব্দগুচ্ছ নির্দেশ করে-
(ক) রামা, বাম, ধামা, কামিনী (খ) পঙ্কজ, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ
(গ) ঘন, বারিদ, জলধর, তরল (ঘ) ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপল, তরঙ্গিনী

৫০। 'খড়্গ' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
(ক) অসি (খ) চাকু (গ) কৃপাণ (ঘ) তরবারি

৫১। 'খঞ্জ'- এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
(ক) অসি (খ) ভল্ল (গ) কৃপাণ (ঘ) তরবারি

৫২। 'ইনকিলাব' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বিপ্লব (খ) চিরজীবী (গ) সন্ত্রাস (ঘ) আন্দোলন

৫৩। 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
(ক) বনানী (খ) পাদপ (গ) বিটপী (ঘ) ছেদন

৫৪। 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয়-
(ক) পাহাড় (খ) গিরি (গ) শিলা (ঘ) শৈল

৫৫। 'রাতুল'শব্দের অর্থ-
(ক) লাল মোরগ (খ) লাল পদ্ম (গ) লাল শালুক (ঘ) লাল

৫৬। 'রুধির' শব্দের অর্থ-
(ক) পানি (খ) শিরা (গ) বায়ু (ঘ) রক্ত

৫৭। 'কিরণ' এর সমার্থক নয়-
(ক) রশ্মি (খ) প্রভা (গ) কর (ঘ) রবি

৫৮। 'তিমির' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কালো (খ) অন্ধকার (গ) কুশ্রী (ঘ) সন্ধ্যা

৫৯। 'তয়খানা' অর্থ কী?
(ক) পড়াশুনার ঘর (খ) ভূগর্ভস্থ কক্ষ (গ) বৈঠকখানা (ঘ) উপাসনা কক্ষ

৬০। 'অন্ধকার' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
(ক) তিমির (খ) কাজল (গ) আঁধার (ঘ) অমানিশা

৬১। 'চন্দ্রিকা' শব্দের ঠিক অর্থ কোনটি?
(ক) চাঁদ (খ) সূর্য (গ) জ্যোৎস্না (ঘ) কিশলয়

৬২। 'শর্বরী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) দিবস (খ) সকাল (গ) সন্ধ্যা (ঘ) রাত্রি

৬৩। 'অর্ক' শব্দের সমার্থ শব্দ হচ্ছে-
(ক) বায়ু (খ) সমুদ্র (গ) প্রভাকর (ঘ) ভূমণ্ডল

৬৪। 'ভাতি' শব্দের অর্থ-
(ক) রাত (খ) আঁধার (গ) ভোর (ঘ) আলো

৬৫। 'অম্বু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) জলধি (খ) গগন (গ) পানি (ঘ) অবনী

৬৬। 'শ্রীঘর' এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ কী?
(ক) সুদৃশ্য ঘর (খ) বৈঠকখানা (গ) জেলখানা (ঘ) সরাইখানা

৬৭। 'কল্লোল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কলকল (খ) ইরা (গ) কোলাহল (ঘ) তরঙ্গ

৬৮। 'পাতক' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পাপ (খ) পাখি (গ) পশু (ঘ) অভিশাপ

৬৯। 'পাথার' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সমুদ্র (খ) গগন (গ) অরুণ (ঘ) বহ্নি

৭০। 'সমুদ্র' এর প্রতিশব্দ কোনটি-
(ক) অভ্র (খ) বারি (গ) সিন্ধু (ঘ) সলিল

৭১। 'বীচি' শব্দের সমার্থক শব্দ-
(ক) অঙ্কুর (খ) তরঙ্গ (গ) নদী (ঘ) আঁটি

৭২। 'প্রবাহিণী' শব্দের অর্থ-
(ক) পর্বত (খ) নদী (গ) আগুন (ঘ) বাতাস

৭৩। 'হিল্লোল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সাহস (খ) হাসি-ঠাট্টা (গ) কম্পন (ঘ) তরঙ্গ

৭৪। 'উর্মি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ঢেউ (খ) সোজা (গ) অসংহত (ঘ) ঋজু

৭৫। 'কূল' এর সমার্থক শব্দ নয়-
(ক) গোত্র (খ) কিনার (গ) তীর (ঘ) তট

৭৬। 'খদির' শব্দের অর্থ কী?
(ক) খয়ের (খ) আমলকি (গ) খাদি কাপড় (ঘ) জর্দাপাতা

৭৭। 'নদী' শব্দের সমার্থক নয়-
(ক) ফল্গু (খ) তরঙ্গিণী (গ) শৈবলিনী (ঘ) পাটনি

৭৮। 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ কী?
(ক) নদী (খ) মেঘমালা (গ) হিতকামনা (ঘ) বলহীনা

৭৯। 'উদক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) জল (খ) অন্ন (গ) তণ্ডুল (ঘ) ফলাহার

৮০। 'বলাহক' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) জলাশয় (খ) নদী (গ) মেঘ (ঘ) আকাশ

৮১। 'আমানত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কথা রাখা (খ) সততা (গ) গচ্ছিত (ঘ) বিশ্বাস

৮২। 'হর্ষ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) হলুদ (খ) সাধ (গ) দুষ্ট (ঘ) আনন্দ

৮৩। 'অভিলাষ' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) শোভাময় (খ) ইচ্ছা (গ) নন্দিত (ঘ) সুখ

৮৪। 'চারপায়' শব্দের অর্থ-
(ক) টেবিল (খ) চেয়ার (গ) চৌকি (ঘ) মোড়া

৮৫। 'ধীমান' শব্দটির অর্থ কী?
(ক) প্রজ্ঞাবান (খ) বুদ্ধিমান (গ) নিরীহ (ঘ) শান্ত

৮৬। 'যশ বা খ্যাতি' অর্থটি কোন শব্দের?
(ক) কৃতী (খ) কির্তি (গ) কৃর্তি (ঘ) কীর্তি

৮৭। 'তুবড়ি' শব্দের অর্থ-
(ক) বাজি (খ) জোরালো (গ) তেড়ে আসা (ঘ) তাড়াতাড়ি

৮৮। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ-
(ক) নিত্য (খ) সাধু (গ) অস্তিত্ব (ঘ) শুভ

৮৯। 'অগ্নি' এর সমার্থক বা প্রতিশব্দ কোনটি?
(ক) পাবক (খ) দিবা (গ) অনিল (ঘ) সমীরণ

৯০। 'দামিনী' শব্দের অর্থ কী?
(ক) রাত্রি (খ) ধরিত্রী (গ) জলধি (ঘ) বিদ্যুৎ

৯১। কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়?
(ক) পাবক (খ) মারুত (গ) পবন (ঘ) অনিল

৯২। 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) সমীর (খ) বিজলি (গ) সমুদ্র (ঘ) অন্তরীক্ষ

৯৩। 'অম্বর' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
(ক) পৃথিবী (খ) জল (গ) সমুদ্র (ঘ) আকাশ

৯৪। 'অনিল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বাতাস (খ) যা নীল নয় (গ) কোকিল (ঘ) কারো নাম

৯৫। 'পবন' শব্দের সমার্থক শব্দ-
(ক) পাবক (খ) সমীরণ (গ) ভানু (ঘ) প্রভা

৯৬। 'ওদন' শব্দের অর্থ-
(ক) ওজন (খ) উদর (গ) ভাত (ঘ) অতিরিক্ত

৯৭। 'ফরমান' শব্দের অর্থ-
(ক) বাণী (খ) সংবাদ (গ) খবর (ঘ) সবকটিই ঠিক

৯৮। 'বীতিহোত্র'এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অগ্নি (খ) অপলক (গ) লালসা (ঘ) যজ্ঞ

৯৯। 'মরুৎ' শব্দের সমার্থক শব্দ-
(ক) পানি (খ) বাতাস (গ) মাটি (ঘ) মরূদ্যান

১০০। 'কৃপাণ' শব্দের অর্থ-
(ক) নির্দেশ (খ) তরবারি (গ) কৃপণ ব্যক্তি (ঘ) উপদেশ

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	গ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	❐	০৯	খ	১০	ঘ
১১	ক	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	গ	২৩	❐	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	খ	৫০	খ
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	❐	৬৩	গ	৬৪	ঘ	৬৫	গ	৬৬	গ	৬৭	ঘ	৬৮	ক	৬৯	ক	৭০	গ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	ঘ	৭৪	❐	৭৫	ক	৭৬	ক	৭৭	ঘ	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	গ
৮১	গ	৮২	ঘ	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	খ	৮৬	ঘ	৮৭	ক	৮৮	গ	৮৯	❐	৯০	ঘ
৯১	ক	৯২	ঘ	৯৩	ঘ	৯৪	ক	৯৫	খ	৯৬	গ	৯৭	ঘ	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	খ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

বিপরীতার্থক শব্দ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'ঐহিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) ঈদৃশ (খ) পারত্রিক (গ) মাঙ্গলিক (ঘ) আকস্মিক

০২। 'অধিত্যকা' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) উপত্যকা (খ) ধিত্যকা (গ) পার্বত্য (ঘ) সমতল

০৩। কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক (খ) কুটিল-সরল (গ) কম-বেশি (ঘ) কদাচার-সদাচার

০৪। 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় নিচের কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বক্র (খ) গরল (গ) কুটিল (ঘ) জটিল

০৫। 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ত্যক্ত (খ) গ্রাহ্য (গ) দৃঢ় (ঘ) গূঢ়

০৬। নিচের কোনটি অশুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) অহিংস–সহিংস (খ) প্রসন্ন–বিষণ্ন (গ) দোষী–নির্দোষী (ঘ) নিষ্পাপ–পাপিনী

০৭। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) অনুলোম-প্রতিলোম (খ) নশ্বর-শাশ্বত (গ) গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ (ঘ) হৃষ্ট-পুষ্ট

০৮। 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [৩৩তম বিসিএস]
(ক) সংসারী (খ) সঞ্চয়ী (গ) সংস্থিতি (ঘ) সন্ন্যাসী

০৯। 'ক্ষীয়মাণ'-এর বিপরীত শব্দ কি? [২৫তম বিসিএস]
(ক) বৃহৎ (খ) বর্ধিষ্ণু (গ) বর্ধমান (ঘ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

১০। জঙ্গম-এর বিপরীতার্থক শব্দ কি? [২৪তম বিসিএস]
(ক) অরণ্য (খ) পর্বত (গ) স্থাবর (ঘ) সমুদ্র

১১। 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [১৫তম বিসিএস]
(ক) শৈত্য (খ) শীতল (গ) উত্তাপ (ঘ) হিম

১২। 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১১তম বিসিএস]
(ক) নির্ভয় (খ) বিস্ময় (গ) প্রত্যয় (ঘ) দ্বিধা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	গ
১১	ক	১২	গ																

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে। এটি ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়। শব্দের পূর্বে সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, নি, নির, কম, নিম, গর প্রভৃতি উপসর্গ না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দের বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে। তবে গঠনগত দিক থেকে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো –

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	অচল	সচল	অম্ল	মধুর	ভূত	ভবিষ্যৎ
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	অন্তর	বাহির	আবির্ভাব	তিরোভাব	মনীষী	নির্বোধ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অন্ধ	চক্ষুষ্মান	আসক্ত	অনাসক্ত	মর্সিয়া	আনন্দগাঁথা
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	অলীক	সত্য	আসামি	ফরিয়াদি	মৌন	মুখর
অধিত্যকা	উপত্যকা	আঁটি	শাঁস	ঈদৃশ	তাদৃশ	রব	নীরব
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ	ঈষৎ	অধিক	লব	হর
অনুজ	অগ্রজ	আকুঞ্চন	প্রসারণ	ঈষাণ	নৈঋত	লাঘব	গৌরব
অনুরক্ত	বিরক্ত	আপদ	নিরাপদ	উচাটন	প্রশান্ত	লাল	কাল
অনুরাগ	বিরাগ	আবির্ভাব	তিরোভাব	উত্তর	দক্ষিণ	লেখ্য	কথ্য/ পাঠ্য
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	ইদানীং	তদানীং	উত্থিত	পতিত	শুক্ল/ সিত	কৃষ্ণ/অসিত
অমৃত	গরল	ইহা	উহা	উর্ধ্বতন	অধস্তন	শুষ্ক	সিক্ত
অর্পণ	গ্রহণ	উন্নীত	অবনমিত	উত্থান	পতন	সংহত	বিভক্ত
অশন	অনশন	কুলীন	অন্ত্যজ	খিড়কি	সিংহদ্বার	সন্ধি	বিগ্রহ
অহিংস	সহিংস	কৃত্রিম	স্বাভাবিক	গোরা	কালা	সমষ্টি	ব্যষ্টি
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	কৃশ	স্থূল	গৌরাঙ্গ	শ্যামল	সৃষ্টি	বিনাশ/ সংহার
আবাহন	বিসর্জন	খল	সরল	চেতন	জড়	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
আবিল	অনাবিল	খাতক	মহাজন	জোয়ার	ভাটা	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
আর্দ্র	শুষ্ক	গুরু	লঘু	জ্যোৎস্না	অমাবস্যা	হরণ	পূরণ
আশ্লেষ	বিশ্লেষ	গৃহী	সন্ন্যাসী	ঝানু	আনাড়ি	হরদম	কদাচিৎ
উগ্র	সৌম্য	চিন্ময়	অচেতন	ডাগর	ছোট/বেঁটে	হাল	সাবেক
উজান	ভাটি	চুনোপুটি	রুই কাতলা	তন্দ্রা	জাগরণ	যোজন	বিয়োজন
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	জড়	চেতন	তন্ময়	মৃন্ময়	রমণীয়	কুৎসিত
উত্তরণ	অবতরণ	জোর	কমজোর	তামসিক	রাজসিক	রাম	পাতি
উৎরাই	চড়াই	ত্বদীয়	মদীয়	তিমির	আলোক	রুদ্ধ	মুক্ত
উন্নত	অবনত	দুষ্ট	শিষ্ট	তুহিন	উষ্ণতা	লগ্ন	চ্যুত
উন্মীলন	নিমীলন	দৃঢ়	শিথিল	ত্বরা	বিলম্ব	ষণ্ড	গাভী
উপচয়	অপচয়	দেব	দৈত্য	মুখ্য	গৌণ	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
উর্বর	ঊষর	দ্যুলোক	ভূলোক	দুর্জন	সজ্জন	সদর্থক	নঞর্থক
ঊষা	সন্ধ্যা	ধৃত	মুক্ত	দুর্বিনীত	বিনীত	সমবেত	ছত্রভঙ্গ
ঋজু	বক্র	ধৃষ্ট	নম্র/ বিনয়ী	দুর্যোগ	সুযোগ	সংহত	বিভক্ত
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য	নন্দিত	নিন্দিত	দৈব	দুর্দৈব	সুমেরু	কুমেরু
ঐহিক	পারত্রিক	নম্র	উদ্ধত	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	সুষম	অসম
নিন্দিত	নন্দিত	নিদ্রিত	জাগ্রত	নিত্য	অনিত্য	সৃষ্টি	প্রলয়
কদাচিৎ	অনবরত	নিরত	বিরত	নিন্দুক	স্তাবক	স্বকীয়	পরকীয়
করাল	সৌম্য	ঊষর	উর্বর	নির্মল	পঙ্কিল	স্মৃতি	বিস্মৃতি
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/ কৃতঘ্ন	নিরাকার	সাকার	ন্যূন	অন্যূন/অধিক	প্রবল	দুর্বল
কৌতূহলী	নিস্পৃহ	নৈসর্গিক	কৃত্রিম	পাংশু	সতেজ	প্রাচীন	অর্বাচীন
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	প্রতিযোগী	সহযোগী	পূর্ব	পশ্চিম	বিদিত	অজ্ঞাত
চিরায়ত	সাময়িক	বন্ধুর	মসৃণ	প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি	বিনয়	ঔদ্ধত্য
চোখা	ভোঁতা	বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	প্রাংশু	বামন	যশ	অপযশ

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
জনাকীর্ণ	নির্জন	বর্ধিষ্ণু	ক্ষয়িষ্ণু	প্রাচ্য	প্রতীচ্য	রজত	স্বর্ণ
জরা	যৌবন	বিন্দু	রাশি	বন্য	সভ্য	শিখর	পাদদেশ
জ্ঞানী	মূর্খ	বিরল	বহুল	বিধি	নিষেধ	শিষ্ট	অশিষ্ট
তাপ	শৈত্য	ভাবসম্প্রসারণ	সারাংশ	বৈরাগ্য	আসক্তি	সঞ্চয়	অপচয়
তেজি	মন্দা	ভীতু	সাহসী	ভয়	জয়/নির্ভয়	সম্মতি	আপত্তি
দিগ্‌গজ	মহামূর্খ	বাসি	টাটকা	হাজির	গরহাজির	সান্ত	অনন্ত
প্রজ্বলন	নির্বাপন	মূর্ত	বিমূর্ত	হৃদ্যতা	কপটতা	সুকৃত	দুষ্কৃত
পাইকার	ফড়িয়া	যাযাবর	গৃহী	স্থাবর	অস্থাবর/ জঙ্গম	সুশীল	দুঃশীল

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'অলীক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) গরল (খ) অনুরাগ (গ) সরল (ঘ) সত্য

০২। 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) নিগ্রহ (খ) দয়া (গ) বাহির (ঘ) স্বাধীন

০৩। 'অপসৃয়মান' শব্দের বিপরীত কী?
(ক) উদীয়মান (খ) ক্ষীয়মাণ (গ) বিলীয়মান (ঘ) বিবর্তমান

০৪। 'অমরাবতী' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) সুরলোক (খ) অমর (গ) দ্যুলোক (ঘ) নরক

০৫। 'অস্তি'র বিপরীত শব্দ-
(ক) হস্তী (খ) নাস্তি (গ) স্বস্তি (ঘ) অস্থির

০৬। 'আদিষ্ট' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) গরবাজি (খ) সম্মতি (গ) অনিচ্ছা (ঘ) নিষিদ্ধ

০৭। 'আবাহন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) বিসর্জন (খ) তিরোভাব (গ) অপকর্ষ (ঘ) অবরোহণ

০৮। 'আকস্মিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) হঠাৎ (খ) চিরন্তন (গ) তিরোভাব (ঘ) স্থির

০৯। 'আঁটি' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে-
(ক) সাস (খ) শাষ (গ) শাঁস (ঘ) শাঁষ

১০। 'আপদ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) নিরাপদ (খ) বিপদ (গ) বিগ্রহ (ঘ) নিগ্রহ

১১। 'উচাটন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) উঁচুনিচু (খ) প্রশান্ত (গ) অবনত (ঘ) সংকীর্ণ

১২। 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) মেজাজ (খ) সৌম্য (গ) চপল (ঘ) বিজ্ঞ

১৩। 'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) সরল (খ) বঙ্কিম (গ) বেঁটে (ঘ) ভঙ্গুর

১৪। 'উদার' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) কঠিন (খ) কোমল (গ) সংকীর্ণ (ঘ) হৃদয়বান

১৫। 'উন্নীত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) বিনীত (খ) অবনমিত (গ) অবনতি (ঘ) অধোগতি

১৬। 'উত্তরণ' শব্দের বিপরীত শব্দ -
(ক) পতন (খ) অবনয়ন (গ) অবতরণ (ঘ) অধস্তন

১৭। 'উষর' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) বিফল (খ) রপ্তানি (গ) প্রতিদান (ঘ) উর্বর

১৮। 'উপচিকীর্ষা' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) অপচিকীর্ষা (খ) অনুপচিকীর্ষা (গ) অচিকীর্ষা (ঘ) বিচিকীর্ষা

১৯। 'ঐহিক' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো?
(ক) বিস্ময় (খ) বিবাদ (গ) বৈরাগ (ঘ) পারত্রিক

২০। 'দিগ্‌গজ' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো?
(ক) সাধু (খ) চালাক (গ) জ্ঞানী (ঘ) মহামূর্খ

২১। 'ঐচ্ছিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) আবশ্যক (খ) আবশ্যকীয় (গ) আবশ্যিক (ঘ) পারত্রিক

২২। 'জরা' শব্দের বিপরীত অর্থ-
(ক) জীর্ণ (খ) ক্ষীণ (গ) বার্ধক্য (ঘ) যৌবন

২৩। 'কোমল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) শুরু (খ) উদ্ধত (গ) কঠিন (ঘ) দুরন্ত

২৪। 'কৃশ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) সাধু (খ) স্থূল (গ) মসৃণ (ঘ) হ্রস্ব

২৫। 'কৃতঘ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) অকৃতজ্ঞ (খ) কৃতজ্ঞ (গ) উপকারী (ঘ) ক্ষতিকর

২৬। 'খাতক' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) অনিষ্ট (খ) লায়েক (গ) লোকসান (ঘ) মহাজন

২৭। 'খিড়কি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) বাতায়ন (খ) গুপ্ত পথ (গ) চিলেকোঠা (ঘ) সিংহদ্বার

২৮। 'গাম্ভীর্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) নম্র (খ) দুরন্তপনা (গ) কপটতা (ঘ) চাপল্য

২৯। 'গরল' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) মৃত (খ) গরজ (গ) অমৃত (ঘ) কোনোটিই নয়

৩০। 'গৌরব' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) অপমান (খ) অমর্যাদা (গ) মানহানি (ঘ) লজ্জা

৩১। 'চঞ্চল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) বিচল (খ) অবিচল (গ) সচল (ঘ) নির্ঝর

৩২। 'চাক্ষুষ' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) অগোচর (খ) নিরিবিলি (গ) অদৃশ্য (ঘ) নিভক্ত

৩৩। 'চিরন্তন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) পুরাতন (খ) ক্ষণকালীন (গ) তিরোভাব (ঘ) পরলোক

৩৪। 'চিরায়ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) সমসাময়িক (খ) কদাচিৎ (গ) প্রতিদিন (ঘ) অক্ষয়

৩৫। 'ঝানু' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) চতুর (খ) পটু (গ) অপটু (ঘ) চালাক

৩৬। 'জরা' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) যৌবন (খ) পতিত (গ) জীবন (ঘ) মৃত্যু

৩৭। 'ডোবা' শব্দের বিপরীত অর্থ-
(ক) নালা (খ) খোলামেলা (গ) ভাসা (ঘ) গভীর

৩৮। 'ডাগর' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ছোট (খ) মলিন (গ) কুৎসিত (ঘ) স্বপ্ন

৩৯। 'তিমির' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) আলো (খ) অন্ধকার (গ) কালো (ঘ) তিরস্কার

৪০। 'ত্বরা' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) বিলম্ব (খ) তাৎক্ষণিক (গ) তাড়াতাড়ি (ঘ) অপেক্ষা

৪১। 'তস্কর' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) তুচ্ছ (খ) তথাগত (গ) সাধু (ঘ) অতএব

৪২। 'দুষ্কৃতি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) সৎ (খ) ধার্মিক (গ) সদয় (ঘ) সুকৃতি

৪৩। 'দ্যুলোক' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ভূলোক (খ) লোক (গ) কালো (ঘ) দিবালোক

৪৪। 'দেউড়ি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ
(ক) বাতায়ন (খ) গবাক্ষ (গ) অলিন্দ (ঘ) খিড়কি

৪৫। 'নন্দিত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) বিষণ্ন (খ) বিষাদ (গ) প্রচ্ছন্ন (ঘ) নিন্দিত

৪৬। 'নির্মল' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) পঙ্কিল (খ) অপরিষ্কার (গ) নোংরা (ঘ) অনির্মল

৪৭। 'নিরাকার' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) আকারহীন (খ) সাকার (গ) অদৃশ্য (ঘ) দৃশ্যমান

৪৮। 'নৈসর্গিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) নারকীয় (খ) ক্রোধ (গ) কৃত্রিম (ঘ) সংকীর্ণ

৪৯। প্রতীচ্য শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) তীচ্য (খ) প্রাচ্য (গ) অপ্রতীচ্য (ঘ) প্রাচী

৫০। 'প্রাচীন' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) নতুনত্ব (খ) বর্তমান (গ) অর্বাচীন (ঘ) কোনোটিই নয়

৫১। 'প্রফুল্ল' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) বিফুল্ল (খ) বিষাদ (গ) বিমর্ষ (ঘ) কষ্ট

৫২। 'বন্ধুর' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) মসৃণ (খ) বন্ধু (গ) শত্রু (ঘ) কন্টক

৫৩। 'বিশ্রী' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) শ্রীত (খ) সুন্দর (গ) শ্রী (ঘ) কৃশ

৫৪। 'বিদিত' শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
(ক) গৃহীত (খ) বিদীর্ণ (গ) বিসর্জন (ঘ) অজ্ঞাত

৫৫। 'বিজেতা' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) বিজ্ঞ (খ) বিজন (গ) বিজিত (ঘ) বাহ্য

৫৬। 'বঙ্কিম' এর বিপরীতার্থক শব্দ-
(ক) রক্তিম (খ) ক্লেদাক্ত (গ) ঋজু (ঘ) বাঁকা

৫৭। 'বিনীত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) অবিনীত (খ) বিনয়ী (গ) অবিনত (ঘ) অভদ্র

৫৮। 'বর্ধমান' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) ক্ষীয়মাণ (খ) মহাজন (গ) ধনী (ঘ) গরিষ্ঠ

৬৯। 'ভূলোক' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অতিলোক (খ) দ্যুলোক (গ) পরলোক (ঘ) ছায়ালোক

৬০। 'মনীষা' শব্দের বিপরীত শব্দ-
(ক) নিবোর্ধ (খ) প্রজ্ঞা (গ) স্থিরতা (ঘ) মনস্বিতা

৬১। 'মরদ' এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
(ক) মর্দ (খ) জেনানা (গ) জেনানী (ঘ) ময়দী

৬২। 'আসক্তি' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) ঔচিত্য (খ) অকার্যকর (গ) ঔদাসিন্য (ঘ) প্রসারণ

৬৩। 'মোক্ষ'এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) মুক্ত (খ) বন্ধন (গ) মুখ্য (ঘ) মুখর

৬৪। 'মূর্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) আমূর্ত (খ) বিমূর্ত (গ) প্রমূর্ত (ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত

৬৫। 'রাজসিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) প্রাজসিক (খ) অরাজসিক (গ) তামসিক (ঘ) সাধারণ

৬৬। 'যাযাবর' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) গৃহকাতর (খ) ঘরকুনো (গ) গৃহী (ঘ) গৃহগত

৬৭। 'শোক' শব্দের বিপরীত শব্দ-
(ক) দুঃখ (খ) হর্ষ (গ) অনুতাপ (ঘ) ব্যথা

৬৮। 'শর্বরী' শব্দের বিপরীতার্থর শব্দ কোনটি?
(ক) দিবস (খ) কুটির (গ) কুৎসিত (ঘ) সৌম্য

৬৯। 'শবল' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) দুর্বল (খ) দুষ্ট (গ) একবর্ণা (ঘ) বিচিত্র

৭০। 'সরস'শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ কোনটি?
(ক) সুরস (খ) বিরস (গ) নীরস (ঘ) কুরস

৭১। 'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ-
(ক) উগ্র (খ) শান্ত (গ) কঠিন (ঘ) উদ্ধত

৭২। 'সংকোচ' এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো-
(ক) নিঃসংকোচ (খ) প্রসার (গ) লজ্জিত (ঘ) নিগ্রহ

৭৩। 'সুরভি' এর বিপরীতার্থক শব্দ -
(ক) কৃষ (খ) শুভ্র (গ) পূতি (ঘ) সুশীল

৭৪। সংক্ষিপ্ত' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) চওড়া (খ) প্রসারিত (গ) প্রশস্ত (ঘ) বিস্তৃত

৭৫। 'সংকীর্ণ' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) প্রশস্ত (খ) প্রসারিত (গ) চওড়া (ঘ) লম্বা

৭৬। 'সঙ্কুচিত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?
(ক) চওড়া (খ) প্রসারিত (গ) প্রশস্ত (ঘ) বিস্তৃত

৭৭। 'সমষ্টি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) গুচ্ছ (খ) যৌগ (গ) বিচ্ছিন্ন (ঘ) ব্যষ্টি

৭৮। 'সন্ধি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) বিয়োগ (খ) বিগ্রহ (গ) নিগ্রহ (ঘ) বর্জন

৭৯। 'সফেদ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) শুভ্র (খ) নিকষ (গ) লোহিত (ঘ) নীলিম

৮০। 'স্থাবর' শব্দের বিপরীত শব্দ-
(ক) জঙ্গম (খ) ধারাবাহিক (গ) আবর্ত (ঘ) সুস্থির

৮১। 'সুষুপ্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ
(ক) নিমগ্ন (খ) আহরিত (গ) হরণ (ঘ) জাগরিত

৮২। 'হৃদ্য' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ঘৃণ্য (খ) অহৃদ্য (গ) অবহেলা (ঘ) বিরক্ত

৮৩। সঠিক বিপরীত শব্দজোড়া-
(ক) ইষ্ট-শিষ্ট (খ) সঞ্চয়-অপচয় (গ) আগ্রহ-নিগ্রহ (ঘ) কোনোটিই নয়

৮৪। নিচের কোন বিপরীত শব্দযুগল শুদ্ধ নয়?
(ক) উর্ধ-অধ (খ) আকাশ-পাতাল (গ) সম্মুখে-পেছনে (ঘ) ভিতর-বাহির

৮৫। আবির্ভাব এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) আবর্তন (খ) উদ্ভাবন (গ) তিরোভাব (ঘ) আগমন

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	❐	০৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	❐	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	❐
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	গ
৫১	গ	৫২	❐	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	খ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	গ	৬৭	❐	৬৮	ক	৬৯	গ	৭০	গ
৭১	ক	৭২	ক	৭৩	গ	৭৪	ঘ	৭৫	ক	৭৬	খ	৭৭	ঘ	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	ক
৮১	ঘ	৮২	ক	৮৩	খ	৮৪	❐	৮৫	গ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

পারিভাষিক শব্দ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'Attested' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [৪৩তম বিসিএস, ৪০তম বিসিএস]
(ক) প্রত্যায়িত (খ) সত্যায়িত (গ) প্রত্যয়িত (ঘ) সত্যয়িত

০২। 'অনুকম্পা' শব্দের ইংরেজি কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) Clemency (খ) Enthral (গ) Erudition (ঘ) Fathom

০৩। 'Notification'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) বিজ্ঞাপন (খ) বিজ্ঞপ্তি (গ) বিজ্ঞপ্তি ফলক (ঘ) প্রজ্ঞাপন

০৪। 'Hand out' –এর শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা হচ্ছে: [৩৯তম বিসিএস]
(ক) হস্তপত্র (খ) জ্ঞাপনপত্র (গ) তথ্যপত্র (ঘ) প্রচারপত্র

০৫। 'Null and Void' –এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) বাতিল (খ) পালাবদল (গ) মামুলি (ঘ) নিরপেক্ষ

০৬। 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) আইন (খ) প্রথা (গ) শুল্ক (ঘ) রাজস্বনীতি

০৭। Ode কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) শোককবিতা (খ) পত্রকাব্য (গ) খণ্ড কবিতা (ঘ) কোরাসগান

০৮। 'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) ভোক্তার কল্যাণ (খ) ভোগ্যপণ্য (গ) ক্রয়কৃত পণ্য (ঘ) ক্রেতার গুণাগুণ

০৯। Excise duty – র পরিভাষা কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) অতিরিক্ত কর (খ) আবগারি শুল্ক (গ) অর্পিত দায়িত্ব (ঘ) অতিরিক্ত কর্তব্য

১০। 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হলো- [৩২তম বিসিএস]
(ক) অর্ধচেতন (খ) অবচেতন (গ) চেতনাহীন (ঘ) চেতনাপ্রবাহ

১১। Quarterly শব্দের অর্থ কী? [৩১তম বিসিএস]
(ক) সাপ্তাহিক (খ) পাক্ষিক (গ) ষাণ্মাসিক (ঘ) ত্রৈমাসিক

১২। Anatomy শব্দের অর্থ- [৩০তম বিসিএস]
(ক) সাদৃশ্য (খ) স্নায়ুতন্ত্র (গ) শারীরবিদ্যা (ঘ) অঙ্গ-সঞ্চালন

১৩। Ballad কি? [২৬তম বিসিএস]
(ক) লোকগীতি (খ) লোকগাঁথা (গ) গীতিকা (ঘ) গাথা

১৪। দাপ্তরিক কোন শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত? [২৬তম বিসিএস]
(ক) আইন (খ) দাখিল (গ) মুচলেকা (ঘ) এজেন্ট

১৫। Intellectual শব্দের বাংলা অর্থ– [১৬তম বিসিএস]
(ক) বুদ্ধিজীবী (খ) মননশীল (গ) বুদ্ধিমান (ঘ) মেধাবী

১৬। Wisdom শব্দের বাংলা অর্থ- [১৫তম বিসিএস]
(ক) জ্ঞান (খ) বুদ্ধি (গ) মেধা (ঘ) প্রজ্ঞা

উত্তরমালা

০১	খ,গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ঘ								

মূল শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ভাবের মিল রেখে এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা হলো পরিভাষা। বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে এমন বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দ -ই হলো বাংলা পারিভাষিক শব্দ।

A

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Academic year	শিক্ষাবর্ষ
Accord	সম্মতি
Accountancy	হিসাববিদ্যা
Accounting	হিসাবরক্ষণ
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার
Acquisition	অধিগ্রহণ, গ্রহণ
Acting	ভারপ্রাপ্ত
Action	ব্যবস্থা
Ad- hoc	তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক
Adaptation	অভিযোজন
Addendum	পরিশিষ্ট
Adjournment	মুলতুবি/স্থগিতকরণ
Administration	প্রশাসন
Admitcard	প্রবেশপত্র
Advertisement	বিজ্ঞাপন
Adviser	উপদেষ্টা
Advocate	উকিল
Affidavit	হলফনামা
Agenda	আলোচ্যসূচি
Agent	প্রতিনিধি
Agitation	আন্দোলন
Agora	মুক্তাঞ্চল/পণ্যাগার
Agreement	চুক্তি
Aid	সাহায্য
Air mail	বিমান ডাক
Allegation	অভিযোগ
Alliance	মৈত্রী/জোট
Allotment	বরাদ্দ
Allottee	বরাদ্দ প্রাপক/আবাসন প্রাপক
Allowance	ভাতা
Almanac	পঞ্জিকা
Alternative	বিকল্প
Ambassador	রাষ্ট্রদূত
Amendment	সংশোধনী
Amnesty	রাষ্ট্রীয় ক্ষমা
Analysis	বিশ্লেষণ
Ancestor	পূর্বপুরুষ
Apartheid	বর্ণবৈষম্য
Appendix	পরিশিষ্ট
Apprentice	শিক্ষানবিশ
Approval	অনুমোদন
Approved	অনুমোদিত
Arbiter	সালিশ
Arrear	বকেয়া
Arsenal	অস্ত্রাগার
Article	অনুচ্ছেদ
Artificial	কৃত্রিম
Assembly	পরিষদ
Association	সংঘ
Asylum	আশ্রয়
Attendant	পরিচারক
Attestation	প্রত্যায়ন/সত্যায়ন
Attested	সত্যায়িত, প্রত্যয়িত
Auction	নিলাম
Audit	নিরীক্ষা
Autobiography	আত্মজীবনী
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Archives	মহাফেজখানা

B

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Background	পটভূমি
Bail	জামিন
Ballot paper	ভোটপত্র
Bankrupt	দেউলিয়া
Bargaining	দরকষাকষি
Biography	জীবনচরিত
Blue Print	প্রতিচিত্র
Board	পরিষদ
Bond	প্রতিজ্ঞাপত্র
Bonus	অধিবৃত্তি
Book post	খোলা ডাক
Boycott	বর্জন
Boy-scoute	ব্রতীবালক
Bribery	ঘুষ/উৎকোচ
Brochure	ক্ষুদ্র পুস্তিকা
Broker	দালাল
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র

C

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Calendar	দিনপঞ্জি
Calender	ইস্ত্রী

Camp	শিবির
Capital	মূলধন
Caretaker	তত্ত্বাবধায়ক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Casting Vote	নির্ণায়ক ভোট
Casual leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Catalogue	তালিকা
Custom	প্রথা
Customs	শুল্ক
Centre	কেন্দ্র
Certificate	সনদপত্র
Chairman	সভাপতি
Chancellor	আচার্য
Charter	সনদ
Check Post	তল্লাসি ফাঁড়ি
Chief justice	প্রধান বিচারপতি
Chief Whip	মুখ্যসচেতক
Circular	পরিপত্র/বিজ্ঞপ্তি
Circulate	প্রচার করা
Civil	দেওয়ানি/অসামরিক
Comet	ধূমকেতু
Clerk	কেরানি
Client	মক্কেল
Code of conduct	আচরণবিধি
Compensation	খেসারত
Coup	অভ্যুত্থান
Consumer	ব্যবহারকারী/ভোক্তা
Contract	চুক্তি
Convoy	রক্ষণাবেক্ষণার্থে সঙ্গী
Co-ordination	সমন্বয়
Co-opted	সহযোজিত
Corrigendum	শুদ্ধিপত্র
Ceasefire	অস্ত্র-সংবরণ
Curfew	সান্ধ্য আইন
Customs Duty	বহিঃশুল্ক

D

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
De Jure	আইনত
Dead-Lock	অচলাবস্থা
Declaration	ঘোষণা
Decree	রায়
Deed	দলিল
Defence	প্রতিরক্ষা
Deficit Budget	ঘাটতি বাজেট
Delegate	প্রতিনিধি
Delegation	প্রতিনিধিবর্গ
Demi-official	আধা-সরকারি
Demonstrator	প্রদর্শক
Deposit	আমানত
Deputation	প্রেষণ
Detective	গোয়েন্দা
Dialect	উপভাষা
Diplomat	কূটনীতিক
Direction	নির্দেশ
Divulge	প্রকাশ করা
Director general	মহাপরিচালক
Duty	শুল্ক/কর্তব্য

E

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Edition	সংস্করণ
Editor	সম্পাদক
Effect	প্রভাব
Efficiency	কর্মক্ষমতা
Embargo	নিষেধাজ্ঞা
Embassy	দূতাবাস
Emigrant	প্রবাসী
Epitaph	সমাধি
Etiquette	শিষ্টাচার
Excise Duty	আবগারি শুল্ক
Executive	নির্বাহী
Ex-officio	পদাধিকারবলে
Epicurism	ভোগবাদ

F

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Faculty	অনুষদ
Farm	খামার
File	নথি
File theory	নথিতত্ত্ব
Finance	অর্থ
Fiscal	অর্থবছর
Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা
Formula	সূত্র
Fauna	প্রাণিকুল
Flora	উদ্ভিদকুল
Famine	দুর্ভিক্ষ
Fallow Land	পতিত জমি
Fourth State	চতুর্থ রাষ্ট্র (সংবাদপত্র)
Fair Price	ন্যায্যমূল্য

G

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Gazette	ঘোষণাপত্র
General amnesty	সাধারণ ক্ষমা
Good offices	মধ্যস্থতা
Glossary	টীকাপুঞ্জি/শব্দকোষ
Goodwill	সুনাম
Grant	অনুদান
Graph	লেখ
Gist	সারমর্ম
Graphic	লৈখিক, রৈখিক
Guarantee	নিশ্চিতকরণ/অঙ্গীকার
Guideline	নীতিপন্থা নির্দেশনা
Great Bear	সপ্তর্ষিমণ্ডল
Green Room	সাজঘর
Gypsy	বেদে

H

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Habeas Corpus	বন্দি প্রদর্শন
Hand bill	প্রচারপত্র
Hangar	বিমানশালা
Hypothesis	অনুমান
Handicraft	হস্তশিল্প
Handloom	তাঁত
High command	উচ্চ মহল
High Tide	জোয়ার
Honorable	মাননীয়
Honorary	অবৈতনিক
Horizontal	অনুভূমিক
Housing project	আবাসন প্রকল্প
Hand-out	জ্ঞাপনপত্র
Humanism	মানবতাবাদ
Hygiene	স্বাস্থ্যবিদ্যা

I

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Isolation	বিচ্ছিন্নকরণ
Illiteracy	নিরক্ষরতা
Immunity	দায়মুক্তি
Incharge	ভারপ্রাপ্ত
Income tax	আয়কর
Incriment	বৃদ্ধি
Index	নির্ঘণ্ট/সূচক
Ineligible	অযোগ্য
Informal	অনানুষ্ঠানিক
Inheritance	উত্তরাধিকার
Initial	প্রারম্ভিক
Injunction	নিষেধাজ্ঞা
Immigrant	অভিবাসী
Inspection	পরিদর্শন
Installment	কিস্তি
Imflation	মুদ্রাস্ফীতি
Impeachment	অভিসংশন
Intellectual	বুদ্ধিজীবী
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Interpreter	দোভাষী
Investigation	তদন্ত
Invoice	চালান
Irrigation	সেচ
Issue	প্রচার

J

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Jobwork	খুচরো কাজ
Joint	যৌথ
Joint secretary	যুগ্মসচিব
Joint venture	যৌথ প্রচেষ্টা
Journal	পত্রিকা
Journalist	সাংবাদিক
Judge	বিচারক
Judgement	রায়
Justice	বিচারপতি
Jurisdiction	এখতিয়ার
Juvenile delinquency	কিশোর অপরাধ

K

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Kudos	সম্মান/গৌরব
Key note	মূলভাব, মর্ম
Kidnapping	অপহরণ
Kinsman	জ্ঞাতি/আত্মীয়
Kit-bag	সজ্জা-থলে
Knave	দুর্বৃত্ত, প্রতারক
Knavery	প্রতারণা
Keeper	রক্ষক

L

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Landlord	জমিদার/ভূস্বামী
Land policy	ভূমিনীতি

Lass	বালিকা
Lawyer	আইনজ্ঞ
Lease	ইজারা, পাট্টা
Lesson plan	পাঠ পরিকল্পনা
Licence	অনুজ্ঞাপত্র
Local Body	স্থানীয় সংস্থা
Latitude	অক্ষাংশ
Land Revenue	ভূমি রাজস্ব
Longitude	দ্রাঘিমা
Livestock	পশুসম্পদ
Lingua franca	মিশ্রভাষা
Linguistics	ভাষাবিজ্ঞান
Litigation	মামলা
Ledger	খতিয়ান

M

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Manifesto	ইশতেহার
Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Myth	পৌরাণিক কাহিনি
Martial	সামরিক
Marine	সমুদ্র, সামুদ্রিক
Maternity Leave	প্রসূতি ছুটি
Measurement	মাপ
Meeting	বৈঠক
Memorandum	স্মারকলিপি
Message	বার্তা
Ministry	মন্ত্রণালয়
Mint	টাকশাল
Mobile court	ভ্রাম্যমান আদালত
Modification	সংশোধন
Monopoly	একচেটিয়া ব্যবসা
Morgue	শবাগার
Mortgage	বন্ধক
Meteor	উল্কা

N

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Nationalised	জাতীয়করণ
Nationality	জাতীয়তা
Nebula	নীহারিকা
Norm	নিয়ামাচার
Negotiation	আলাপ-আলোচনা
Neutral	নিরপেক্ষ
Nomination	মনোনয়ন
Note	মন্তব্য
Notice	বিজ্ঞপ্তি
Notification	প্রজ্ঞাপন
Nutrition	পুষ্টি
North Star	ধ্রুবতারা

O

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Observation	পর্যবেক্ষণ
Oxygen	অম্লজান
Office	দপ্তর
Omission	বাদ, ভুল
On approval	অনুমোদন সাপেক্ষ
Ordinance	অধ্যাদেশ
Observatory	মানমন্দির
Obligatory	বাধ্যতামূলক
Organization	সংগঠন
Output	উৎপাদন
Over rule	বাতিল করা
Over time	অধিকাল
Ownership	মালিকানা

P

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Pact	চুক্তি
Paragraph	অনুচ্ছেদ
Partner	অংশীদার
partnership	অংশীদারি
Passport	বহিঃগমন পত্র
Pay-order	টাকা নির্দেশপত্র/পরিশোধ আদেশ
Pending	মুলতুবি
Penname	ছদ্মনাম
Pension	অবসর ভাতা
Planning commission	পরিকল্পনা কমিশন
Portfolio	দফতর
Postage	ডাকমাশুল
Post-mortem	ময়নাতদন্ত
Postpone	স্থগিত করা
Potter	কুমোর
Pottery	মৃৎশিল্প
Prehistoric	প্রাগৈতিহাসিক
Periodical	সাময়িকী
Production	উৎপাদন
Power of attorney	মোক্তারনামা
Promotion	পদোন্নতি
Propaganda	প্রচারণা
Provision	বিধান
Plebiscite	গণভোট

Q

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Qualification	যোগ্যতা
Quality	গুণ
Quarterly	ত্রৈমাসিক
Quota	যথাংশ
Quotation	দরপত্র
Quote	উদ্ধৃত করা
Questionnaire	প্রশ্নমালা

R

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Range	এলাকা
Rank	পদমর্যাদা
Receiption	অভ্যর্থনা
Recognised	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত
Recommendation	সুপারিশ
Record	বিবরণী
Recreation	বিনোদন
Recruitment	নিয়োগ/নিযুক্ত
Refer	জ্ঞাতার্থে প্রেরণ
Reference	সূত্র
Referendum	গণভোট
Refugee	শরণার্থী
Regularize	নিয়মিত করা
Rehabilitation	পুনর্বাসন
Remark	মন্তব্য করা
Report	প্রতিবেদন
Representative	প্রতিনিধি
Resign	পদত্যাগ করা
Resource	সম্পদ
Revenue	রাজস্ব
Review	পর্যালোচনা
Riot	দাঙ্গা
Robot	যন্ত্রমানব
Ransom	মুক্তিপণ

S

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Sanction	মঞ্জুরি/অনুমোদন
Selfie	নিজস্বী
Scheme	পরিকল্পনা
Secretariat	সচিবালয়
Secretary	সচিব
Seize	জব্দ করা
Seminar	আলোচনা সভা
Session	অধিবেশন
Sovereignty	সার্বভৌমত্ব
Surplus	উদ্বৃত্ত
Smuggler	চোরাচালানকারী
Socialism	সমাজতন্ত্র
Solidarity	সংহতি
Spokesman	মুখপাত্র
Stay Order	স্থগিতাদেশ
Strike	ধর্মঘট
Sub-judice	বিচারাধীন
Subsidy	ভর্তুকি
Suffrage	ভোটাধিকার
Sub-concious	অবচেতন
Supervision	তত্ত্বাবধান
Script	হস্তলিপি/পাণ্ডুলিপি
Symposium	আলোচনা সভা

T

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Testimony	সাক্ষ্য
Tender	দরপত্র
Termination	অবসান
Terrorism	সন্ত্রাস
Testimonial	প্রশংসাপত্র
Tariff	শুল্ক
Thesis	গবেষণা সার/অভিসন্দর্ভ
Transfer	বদলি,হস্তান্তর
Treasury	কোষাগার
Tribal	আদিবাসী
Troop	সেনাদল
Terminology	পরিভাষা
Tenancy	প্রজাস্বত্ব
Tribunal	বিশেষ আদালত

U

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Ultimatum	চরমপত্র
Ultra-modern	অত্যাধুনিক
Unavoidable	অনিবার্য
Uniform	উর্দি
Union	সমিতি
Universal	বিশ্বজনীন
Update	হালনাগাদ
Urbanization	নগরায়ণ
Utilization	ব্যবহার
Ursa Major	সপ্তর্ষিমণ্ডল

V	
বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Vacation	অবকাশ
Validity	বৈধতা
Vassal	পোষ্য
Vertical	উল্লম্ব
Vice-chancellor	উপাচার্য
Vice-principal	উপাধ্যক্ষ
Violation	লঙ্ঘন
Vivid	প্রাণবন্ত
Vocation	বৃত্তি
Vocational	বৃত্তিমূলক
Voluntary service	স্বেচ্ছাসেবা
Voucher	রসিদ

W X	
বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Waiter	পরিচারক
Whirlpool	ঘূর্ণি
War criminal	যুদ্ধাপরাধী
Wage	বেতন/মজুরি
Warning	হুঁশিয়ারি
White paper	শ্বেতপত্র
Wholesale	পাইকারি
Withdraw	প্রত্যাহার
X-Mas	ক্রিস্‌মাস্‌
X-Ray	রঞ্জনরশ্মি

Y	
বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Year book	বর্ষপঞ্জি
Yearly	বার্ষিক
Youngest	সর্বকনিষ্ঠ
Yard	অঙ্গন

Z	
বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Zebra crossing	পথচারী পারাপার
Zodiac	রাশিচক্র
Zonal	আঞ্চলিক

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'Wisdom' এর পরিভাষা-
(ক) জ্ঞান (খ) প্রজ্ঞা (গ) বুদ্ধি (ঘ) বিবেচনা

০২। 'Epicurism'এর যথার্থ পরিভাষা-
(ক) নিয়তিবাদ (খ) অস্তিত্ববাদ (গ) ভোগবাদ (ঘ) পরিবেশবাদ

০৩। ইংরেজি 'Semicolon' শব্দের পরিভাষা হচ্ছে-
(ক) কমা (খ) অর্ধকমা (গ) অর্ধচ্ছেদ (ঘ) ড্যাস

০৪। 'সচিব' কোন ধরনের শব্দ?
(ক) পারিভাষিক (খ) মিশ্র (গ) তৎসম (ঘ) তদ্ভব

০৫। 'Unanimous' শব্দের অর্থ হলো-
(ক) সকলের সম্পত্তি ব্যতীত (খ) সর্বসম্মত (গ) অননুমোদিত (ঘ) অনিরীক্ষিত

০৬। 'Autonomous'শব্দের অর্থ-
(ক) স্বাক্ষর (খ) স্বায়ত্তশাসিত (গ) সত্যায়িত (ঘ) সংশোধিত

০৭। 'Amicable' শব্দের অর্থ-
(ক) ঘৃণা (খ) সৌহার্দপূর্ণ (গ) বিরোধী (ঘ) অশান্তি

০৮। 'Archetype' শব্দের অর্থ-
(ক) আদিরূপ (খ) স্থপতি (গ) স্থাপত্যকলা (ঘ) ধাতব বর্ণ

০৯। 'Amicus Curiae' অর্থ?
(ক) আদালতের বন্ধু (খ) আদালতের পরামর্শদাতা (গ) আদালতের পণ্ডিতবর্গ (ঘ) আইন পণ্ডিত

১০। 'Anonymous' এর বাংলা নিচের কোনটি?
(ক) বেনামি (খ) অজ্ঞাত (গ) এলোমেলো (ঘ) কোনোটিই নয়

১১। 'Transparency' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো-
(ক) মুক্ততা (খ) ত্রুটিহীনতা (গ) স্বচ্ছতা (ঘ) স্বাচ্ছন্দ্য

১২। 'Aboriginal' এর পরিভাষা-
(ক) আদিমানব (খ) আদিবাসী (গ) কৃত্রিম (ঘ) অমৌলিক

১৩। 'Autograph' শব্দের যথার্থ পরিভাষা কোনটি?
(ক) বিখ্যাত ব্যক্তির হস্তাক্ষর (খ) লেখচিত্র অঙ্কনের স্বয়ংক্রিয় উপকরণ
(গ) স্বলেখন (ঘ) নিজের নাম মুদ্রণ

১৪। 'Adjournment' শব্দটির অর্থ
(ক) মুলতুবি (খ) ইগতাদেশ (গ) বিলোপ (ঘ) সমন্বয়

১৫। 'Article' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) নির্দেশক (খ) প্রবন্ধ (গ) অনুচ্ছেদ (ঘ) দলিল

১৬। 'Affidavit' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?
(ক) দলিল (খ) হলফনামা (গ) চুক্তিপত্র (ঘ) ওকালতনামা

১৭। 'Annotation' শব্দের অর্থ-
(ক) সংযোজন (খ) বিরক্তি (গ) স্বরবিন্যাস (ঘ) টীকা

১৮। 'Blue print' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) চলচ্চিত্র (খ) জীবনবৃত্তান্ত (গ) প্রতিচিত্র (ঘ) পটভূমি

১৯। 'Bottom of the line'বলতে বোঝায়-
(ক) কাজটি শেষ করা উচিত (খ) আসল কথা হলো
(গ) প্রারম্ভ করা হলো (ঘ) দীর্ঘসূত্রতার মাধ্যমে কাজ করা

২০। 'Populous' এর বাংলা অর্থ-
(ক) জনসাধারণ (খ) জনপ্রিয় (গ) জনবহুল (ঘ) জনসংখ্যা

২১। 'Biography' শব্দটির অর্থ-
(ক) গ্রন্থনির্দেশিকা (খ) কড়চা (গ) বিবরণ (ঘ) আলোচনা

২২। 'Scanner' বোঝায়-
(ক) সূক্ষ্ম পরীক্ষা যন্ত্র (খ) ধান মাড়াই যন্ত্র (গ) মুদ্রণ যন্ত্র (ঘ) কম্পিউটার

২৩। 'Corrigendum'শব্দের অর্থ কী?
(ক) শুদ্ধিপত্র (খ) পুনর্বিন্যাস (গ) স্থাপত্যকলা (ঘ) অনুরোধপত্র

২৪। 'Curtail' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?
(ক) সংক্ষিপ্ত করা (খ) শুরু (গ) চোখ বুলানো (ঘ) প্রচুর

২৫। 'Co-opted' পরিভাষা-
(ক) সংযুক্ত (খ) যোজিত (গ) সহযোজিত (ঘ) সংযোজিত

২৬। 'Calligraphy' কী?
(ক) হস্তলিপি বিদ্যা (খ) কালি কলমে আঁকা ছবি (গ) রেখাচিত্র (ঘ) গ্রাফিক চিত্র

২৭। 'Cosmic' এর পরিভাষা কোনটি?
(ক) প্রসাধনী (খ) সৃষ্টি (গ) প্রলয় (ঘ) মহাজাগতিক

২৮। 'Unstamped' এর পরিভাষা-
(ক) বাতিলযোগ্য (খ) ডাকটিকিটবিহীন (গ) অনিবন্ধিত (ঘ) সিলমোহরবিহীন

২৯। 'Circular'এর বাংলা পরিভাষা-
(ক) পরিপত্র (খ) প্রচারপত্র (গ) পরিচয়পত্র (ঘ) পরিদপ্তর

৩০। 'Colleague' এর বঙ্গানুবাদ-
(ক) মহাবিদ্যালয় (খ) সহকর্মী (গ) তান্ত্রিক পীড়া (ঘ) জোট

৩১। 'Corporal' শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) প্রশংসা করা (খ) শরীর বিশিষ্ট (গ) শারীরিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৩২। 'Study Leave' এর বাংলা-
(ক) শিক্ষা ছুটি (খ) শিক্ষাবিকাশ (গ) শিক্ষালাভ (ঘ) শিক্ষা সংস্কার

৩৩। 'Etiquette' শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?
(ক) নিয়মানুবর্তিতা (খ) নিয়ম নীতি (গ) সদাচারী (ঘ) শিষ্টাচার

৩৪। 'Executive' এর পরিভাষা-
(ক) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (খ) নির্বাহী (গ) মনযোগী (ঘ) ব্যবস্থাপক

৩৫। 'Sponsor' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) স্বতঃস্ফূর্ত (খ) পৃষ্ঠপোষক (গ) মুখপাত্র (ঘ) শেয়ারপত্র

৩৬। 'Eradication' শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) নির্ভুল (খ) জায়গাবহুল (গ) সময় (ঘ) উচ্ছেদ

৩৭। 'Epic' শব্দের পরিভাষা
(ক) কিংবদন্তি (খ) পুরাণ (গ) মহাকাব্য (ঘ) বিস্মৃতি কাহিনি

৩৮। 'Vivid' শব্দের বঙ্গানুবাদ হলো-
(ক) বিবিধ (খ) প্রাণবন্ত (গ) বিস্তৃত (ঘ) ব্যাপ্ত

৩৯। 'Scarcity' এর পরিভাষা-
(ক) স্থল (খ) প্রাচুর্য (গ) স্বল্পতা (ঘ) কর্কশ

৪০। 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা–
(ক) ফৌজদারি (খ) জালিয়াতি (গ) বলপ্রয়োগকারী (ঘ) দালালি

৪১। 'Faculty' শব্দটির পরিভাষা–
(ক) পরিষদ (খ) শাখা (গ) বিভাগ (ঘ) অনুষদ

৪২। 'Horizontal' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) দিগন্ত (খ) অনুভূমিক (গ) প্রান্তিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৪৩। 'Hybrid' শব্দের বাংলা পরিভাষা কি?
(ক) উচ্চ ফলনশীল (খ) কৃত্রিম প্রজনন (গ) উন্নত ফসল (ঘ) সংকর

৪৪। 'Green-room' শব্দের ঠিক বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) সামনের ঘর (খ) সবুজকক্ষ (গ) সাজঘর (ঘ) পেছনের ঘর

৪৫। 'Genocide' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) জননায়ক (খ) গণস্বার্থ (গ) গণহত্যা (ঘ) গণদুশমন

৪৬। 'Tenancy' এর বাংলা পরিভাষা
(ক) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (খ) কর্তাব্যক্তি (গ) প্রজাস্বত্ব (ঘ) জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা

৪৭। 'Housing' এর পরিভাষা-
(ক) আবাস (খ) আবাসন (গ) বাস (ঘ) নিবাস

৪৮। Index' শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) সূচক (খ) নির্ঘণ্ট (গ) ক ও খ (ঘ) কোনোটিই নয়

৪৯। 'Insomnia' শব্দেটির বাংলা পারিভাষিক রূপ হলো
(ক) দুশ্চিন্তা (খ) বায়ুরোগ (গ) অনিদ্রা (ঘ) কর্কটরোগ

৫০। 'Indigenous' শব্দটির অর্থ-
(ক) মেধাবী (খ) আনাড়ী (গ) স্বদেশী (ঘ) বিদেশি

৫১। 'Industrious' এর বঙ্গানুবাদ-
(ক) শিল্পদ্যোগী (খ) শিল্পায়ন (গ) শিল্পানুরাগী (ঘ) পরিশ্রমী

৫২। 'Key-note' এর যথার্থ পরিভাষা -
(ক) গুরুত্বপূর্ণ (খ) চাবিকাঠি (গ) মূলভাব (ঘ) টীকা-টিপ্পনি

৫৩। 'Jerkin' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পানি বহন করার কেনেস্তারা (খ) অসমতল (গ) আঁটসাট জামা (ঘ) ঝাঁকুনি

৫৪। 'Lease' শব্দের বাংলা পরিভাষা-
(ক) বন্ধক (খ) জামানত (গ) ইজারা (ঘ) আমানত

৫৫। 'Liberation' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) উদারতা (খ) উপস্থাপনা (গ) মুক্তি (ঘ) মুক্তিসংগ্রাম

৫৬। 'Lyric' শব্দের বাংলা পরিভাষা-
(ক) গান (খ) সুর (গ) কথা (ঘ) গীতিকবিতা

৫৭। 'Licence' এর পরিভাষা-
(ক) ছাড়পত্র (খ) নিয়োগপত্র (গ) পরিচয়পত্র (ঘ) অনুজ্ঞাপত্র

৫৮। 'Pleadings' এর অর্থ কী?
(ক) আরজী (খ) লিখিত জবাব (গ) আরজি ও লিখিত জবাব (ঘ) উকিলের বক্তব্য

৫৯। 'Microbiology' এর পরিভাষা নিচের কোনটি?
(ক) অণুপ্রাণ বিজ্ঞান (খ) অণুজীব বিজ্ঞান (গ) জীবাণুবিজ্ঞান (ঘ) কোনোটিই নয়

৬০। 'Subjudice' এর অর্থ বাংলায় নিচের কোনটি?
(ক) বিচারকের বেঞ্চ (খ) বিশেষ আদালত (গ) বিচারাধীন (ঘ) কোনোটিই নয়

৬১। 'Make-up' এর বাংলা পরিভাষা-
(ক) তৈরী করা (খ) অঙ্গসজ্জা (গ) সুসজ্জা (ঘ) রূপসজ্জা

৬২। 'Superstitions' শব্দের অর্থ-
(ক) যাদুবিদ্যা (খ) সেতুবন্ধন (গ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন (ঘ) উপাসনা

৬৩। 'Nebula' এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ-
(ক) নক্ষত্র (খ) নীহারিকা (গ) গ্রহ (ঘ) তারকা

৬৪। 'Notification' এর পরিভাষা
(ক) স্মারক (খ) প্রজ্ঞাপন (গ) বিজ্ঞাপন (ঘ) বিজ্ঞপ্তি

৬৫। 'Ordnance' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী?
(ক) অধ্যাদেশ (খ) ক্রম (গ) সমরাস্ত্র (ঘ) আদেশ

৬৬। 'Obligatory' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) অনুপত (খ) বাধ্যতামূলক (গ) বাধিত করা (ঘ) শপথ গ্রহণ

৬৭। 'Secretary' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) মহাপরিচালক (খ) পরিচালক (গ) আহবায়ক (ঘ) সচিব

৬৮। 'Osmosis' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) আস্রবণ/অভিস্রাবণ (খ) মরূদ্যান (গ) ঝরনাধারা (ঘ) সবুজ উদ্যান

৬৯। 'Parole' শব্দের অর্থ
(ক) দীর্ঘ মেয়াদি মুক্তি (খ) সাময়িক মুক্তি (গ) বিচারাধীন ব্যক্তি (ঘ) আগাম জামিন প্রাপ্তি

৭০। 'Postage' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
(ক) দরখাস্ত (খ) ডাকসংক্রান্ত (গ) ডাকহরকরা (ঘ) ডাকমাশুল

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ঢ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	ক	০৯	ক	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঢ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ঢ	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	গ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	ঢ	৬৭	ঘ	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ঘ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

ছন্দ ও অলঙ্কার

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।' -এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলঙ্কার দ্বারা শোভিত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) অপহ্নুতি (খ) যমক (গ) অর্থোন্নতি (ঘ) অভিযোজন

০২। যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মুক্তক (ঘ) স্বরবৃত্ত

০৩। সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার? [৩১তম বিসিএস]
(ক) ৬ (খ) ২ (গ) ৪ (ঘ) ৫

০৪। বাংলা ভাষায় ছন্দ প্রধানত কত প্রকার? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫

০৫। বাংলা ছন্দ কত রকমের? [২৫তম বিসিএস]
(ক) এক রকমের (খ) দু রকমের (গ) তিন রকমের (ঘ) চার রকমের

০৬। 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো– [২৫তম বিসিএস]
(ক) অন্ত্যমিল আছে (খ) অন্ত্যমিল নেই (গ) চরণের প্রথমে মিল থাকে (ঘ) বিশ মাত্রার পর্ব থাকে

০৭। যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়- [১৭তম বিসিএস]
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) পয়ার (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) অক্ষরবৃত্ত

উত্তরমালা	০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক

ছন্দ

ছন্দ অর্থ 'গতি সৌন্দর্য'। সাহিত্যে এর অর্থ হলো- ভাষাগত ধ্বনি সৌন্দর্য। আবার সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ অর্থ 'কাব্যের মাত্রা' এবং অন্য একটি অর্থ ইচ্ছা। অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে পরিমিত ও শৃঙ্খলার সুষম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।'

ছন্দ বিশ্লেষণের জন্য নিচের বিষয়গুলো খুবই প্রয়োজন –

অক্ষর: স্বল্পতম সময় বা পরিশ্রমে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর ২ প্রকার। যথা: (১) মুক্তাক্ষর (২) বদ্ধাক্ষর

(১) মুক্তাক্ষর/স্বরান্ত অক্ষর/বিবৃত অক্ষর:

যে শব্দাংশের শেষে স্বর থাকে তাকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন – 'কলম'(ক+লম)। শব্দটিতে দুটি অক্ষর আছে। যদি আমরা উচ্চারণ করি তাহলে দেখব 'ক'এর পরে একটি স্বর 'অ' হলো মুক্তাক্ষর।

(২) বদ্ধাক্ষর/সংবৃত অক্ষর:

যে শব্দাংশের শেষে স্বর থাকে না অর্থাৎ ব্যঞ্জন থাকে তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন – কলম = ক + লম। শব্দটিতে 'লম' একটি বদ্ধাক্ষর কারণ এর শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। অর্থাৎ কলম শব্দটিতে দুটি অক্ষর আছে। একটি মুক্তাক্ষর (ক) এবং অপরটি বদ্ধাক্ষর (লম)।

স্তবক: কতগুলো চরণ মিলে যখন একটি পূর্ণ বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে স্তবক বলে। স্তবক (stanza) হলো কবিতার গুচ্ছাংশ।

ছেদ: বক্তব্যের অর্থকে সুবোধ্য ও সুচারুরূপে প্রকাশ করার জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়। এই ধরনের উচ্চারণ বিরতিকে ছেদ বলে। ছেদ দুই প্রকার। যথা: (১) উপচ্ছেদ (২) পূর্ণচ্ছেদ

যতি: এক ঝোঁকে কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করার পর জিহবা স্বল্পকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে সেই বিরামকে যতি বলে।

পর্ব: এক নিঃশ্বাসে চরণের যতটুকু অংশ উচ্চারণ করা যায়, ঐ অংশটুকুই একটি পর্ব।

ছন্দের প্রকারভেদ: ছন্দ ৩ প্রকার। যথা: (১) স্বরবৃত্ত ছন্দ (২) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (৩) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

(১) স্বরবৃত্ত ছন্দ:

যে ছন্দ যুগ্মধ্বনি সব সময় একমাত্রা গণনা করা হয় এবং প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদিতে শ্বাসঘাত পড়ে তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। স্বরবৃত্তে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর সর্বত্র একমাত্রা হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দকে- দলবৃত্ত বা লৌকিক বা ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসঘাত প্রধান ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলা হয়। ছেলে ভুলানো ছড়া সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা হয়। যেমন –

৬ বাঁশ বাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ওই- (মাত্রা: ৪/৪/৪/১)
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অপূর্ণ
মাগো আমার / শোলক বলা / কাজলা দিদি / কই। - (মাত্রা: ৪/৪/৪/১)
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অপূর্ণ

-যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৬ বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান (মাত্রা: ৪/৪/৪/১)
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অপূর্ণ

শিব ঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যে / দান। (মাত্রা: ৪/৪/৪/১)
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অপূর্ণ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য–

৬ মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪।
৬ অপূর্ণ পর্ব একমাত্রার হয়।
৬ স্বরবৃত্তে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর সর্বত্র একমাত্রা হয়।

২) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ:

যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি দুই মাত্রা গণনা করা হয় এবং বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে- কলাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দও বলা হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ৬ মাত্রার পর্বই অধিক। চার, পাঁচ, সাত এবং আট মাত্রার পর্বও এ ছন্দে দেখা যায়। যেমন –

৬ সোনার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে (মাত্রা: ৭ + ৭)
বনের পাখি ছিল/বনে। (মাত্রা: ৭ + ২)

মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য:

৬ মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা চার, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট মাত্রার। তবে এ ছন্দে ছয় মাত্রার প্রচলনই বেশি।
৬ এ ছন্দে বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুই মাত্রার এবং মুক্তাক্ষরের একমাত্রার হয়। উদাহরণ: আমরা = আম (১+১) + রা (১) = ৩ অক্ষর।

উদাহরণস্বরূপ: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৩) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ:

যে ছন্দে শব্দের আদিতে ও মধ্যে যুগ্মধ্বনি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে একমাত্রা এবং শেষে যুগ্মধ্বনি থাকলে উচ্চারণে দুই মাত্রা ধারা হয়, সে ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর নাম হলো 'তানপ্রধান ছন্দ'। যেমন –

৬ মরিতে চাহিনা আমি/সুন্দর ভুবনে, (মাত্রা: ৮+৬)
মানবের মাঝে আমি/বাঁচিবারে চাই। (মাত্রা: ৮+৬)

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য:

৬ মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয়।
৬ এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম।
৬ এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যে বদ্ধাক্ষর একমাত্রা এবং শব্দের শেষে দুই মাত্রা হয়।
৬ এ ছন্দে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর সমান ধরা হয়। উদাহরণ: কেষ্টা = কে (১) + ষ্টা (১) = ২ অক্ষর।

অন্যান্য ছন্দ

অমিত্রাক্ষর: (Blank Verse)

কবিতার পঙ্‌ক্তির শেষে মিলহীন ছন্দকে অমিত্রাক্ষর বলা হয়। যেমন – সম্মুখ- সমরে পড়ি, বীর চূড়ামনি/ বীরবাহু চলি যাবে গেলো যমপুরে

বৈশিষ্ট্য:

(১) ছন্দে কবিতায় চরণের অন্ত্যমিল থাকে না।
(২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ারেরই এক প্রকারভেদ।
(৩) অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে। (৮+৬) পর্বে বিভক্ত।
(৪) অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্য নাম প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

☞ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

সনেট: 'সনেট' ইতালিয়ান শব্দ। এর বাংলা রূপ চতুর্দশপদী কবিতা। সনেটে সাধারণত চৌদ্দ চরণ (লাইন) থাকে। একটিমাত্র অখণ্ড ভাব কল্পনা বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষরে (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরে) চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে সনেট বলে। ইতালিয় কবি পেত্রার্ক সনেটের আদিকবি এবং জনক। সনেটের দুটি অংশ থাকে। যথা:

অষ্টক: সনেটের প্রথম আট চরণকে অষ্টক বলে।

ষষ্টক/ষটক: সনেটের শেষ ছয় চরণকে ষষ্টক/ষটক বলে।

পয়ার: পয়ারের প্রত্যেক চরণে মাত্রা সংখ্যা চৌদ্দ এবং প্রতি চরণ দু'পর্বে বিভক্ত থাকে।

ত্রিপদি: প্রত্যেক চরণে তিনটি করে পর্ব থাকে। যেমন –

যে জন দিবসে/মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।

চৌপদী: প্রত্যেক চরণে ৪টি করে পর্ব থাকে।

স্বরাক্ষরিক ছন্দ: স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মুক্তক ছন্দ: যে ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তির অক্ষর সংখ্যা অসমান তাকে মুক্তক ছন্দ বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বলাকা' কাব্যে এ ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করেন।

অলঙ্কার

যা দ্বারা কাব্যকে সজ্জিত করা হয় তাকে অলঙ্কার বলে।

অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা: (১) শব্দালঙ্কার (২) অর্থালঙ্কার

(১) শব্দালঙ্কার: যা দ্বারা শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। বিভিন্ন প্রকার শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ এবং বক্রোক্তি অন্যতম।

যমক: 'যমক' অর্থ যুগ্ম। একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার হলে তাকে যমক বলে। যেমন – ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

এখানে, ১ম ভারত অর্থ = ভারতচন্দ্র।
২য় ভারত অর্থ = ভারতবর্ষ।

অনুপ্রাস: একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন: 'কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ' (লোকছড়া)।

শ্লেষ: একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ বলে। যেমন –

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন'।

বক্রোক্তি: সরাসরি কোনো কথা না বলে যদি বাঁকাভাবে বলা হয় তবে তাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে। যেমন – 'আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাঘবে'? এখানে, না বাচক অর্থে ব্যবহৃত।

(২) অর্থালঙ্কার: অর্থের বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য বিধায়ক অলঙ্কারকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কার প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা –

(১) সাদৃশ্যমূলক
(২) বিরোধমূলক
(৩) গূঢ়ার্থমূলক
(৪) ন্যায়মূলক
(৫) শৃঙ্খলামূলক

সাদৃশ্যমূলক: উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতিবস্তুপমা প্রভৃতি প্রধান।

বিবোধমূলক: বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম প্রভৃতি প্রধান।
গূঢ়ার্থমূলক: বাচ্যার্থের আড়ালে আরেকটি গূঢ়ার্থ থাকে তাকে গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার বলে।
অপহ্নুতি: যদি উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তবে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলে। যেমন – দেশের যতো নদী ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।
গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার ২ প্রকার। যথা – (১) ব্যাজস্তুতি (২) অপ্রস্তুত প্রশংসা।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?
(ক) ফ্রান্স (খ) ইতালি (গ) ইংল্যান্ড (ঘ) গ্রিস

০২। শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ কোনটি?
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) কোনোটিই নয়

০৩। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচয়িতা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৪। 'Blank Verse অর্থ -
(ক) অনুপ্রাস (খ) অমিত্রাক্ষর (গ) পয়ার (ঘ) মহাকাব্য

০৫। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি নিম্নের কোন ছন্দে রচিত?
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মিশ্র কলাবৃত্ত (ঘ) কোনোটিই নয়

০৬। যে ছন্দে যুক্ত ধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কী ধরনের ছন্দ বলে?
(ক) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (খ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (গ) স্বরবৃত্ত ছন্দ (ঘ) পয়ার ছন্দ

০৭। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর নাম কী?
(ক) অমিত্রাক্ষর ছন্দ (খ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (গ) মুক্তক ছন্দ (ঘ) তদ্ভব ছন্দ

০৮। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান'- কোন ছন্দে রচিত?
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) অমিত্রাক্ষর (ঘ) অক্ষরবৃত্ত

০৯। 'ছড়া' কোন ছন্দে রচিত হয়?
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) সমিল মুক্তক

১০। পরস্পর অন্তমিল বিহীন ছন্দকে কী বলে?
(ক) পদ্য ছন্দ (খ) গদ্য ছন্দ (গ) মিশ্র ছন্দ (ঘ) চম্পূ ছন্দ

১১। 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?
(ক) অক্ষরবৃত্তকে (খ) মাত্রাবৃত্তকে (গ) স্বরবৃত্তকে (ঘ) গদ্য ছন্দকে

১২। স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?
(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) কবি আবদুল কাদির

১৩। ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) সমিল মুক্তক

১৪। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তব্য এক পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে গড়িয়ে যাবার বৈশিষ্ট্যকে কি বলে?
(ক) অমিত্রাক্ষর রীতি (খ) ছান্দসিকতা (গ) প্রবহমানতা (ঘ) পাঙ্‌ক্তেয়তা

১৫। 'হে দারিদ্র্য' তুমি মোরে করেছ মহান।' এ চরণটি কোন ছন্দে লেখা?
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) অক্ষরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

১৬। ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়-
(ক) আসত্তি (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) যোগ্যতা (ঘ) শৃঙ্খলা

১৭। অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাপকে কী বলে?
(ক) ধ্বনি (খ) যতি (গ) মাত্রা (ঘ) ছেদ

১৮। 'সবকটা জানালা খুলে দাও না।' বাক্যে 'না' এর ব্যবহার-
(ক) নঞর্থক (খ) অস্ত্যর্থক (গ) নিরর্থক (ঘ) অলঙ্কারসূচক

১৯। চিত্রকল্প বলতে বোঝায়-
(ক) শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ নির্মিত সংবেদ্য চিত্রাভাস (খ) কাব্যচিত্রকলার প্রয়োগ
(গ) উপমা উৎপেক্ষার মাধ্যমে মনোগ্রাহী করা (ঘ) কোনোটিই নয়

২০। 'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?
(ক) জার্মানি (খ) ইংরেজি (গ) ইতালিয়ান (ঘ) ফ্রেঞ্চ

২১। 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) স্বরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) স্বরমাত্রিক

২২। জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) অক্ষরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

২৩। নিচের কোনটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়নি?
(ক) বঙ্গভাষা (খ) কবর (গ) সোনার তরী (ঘ) জীবন-বন্দনা

২৪। কাজী নজরুল ইসলামের প্রিয় ছন্দ কোনটি?
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) মুক্ত অক্ষরবৃত্ত

২৫। 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত?
(ক) ৫ (খ) ৬ (গ) ৮ (ঘ) ৪

২৬। 'বঙ্গভাষা' সনেটটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

২৭। 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

২৮। নিচের কোনটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ?
(ক) তারি তরে ভাই গান রচে যাই বন্দনা করি তারে। (খ) হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
(গ) এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে। (ঘ) সোনার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে।

২৯। সনেটের শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিকে কী বলা হয়?
(ক) ষঠক (খ) ষস্টক (গ) ষট্‌ক (ঘ) ষষ্ট

৩০। সনেট রচনার ক্ষেত্রে মাইকেলের আদর্শ ছিলেন-
(ক) পেত্রার্ক (খ) মিল্টন (গ) বায়রন (ঘ) কিটস্

৩১। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?
(ক) মাইকেল (খ) পেত্রার্ক (গ) হোমার (ঘ) ঈশ্বরগুপ্ত

৩২। সনেটের প্রথম আট পঙ্‌ক্তিকে বলা হয়-
(ক) সপ্তক (খ) অষ্টক (গ) ষটক (ঘ) পঞ্চক

৩৩। 'হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি, নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।' এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) অসঙ্গতি (খ) বিভাবনা (গ) বিষম (ঘ) বিরোধাভাস

৩৪। নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে?
(ক) ব্যাজস্তুতি (খ) অতিশয়োক্তি (গ) সুভাষণ (ঘ) শ্লেষ

৩৫। একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?
(ক) উৎপ্রেক্ষা (খ) উপরূপক (গ) উপমা (ঘ) আখ্যানরূপক

৩৬। 'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।' চরণটি নান্দনিক বিবেচনায় হয়ে উঠেছে-
(ক) উপমা (খ) রূপক (গ) চিত্রকল্প (ঘ) রূপকাভাস

৩৭। 'ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন।' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটি এর দৃষ্টান্ত।
(ক) চিত্রকল্প (খ) উপমাসঞ্জাত রূপক (গ) প্রতীকায়িত ব্যাজস্তুতি (ঘ) অন্যাসক্ত রূপকাভাস

৩৮। 'কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত' শব্দগুচ্ছটি-
(ক) উপমা (খ) উৎপ্রেক্ষা (গ) রূপক (ঘ) চিত্রকল্প

৩৯। 'অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' এটি একটি-
(ক) উপমা (খ) উৎপ্রেক্ষা (গ) রূপক (ঘ) চিত্রকল্প

৪০। 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' এখানে আছে-
(ক) অর্থালঙ্কার (খ) শব্দালঙ্কার (গ) রূপকালঙ্কার (ঘ) সমাসোক্তি অলঙ্কার

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	ঢ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১	ঢ	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঢ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	ঘ	৪০	ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সক্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

মূল্যায়ন পরীক্ষা-০১

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। 'লবণ' শব্দের বিশেষণ কোনটি?
(ক) নুন (খ) লবণাক্ত (গ) লাবণ্য (ঘ) ললিত

০২। যেমন কর্ম তেমন ফল- এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) নির্ধারক বিশ্লেষণ (খ) ক্রিয়া বিশেষণ (গ) সাপেক্ষ সর্বনাম (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ

০৩। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

০৪। 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ–
(ক) সাধারণ (খ) স্বাভাবিক (গ) প্রকৃত (ঘ) বিকৃত

০৫। 'অদ্য' শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহরণ–
(ক) চলিত (খ) সাধু (গ) আঞ্চলিক (ঘ) প্রাকৃত

০৬। 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা?
(ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) মুহাম্মদ আব্দুল হাই (গ) মুহাম্মদ এনামুল হক (ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০৭। 'বাগ্‌ধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) বাক্যতত্ত্বে (খ) শব্দতত্ত্বে (গ) অর্থতত্ত্বে (ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

০৮। 'প্রকৃতি ও প্রত্যয়' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
(ক) বাক্যতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব (গ) শব্দতত্ত্ব (ঘ) অর্থতত্ত্বে

০৯। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেননি?
(ক) জন বমসি (খ) ডানকান ফোর্বস (গ) জর্জ গ্রিয়ারসন (ঘ) জেমস কিথ

১০। 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ২৫টি (খ) ২৬টি (গ) ২০টি (ঘ) ২৮টি

১১। কোন বর্ণের 'দ্যোতিত ধ্বনি' শব্দের 'আদি, মধ্য ও অন্ত্য' তিন জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়?
(ক) ন (খ) ণ (গ) ঙ (ঘ) ঞ

১২। 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি কীভাবে গঠিত?
(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + ষ (গ) ষ্ + ম (ঘ) ম্ + হ

১৩। কোন দ্বিরুক্তি শব্দটি বহুবচন নির্দেশ করে?
(ক) নরম নরম হাত (খ) গরম গরম (গ) পাকা পাকা আম (ঘ) কোনোটি নয়

১৪। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
(ক) গ, ঘ (খ) দ, ধ (গ) প, ফ (ঘ) জ, ঝ

১৫। কোনটি শব্দের উদাহরণ?
(ক) ষ (খ) ট (গ) খ (ঘ) ক্ষ

১৬। বাংলা অভিধানে 'ক্ষ' এর অবস্থান কোথায়?
(ক) 'খ' এর পরে (খ) 'হ' এর পরে (গ) 'ষ' এর পরে (ঘ) 'ক' এর পরে

১৭। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
(ক) সমীভবন (খ) অপনিহিতি (গ) বিষমীভবন (ঘ) অসমীকরণ

১৮। ধ্বনি পরিবর্তন কত প্রকার?
(ক) ৩ প্রকার (খ) ৪ প্রকার (গ) ৫ প্রকার (ঘ) ২ প্রকার

১৯। কোন জাতীয় শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয় না?
(ক) তৎসম (খ) বিদেশি (গ) সংস্কৃত (ঘ) তদ্ভব

২০। নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
(ক) রামায়ণ (খ) অণুবীক্ষণ (গ) দুর্নাম (ঘ) মরিচীকা

২১। 'সতীশ' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) সতি + ইশ (খ) সতি + ঈশ (গ) সতী + ঈশ (ঘ) সতী + ইশ

২২। জাতি + অভিমান =?
(ক) জাত্যাভিমান (খ) জাত্যভিমান (গ) জাতিভিমান (ঘ) জাতভিমান

২৩। নিচের কোন বানানটি সঠিক?
(ক) ইতিমধ্যে (খ) সমীচিন (গ) পুরস্কার (ঘ) পোষাক

২৪। 'সবুজ' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) সংস্কৃত (খ) ফারসি (গ) দেশি (ঘ) পর্তুগিজ

২৫। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারে বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?
(ক) ৫% (খ) ৮% (গ) ১০% (ঘ) ১২%

২৬। 'মোলায়েম' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) তুর্কি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) আরবি

২৭। 'মানিন' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
(ক) মাননীয়া (খ) মানবতী (গ) মানীয়া (ঘ) মানিনী

২৮। ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নয় কোনটি?
(ক) রোজরোজ (খ) শিরশির (গ) মড়মড় (ঘ) ধড়ফড়

২৯। কোন পদের বচন ভেদ হয়?
(ক) বিশেষ্য ও সর্বনাম (খ) সর্বনাম ও অব্যয় (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া ও অব্যয়

৩০। উপসর্গের কাজ কী?
(ক) বর্ণ সংস্করণ (খ) নতুন শব্দ গঠন (গ) অর্থ পরিবর্তন (ঘ) যতি উপস্থাপন

৩১। শরতের পর আসে বসন্ত – এ বাক্যে ব্যবহৃত অনুসর্গটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) স্বল্প বিরতি (খ) দীর্ঘ বিরতি (গ) ধারাবাহিকতা (ঘ) ক + খ

৩২। 'বীরপুরুষ' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) কর্মধারয় সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৩৩। ড. শিরিন শারমিন চৌধুরি বাংলাদেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি। এখানে রাষ্ট্রপতি কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় সমাস (খ) তৎপুরুষ সমাস (গ) দ্বন্দ্ব সমাস (ঘ) নিত্য সমাস

৩৪। 'চৌচালা' কোন সমাস?
(ক) দ্বিগু সমাস (খ) দ্বন্দ্ব (গ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি (ঘ) কর্মধারয়

৩৫। ধাতুর গণ কয়টি?
(ক) ২০টি (খ) ২১টি (গ) ৩৭টি (ঘ) ২৫টি

৩৬। 'রক্ত' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হলো–
(ক) রুজ্ + ত (খ) রন্ + ত (গ) রক্ + ক্ত (ঘ) √রনজ্ + ত

৩৭। প্রত্যয় কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

৩৮। 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ কোনটি?
(ক) ইচ্ছুক (খ) অনিচ্ছা (গ) উচ্ছিক (ঘ) ইচ্ছাময়

৩৯। 'আচরণেই ইতর-ভদ্র বুঝায়'— এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারকের কোন বিভক্তি?
(ক) করণে সপ্তমী (খ) কর্মে সপ্তমী (গ) অপদানে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

৪০। অর্থ অনর্থ ঘটায়– 'অনর্থ' কোন কারকের কোন বিভক্তি?
(ক) কর্তায় শূন্য (খ) কর্মে শূন্য (গ) করণে শূন্য (ঘ) অপাদানে শূন্য

৪১। 'নালিশটা অযৌক্তিক' — কোন ধরনের বাক্য?
(ক) নেতিবাচক (খ) অস্তিবাচক (গ) অনুজ্ঞাবাচক (ঘ) প্রশ্নবাচক

৪২। পাঠের বর্জনকৃত অংশ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়?
(ক) - চিহ্ন (খ) () চিহ্ন (গ) ..... চিহ্ন (ঘ) " " চিহ্ন

৪৩। ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?
(ক) দ্বিতীয়া (খ) প্রথমা (গ) তৃতীয়া (ঘ) সপ্তমী

৪৪। নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) তিনি সাক্ষী দিতে রাজি হননি (খ) তিনি সাক্ষ্য হতে রাজি হননি (গ) তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজি হননি (ঘ) তিনি স্বাক্ষী দিতে রাজি হননি

৪৫। 'অক্ষির অভিমুখে' এর সংক্ষেপণ হলো—
(ক) সমক্ষ (খ) পরোক্ষ (গ) প্রত্যক্ষ (ঘ) নিরপেক্ষ

৪৬। 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) আচমকা বিপদ (খ) বিভ্রম (গ) জাদুকরী বিদ্যা অর্জন (ঘ) সাপ

৪৭। 'হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয়" বাগ্‌ধারার অর্থ —
(ক) স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ (খ) সুযোগ সন্ধানী (গ) সংকটে পড়া (ঘ) কুকাজে পটুত্ব

৪৮। 'অপাঙ্‌ক্তেয়' শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
(ক) ঘরোয়া (খ) পংক্তিহীন (গ) অতুলনীয় (ঘ) অসামাজিক

৪৯। 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সকাল (খ) বিকাল (গ) সন্ধ্যা (ঘ) রাত্রি

৫০। 'Ordnance' এর বাংলা অর্থ কী?
(ক) সমরাস্ত্র (খ) অধ্যাদেশ (গ) আদেশ (ঘ) বিশেষ ক্ষমতাবলে নির্দেশ

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	ঘ	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	ক

মূল্যায়ন পরীক্ষা-০২

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। কোন লেখক 'চলিত ভাষা' কে 'মানভাষা' রূপে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন করেছিলেন?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

০২। 'বন্য' শব্দটির চলিত রূপ কোনটি?
(ক) বন্যে (খ) বুনো (গ) বনো (ঘ) বুন্য

০৩। বাংলা লিপির উৎস কোনটি?
(ক) সংস্কৃত লিপি (খ) কুটিল লিপি (গ) ব্রাহ্মী লিপি (ঘ) ইন্দো-ইউরোপীয় লিপি

০৪। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮২৬ (খ) ১৮৩৩ (গ) ১৯২৬ (ঘ) ১৯৩৩

০৫। ভাষার মৌলিক অংশ নয় কোনটি?
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ (গ) ছন্দ (ঘ) বাক্য

০৬। 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) বাক্যতত্ত্বে (খ) শব্দতত্ত্বে (গ) অর্থতত্ত্বে (ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

০৭। 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর আছে?
(ক) ৪টি (খ) ৩টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

০৮। বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ২টি (ঘ) ৫টি

০৯। নিচের কোনটি সঠিক বানান?
(ক) হর্ণ (খ) গভর্ণর (গ) ঝরনা (ঘ) ভূবন

১০। 'দ্বৈপায়ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) দ্বীপ + আয়ন (খ) দ্বীপ + অয়ন (গ) দ্বিপ + অনট (ঘ) দ্বীপ + অনট

১১। 'প্রৌঢ়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
(ক) প্র + উঢ় (খ) প্র + ওঢ় (গ) প্রো + উঢ় (ঘ) প্র + উঢ়

১২। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সৌজন্যতা (খ) সৌজন্নতা (গ) সৌজনতা (ঘ) সৌজন্য

১৩। গঠন অনুসারে শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

১৪। নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
(ক) বাঁশি (খ) সন্দেশ (গ) বেতার (ঘ) গায়ক

১৫। 'চশমা' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) আরবি (খ) ফরাসি (গ) ফারসি (ঘ) ইংরেজি

১৬। 'বীর' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?
(ক) বীরা (খ) বীরাঙ্গনা (গ) বীরাঙ্গী (ঘ) বিদুষী

১৭। 'তারিখ বাচক' শব্দের প্রথম চারটি কোন ভাষার নিয়মে সাধিত হয়?
(ক) বাংলা (খ) আরবি (গ) হিন্দি (ঘ) উর্দু

১৮। 'কলকলিয়ে উঠলো সেথায় নারীর প্রতিবাদ'– এখানে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

১৯। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি?
(ক) ২০টি (খ) ২১টি (গ) ৯টি (ঘ) ২৩টি

২০। 'গণ্যমান্য' কী সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি

২১। 'কালসাপ' কোন সমাসের উদাহারণ?
(ক) বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয় (গ) নিত্য সমাস (ঘ) তৎপুরুষ সমাস

২২। ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কী বলে?
(ক) কারক (খ) ধাতু (গ) প্রত্যয় (ঘ) বিভক্তি

২৩। 'দীক্ষা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) দীখ্ + অ (খ) দীক্ষ্ + অ (গ) দীক্ষ্ + আ (ঘ) দী + ক্ষা

২৪। ব্যতিহারিক সর্বনাম কোনটি?
(ক) ইহারা (খ) যিনি (গ) নিজে নিজে (ঘ) আমরা

২৫। 'মানুষ' পদের বিশেষণ—
(ক) মনুষ্য (খ) মানস (গ) মানুষিক (ঘ) মনুষ্যত্ব

২৬। 'হিরু তাস খেলে'– এখানে তাস কী কারক?
(ক) কর্মকার (খ) করণ কারক (গ) কর্তৃকারক (ঘ) অপাদান কারক

২৭। "যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হবো না" — এটি কোন ধরনের বাক্য?
(ক) জটিল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) সরল বাক্য (ঘ) হ্যাঁ-বাচক বাক্য

২৮। একটি পূর্ণবাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) ড্যাস (খ) কম (গ) কোলন (ঘ) সেমিকোলন

২৯। নৌকা টেনে বের করতে হবে— বাক্যটি যে বাক্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) ভাববাচ্য (গ) কর্মবাচ্য (ঘ) কর্মকতৃবাচ্য

৩০ 'ক–অক্ষর গোমাংস' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) অপদার্থ (খ) শিক্ষিত (গ) সম্পূর্ণ মূর্খ (ঘ) অলস

৩১। 'গাছ-পাথর' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) ভূমিকা (খ) হিসাব-নিকাশ (গ) অসম্ভব বস্তু (ঘ) বাড়াবাড়ি

৩২। 'তাতা' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) ত্বরা (খ) ঠান্ডা (গ) তন্দ্রা (ঘ) গরম

৩৩। 'উচাটন' এর বিপরীত শব্দ কী?
(ক) উধ্বটান (খ) প্রশান্ত (গ) উচু-নিচু (ঘ) উত্তাল

৩৪। 'সিত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ঠান্ডা (খ) ধবল (গ) স্বাক্ষর (ঘ) কালা

৩৫। ৬০ বছর পূর্তিকে কী বলা হয়?
(ক) রজতজয়ন্তী (খ) সুবর্ণজয়ন্তী (গ) হীরক জয়ন্তী (ঘ) প্লাটিনাম জয়ন্তী

৩৬। 'যিনি বিদ্যালাভ করেছেন'— এককথায় কী বলে?
(ক) কৃতবিদ্যা (খ) কৃতবিদ্য (গ) কৃতবিদ্বান (ঘ) শিক্ষার্থী

৩৭। 'Parasite' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো—
(ক) পারদর্শী (খ) পরদেশি (গ) পরগাছা (ঘ) পরমুখাপেক্ষী

৩৮। 'Gratuity' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো–
(ক) মহত্ব (খ) বিদ্বান (গ) মুঞ্জরি (ঘ) আনুতোষিক

৩৯। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয়?
(ক) শব্দ (খ) পদ (গ) ধাতু (ঘ) বর্ণ

৪০। 'অলাবু থেকে লাউ' হওয়ার কারণ কী?
(ক) বর্ণাগম (খ) বর্ণলোপ (গ) বর্ণ বিপর্যয় (ঘ) বর্ণাশুদ্ধি

৪১। 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ক্ষুধা + ঋত (খ) ক্ষুধ + ঋত (গ) ক্ষুধ + আর্ত (ঘ) ক্ষুধা + রত

৪২। 'সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) আহমদ শরীফ (গ) শামসুজ্জামান খান (ঘ) নরেন বিশ্বাস

৪৩। কোনটি মৌলিক শব্দ?
(ক) চাকা (খ) ডিঙ্গা (গ) লোনা (ঘ) নাক

৪৪। 'নিত্য স্ত্রী বাচক' শব্দ কোনটি?
(ক) গাভি (খ) জননী (গ) সতিন (ঘ) আয়া

৪৫। "ছি! ছি! তুমি এত নীচ!" — এখানে 'ছি! ছি!' কী অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) অনুভূতিভাবে (খ) ভাবের গভীরতা (গ) তীব্রতা (ঘ) পৌনঃপুনিকতা

৪৬। 'গণকবর' শব্দে 'গণ' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) মানুষ (খ) বহুবচন (গ) সাধারণ (ঘ) বিশেষ

৪৭। কী ভেদে পদাশ্রিত নিদের্শক ভিন্ন হয়?
(ক) কালভেদে (খ) বচনভেদে (গ) পদভেদে (ঘ) পুরুষভেদে

৪৮। 'পরাভব' শব্দের 'পরা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) আধিকত্য (খ) অভাব (গ) বিপরীত (ঘ) বিকৃত

৪৯। সমাস মূলত কত প্রকার?
(ক) ৪ প্রকার (খ) ৮ প্রকার (গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৯ প্রকার

৫০। 'সাইরেন বেজে উঠল' —এখানে 'বেজে উঠল' কোন ক্রিয়া?
(ক) মিশ্র ক্রিয়া (খ) যৌগিক ক্রিয়া (গ) প্রয়োজক ক্রিয়া (ঘ) সমধাতুজ ক্রিয়া

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	ঘ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ

মূল্যায়ন পরীক্ষা-০৩

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। 'অতিথি পাখি' এর ইংরেজি কোনটি?
(ক) Visiting bird (খ) Guest bird (গ) Lake bird (ঘ) Migratory bird

০২। 'Populous' এর বাংলা অর্থ কী?
(ক) জনসংখ্যা (খ) জনপ্রিয় (গ) জনবহুল (ঘ) জনসাধারণ

০৩। 'অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে' তাকে বলে—
(ক) অপরিণামদর্শী (খ) অবিমৃষ্যকারী (গ) পরিপক্ক (ঘ) অদূরদর্শী

০৪। 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন'– এর এক কথায় প্রকাশিত রূপ হলো—
(ক) নীতিবীদ (খ) নৈয়ায়িক (গ) ন্যায়পাল (ঘ) ন্যায়বাগীশ

০৫। 'উপাধান' শব্দের অর্থ—
(ক) বালিশ (খ) দূত (গ) উপকরণ (ঘ) পরিছদ

০৬। 'অর্বাচীন' এর বিপরীতার্থ কোনটি?
(ক) প্রাচীন (খ) প্রাচী (গ) নবীন (ঘ) কোনোটি নয়

০৭। 'বিদুরের খুদ' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) শ্রদ্ধার সামান্য উপহার (খ) শ্রম-বিমুখ (গ) শ্রম-কাতুরে (ঘ) অসুন্দর

০৮। 'তামার বিষ' বাগ্‌ধারার অর্থ–
(ক) সর্বনাশ (খ) অর্থের কুপ্রভাব (গ) তীব্রজ্বালা (ঘ) চির অশান্তি

০৯। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) এ কথা প্রমান হয়েছে (খ) এ কথা প্রমাণিত হয়েছে (গ) এ কথা প্রমাণ হয়েছে (ঘ) এ কথা প্রমানিত হয়েছে

১০। উক্তি কত প্রকার?
(ক) ৩ প্রকার (খ) ২ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

১১। 'অনুজ্ঞা' কোন কালে ব্যবহৃত হয়?
(ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (খ) ভবিষ্যৎ ও অতীত (গ) বর্তমান ও অতীত (ঘ) শুধু অতীতকালে

১২। 'বোকা হও, নইলে দুঃখ পাও' এটি হলো–
(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) খণ্ড বাক্য

১৩। সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না— এখানে 'মেঘ' কোন কারক?
(ক) কর্ম কারক (খ) অপাদান কারক (গ) কর্তৃকারক (ঘ) অধিকরণ কারক

১৪। 'ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা' — এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক?
(ক) অধিকরণ (খ) করণ (গ) কর্ম (ঘ) অপাদান

১৫। 'যেমন কর্ম তেমন ফল'– এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে—
(ক) নির্ধারক বিশ্লেষণ (খ) ক্রিয়া বিশেষণ (গ) সাপেক্ষ সর্বনাম (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ

১৬। 'এখন গোল্লায় যাও'– এটি কোন ধরনের ক্রিয়ার উদাহরণ?
(ক) মিশ্র ক্রিয়া (খ) যৌগিক ক্রিয়া (গ) প্রযোজক ক্রিয়া (ঘ) নামধাতুর ক্রিয়ার

১৭। পদ প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৫ প্রকার (গ) ৮ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

১৮। 'সর্বাঙ্গীন' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) সর্বজ্ঞা + ঈন (খ) সর্ব + অঙ্গীন (গ) সর্ব + ঈন (ঘ) সর্বাঙ্গ + ঈন

১৯। 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু থেকে গঠিত?
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) সংস্কৃত (ঘ) বাংলা

২০। 'তুমি, আমি ও সে = আমরা' কোন সমাস?
(ক) সর্বনামযোগ গঠিত দ্বন্দ্ব (খ) নিত্য সমাস (গ) একশেষ দ্বন্দ্ব (ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব

২১। আশীবিষ কোন ধরনের সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ী ভাব

২২। 'এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা যায় না' — এ বাক্যে ব্যবহৃত অনুসর্গটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) স্বল্প বিরতি (খ) জন্য (গ) সক্ষমতা (ঘ) পর্যন্ত

২৩। কোনটি আরবি উপসর্গযোগে গঠিত?
(ক) গরমিল (খ) নালায়েক (গ) হররোজ (ঘ) কমজোর

২৪। 'অপদেবতা' শব্দে 'অপ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) মন্দ অর্থে (খ) বৃথা অর্থে (গ) বিপরীত অর্থে (ঘ) অস্বাভাবিক

২৫। 'ডালে ডালে কুসুমভার'- এখানে 'ভার' কোন অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) ওজন (খ) সমূহ (গ) বোঝা (ঘ) গুরুত্ব

২৬। 'কাগজ' এর বহুবচন কোনটি?
(ক) কাগজাত (খ) কাগজগুলো (গ) কাগজসমূহ (ঘ) কাগজাদী

২৭। 'রেনেসাঁ' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
(ক) ফারসি (খ) ফরাসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ইংরেজি

২৮। 'হিন্দি' শব্দটি মূলত কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ফারসি (খ) সংস্কৃত (গ) হিন্দি (ঘ) উর্দু

২৯। 'ইংরেজ' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
(ক) পর্তুগিজ (খ) ইতালি (গ) জার্মান (ঘ) ইংরেজি

৩০। সঠিক শব্দ কোনটি?
(ক) সুষুপ্তি (খ) সুসুপ্তি (গ) সুশুপ্তি (ঘ) শুষুপ্তি

৩১। কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
(ক) কৃতিত্ব (খ) দায়িত্ব (গ) সখিত্ব (ঘ) সতিত্ব

৩২। 'হিমাচল' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) হিমা + আচল (খ) হিমা + অচল (গ) হিম + অচল (ঘ) হিম + আচল

৩৩। 'পতঞ্জলি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) পত + অঞ্জলি (খ) পতঃ + অঞ্জলি (গ) পত্ + অঞ্জলি (ঘ) পতৎ + অঞ্জলি

৩৪। নিচের কোন বানানে স্বভাবতই 'মূর্ধন্য-ষ' ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) ঔষধ (খ) তৃষ্ণা (গ) কৃষক (ঘ) বর্ষা

৩৫। কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?
(ক) প্রাতিপদিক (খ) অভিশ্রুতি (গ) অপিনিহিতি (ঘ) ধ্বনি বিপর্যয়

৩৬। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির অনুপাত কত?
(ক) ১১ : ৯ (খ) ১১ : ৭ (গ) ১১ : ১০ (ঘ) ১১ : ৬

৩৭। বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্বস্বরে সংখ্যা—
(ক) ৫টি (খ) ৪টি (গ) ৭টি (ঘ) ৬টি

৩৮। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ নয় কোনটি?
(ক) দাঁত (খ) তালু (গ) কান (ঘ) নাক

৩৯। 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?
(ক) জ্ + ঞ (খ) ঞ্ + গ (গ) ঞ্ + জ (ঘ) গ্ + ঞ

৪০। বাক্যের মূল উপকরণ কী?
(ক) শব্দ (খ) বর্ণ (গ) ধ্বনি (ঘ) ভাষা

৪১। 'Semantics' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ধ্বনি তত্ত্ব (খ) শব্দ তত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) অর্থতত্ত্ব

৪২। কোনটি ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা?
(ক) ভাষার ইতিবৃত্ত (খ) মনীষা-মঞ্জুসা (গ) আধুনিক ভাষা তত্ত্ব (ঘ) আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

৪৩। 'ব্যাকরণ' শব্দটি কোন ধরনের শব্দ?
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) বাংলা (ঘ) পর্তুগিজ

৪৪। কেন্তমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?
(ক) হিত্তিক ও তুখারিক (খ) তামিল দ্রাবিড় (গ) আর্য ও অনার্য (ঘ) মাগধী ও গৌড়

৪৫। বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

৪৬। 'উজবুক' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) বাংলা (খ) ফারসি (গ) তুর্কি (ঘ) পর্তুগিজ

৪৭। নিচের কোনটি বাংলা ধাতু?
(ক) গম্ (খ) কথ্ (গ) নাচ্ (ঘ) অঙ্ক

৪৮। 'তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন'– এখানে 'অথচ' অব্যয়টি কোন ধরনের?
(ক) সংকোচক অব্যয় (খ) সংযোজক অব্যয় (গ) বিয়োজক অব্যয় (ঘ) অনুগামী অব্যয়

৪৯। 'চার আর তিনে সাত হয়'— এটি কোন কালের উদাহরণ?
(ক) ঘটমান বর্তমান (খ) নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল (গ) নিত্যবৃত্ত অতীতকাল (ঘ) সাধারণ অতীতকাল

৫০। অনুসর্গ কী?
(ক) শব্দ-বিভক্তি (খ) উপসর্গ (গ) ক্রিয়া-বিভক্তি (ঘ) অব্যয়

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	খ	১০	খ
১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	ক	৪৯	খ	৫০	ঘ

মূল্যায়ন পরীক্ষা-০৪

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। 'চকিত হইয়া' শব্দটির চলিত রূপ কোনটি?
(ক) চকিত হয়ে (খ) চকিতে (গ) চকত হয়ে (ঘ) চমকে

০২। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়—
(ক) সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে (খ) দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দে (গ) নবম খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) দশম খ্রিষ্টাব্দে

০৩। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
(ক) পালি (খ) অপভ্রংশ (গ) অবহট্‌ঠ (ঘ) সংস্কৃত

০৪। কোন লিপি ডান দিক থেকে লেখা হয়?
(ক) হিন্দি (খ) মারাঠি (গ) ব্রাহ্মী (ঘ) খরোষ্ঠী

০৫। যতি বা ছেদ চিহ্ন ব্যাকণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) শব্দতত্ত্বে (গ) অর্থতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

০৬। 'Accidental' এর বাংলা পরিভাষা—
(ক) দুর্ঘটনা (খ) আগ্রহ (গ) আপতিক (ঘ) অনাগ্রহ

০৭। 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) উপসংহার (খ) ভূমিকা (গ) মন্তব্য (ঘ) ব্যাখ্যা

০৮। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
(ক) কার (খ) ফলা (গ) অক্ষর (ঘ) প্রাতিপদিক

০৯। কোনগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি?
(ক) চ, ছ, জ, ঝ (খ) ত, থ, দ ধ (গ) প, ফ, ব, ভ (ঘ) য, র, ল, ব

১০। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি কয়টি?
(ক) ৩৯টি (খ) ৩৭টি (গ) ১১ (ঘ) ৫০টি

১১। 'হ' বর্ণের অঘোষ উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিকে বলে—
(ক) ঃ (খ) ৎ (গ) ক্ষ (ঘ) ং

১২। গ্রাম > গেরাম এখানে কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে?
(ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি (খ) পরাগত (গ) সমীভবন (ঘ) স্বরাগম

১৩। ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) এ (খ) ঞ (গ) ণ (ঘ) ন

১৪। স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে?
(ক) নিপুণ (খ) হরিণ (গ) শ্রাবণ (ঘ) ঘণ্টা

১৫। 'গবাক্ষ' কোন ধরনের সন্ধি?
(ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জন সন্ধি (গ) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি (ঘ) বিসর্গ সন্ধি

১৬। 'ভুক্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ভুক্ + তো (খ) ভুজ্ + তো (গ) ভুজ্ + ত (ঘ) ভুঃ + ক্ত

১৭। শুদ্ধ বানান নির্দেশ করুন?
(ক) মুহুর্মুহু (খ) মূহুর্মুহু (গ) মুর্হমূর্হু (ঘ) মুর্হুমূর্হু

১৮। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
(ক) সমীচীন (খ) উদীচী (গ) প্রতীচী (ঘ) অনাথীনী

১৯। নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?
(ক) রাজপুত্র (খ) রাজপুত (গ) হস্তী (ঘ) সন্দেশ

২০। 'খিস্তিখেউড়' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) সংমকৃত (খ) তুর্কি (গ) বাংলা (ঘ) ফারসি

২১। মহকুমা শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) তুর্কি (খ) আরবি (গ) ফারসি (ঘ) তৎসম

২২। 'গুরু' শব্দের নারী বাচক কোনটি?
(ক) গুর্বী (খ) গুর্বি (গ) গূর্বি (ঘ) গুর্বানী

২৩। 'রাশি রাশি ধান' কোন অর্থে দ্বিরুক্ত?
(ক) আধিক্য (খ) সামান্য (গ) তীব্রতা (ঘ) বৃহৎ

২৪। বচন শব্দের অর্থ কী?
(ক) ক্রমের ধারণা (খ) সংখ্যার ধারণা (গ) গুণনার ধারণা (ঘ) পরিমাপের ধারণা

২৫। 'ন্যাকামিটা এখন রাখো' – বাক্যে 'ন্যাকামি' শব্দের সঙ্গে টা যুক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
(ক) নিরর্থকতা (খ) সার্থকতা (গ) ব্যর্থতা (ঘ) ভিন্নর্থকতা

২৬। 'উপকূল' শব্দে 'উপ' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) সদৃশ (খ) বিশেষ (গ) সামীপ্য (ঘ) ক্ষুদ্র

২৭। উপসর্গের কাজ কী?
(ক) বর্ণ সংরক্ষণ (খ) নতুন শব্দ গঠন (গ) অর্থের বিকৃতি (ঘ) যতি উপস্থাপন

২৮। 'কী হেতু এসেছো তুমি, কহ বিস্তারিয়া' — এ বাক্যে 'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
(ক) ব্যাপার (খ) প্রার্থনা (গ) নিমিত্ত (ঘ) প্রসঙ্গে

২৯। 'বকধার্মিক' কোন সমাস?
(ক) উপমান কর্মধারয় সমাস (খ) উপমিত কর্মধারয় সমাস (গ) রুপক কর্মধারয় (ঘ) মধ্যলোপী কর্মধারয় সমাস

৩০। 'হাতাহাতি' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) দ্বিগু

৩১। 'সাহিত্য' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়—
(ক) সাহি + ত্য (খ) সহিত + য (গ) সাহিত্য + অ (ঘ) সাহিত + ইত

৩২। 'নিশীথ রাতে বাঁশি বাজে'– এখানে 'নিশীথ' শব্দটি কোন পদ?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) অব্যয়

৩৩। 'বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি' এখানে 'ঘুম' কোন পদ?
(ক) প্রযোজক ক্রিয়া (খ) যৌগিক ক্রিয়া (গ) সমধাতুজ কর্ম (ঘ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া

৩৪। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'— এই বাক্যে 'কিংবা' কোন ধরনের অব্যয়?
(ক) সংযোজক (খ) বিয়োজক (গ) সংকোচক (ঘ) অনুকার

৩৫। 'সর্বজন' এর বিশেষণ কী?
(ক) সর্বজনীন (খ) সার্বজন (গ) সার্বিক (ঘ) সার্বক্ষণ

৩৬। 'সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়' — এটি কোন বর্তমান কালের উদাহরণ?
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান (গ) নিত্যবৃত্ত বর্তমান (ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান

৩৭। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল' — এটি কোন কারকের উদাহরণ?
(ক) কর্মে চতুর্থী (খ) অপাদানে চতুর্থী (গ) সম্প্রদানে চতুর্থী (ঘ) করণে চতুর্থী

৩৮। বাংলা শব্দ বিভক্তি কত প্রকার?
(ক) ৭ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৫ প্রকার (ঘ) ১০ প্রকার

৩৯। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' — এ বাক্যে 'স্বাধীনতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কারণে ষষ্ঠী (খ) অপাদানের ষষ্ঠী (গ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী (ঘ) অধিকরণে ষষ্ঠী

৪০। 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সকিনা বিবির কপাল ভাঙল'— এ কোন ধরনের বাক্য?
(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) খণ্ডবাক্য

৪১। 'হৈম তার অর্থ বুঝাতে ব্যর্থ হলো'— এটি কোন বাক্য?
(ক) অস্তিবাচক (খ) নেতিবাচক (গ) যৌগিক (ঘ) জটিল

৪২। 'Comma' এর বাংলা অর্থ কী?
(ক) অর্ধচ্ছেদ (খ) পাদচ্ছেদ (গ) পূর্ণচ্ছেদ (ঘ) দৃষ্টান্তচ্ছেদ

৪৩। সমজাতীয় পদগুলো বাক্যে দেখানোর জন্য কী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—
(ক) কমা (খ) কোলন (গ) হাইফেন (ঘ) সেমিকোলন

৪৪। তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন" — বাক্যটি কীসের উদাহরণ —
(ক) প্রত্যক্ষ উক্তির (খ) পরোক্ষ উক্তির (গ) কর্মবাচ্যের (ঘ) কর্তৃবাচ্যের

৪৫। কোন বাক্যটি সঠিক?
(ক) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ (খ) তাহার জীবন সংশয়ময় (গ) তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ (ঘ) তাহার জীবন সংশয়ভরা

৪৬। 'অঞ্চল প্রভাব' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) এলাকার প্রভাব (খ) স্ত্রীর প্রভাব (গ) বাবার প্রভাব (ঘ) পাতিনেতা

৪৭। 'উনকোটি চৌষট্টি' — বাগ্‌ধারার অর্থ –
(ক) পাগলামি (খ) প্রায় সম্পূর্ণ (গ) গুরুত্বহীন লোক (ঘ) অপদার্থ

৪৮। 'প্রসন্ন' এর বিপরীতার্থ শব্দ কোনটি?
(ক) প্রতিপন্ন (খ) বিষণ্ন (গ) বিপন্ন (ঘ) বিকৃষ্ট

৪৯। 'প্রবেশ করার ইচ্ছা' কে এক কথায় কী বলে?
(ক) বিবিক্ষা (খ) প্রবেশচ্ছু (গ) বিবক্ষা (ঘ) বিবৃক্ষা

৫০। 'Surgeon' অর্থ—
(ক) শল্য চিকিৎসক (খ) দন্ত চিকিৎক (গ) অস্তি চিকিৎসক (ঘ) ভেষজ চিকিৎসক

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	খ	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	ক

মূল্যায়ন পরীক্ষা-০৫

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। দেশ-কাল-পরিবেশভেদে কীসের পার্থক্য ঘটে?
(ক) ধ্বনির (খ) অর্থের (গ) ভাষার (ঘ) শব্দের

০২। কোন দেশের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা?
(ক) পাকিস্থান (খ) ভারত (গ) সিয়েরা লিওন (ঘ) মরক্কো

০৩। 'প্রাকৃত' শব্দের ভাষাগত অর্থ—
(ক) মূর্খদের ভাষা (খ) পণ্ডিতের ভাষা (গ) জনগণের ভাষা (ঘ) লেখকদের ভাষা

০৪। ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?
(ক) নাগর (খ) সারদা (গ) কুটিল (ঘ) কুষাণ

০৫। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?
(ক) মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ (খ) ড. এনামুল হক
(গ) ড. সুকুমার সেন (ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০৬। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই—
(ক) রসতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ক্রিয়ার কাল

০৭। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'জ, ঝ' কোন ধরনের বর্ণ—
(ক) তালব্য বর্ণ (খ) কণ্ঠ বর্ণ (গ) কণ্ঠতালব্য বর্ণ (ঘ) কণ্ঠৌষ্ঠবর্ণ

০৮। অর্থমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?
(ক) ৮টি (খ) ১টি (গ) ১০টি (ঘ) ৭টি

০৯। নিচের কোনটি নিলীন বর্ণ?
(ক) ঁ (খ) ং (গ) অ (ঘ) ক

১০। বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণ কয়টি?
(ক) ৩৯টি (খ) ৫০টি (গ) ১১টি (ঘ) ৪৫টি

১১। নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
(ক) বড় দাদা > বড়দা (খ) পিশাচ > পিচাশ (গ) ফাল্গুন > ফাগুন (ঘ) বাপজান > বাজান

১২। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) নির্নিমেষ (খ) নির্ণিমেষ (গ) ণির্নিমষে (ঘ) ণিণিমেষ

১৩। কোনটি 'নিত্য-মূর্ধন্য-ষ' বাচক শব্দ?
(ক) পরিষ্কার (খ) তৃষ্ণা (গ) ভাষা (ঘ) বৃষ্টি

১৪। 'নবোঢ়া' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) নক + উড়া (খ) ণবো + উঢ়া (গ) নৌ + ওঢ়া (ঘ) নব + ঊড়া

১৫। 'পরস্পর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) পরস + পর (খ) পরঃ + পর (গ) পরসঃ + পর (ঘ) পর্ + পর

১৬। নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
(ক) চেয়ার (খ) হস্ত (গ) আনারস (ঘ) টেবিল

১৭। 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) তুর্কি (ঘ) উর্দু

১৮। 'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
(ক) বৃহদার্থে (খ) ক্ষুদ্রার্থে (গ) ব্যাজ্ঞার্থে (ঘ) সাদৃশ্য অর্থে

১৯। 'আমি' শব্দটি কোন লিঙ্গ?
(ক) পুংলিঙ্গ (খ) স্ত্রী লিঙ্গ (গ) ক্লীব লিঙ্গ (ঘ) উভয় লিঙ্গ

২০। 'শ্বশুর" শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ—
(ক) শ্রাশ্রু (খ) শ্বশ্রু (গ) শ্বশ্রূ (ঘ) শ্মশ্রু

২১। 'কবি কবি ভাব কিন্তু ছন্দের অভাব'— 'কবি কবি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) পৌনঃপুনিকতা অর্থে (খ) ভালো অর্থে (গ) পুনরাবৃত্তি অর্থে (ঘ) উপহাস অর্থে

২২। 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'—এখানে 'কাটিতে কাটিতে' অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) নিরন্তরতা (খ) বিলম্ব (গ) সমাপ্তি (ঘ) সম্ভাবনা

২৩। 'ভূধরব্রজ' কোন বচন?
(ক) একবচন (খ) বহুবচন (গ) দ্বিবচন (ঘ) কোনোটি নয়

২৪। 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ?
(ক) সংস্কৃত (খ) বাংলা (গ) বিদেশি (ঘ) মিশ্র

২৫। 'প্রতিধ্বনি' শব্দের 'প্রতি' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) পৌনঃপুন (খ) বিশেষ (গ) সদৃশ (ঘ) বিপরীত

২৬। 'সিংহাসন' কোন সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) দ্বিগু (ঘ) নিত্য সমাস

২৭। 'বাঁদর নাচ' কোন ধরনের সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) প্রাদিসমাস

২৮। 'লটক' ধাতুটির অর্থ কী?
(ক) বিচ্ছিন্ন (খ) দূরীভূত (গ) ঝোলা (ঘ) উচ্ছন্নে যাওয়া

২৯। 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়—
(ক) কৃষ্ + তি (খ) কৃষ্ + টি (গ) কৃ + ইষ্টি (ঘ) কৃষ্ + ইষ্টি

৩০। 'শারদীয়' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শার + দীয় (খ) শরৎ + ঈয় (গ) শারদ + ঈয় (ঘ) শরৎ + অনীয়

৩১। নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ?
(ক) জাত (খ) গৈরিক (গ) গাম্ভীর্য (ঘ) উদ্ধৃত

৩২। 'পলাশ দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু গন্ধহীন'— এখানে 'কিন্তু' কোন ধরনের অব্যয়?
(ক) সংকোচক (খ) পদান্বয়ী (গ) বিয়োজক (ঘ) সংযোজক

৩৩। 'ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো' — এখানে 'ঝিকে' কোন কারক?
(ক) কর্তৃকারক (খ) কর্মকারক (গ) অধিকরণ (ঘ) করণ কারক

৩৪। 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষুধ দিব কোথা' — এই বাক্যে 'সর্বাঙ্গ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মকারকে সপ্তমী (খ) অধিকরণে সপ্তমী (গ) সম্প্রদানে সপ্তমী (ঘ) কর্তৃকারকে শূন্য

৩৫। 'জামিল বাড়িতে আছে'— এর নেতিবাচক রূপ কী?
(ক) জামিল বাড়িতে থাকে না (খ) জামিল বাড়িতে নেই
(গ) জামিল বাড়িতে অনুপস্থিত নয় (ঘ) জামিল বাড়িতে থাকার কথা নয়

৩৬। 'যেই তার দর্শন পেলাম, সেই আমরা প্রস্থান করলাম।'— এটি কোন জাতীয় বাক্য?
(ক) যৌগিক (খ) মিশ্র (গ) সরল (ঘ) মৌলিক

৩৭। 'তাঁর সনে সেখানে যাওয়া হয়'— এটি কোন বাচ্য?
(ক) কৃর্তৃবাচ্য (খ) ভাববাচ্য (গ) কর্মবাচ্য (ঘ) কর্মকতৃ বাচ্য

৩৮। 'সে চোখে হলুদ ফুল দেখছে'— বাক্যটিতে কোন ধরনের ভুল রয়েছে?
(ক) বাচ্য প্রয়োগ (খ) বাহুল্য (গ) শব্দের অপপ্রয়োগ (ঘ) প্রবচনের অপপ্রয়োগ

৩৯। 'গয়ংগচ্ছ' বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
(ক) ঢিলেমি (খ) নাবালক (গ) অপদার্থ (ঘ) বয়স্ক লোক

৪০। 'বিড়ালের আড়াই পা' বাগ্‌ধারার অর্থ—
(ক) লাফালাফি (খ) বেহায়াপনা (গ) লজ্জা (ঘ) লম্পঝাপ

৪১। 'জুলমাত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অন্ধকার (খ) অবিচার (গ) অত্যাচার (ঘ) অনাচার

৪২। 'ঐহিক' শব্দের বিপরীত শব্দ—
(ক) অনৈহিক (খ) পারত্রিক (গ) ঐচ্ছিক (ঘ) নৈহিক

৪৩। 'ইতিকথা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) শেষ কথা (খ) ইতিহাস (গ) কাহিনি (ঘ) অর্থশূন্য কথা

৪৪। 'আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালকে' এক কথায় বলে—
(ক) ক্রন্দসী (খ) রোদসী (গ) অতলস্পর্শী (ঘ) আমশি

৪৫। যা লাফিয়ে চলে—
(ক) উল্লম্ফ (খ) লাফবাজ (গ) দয়া বাজ (ঘ) প্লবগ

৪৬। 'Handout' এর বাংলা পরিভাষা কী?
(ক) প্রচার পত্র (খ) জ্ঞানপত্র (গ) জ্ঞাপন পত্র (ঘ) প্রচারণা

৪৭। 'Notification' শব্দের বাংলা পরিভাষা—
(ক) বিজ্ঞপ্তি (খ) পরিপত্র (গ) প্রজ্ঞাপন (ঘ) বিররণী

৪৮। 'Corrigendum' এর বাংলা পরিভাষা—
(ক) শুদ্ধিপত্র (খ) অনুরোধপত্র (গ) পুনঃবিজ্ঞাপন (ঘ) গণভোট

৪৯। কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) শিরচ্ছেদ (খ) শিরোচ্ছেদ (গ) শিরশ্ছেদ (ঘ) শিরোচ্ছেদ

৫০। সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে কী বলে?
(ক) সমস্যমানপদ (খ) ব্যাসবাক্য (গ) উত্তর পদ (ঘ) সমস্তপদ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	গ	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	ঘ